# INDEX

| Date | | | Page |
|---|---|---|---|

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly Assembled under the provisions of the Constitution of India.

Friday, 6th August, 1982.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala at 11-30 A. M. on Friday, the 6th August, 1982.

## PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 8 Ministers and 44 Members.

## QUESTIONS

Mr. Speaker :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

১) ধর্মনগর কাঁকড়ী নদীর উভয় তীরে ( টঙ্গীবাড়ী জুনিয়ার বেসিক স্কুল হইতে কাঁকড়ী ব্রীজ পর্যন্ত ) বাঁধ নির্মাণের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কি ?

২) নিয়া থাকিলে কবে পর্যন্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) ধর্মনগরের কাঁকড়ী নদীর উভয় তীরে টঙ্গী বাড়ী জুনিয়ার বেসিক স্কুল হইতে কাঁকড়ী নদীর উপর বর্ত্তমান রেল সেতু পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং উপযুক্ত জরিপ করার পর পরিকল্পনাটি তৈরী করা হইয়াছে। এই বাঁধের সঙ্গে এন, এফ, রেলওয়ে সেতু লাইনের সেফটি জড়িত আছে। সুতরাং রেলওয়ে কারিগরী শাখা পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করিতেছে। রেলের অনুমোদন হইলে ষ্টেট টেকনিক্যাল কমিটিতে পেশ করা হইবে। কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেলে যথা সময়ে কাজ আরম্ভ করা হইবে।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৩ নং প্রশ্ন আসে না।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার। কাঁকড়ী নদী ধর্মনগর শহরকে এবং পার্শ্ববর্তী অনেকগুলি গ্রামকে প্রতি বছর ধ্বংস করে দিচ্ছে। কৃষ্ণপুরের কাছে গতি পরিবর্তন করে কাঁকড়ী নদীতে এই বছরেই দুইদিন আগে যে বন্যা হয়ে গেল তাতে ১০০ লোক ধর্মনগর

ভি. এন. পি. স্কুলে এবং রাজবাড়ী গার্লস স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। ১০০ পরিবার কাঁকড়ী-বাড়ী, রাজবাড়ী এবং নোয়াবাড়ীতে গিয়েছে এবং শতাধিক পরিবার ঘর ছাড়া হয়েছে। পাঁচ শতাধিক একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এবং আগরতলা ধর্মনগর রাস্তার উপর কাঁকড়ী নদীর উপর ব্রীজটা রক্ষা করছেন পূর্ত দপ্তর। যদি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাটা হাতে নেওয়া না যায় তাহলে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে যোগাযোগের দিক থেকে। কাজেই এটা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি জানতে চাই।

শ্রী বৈদ্য নাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এবারও বন্যায় সব দিকেই দারুণ ক্ষতি করেছে। কারণ অসময়ে বৃষ্টি হয়েছে। তা সত্বেও আমি বলে দিচ্ছি।

ধর্মনগর শহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে দীঘলবাগ গ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার কবল হইতে রক্ষা করার জন্য একটি সুব্যবহৃত বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প রচনা করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১নং প্রশ্নের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অংশটুকুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই সুব্যবহৃত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের একটি ছোট অংশ মাত্র প্রশ্নে উল্লেখিত বন্যা নিয়ন্ত্রনের এলাকা বর্তমান রেল সেতুর উজান ভাগে কাঁকড়ী নদীর উভয়তীরে অবস্থিত। আমাদের তৈরী প্রকল্প অনুযায়ী রেল সেতুর উজানভাগে কাঁকড়ী নদীর উভয়তীরে বাঁধ তৈরী করার ব্যাপারে রেল দপ্তরের অনুমোদনে এখনও পাওয়া যায় নাই। কারণ এই নদীর উভয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রনের বাঁধ তৈরী হলে রেল সেতুর ক্ষতিসাধন হইবে বলিয়া রেল দপ্তরের অনুমান। তাহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কারিগরী তথ্যাদির বিস্তারিত বিবরণ পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে রেল দপ্তর হইতে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়ার পর আমাদের রচিত প্রকল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

ধর্মনগর ও তৎসংলগ্ন জায়গা সমূহের বন্যা কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে যে বৃহৎ পরিকল্পনা করা হইয়াছে তার জন্য অনুমানিক ব্যয় হইবে ৪৪,৩৩,০০০ টাকা মাত্র। তাহাতে দক্ষিণ তীরের বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩·১০ কি. মি, এবং বাম তীরের দৈর্ঘ্য ৬·৩৬ কিমি। এর মধ্যে রেলওয়ে সেতুর উজানে বাঁধের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে বামতীরে ৩·০০ কিঃ মিঃ ও দক্ষিণ তীরে ২·৯৬ কিঃ মিঃ

সমগ্র পরিকল্পনাটি গত (১৯৮১ সনের ২০ এবং ২১শে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত) টেকনিক্যাল এডভাইজরী কমিটির মিটিং এ পেশ করার পর এই পরিকল্পনাটি রেলওয়ের ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্তমানে রেল দপ্তরের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের কাজ চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী ফৈজুর রহমান।

শ্রী ফৈজুর রহমান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার উত্তর হুরুয়া গাঁওসভার গত ২ বৎসর পূর্ব্বে সরকার একটি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের মঞ্জুরী দিয়েছিলেন ?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত গাঁওসভার কালাছড়া হাইস্কুলের নিকটবর্তী স্থানের স্থানীয় জনসাধারণ প্রস্তাবিত ডিপ টিউব ওয়েলটির স্থাপনের জন্য জায়গা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ?

৩। সত্য হইলে অদ্যাবধি ডিপ টিউবওয়েলটির স্থাপন না করার কারণ কি ?

৪। কত দিনের মধ্যে উক্ত কাজটি সম্পূর্ণ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। উত্তর হুরুয়াতে প্রস্তাবিত গভীর নলকূপটির খননের কাজ গত আর্থিক বৎসরে হাতে নেওয়া হয় কিন্তু উপযুক্ত জলস্তর না পাওয়া যাওয়াতে এই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই।

৪। বর্তমানে সেখানে অন্য গভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা নাই। আমরা সেখানে চেষ্টা করেছিলাম আন-সাকসেফুল হয়েছি। তার কাছাকাছি একটা জায়গা নিয়েছি সেখানে জল পাওয়া যাবে আশা করি।

শ্রীফইজুর রহমান :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কাছাকাছি যে জায়গায় হবে বলে বলছেন সেই জায়গাটার নাম কি জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আমি বলেছি যে স্কুলের সামনে যে জায়গাটা দেওয়া হয়েছে, সেখানে এক্ষুনি আর একটা টিউব-ওয়েল করার পরিকল্পনা নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে সরকারী ফিসারীর সংখ্যা কত ?

২। উক্ত ফিসারী হইতে বার্ষিক গড়ে কত আয় হয় ?

উত্তর

১। ৯৫৪টি মিনি ব্যারেজ সহ মোট ১১৩৭টি।

২। বার্ষিক গড়ে আয় :—সরকারী পরিচালনাধীন জলাশয় হইতে ৯ লক্ষ ৬ হাজার এবং মিনি ব্যারেজ হইতে ৪৭ লক্ষ টাকা।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এর মধ্যে নিশ্চয় ডম্বুর জলাশয়ও আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডম্বুর জলাশয় বাদে অন্যান্য যে সমস্ত জলাশয় মৎস্য দপ্তরের হাতে আছে, সেগুলির থেকে বৎসরে কত টাকা আয় হয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই তথ্য আপাততঃ আমার কাছে নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে ১১৩৭টি জলাশয় সরকারের হাতে আছে, এগুলি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য সরকারের বার্ষিক ব্যয় কত জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই তথ্যও এখন আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার — শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা — কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪ !

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা — স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য খোয়াই ব্লকের বিভিন্ন এলাকাগুলিতে মাছের পোনার অভাব পূরণের জন্য বগাবিল ও বেহালা বাড়ীতে মৎস প্রজনন কেন্দ্র খোলার জন্য খোয়াই বি. ডি. সি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সরকার-এর মৎস্য দপ্তরে পাঠানো হইয়াছে ?

২) সত্য হইলে উক্ত দুইটি স্থানে মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র খোলার জন্য মৎস্য দপ্তর কর্ত্তৃক কি কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে এবং সেখানে জাল ইত্যাদি রাখার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার হইতে নেওয়া হইয়াছে কি ?

উত্তর

১) হাঁা, ইহা সত্য খোয়াই ব্লকের বি. ডি. সি অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং মৎস্য দপ্তর ইহা পাইয়াছেন।

২) বগাবিল ও বেহালা বাড়ীতে মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র খোলা হইলে জাল ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখা হইবে।

মিঃ স্পীকার — সর্বশ্রী কেশব মজুমদার ও বাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার — স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যের বিদ্যুত ঘাটতি কত ?

২) এই ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

৩) ত্রিপুরায় প্রাপ্ত গ্যাস থেকে তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র (থার্মো প্লেন্ট) তৈরী করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে কি ?

৪) প্রস্তাবিত এই তাপ বিদ্যুত কেন্দ্রে কত বিদ্যুত উৎপন্ন হইবে এবং তার কাজ কবে নাগাদ শেষ করা যাইবে বলিয়া সরকার মনে করেন ?

উত্তর

১) সান্ধ্যকালীন নিয়ন্ত্রিত ৩ মেঘাওয়াট সহ মোট ৮ মেঘাওয়াট।

২) ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল গ্রীড হইতে আরও বেশী বিদ্যুত আনদানীর প্রচেষ্টা চলিতেছে।

এক মেঘাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জলবিদ্যুত প্রকল্প গোমতী নদীর মহারাণী নামক স্থানে হাতে নেওয়া হইয়াছে।

গোমতীর ডেম-ইন্টেক স্কীম ১৫ মেঘাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বর্ত্তমানে সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

ত্রিপুরায় গ্যাস ভিত্তিক ১০ মেঘাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

৩) না।

৪) ১০ মেঘাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রকল্প হইতে আপাততঃ ৪ মেঘাওয়াট উৎপন্ন হইবে। আরও গ্যাস পাওয়া গেলে এটা ক্রমশঃ বাড়বে।
কাজটি আরম্ভ হইলে শেষ করিতে দুটি বছর সময় লাগবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী — বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে এটা ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ এর একটা বিশেষ জোনে পাওয়া যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ সরকার গ্যাস উত্তোলন করে তাকে নানা ভাবে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে। এমন কি তারা পার্শ্ববর্ত্তী বিদেশীয় রাষ্ট্রকে গ্যাস বিক্রি করিতে রাজি। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে গ্যাসের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তা যাতে দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে না থাকে, একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে যাতে এটাকে কাজে লাগানো যায় সেজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন কি ? এবং করে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে কোন আশ্বাষ দিয়েছেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই এই সম্পর্কে আমি হাউসকে অবহিত করতে চাই যে, এটা খুবই সৌভাগ্যজনক যে ত্রিপুরাতে প্রচুর গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, মিলিয়নস্ অব কিউবেক মিটার। এটা ও. এন. জি. সির চেয়ারম্যান আমাদের লিখিত ভাবে জানিয়েছেন, এই গ্যাস দিয়ে দুটো পাঁচ মেগাওয়াট করে থার্মাপ্লাণ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে পারে। এই সম্পর্কে আমি নিজেও কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি তাপ-বিদ্যুতের দায়িত্বে আছেন, সেই মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, এমন কি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর সঙ্গেও কিছুদিন আগে আলোচনা করেছি। তাছাড়া প্ল্যানিং কমিশনের যিনি মেম্বার সেক্রেটারী তিনি যখন আমাদের ত্রিপুরাতে এসেছেন, তখনও তার সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তারা সবাই একমত যে এটা খুবই তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে কোথায় কোন একটা জিনিষ একে আটকে রেখেছে। আমাদের তরফ থেকে গ্লোব্যাল টেণ্ডার কল করা হয়েছে, কারণ মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এই ধরনের জিনিষ আমাদের দেশে খুবই কম হয়। এবং আমরা এখন বেশ কয়েকটা টেণ্ডারও পেয়েছি, যেগুলির বেশীর ভাগই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। তাছাড়া কয়েকদিন আগে আমাদের প্লেনিং বডি আছে তার কাছে আমি চিঠি দিয়েছি যাতে এটাকে এক্ষুনি অনুমোদন দেওয়া হয়, যাতে করে আমরা আমাদের ষ্টেট প্লেনে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। মাননীয় সদস্যরা এটাও জানেন যে বিদ্যুতের অভাবে আমাদের এখানে তেমন কোন শিল্প গড়ে উঠছে না। আমি যখন এই বিষয় নিয়ে দিল্লীতে ফিনান্স মিনিষ্ট্রির

সেক্রেটারী অথবা তার সম-পর্য্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম তখন তিনি আমাকে জানালেন যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন হতে পারে, আপনারা তো খরচ করতে পারছেন না, আবার কেন টাকা চাইছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন অফিসারের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে ৮/১০ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুতের উৎপাদন হতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যে ৮ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না। আমাদের অনেক কষ্ট করে আসাম থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হয়, আসামের উপর আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা মিটানোর জন্য নির্ভর করতে হয়। তারপরও কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে যে আমাদেরর এখানে ৩১ মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে কাজেই এত বিদ্যুত আপাদের কিসের দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা মাননীয় সদস্যদের জানাছি যে আমার কাছে এখনও চিঠি আসছে যে আপনার ষ্টেটের ইলেক্ট্রিক বোর্ডের খরচা কমান। এই পর্য্যন্ত আমি ৩ খানা চিঠি পেয়েছি। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানিয়েছি যে আমাদের রাজ্যে ষ্টেট ইলেক্ট্রিক বোর্ড নাই কাজেই খরচা কমাবার প্রশ্ন আসে না। তারপরও দুইখানা চিঠি পেয়েছি যে আপনাদের খরচা কমান। এই সব দেখে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে কেন্দ্রে সত্যি সত্যি সরকার আছে কি না, থাকলে এই ধরনের কোন চিঠি কোন রাজ্যের কাছে পরিবেশন করা উচিত নয়। কাজেই আমি আশা করব যে এটা অতি সত্বর আমাদের প্ল্যানিংয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এই ব্যাপারে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমরা আশা করছি যে দুই কোটি টাকা খরচা করতে পারব। আমাদের সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে, জায়গাও ঠিক হয়েছে, প্রজেক্ট ঠিক হয়েছে তারপরও যদি কোন কারনে না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে কোন ট্যাকনিকেল কারণে এটা হচ্ছে না।

মি: স্পীকার :—শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—কোয়াশ্চান নং ৯০

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়াশ্চান নং ৯০

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত যে বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ হয়ে আছে?

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ?

**উত্তর**

১। না।

২। প্রথম প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত সম্প্রসারনের জন্য জনসাধারনের কাছ থেকে চাপ আসে এবং আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমাদের সেটা মোকাবিলা করতে হয় বটে কিন্তু আমরা সুষ্ঠু জবাব দিতে পারি না এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারের উপরও চাপ আসে সব দিক থেকে—বিদ্যুত সম্প্রসারনের চাহিদা আছে। তবে বর্ষার সময় বিদ্যুত সম্প্রসারনের কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকে কারন ঐ সময় আমরা আমাদের মেটিরিয়েলস সংগ্রহ করি। পূজার সময় থেকে আবার কাজ চালু হয়—একেবারে বন্ধ হয়ে আছে এই কথা ঠিক নয়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রতিটি ব্লকে উন্নয়ন কমিটি আছে। এবং সেই কমিটিতে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং সেই কমিটির আলোচনার সময় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অফিসাররা উপস্থিত থাকেন। কিন্তু এই সাড়ে চার বছরে বিদ্যুত দপ্তরের কোন ভারপ্রাপ্ত অফিসার বি. ডি. সি. র কোন মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন নাই অন্তত সালেমা ব্লকে থাকেন নাই। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যেন বিদ্যুত দপ্তরের অফিসার বি. ডি. সি. র মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিদ্যুত দপ্তর থেকে কোন অফিসার বি. ডি. সির মিটিংয়ে থাকেন না। এটা ঠিক নয় তবু যাতে উপস্থিত থাকেন সেই বিষয়টি দেখা হবে।

শ্রীগোপাল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ পর্য্যন্ত একসটেনশানের জন্য কতগুলি দরখাস্ত আপনার দপ্তরে জমা পরেছে এবং তার মধ্যে কতগুলি ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, একজেক্ট নাম্বারটা আমি এখন বলতে পারব না তবে শত শত দরখাস্ত দপ্তরে পরে আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাজ্যে বিদ্যুত ঘাটতি আছে—সেই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের এখানে ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুত বাইরে থেকেও কিনছি। লোকটাকের কনট্রাকশান চলছে সেটা চালু হয়ে গেলে আমরা আরও বিদ্যুত পাব। আমরা ইতিমধ্যে প্ল্যানিং নিয়েছি। কাজেই ঘাটতি যাতে সত্যি সত্যি পূরন করা যায় আমরা সেই চেষ্টা করছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গ্রামাঞ্চলে ডোমিষ্টিক কাজের জন্য দরখাস্ত করেও বিদ্যুতের লাইন পাচ্ছে না—বিশেষ করে উপজাতি এলাকার কথা আমি বলছি এই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দেবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি তার জবাব দেব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত সরবরাহ নিয়মিত হয় না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা গ্রামাঞ্চল বা সহরের কথা নয়—আমাদের বিদ্যুতের ঘাটতি আছে আসাম থেকে ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুত কিনতে হয় এবং সেটা সব সময় পাওয়া যায় না। কাজেই শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় সহরাঞ্চলেও এটা হচ্ছে।

শ্রীমিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নং ৯২

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৯২

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে চেলাগাং বাজার অবধি টি. আর. টি. সি. বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

বর্তমানে এইরকম কোন পরিকল্পনা নাই।

প্রশ্ন উঠে না—তবে এখানে আমি বলছি যে সেই রাস্তায় বাস চলাচলের উপযুক্ত হয় নাই। আমরা চেষ্টা করছি সেই রাস্তায় টি. আর. টি. সি. র বাস না হওক প্রাইভেট বাসও চালু করা যায় কি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে এখানে একটা বাস চালু করার মত উপযোগী রাস্তা করবেন। সেই কাজ আরম্ভ হয়েছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা পি. ডব্লিউকে জানিয়ে দিয়েছি এস্টিমেট তৈরী করার জন্য। এস্টিমেট তৈরী হলে এই কাজ আরম্ভ হবে। এবং রাস্তা মেরামত করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৮, ইরিগেশন এবং ফ্লাড কন্টোল ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বগাফার সেচ কেন্দ্রের মেসিনগুলি দীর্ঘ দিন যাবত মেরামতের অভাবে অচল হয়ে আছে ?

২। সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি গত এপ্রিল মাসে যখন সেখানে যাই তখন দেখেছি তিনটা মেসিনই অচল। স্থানীয় অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করেছি তারা বলেছে যে গত দুই বছর যাবত মেশিনগুলি অচল অবস্থায় পড়ে আছে। বার বার কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেও কোন ফল পাওয়া যায় নি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত কয়েক মাস যাবত বগাফার সেচ কেন্দ্রের মেসিনগুলি সবসময়ই চালু অবস্থায় ছিল। তবে মধ্যে মধ্যে মেসিনের গোলযোগের জন্য সেচের ব্যাহত হয়েছে। কোন্ মাসে কত ঘটা কাজ হয়েছে তার একটা হিসাব আমি দিচ্ছি। আমরা একটা লগ বুক মেনটেইন করছি, সেটা থেকে বলছি। অক্টোবর ১৯৮১, ১৩৭ ঘটা কাজ হয়েছে এবং ৪ ঘন্টা বন্ধ ছিল। নবেম্বর—১৩৬ ঘটা কাজ হয়েছে এবং ৪ ঘটা বন্ধ ছিল। ডিসেম্বর—১২১ ঘটা কাজ হয়েছে এবং ৯ ঘটা বন্ধ ছিল। জানুয়ারী—১৩১ ঘন্টা কাজ হয়েছে ৭ ঘটা বন্ধ ছিল। ফেব্রোয়ারী—১৩৮ ঘটা কাজ হয়েছে এবং ৭ ঘন্টা বন্ধ ছিল। এপ্রিল মাসে ৬৪ ঘন্টা কাজ হয়েছে এবং ১৯ ঘটা বন্ধ ছিল। ২০ হেকটর জমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে। মার্চে ২০০ ঘটা, ২ দিন বন্ধ এবং মে মাসে ১২৯ ঘন্টা, ১২ দিন বন্ধ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোট কয়টা মেশিন চালু আছে এবং কয়টা মেশিনের দ্বারা কাজ করা সম্ভব হচ্ছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সবসময় মেশিনগুলো চালু রাখা সম্ভব নয়। অ্যাটে টাইম দুইটা মেশিনের বেশী চালু রাখা যায় না। বাকী গুলি ষ্ট্যাণ্ড বাই থাকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি যে ৪টা মেশিনের মধ্যে দুইটা একেবারে অচল, মেশিনের পার্ট পর্যন্ত নাই। আরেকটা ডিজেলের অভাবে চলছে না। এই অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের সংগে বাস্তবের মিল আছে কি না সেটা তদন্ত করে দেখা হবে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করব। তবে অ্যাটে এ টাইম দুইটা মেসিনের বেশী চালু রাখা সম্ভব নয় টেন্সফর্মার ফিউজ হয়ে যায় লোড টানতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৯৯।
ইরিগেশন অ্যাণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৯৯।

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য উদয়পুর শহরকে নটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা সত্বেও শহরের অধিকাংশ জায়গায় নাগরিকরা পানীয় জলের তীব্র সংকট ভোগ করছে?

২) সত্য হইলে এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

**উত্তর**

১) না।

২) উদয়পুর শহরের ঘন বসতি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি প্রকল্পের কাজ ইতিপূর্বে হাতে নেওয়া হইয়াছে। এবং সেই প্রকল্পের কাজ চলিতেছে। সমগ্র নটিফায়েড এরিয়াতে পাণীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পণা এখনও গ্রহণ করা হয় নাই। বর্তমানে প্রকল্পটির কাজ শেষ হইলে নটিফায়েড এরিয়াতে বাকী অংশে জল সরবরাহের কাজ হাতে নেওয়া হইবে। বর্তমানে দুইটি ডিপ টিউবওয়েল হইতে দৈনিক প্রায় ১০০০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হইতেছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার পাইপ লাইনের সাহায্যে এই জল সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া আরও ৪ কিলোমিটার পাইপ লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এবং শীঘ্রই চালু করা হইবে। বাকী ৫ কিলোমিটার পাইপ লাইনের কাজ ক্রমান্বয়ে হাতে নেওয়া হইবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কথা শুনেছিলাম যে উদয়পুর গোমতী নদী থেকে জল তুলে পরিশোধনের জন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া হবে সেটার কি হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সমগ্র নটিফায়েড এলাকার জল সরবরাহের জন্য আরও কিছু ডিপ টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে। এবং গোমতী নদীর জল পরিশোধনের জন্য একটা পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার জন্য পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান হলে আগামী ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এই কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে।

মি: স্পীকার :—শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চন নং ৮২। ইরিগেশন অ্যাণ্ড ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

প্রশ্ন

১। মাঝারি সেচ প্রকল্প অনুকারী ধর্মনগর সাব-ডিবিশনে সেচের ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা আছে কি?

২। জুরি নদীর পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন মাঠ যথা দেওছড়া দক্ষিণ মাঠ, দেওছড়া মধ্য মাঠ, দেওছড়া উত্তর মাঠ, উপ্তাখারি মাঠ, রাধাপুর মাঠ, ইত্যাদি স্থানকে এই মাঝারি সেচ প্রকল্পের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

৩। থাকিলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনা নাই।

২। এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

৩। ১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জুরি নদীর পার্শ্ববর্ত্তী যে মাঠ গুলির কথা এখানে উল্লেখ করেছি এই মাঠ গুলিকে জল সেচ করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা সরকার করবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রয়োজন অনেক আছে। তবে আমরা গোমতী, মহারাণী, খোয়াই এবং মনুতে ৪টি পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছি। ৩টি এগ্রুডস্কীম। এই গুলির কাজ করে ভবিষ্যতে আমরা দেখব। তবে এখনই দেখা যাচ্ছে

না। আর তাহারা এই নদীতে অনেক গুলি লিফট্ ইরিগেশান স্কীম চালু আছে এবং তাছাড়া আরো ২টি চালু করার পরিকল্পনা আছে। আগে ছিল ১৪টি এবং বর্ত্তমানে আরো ২টি করার পরে জল পাওয়া যাবে কি না সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যায় না।

মি: স্পীকার :—শ্রীখগেন দাস ও শ্রীকেশব মজুমদার ব্রাকেটেড কোয়েশ্চান।

শ্রীকেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। বাম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন (৩০.৬.৮২) পর্য্যন্ত কত পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে,

২। বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে কত পরিমাণ জমি সেচের আওতাভুক্ত ছিল.

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর শেষে অতিরিক্ত কত পরিমাণ জমি সেচের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হবে?

উত্তর

১। ৬,৫৯২ হেক্টর স্থায়ী জল সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

২। ৪,৮৫৯ হেক্টর স্থায়ী জল সেচের আওতায় ছিল।

৩। আরো প্রায় ১৩০০ হেক্টর জমি স্থায়ী জল সেচের আওতায় আসবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পরিমাণ জমি সেচের আওতাভুক্ত হয়েছে এখানে বলেছেন সেই জমি গুলিতে নিয়মিত ভাবে জল সেচ পেয়েছে কিনা তা জানেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কখনো হয়ত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যে পরিমাণ এরীয়া আওতাভুক্ত করা হয়েছে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—গত খরার মরশুমে আমি নিজে দেখেছি, ধুমাছড়া, বগাফা, অমরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে জল সেচের কেন্দ্র গুলিতে মেসিন অচল অবস্থায় ছিল। কাজেই আমি মনে করি, শতকরা ৫০ ভাগ জমিও জল সেচ পায় নি। অফিসিয়াল কাগজ পত্রেই করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, আগামী খরা মরশুমে নিয়মিত জল সেচের ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমরা চেষ্টা করছি। ধুমাছড়াতে বিগ্ চ্যানেলটা এখনও কমপ্লিট হয় নি। এটা পাক্কা চ্যানেল করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের স্কীম গুলি ভাল ভাবে চালু করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—ধুমাছড়াই শুধু নয়, কিংবা পাক্কা কাজ সম্পূর্ণ হয় নি তাই শুধু নয় আমরা দেখেছি, মেসিনের মধ্যে ২টা মেসিন ১ বৎসর অচল ছিল তা সত্যি কিনা?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :**—ধুম্যাছড়া প্রশ্ন এখানে আসে। আগে সেটা ডিজেল ছিল বর্ত্তমানে আমরা সেটাকে ইলেকট্রিসিটিতে চালানোর চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—জাম্পুছড়াতেও গত সেসানে আলোচনা হয়েছিল কিন্তু এখনেও একটা সাধারণ জল সেচের মেসিন মেরামত হলো না। ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট এক মাসের মধ্যে কানেকশান করে দিয়েছিল কিন্তু টেক্‌নিক্যাল্ অসুবিধার জন্য সেটা চালু হয় নি তা সত্যি কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের একটা প্রশ্ন আছে জম্পুছড়ার উপরে। ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় আমাদের মেসিন থেকে পার্টস চুরি হয়ে যায়, ইলেকট্রিক লাইনের পার্টস চুরি হয়ে যায়। তারপরে অনেক চেষ্টার পর ইদানিং ২টি মেসিন মেরামত করেছি। গত মাসের ২৭ তারিখ থেকে ট্রায়ালও দিতে শুরু করেছে। এখন যদি আপনারা সহযোগিতা করেন, তাহলে আরো ভালভাবে কাজ হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কখন সরকারী কর্মচারীরা আমাদের থেকে সহযোগিতা পান নাই কিংবা মানুষের সহযোগিতা পান নাই?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরার মানুষ জানে। নতুন করে আর কি বলব।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ;—গত ৪ বছরে সত্যি করে কত একর জমি জল সেচের আওতায় এনেছেন এটা বলতে পারেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—এটা কোন প্রশ্নই হয় নি।

শ্রী রাম কুমার নাথ :—এখানে যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জমির আলাদা আলাদা হিসাব দিয়েছেন সেচের আওতায় কংগ্রেস সরকারের আমলে কত এসেছিল এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কত এসেছিল সেই হিসাব থেকে আমি জানতে চাই, কংগ্রেস সরকারের আমলে কতটি চালু ছিল এবং বামফ্রন্ট সরকারে এসে কতটি চালু করছেন?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার; এইখানে আর একটা এ ধরনের প্রশ্ন আছে। আমাকে একটু সময় দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মোটামোটি ভাবে বলছি, ১০০টি স্কীম চালু ছিল আমরা আসার আগে। এখন ৪০০ এর উপর সেংশন করেছি এবং এ বছরে আরো কিছু হবে। কমপ্লিট ফিগারটা পরবর্তী সেসানে দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

প্রশ্ন

১। চাক্‌মাঘাটে খোয়াই নদীর উপর বাঁধ নির্মানের ফলে কতকগুলি পরিবার উচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে?

২। ইহার মধ্যে উপজাতি পরিবারের সংখ্যা কত?

৩। উচ্ছেদকৃত পরিবারদের সরকারী ভাবে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। চাকমাঘাটে খোয়াই নদীর উপর একটি ব্যারেজ নির্মান করার পরিকল্পনা সেচ দপ্তর হাতে নিয়েছেন। উক্ত পরিকল্পনা রূপায়নে খোয়াই নদীর উপর একটি ব্যারেজ নির্মান করা হইবে। ব্যারেজের ফলে বসত জমি প্লাবিত হওয়ার কোন আপাত গ্রাহ্য সম্ভাবনা নেই। তাই কোন পরিবার উচ্ছেদের প্রশ্নই আসে না।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—এটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানেন কিনা যে, ৭টি পরিবারের প্রতি এভিকশানের নোটিশ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পাকার স্যার, আমরা এই ব্যারেজ সাইডে যেখানে ব্যারেজ হবে সেখানে আমরা অফিস গুদাম করার জন্য কিছু জায়গা অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং যথাসম্ভব নোটিশ দেওয়া হয়েছে টাকা নেওয়ার জন্য। টাকা নিলে পর আমরা কাজ শুরু করবো। কোন উপজাতি পরিবারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এমন কোন তথ্য নেই। কোন লোক বসতি নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্যারেজের দ্বারা ঐ সমস্ত স্থান নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, খোয়াই নদীতে ব্যারেজ নির্মান হওয়ার ফলে চাষের জমি জলমগ্ন হওয়ার সম্ভবনা নাই। বৈরাগী টেপার নিকট নদীর চরে আনুমানিক ৪০ হেক্টর এবং ব্যারেজ একসিস এর কাছাকাছি ২.২৫ হেক্টর উচ্চ জমি জলমগ্ন হইবে। এই জমি নদীর দুই পারের ভিতর অবস্থিত এবং ইহা মাঝে মাঝে শুখা মরশুমে চাষ করা হয়। যথা সময়ে সরকারী আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে সমস্ত জমি প্লাবিত হবার সম্ভাবনা আছে সেগুলি হিসাব দিয়েছেন। কিন্তু আমি জানি ঐ এলাকায় প্রায় ৫০০ উপজাতি পরিবারের বাস। তারা এই জমিতে বহুদিন ধরে বসবাস করছে। খাস জমিতে বসবাস করছে বলে তাদের হিসাব সরকারের কাছে নেই। কিন্তু প্রচার করা হয়েছে যারা এই খাস জমিতে বসবাস করছে তারা থাকতে পারবে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা আবার তদন্ত করে দেখবেন কিনা ঐ এলাকার ৫০০ লোকের উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যারেজের ফলে সেখানে কোন রিজারভার হচ্ছে না। শুধু শুকাবার সময় কিছু হবার সম্ভাবনা আছে সেটা আমার খাল কেটে নিয়ে যাব। শুধু ব্যারেজের কাছাকাছি কিছু জায়গায় হবে সেটা আমি বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ছোট ছড়া ও নদীগুলোকে স্থায়ী বাঁধ দিয়ে কৃষি, বন্যা নিরোধ ও মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি?

২। যদি থাকে তাহলে এই পরিকল্পনাগুলি কি কি ভাবে কার্য্যে পরিনত করা হবে।

উত্তর

১। শুখা মরশুমে জল থাকে এই রকম ছোট ছড়া ও নদীগুলিকে ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে গ্রহণ যোগ্য হইলে ক্রমান্বয়ে কৃষি ক্ষেত্রের সেচের জন্য স্থায়ী বাঁধের পরিকল্পনা আছে। ইহাতে বন্যা নিরোধ হইবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে এবং মৎস্যও উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে।

২। রাজ্যের কয়েকটি ছোট ছড়া ও নদীতে স্থায়ী স্থায়ী বাঁধ দিয়ে কৃষি ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করার কার্য্যহাতে নেওয়া হয়েছে। সাধারনতঃ নদীগুলিতে ব্যারেজ এবং ছড়াগুলিতে ডাইভারসন বাঁধ দিয়ে উপরিউক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বর্ষে সারা রাজ্যে মাছের পোনার চাহিদা কত?

২। সরকারের মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা কত?

৩। ইহা কি কি সত্য যে ডম্বুর জলাশয়ে মাছ স্বাভাবিক ভাবেই পোনা দেয়, কৃত্রিম প্রজননের প্রয়োজন হয় না?

৪। সত্য হলে তাকে রক্ষা করা ও রাজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে আনুমানিক ৮০০ লাখ মাছের পোনার চাহিদা রহিয়াছে।

২। ৪০ লক্ষ্য ধানী পোনা।

৩। হ্যাঁ ইহা সত্য যে ডম্বুর জলাশয়ে মাছ স্বাভাবিকভাবেই ডিম পাড়ে তবে এখনও কৃত্রিম প্রজনন কর সম্ভব হয় নাই।

৪। ডম্বুর জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী সরমাতে একট প্রজনন খামার সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। ঐ পোনা তৈরীর প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে যে মাছের ডিম সংগ্রহ করা হয় তাহা বর্তমানে ঐ খামারেরই উপযোগী পুকুরে চাষ করা হয় এবং বড় হইলে জলাশয়ে ছাড়া হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ডম্বুর জলাশয় স্বাভাবিকভাবে মাছ ডিম ছাড়ছে না। সরকারের তরফ থেকে সেই ডিমগুলি পোনায় রূপান্তরিত করার জন্য যে স্কীম নেওয়া হবে ছিল তার লক্ষ্যমাত্রা কত নির্দ্ধারিত হয়েছে।

এই অঞ্চলে কত পোনা সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি এখন যে মাছ ডিম ছাড়ছে তা থেকে কত পোনা উৎপাদিত হতে পারে এবং তার কত অংশ পোনায় পরিনত হবে?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—প্রাকৃতিক পরিবেশে কত পরিমাণ ডিম পাড়ে তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ৬০ লক্ষ ডিম গত বছর সংগৃহীত হয়েছিল। এই ডিম সংগ্রহ করার ব্যাপারে মৎস্য দপ্তরের কর্মীদের সহায়তায় করা হয়েছে। এবং এই পোনা থেকে আড়াই লক্ষ পোনা উৎপন্ন হয়েছিল, সেটা ডম্বুর জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাছ যে ডিম ছাড়ে সেটাকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে গেলে মৎস্য খামারের প্রয়োজন সেটা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সেটা সম্পূর্ণ হলে এটা করা যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এটা জানেন কি প্রাকৃতিক পবিবেশে মাছ যখন ডিম ছাড়তে আসে তখন কিছু দুষ্কৃতকারী এই সমস্ত মাছ তারা ধরে নিয়ে বাজারে চালান দিচ্ছে এবং বাইরেও পাঠিয়ে দিচ্ছে?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত বছর এবং এইবার আমরা শুনেছি যে সমস্ত মাছ ডিম ছাড়তে জলাশয়ের কিনারে যখন আসে তখন সেখানকার কিছু লোক সেই সমস্ত মাছ ধরে নিয়ে রাজ্যে এবং বাইরে পাঠাচ্ছে। কিন্তু সেগুলি করাব মতো এমন কোন ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নি কারণ বিরাট জলাশয়ে এই রকম ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ।

শ্রীনকুল দাস ;— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ডম্বুর জলাশয়ের জন্য ৬৪টি পুকুর খনন করা হয়েছে। এবং সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপর দুই, তিন বছর পর দেখা গেল আড়াই লক্ষ পোনা হয়েছে। এই সম্পর্কে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রজনন খামার এখনও সম্পর্ণ হয় নাই। সেটা সম্পূর্ণ হতে আরও কয়েক বছর সময় লাগবে। এই ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে যে ডিম হয় সেগুলি রক্ষা করা সমস্ত নয়।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহিন প্রশ্ন গুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXUR—"A" & "B")

**Postponed Starred Question No. 107 as laid by Shri Dinesh Deb Barma, Minister in-charge of the C. D. Department ANNEXURE "C")**

## REFERANCE PERIOD

অধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একই বিষয়ের উপর দুইটি নোটিশ মাননীয় সদস্যগনের নিকট হইতে পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং যে সদস্যগণ নোটিশ দিয়াছেন তাদের নাম উল্লেখ করিতেছি।

| বিষয় | সদস্যের নাম |
|---|---|
| সাম্প্রতিক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি এবং রিলিফের কাজ কর্ম সম্পর্কে। | শ্রীবাদল চৌধুরী ও শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া |

অধ্যক্ষ মহোদয় :— আমি ক্রমান্বয়ে সদস্যদের নাম ডাকিব। যে সদস্যকে আহ্বান করিব তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করিবেন ।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এমনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার আপনার অনুমতি নিয়ে বিকালের সেশানে আমি একটি বিবৃতি দিতে পারব।

## CALLING ATTENTION NOTICES

অধ্যক্ষ মহোদয় :— আমি আজ নিম্নলিখিত সদস্য-এর নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি :— শ্রীবাদল চৌধুরী।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— গত ২রা জুলাই বাইখোড়ায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী কম: স্বদেশ মজুমদারের খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি।

মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার এই সম্পর্কে আমি ৯ তারিখে হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— ৩০শে জুলাই রাত্রে ধর্মনগরের পশ্চিম পানিসাগর গ্রামে নকশাল পন্থীদের দ্বারা পানিসাগর গাঁওসভার পঞ্চায়েত সদস্য মনমোহন দাস হত্যা হওয়া সম্পর্কে।

মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রীকে এইদৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার আমি এই সম্পর্কেও আগামী ৯ তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— গত ২২শে জুন ১৯৮২ইং যুব সমিতির দেবু আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারী পদ্মমোহন দেববর্মার খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

মাননীয় স্ব-রাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী):— স্যার এই সম্পর্কে আমি ১০ তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

## মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক একটি ঘোষণা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলগুলিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পার্শ্বেই আমি সম্মতির তারিখ পর্যায়ক্রমে জানাচ্ছি :—

| বিলের নাম | সম্মতির তারিখ |
|---|---|
| ১। "দি ত্রিপুরা ট্রাইব্যাল অটোনোমাস্ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং-৪ অব্ ১৯৮২ইং)। | ৪-৫-৮২ইং রাজ্যপাল। |
| ২। "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং-৫ অব্ ১৯৮২)"। | ৩১-৩-৮২ইং রাজ্যপাল |
| ৩। "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৪) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল ২-৬ অব্ ১৯৮২)।" | ৩১-৩-৮২ইং রাজ্যপাল। |

## বিজনেস্ অ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট উৎথাপন ও গ্রহণ

---

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ অ্যাড্ভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বিজনেস্ অ্যাভাইসারী কমিটি ৬ই আগষ্ট শুক্রবার ১৯৮২ ইং (তারিখ) হইতে ১০ই আগষ্ট মঙ্গলবার ১৮৮২ ইং (তারিখ) পর্য্যন্ত বিজ্নেস অ্যাভাইসারী কমিটি যে সময় নিঘট সুপারিশ করেছেম সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্ত্তমান অধিবেশন ৬ই আগষ্ট, শুক্রবার ১৮৮২ ইং (তারিখ) হইতে ১০ই আগষ্ট মঙ্গলবার ১৯৮২ ইং (তারিখ) বিজ্নেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তাঁর রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

শ্রীমাউ কুমার রিয়াং :—অ্যাসেমব্লি সিটিং আরো ২ দিন বাড়ানো হোক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—এটা বাড়ানো যায় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমাদের বহু প্রশ্ন আছে, বহু কলিং অ্যাটেনশান আছে, এই তিনদিন সাফিশিয়েন্ট নয়। সেই অ্যাসেমব্লি সিটিং আরও বাড়ানো হোক।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সেই মিটিং এ এটা ডিভিশান নেওয়া হয়েছে। এটা আর হতে পারে না সুতরাং এটা ঠিক নয়। সেই মিটিংএ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব এখন আর আসতে পারে না। আমি এটা নাকচ করে দিয়েছি।

আমি এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীকে মহাশয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :—"বিজনেস্ অ্যাডভাইসারী কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

অতঃপর রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

## গভর্নমেণ্ট রিজিউলিউশান

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় হলো "গভর্নমেণ্ট রিজিউলিউশান।" আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি গভর্ণমেণ্ট রিজিউলিউশান আছে।

প্রস্তাব গুলো উত্থাপন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

## ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER.

Mr. Speaker : I like to announce that after disposal of item No. VI (c) and before Private Members' Resiness antered upon, I have decided to permit the Chief Minister to make a statement on the decision of the Govt. on the pay Commissicn recommandations.

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty ( Chief Minister ) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Legislature severely condemns the messive USA—backed Israile attack, from April this year, on the PLO bases in Labanon, and strongly denounces the repeated violation of all international agreements

norms by these fascist forces in regard to Palestine. The Assembly notes with horror that during these incessant raids and bombing operations more than 50,000 Palastanees have lost their lives and many more thousand af them have become homeless.

The Assembly sends its hifhest appreciation and regard to the horoic Palestine freedom fighters who, even while besieged in Beirut, did not surrender or give in to U. S. Imperialism and their stooges in Israile. The Assembly is heartened to witness that the people of the Arab world and even in Israile itself are demonstrating against this dirty war.

The Assembly calls upon the peace and freedom loving people of the world to further mobilise public opinion against the Ragon Administration who are behind this fascist attack against the PLO in Labanon, and, urges upon the Central Government to stand solidly with the PLO and offer them all moral and matterial snpport in this glorious struggle for the freedom of Palestine.

Mr. Speaker :—माननीय सदस্যগণ আপনারা কেউ কি রিজলিউশনটার উপর আলোচনা করবেন ? না হলে আমি এটা ভোটে দিচ্ছি :—

Now the question before the House is the Resolution moved by the Hon'ble Chief Minister— "That the Tripura Legislature severely condemns the massive USA-backed Israile attack, from April this year, on the PLO bases in Labanon, and strongly denounces the repeated violation of all international agreements and norms by these fascist forces in regard to Palestine. The Assembly notes with horror that during these incessant raids and bombing opreations move than 50,000 palestanees have lost their lives and many more thousand of them have become homeless.

The Assembly sends its highest appreciation and regard to the heroic Palestine freedom fighters who, even while besieged in Beirut, did not surrender or give into U. S. Imperialism and their stooges in Israile. The Assembly is heartened to witness that the people of the Arab world and even in Israile itself are demonstrating against this dirty war.

The Assembly calls upon the peace and freedom loving people of the word to further movilise public opinion against the Ragon Administration who are behind this fascist attack against the PLO in Lebanon, and, urges upon the Central Government to stand solidly with the PLO and offer them all moral and material support in this glorious struggle for the freedom of pelestine.

**(The Resolution was then put and passed by voice Vote.)**

(অতঃপর শাসকগোষ্ঠী এই শ্লোগানগুলি দিলেন। )

১। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ইজরাইল ছাড়; লেবানন ছাড়।

২। লং লিভ পি, এল, ও।

৩। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর পরবর্ত্তী প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

Chief Minister :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that— "WHEREAS estate duty in respect of Agricultural and is now regulated in the State of Tripura by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), passed by Parliament ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the matters set out below in so far they relate to estate duty in respect of Agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the aforesaid Act should be amended :—

(i) raising of the exemption limit for estate duty from Rs. 50,000 to Rs. 1,50,000 and providing for the rate of estate duty at 10% of the first slab of estate range of Rs. 1,50,000 to Rs. 2,00,000

(ii) Providing that a member of a Co-operative Housing society to whom a building or part thereof is alloted or leased uoder a house building scheme of the society shall be deemed to be the owner of the building or part thereof ;

(iii) valuation of one residential house or part thereof belonging to the deceased would be made on the same basis ay under the wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves, in pursuance of article 252 of the constitution, that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended by Parliament to provide for the aforesaid matters with effect from the 1st day of March, 1981.

Mr. Speaker -— Now the question before the House is the Resolution moved by the Hon'ble Chief Minister — WHEREAS estate duty in respect of Agricultural land is now regulated in the State of Tripura by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), passed by Parliament ;

AND WHEREAS it appear to this Assembly to be desirable that the matter set out below in so far as they relate to estate duty in respect of Agricultural Land should be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the aforesaid Act should be amended ;—

(i) raising of the exemption limit for estate duty from Rs 50,000 to Rs. 1,50,000 and providing for the rate of estate duty at 10% of the first slab of estate range of Rs. 1,50,000 to Rs 2,00,000.

(ii) Providing that a member of a co-operative housing society to whom a building or part thereof is alloted or leased under a house building scheme of the society shall be deemed to be the owner of the building or part thereof.

(iii) valuation of one residential house or part thereof belonging to the deceased would be made on the same basis as under the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves, in pursuance of article 252 of the Constitution, that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be deemed by parliament to provide for the aforesaid matters with effect from the 1st day of March, 1981."

(The Resolution was then put and passed by voice vote.)

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"Laying of a copy of the Audit Report on the Accounts of Tripura Road Transport Corporation for the year 1976-77 as required under sub-section (4) of Section 33 of the Road Transport Corporation Act, 1950."

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্ট'টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Sri Baidyanath Majumder. Mr. Speaker, sir, I beg to lay before the House a copy of the Audit Report on the Accounts of Tripura Road Trans-Corporation for the year 1976-77 as required under sub-section (4) of Section 33 of the Road Transport Corporation Act, 1950.

Mr. Speaker : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—Laying of a copy of the "The Seventh Report of the Tripublic Service Commission for the period from April 1, 1978 to March 31, 1979

Sri Nripen Chakraborty Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of "The Seventh Report of the Tripura Public Service Commission for the period from April 1, 1978 to March 31, 1979"

Mr. Speaker : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

Presentation of the Report of the Select Committee on the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982.

আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্ট'টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী বীরেন দত্ত :—Mr. Speaker sir, I beg to present the report of the Select Committee on the Bengal Municapal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982.

মি : স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো Introduction of the Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Amendment Bill. 1982 (Tripura Bill No. 12. of 1932. উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to introduce the Tripura Buildings (Lease and Rent Contoral) Amendment Bill, 1982 (Tripura Bill No. 12 of 1982). এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিম মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Amendment Bill, 1982 (Tripura Bill No. 12 of 1982.) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

( বিলটি ধ্বনি ভোটে উৎথাপন করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটি তো সভায় ইন্ট্রোডিইউস হয়নি।

শ্রী বীরেন দত্ত : —আমি বিলটি ইন্ট্রোডিইউস করেছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া — স্যার, আপনি যে বিলটি ভোটে দিয়েছেন তাতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পড়েনি।

মি : স্পীকার :—না, মাননীয় মন্ত্রী উহা পড়েছেন।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—Introduction of the Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 10 of 1962)

- আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী বীরেন দত্ত :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Public premises (Eviction of unauthorised occupaints) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 10 of 1982).

মি : স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক আনীত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো :—The Tripura Pubic Premises (Eviction of unauthorised occupaits) Bill 1982 (Tripura Bill No 10 of 1982). এই সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

( মোশানটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়। )

মিঃ স্পীকার : —সভায় পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—Introduction of the Tripura Land Pass Book Bill, 1982 (Tripura Bill No. 11 of 1982).

আমি এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি উত্থাপন করার জন্য রাজ্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Sri Biren Datta :—Mr. Speaker sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Land Pass Book Bill, 1982 ( Tripura Bill No. 11 of 1982 ).

Mr. Speaker :—আমি এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী কর্তৃক আনীত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি মোশানটি হলো :—The Tripura Land Phss Book Cill, 1982 (Trlpura Bill 11 of 1982) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক ।

( ধ্বনি ভোটে বিলটি সভায় উত্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হয় ) ।

আমি মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আজকে হাউসে যে সমস্ত বিল উত্থাপিত এবং পাস হয়েছে সেগুলির কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এখন আমি অনুরোধ করব, তিনি যে বিবৃতি দিতে চেয়েছিলেন সেটা দেওয়ার জন্য ।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, I rise to make a statement before the House about the Report of the Second Pay Commission. The one man Commission was constituted by the Government in July, 1979 and the report was submitted to the Government on 30.12.81.

The Government have considered the recommendations relating to scales of pay. Due to constraints of resourees, the Government could not consider yet the other recommendations of the Comm ssion relating to Dearness Allowance, House Rent Allowance, Compensatory Allowance, Travelling Allowanc, Medical Allowance etc.

Pending decisions on above items, decision could not also be taken on Commission's recommendation on holidays, working.

2. In regard to scales of pay, the Government felt that under existing price level, the lowest pay can't be lower than Rs. 330/-. The Government felt that the lower two scales needed further upward revision. Accordingly, the Government have decided to fix the lowest scale of pay as Rs. 330-460/-. In two more cases (including S. Gr. Drivers) Government have extended the the span of the scale. With ideas of maintaing a lower parity with the higherst scale, the Government have decided to fix the highest scale of pay as Rs. 2100-2600/-. In between, there will be fifteen more scales of pay as seventeen against existing 36.

The Government have decided to give effect of the revision from 1.1.1982.

3. The Government are aware about stagnatain in various Departments and offices. Viewed against this and against the demand of the employees for selection grade Government unified the recommended clescopic scales in ten cases and agreed to provide such scales as revised scales as revised scales without the conditions for entitlement to telescopic scale provided by the Commission.

4. The Government have agreed with the Pay Commission that there should not be any efficiency bar.

5. The Government have provided for gradation promotion for Class IV employees even though not recommeuded by the Pay Commission.

6. The Commission recommended that there should not be any special pay in future except mited cases. Government accepted this recommendation. But in order that the employees getting special pay now and not entitled to in future do not incure lesses, Government have decided to protect their emoluments.

7. While the pay commission recommended a minimum benifit of one increment or Rs. 10/- (minimum) /Rs. 50/- (Maximum) in fixation, Government decided to raise the minimum to Rs. 20/- so that benefit may accure to weaker section of the employees more.

In matters of fixation of pay, Government have decided to give benefit of one increment for those who have been in same grade for 15 Nos.

8. The revised scales will benefit 83000 regular State Government employees. Another five thousand employees in autonomous bodies/aided institutions etc. will also be benefited. Government have also decited to make regular the monthly paid fixed pay teachers, contingent employees. This will enable another about 4400 employees to get the benefit.

9. There still may be some cases of anomalies in some cases. Such may be considered later after No. 82 by which date present decisions should stand fully implemented.

10. It will be for various Corporations, Companies etc. in State Sector to consider the revised scales for their emplopees within their resources.

11. Government, liability on this account is get to be calculated we have, however, a provision of Rs. 5(five) crores for the same in our budget.

12, Government considered the question of grant of D. A. at Central rates to its employees and reiterated its earlier decision to grant the same subject to availability of fund from the Central Government.

The Government are destressed that though the problem is

similar in many of the States in the N. E. Region, the Union Finance Minister did not agree to meet the pressing demand of the employees.

The Government still hope that the Government of India will reconsider the matter and provide the necessary fund as early as possible.

Now I Will state here the 17 scales of pay.

1) 330-6-390-7-460/-
2) 340-8-428-9-500-10-530/-
3) 370-8-410-10-470-15-650/-
4) 400-12-520-15-535-20-775/-
5) 430-15-580-20-600-25-850/-
6) 470–20-550-25-1025/-
7) 590-20-790-25-990/-
8) 550-25-850-30-1000-35-1245/-
9) 560-25-710-30-860-40-1300/-
10) 600-35-950-40-990-45-1440/-
11) 650-40-1050-45-1095-50-1595/-
12) 750-45-1155-50-1255-55-1750/-
13) 800-50-1050-55-1380-60-1860/
14) 1200-60-1380-65-1900-100-2100/-
15) 1600-75-2200/-
16) 1800-100-2500/-
17) 2100-125-2600/-

Method of fixation of pay

| Method suggested by Pay Commission | Method adopted by the Govt. |
| --- | --- |
| 1. Basic pay as on 1.8.79 | 1. Basic pay as on 1.1.82 |
| 2. Merger of DA in Full upto 500, Rs. at 70% for pay range of 501 to 750 and at 50% for others. | 2. 100% merger of DA as drawn on 1.8.79 in all cases. |
| 3. To the above one increment last drawn in the existing scale subject to a minimum of Rs. 10/- and maximum of Rs. 50/-. | 3. One increment in the exsiting seale subject to a minimum of Rs. 20/- and maximun Rs. 50/-. |

| | |
|---|---|
| 4. To the above one increment for those having a total experience of 15 years or more in the grade subject to the condition that the total benefit is not more than Rs. 100/-. | 4. To the above one increment for those having at total service of 15 years in a grade (no limit has been laid down). |
| 5. After fixation as above, pay to be fixed at the same stage available in the revised scale and if no such stage availale thenrat the next higher stage. | 5. After above calculations pay to be fixed at rhe same stage if available in the revsied scale or at the next stage of the revised scale.<br><br>In case the above calcuations are lead to an amount lesser than minimum of the scale, then fixation to be done at the minimum of the revised scale. |

Now, I will give the House the actual fixation picture which is being filled to each of the following revised scales.

| Existing scale of pay | Revised scale of pay |
|---|---|
| 1. Grade I Rs. 170-2-210/- | 1. Rs. 330-6-390-7-460/- |
| Grade II Rs. 196-3-235-4-255/- | 2, Rs. 340-8-428-9-500-10-530/- |
| 2. Rs. 200-3-224-4-252-5-272/-<br>3. Rs. 205-5-260-6-290/- | 3. Rs. 370-8-410-10-470-15-650/- |
| 4. Rs. 220-8-300-8-380/- | 4. Rs. 400-12-520-15-535-20-775/- |
| 5. Rs. 240-8-320-10-440/- | 5. Rs. 430-15-580-20-600-25-850/- (including Secretariat L. D. Cs) |
| 6. Rs. 260-10-390-15-580/- | 6. Rs. 470-20-550-25-1025/- (Excluding Secretariat LDC) |
| 7. Rs. 330-10-400-15-580/- | 7. Rs. 550-25.850-30-1000-35-1245/- (including Secretariat LDCs) |
| 8. Rs. 325-15-445-20-565-25-665/- | 8. Rs. 560-25-710-30-860-40-1300/- |
| 9. Rs. 325-20-525-25-775/-<br>10. Rs. 325-20-550-20-650-25-725/- | 9. Rs. 600-35-950-40-990-45-1440/- |
| 11. Rs, 385-15-475/- | 10. Rs. 590-20-790-25-990/- |

| | |
|---|---|
| 12. Rs. 370-20-550-25-800/-<br>13. Rs. 425-25-900/-<br>14. Rs. 400-25-800/-<br>15. Rs. 425-25-850/- | 11. Rs. 650-40-1050-45-1095-50-1595/- |
| 16. Rs. 500-30-830-40-1190/-<br>17. Rs. 625-30-835-35-1010/-<br>18. Rs. 625-25-825-30-975/- | 12. Rs. 750-45-1155-50-1255-55-1750/-<br>(including some cases in Rs, 500-1300/-) |
| 19. Rs. 500-40-900-50-1300/-<br>20. Rs. 550-50-1400/-<br>21. Rs. 600-50-1000-60-1300/- | 13, Rs. 800-50-1050-55-1380-60-1860/-<br>(Including those with spl. pay in existing scale at Sl. No. 20. Also includes TPS grade II) |
| 22. Rs. 700-50-1200-60-1500/-<br>23. Rs. 750-50-900-1400/-<br>24. Rs. 800-50-900-60-1500/- | 14. Rs. 1200-60-1380-65-1900-100-2100/-<br>(Including Dy. Secretaries with Special pay). |
| 25. Rs. 1150-50-1400/-<br>26. Rs. 1100-50-1400-60-1700/-<br>27. Rs. 1200-50 1500/1700/-<br>28. Rs. 1100-50-1600/-<br>29. Rs. 1300-60-1600/-<br>30. Rs. 1300-50-1400-60-1700/-<br>31. Rs. 1100-60-1400-75-1700-100-1800/- | 15. Rs. 1600-75/- 2200/-<br>(This scale is also for Joint Secretary to the Government). |
| 32, Rs. 1200-60-1500-75-1800-100-1900/-<br>33. Rs. 1600-75-1900/- | 16. Rs. 1800-100-2500/-<br>(Including ICS Grade I in Rs. 1300-1600/-) |
| 34. Rs. 1500-75-1800-100-2000/-<br>35. Rs. 1900 100-2100/-<br>36. Rs. 2050-125-2250/-<br>Rs. 2250/- (fixed) | 17 Rs. 2100-125-2600/- |

—: প্রাইভেট মেম্বারস রিজোলিউশান :—

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল 'প্রাইভেট মেম্বার্স' রিজোলিউশান, আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয়, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয়, এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজোলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখন আমার রিজোলিউশানটি সভায় উত্থাপন করছি। আমার রিজোলিউশানটি হল "ত্রিপুরা বিধান সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক নির্দেশে ত্রিপুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেকারদের আত্মনির্ভরশীল করা, প্রান্তিক, গরীব ও মাঝারী চাষীদের কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋনদান ব্যবস্থা সহজ করা এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে ঋণদান ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করার কাজ বিশেষ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, ত্রিপরার মত একটি অনগ্রসর রাজ্যে যেখানে শতকরা ৮২ জন দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এবং তার মধ্যে শতকরা ২৯ জন উপজাতি এবং ১৪ জন তপশালী জাতির লোক, সেখানে বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহ এবং গ্রামীন ও সমবায় ব্যাংক সমূহকে সহজভাবে ঋন দানের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক যেন তাহার প্রচলিত ঋণদানের নীতি শিথিল করিতে নির্দেশ দেন এবং তপশীলী উপজাতির গরীব অংশের যে সব লোক পুরানো ঋন পরিশোধ করিতে অসমর্থ তাহাদের পুরানো ঋণ মকুব করিয়া নূতন ভাবে ঋণ পাওয়ার সুযোগ দিতে নির্দেশ দেন।"

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পর বলার সুযোগ পাবেন। সভার কার্য্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী। আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের কয়েকটা শর্ট নোটিশ ছিল সেগুলি আজকের বিজনেস লিসটে দেখছি না।

মিঃ স্পীকার :—এগুলি সোমবারে আসবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্য একটি অনগ্রসর এবং পশ্চাদপদ রাজ্য স্বাধীনতার পরে ত্রিপুরা রাজ্যেকে উন্নত করার জন্য যে উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া উচিত ছিল সে উদ্যোগ আমরা দেখতে পাই না। আমার প্রস্তাবের মধ্যে আমি উল্লেখ করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৯ শতাংশ উপজাতি যারা এখন মুলতঃ জুমের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া রয়েছেন ১৪ শতাংশ তপশিলী জাতি এবং বাকী রিফিউজী যারা দেশ ভাগের পর এখানে

এসেছিলেন তাদের অর্থনীতি আজও কিছু গড়ে উঠেনি। এখনও তারা পুনর্বাসনের অপেক্ষা রাখেন। অর্থনীতির দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে গত ৪ বা সাড়ে চার বছরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এক ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত বেকার. গ্রামীণ বেকার যুবক এই বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। গরীব চাষী, প্রান্তিক চাষী সমগ্র কৃষিকে অগ্রসর করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার যানবাহনের উপযোগী রা 1 তো নাই। মোটরেব্যল রোড ছিল না। গত কয়েক বছরে এই সরকারের ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কের ফলে আজ গণ্ডাছড়াতেও বাস যাচ্ছে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশের সংগে শহরগুলির সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আমি দেখছি কিভাবে মানুষ ঝুলতে ঝুলতে বাসে চলে। এখন যাতে এই যানবাহনের ক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাডভান্স করেন, জাতীয় ব্যাংক সমস্ত ঋণ দেন তার ব্যবস্থা না করতে পারলে এই অর্থনীতির পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়। আমি উল্লেখ করতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৮২ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। আমাদের ত্রিপুরাতে সমগ্র অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হওয়ার পার কেপিটা ইনকাম ভারতবর্ষে যেখানে ১০৪৯ টাকা মাথাপিছু সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র ৮৬১ টাকা। গ্রামীণ গরীব যারা ঋন গ্রস্থ তাদের একটা হিসাব দিচ্ছি। ১৯৭৭-৭৮ এ একটা রোবেল লেবার রিপোর্ট বেড়িয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে গরীব কৃষক পরিবার তাদের ঋণের বোঝা ১৩৫ টাকা। কি সাংঘাতিক অবস্থা। গ্রামীণ পরিবার ৫৮.৬ শতাংশ ঋণ গ্রস্ত। ৬৭ শতাংশ উপজাতি যারা পুরাপুরি ঋণ গ্রস্থ। কে তার হিসাব করে? এই যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। সমবায় ব্যাংকগুলিকে কি করে শক্তিশালী করে গরীব মানুষের অর্থ-নীতিকে উন্নত করা যায় তার জন্য এই সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলিকে সবল করা হচ্ছে এবং গরীব মেহনতী মানুষ যাতে বেশী করে সদস্য হতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ল্যাম্পস এবং প্যাকসের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে সাহায্য করা হচ্ছে। তারা একটাকা দিয়ে সদস্য হচ্ছেন এবং ৪ টাকা দশ টাকা শেয়ারে ৪০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করছেন। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষেরই পুঁজি নিয়োগ করার ক্ষমতা নাই। যে টুকু সম্পদ আছে যেমন জল. মাটি, বনজ সম্পদ, কুটির শিল্প সেই সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য গ্রামের মানুষ যাতে পুঁজি নিয়োগ করতে পারে সেইজন ব্যাংকের মাধ্যমে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সমস্ত পরিবার গুলো, গরীব পরিবার গুলো ব্যাঙ্কের ঋন গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি. আমাদের অভিজ্ঞতা ল্যাম্পস এবং প্যাক্স সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্বেও গরীব মানুষের আশা আকাঙ্খা নিয়ে শেয়ার ক্যাপিটাল নিয়েছিল ব্যাঙ্কে ঋণ পাবেন বলে। কিন্তু একেবারেই সেই ঋণ পাচ্ছেন না। ইদানিং যদিও শুরু হয়েছিল কিন্তু কিছু ঋণ দেওয়ার কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোন কৃষককে ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ১৯৭৭ সালের একটি হিসাব আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। সারা ত্রিপুরায় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সব কিছু মিলিয়ে ৬,২২৩ জনকে ৫০ হাজার টাকা

ঋণ দিয়েছিল। সেই ঋণই ১৯৭৮ সালে ১৬৬৩০ জনকে দেওয়া হয় ৬৬.৪৬ লক্ষ টাকা, ১৯৭৯তে আরো বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ২২০৩৪ জনকে ৩২৮২৭ লক্ষ টাকা। ১৯৮১ তে ঋণ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ১৯৮২ সালেতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশে ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাহায্য করছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১লা মার্চের নির্দ্দেশে ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণের উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় ব্যাঙ্কের শাখা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাকে সংকোচিত করে ফেলতে হয়েছে। মাত্র তিন মাসের হিসাব আমি এখানে দিচ্ছি। ১৯৮২ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে টারগেট ছিল শুধু মাত্র কৃষিতে ৬৫৭.৬০ লক্ষ টাকা। যেখানে এক চতুর্থাংশ ঋণ দেওয়ার কথা ব্যাঙ্ক সেখানে ১১২.৭৬ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে পেরেছেন এই তিন মাসে। ক্রমেই ব্যাঙ্কের ঋণ সংকোচিত হয়ে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় ব্যাঙ্ক পশ্চাৎপদ মানুষের স্বার্থে কাজ করবে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে বিপরীত কাজ করে যাচ্ছে। সকল মানুষকে ঋণের যোগান বন্ধ করে দিচ্ছে। পশ্চাৎপদ দেশের, অনুন্নত দেশের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি নেই বললেই চলে। স্যার, সারা ভারতের জাতীয় নীতি ঠিক করা হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। তাতে বলা হয়েছে ৪০ শতাংশ প্রায়রিটি সেক্টরে আর বাকী ৬০ শতাংশ অন্য সেক্টরে চলে যাবে। কৃষি, শিল্প, স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ইত্যাদি নানা রকম সার্ভিসের জন্য যে সমস্ত ঋণ সেই ঋণ এই ৪০ শতাংশের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, এই যে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে নাশনেল পলিসি হিসাবে তাতে যদি ধরে নেওয়া যায় ১,০০০ কোটি টাকা সমগ্র ঋণের জন্য রাখা হয়, তাহলে প্রায়রিটি সেক্টরের জন্য ৪০ শতাংশ হলে মাত্র ১০০০ কোটি টাকা এই ১০০ কোটি টাকার মধ্যে কৃষিতে দেওয়া হবে, ১৬০ কোটি টাকা মাত্র স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজকে দেওয়া হবে। এই ভাবে ঋণের যোগান ক্রমেই সংকোচিত করা হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ব্যাঙ্ক আছে তাতে যে ডিপজিট সেই ডিপজিটের বেশীর ভাগ অংশ ত্রিপুরার জন্য খরচ হওয়া উচিত। ত্রিপুরার মানুষের জন্য বিভিন্ন সমবায় সংস্থা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প, ব্যক্তিগত কৃষি কার্য্যের জন্য, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য ব্যাঙ্কের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তা হচ্ছে না। খুব কম পরিমাণ ডিপজিটের টাকা অ্যাডভান্স বাবদ খরচ করা হচ্ছে। সেই টাকা অন্যত্র খরচ করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের এই অনুন্নত, পশ্চাৎপদ অংশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কেন ত্রিপুরার জন্য চিন্তা করবেন না, কেন সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য চিন্তা করবেন না ? সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য যে নীতি, যেমন বোম্বাই, কলকাতা, সব থেকে অগ্রসর রাজ্য পাঞ্জাবের জন্য যে নীতি তা কেন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য চালু থাকবে ? ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষকে অগ্রসর করার জন্য ঋণ আসবে না কেন ? স্যার, গ্রামে গ্রামে রেশন দোকান খোলার জন্য পঞ্চায়েত থেকে চেষ্টা করছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরকার থেকে যে বন্টনের ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করে রেশনে চাল-খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিস একটি নির্দ্দিষ্ট দরে সস্তায় সরবরাহ করা যায় কিনা যাতে মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীর হাতে সাধারণ মানুষ না পরে তার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু পঞ্চায়েৎ ঋণ পায় নি। সরকার যা্মিন করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঋণ পাচ্ছে না। প্যাকিং অথবা লাম্পস্ এবং কো-অপারেটিভ সোস্যাইটি গুলো গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। অবশ্য এই উদ্যোগ গুলি সরকারই

গ্রহণ করেছেন যাতে সুচারু ভাবে কাজ গুলি করা যায় তার জন্য তাদের উপর এই ভার দেওয়া হয়েছে। সরকারী খরচে শেলো টিউব-ওয়েল করে দেওয়া হয়েছে সেগুলি কো-অপারেটিভ সোস্যাইটি গুলি পরিচালনা করবেন গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু কোন ঋণ নেই। শিক্ষিত বেকার যুবক কাজ পান না। সরকার ব্যবস্থা করেছেন, কো-অপারেটিভ করে ৩১৪ জন লাইসেন্স নিয়ে রেজিষ্ট্রি করে সরকারের ছোট ছোট কাজ করবেন। এই কাজের জন্য তারা ঋণ চান। তাদের পুঁজি নেই যে সে পুঁজি লাগিয়ে রাস্তা তৈরী করতে পারবেন কিংবা কনষ্ট্রাকশানে অংশ গ্রহণ করবেন। সরকারী উদ্যোগ তাদের পিছনে আছে। কিন্তু পুঁজি কোথায়? পুঁজি যোগান আসছে না। সেই পুঁজি ব্যাঙ্ক দিচ্ছে না। সরকার ব্যবস্থা করেছিলেন। নির্দিষ্ট কাজের অর্ডার পেয়ে সেই অর্ডার ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ে সেখান থেকে ঋণ নিয়ে সেই কাজ করবেন এবং কাজ শেষ হয়ে গেলে তাদের সব হিসাব নিকাশ ব্যাঙ্কই করে রাখবেন। কিন্তু না, সেই সহযেগিতা তারা পাচ্ছে না। স্যার, শুধু এই টুকুই নয়। শ্রমিক কো-অপারেটিভ তৈরী হয়েছে। বিশেষ করে গাড়ীর ড্রাইভার তারা বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সংস্থা তৈরী করে এই সংস্থা হতে সাহায্য চাচ্ছে গাড়ী কেনায় জন্য। সরকার থেকে এ্যালট করা হয়েছে কিন্তু কিনতে পারছেন না। কেন পারছেন না? পারছেন না এই জন্য যে, পুঁজি নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দিচ্ছে না। এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা প্রস্তাব উৎথাপন করেছি। গ্রামে গ্রামে জমি এ্যালট্ হয়েছে। ভূমিহীনদের পুঁজি নেই। তাদের জন্য কো-অপারেটিভ গঠন করেছে কিন্তু সেখানে পুঁজি নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেই। গ্রামে গ্রামে সমস্ত বর্গাদারদের নামে রেকর্ড হচ্ছে, যে যে জমিতে চাষ করছেন সেই জমিতে বর্গাদার আইনে অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু সেটা পাবার জন্য আইন থাকলেও তারা ঋণ পাচ্ছে না যাতে তারা অধিক ফসল ফলাতে পারে পুঁজি বিনিয়োগ করে।

তাই আমার প্রস্তাব আমি উল্লেখ করছি যে সমস্ত কৃষক, ভূমিহীন গরীব কৃষক, প্রান্তিক চাষী, মাঝারী চাষী, সমস্ত রকমের মেহনতি মানুষ শহরের শিক্ষিত বেকার এবং শহরের যে মেহনতী মানুষ তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য করা দরকার। বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি অবিলম্বে দূর করতে হবে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন দোকানের জন্য ঋণ দেওয়া হয়, গাড়ীর জন্য ঋণ দেওয়া হয়, বাড়ীর জন্য ঋণ দেওয়া হয় এবং তাছাড়া শিক্ষিত বেকারদের দিয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী হবার সুযোগ দেওয়া হয় কাজেই এই সমস্ত ঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সর্বশেষে আর একটা বিষয়ে বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ত্রিপুরায় অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল হয়েছে। এই ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের কাজকর্মের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হবে। তার ব্যবস্থাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কেই করতে হবে। সংখ্যা লঘিষ্ট সম্প্রদায়কে ব্যবসার মধ্য দিয়ে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল শুধু নিজেদের জন্যই চেষ্টা করছেন না সমগ্র মানুষের জন্য উন্নতির চেষ্টা করছেন। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য টাকার দরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে নীতি নির্ধারণ করেছেন সেটা অবিলম্বে দূর করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কারণ তা না হলে

ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতির জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই সমস্ত দিক থেকে আমি আমার প্রস্তাব এই সভায় রেখে সর্বসম্মতি ক্রমে মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কিছু দিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যে আইনের ক্ষেত্রে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশের ফলে ব্যাঙ্কের ঋণ দান অত্যন্ত কড়া হয়ে গেছে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে আমরা একটা জিনিশ লক্ষ্য করেছি যে মাননীয় সদস্য যে জিনিষটা উল্লেখ করেছেন ২৯ পারসেন্ট উপজাতি এবং ১৪ পারসেন্ট হচ্ছে তপশীলি জাতি যারা অত্যন্ত অনুন্নত এবং দরিদ্র সীমার নীচে রয়েছে। আমরা যদি ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে সমস্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দিচ্ছে সেই ব্যাঙ্কগুলি মূলত শহরের মধ্যেই। যেমন কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক। কাজেই যেখানে উপজাতি এবং তপশীলি জাতির কথা বলা হয়েছে সেখানে ঋনের ক্ষেত্র তারা বঞ্চিত হয়ে এসেছে। উপজাতি এবং তপশীলি জাতির মধ্যে যদি ঋণের সুযোগসুবিধা পৌছে দিতে হয় তাহলে এই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া দরকার। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বর্তমানে শুধুমাত্র গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে পৌছেছে। তার আগে কয়েকটা ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এই সমস্ত অঞ্চলে ঋণ দিচ্ছিল। এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের ঋণ দেবার ক্ষমতা খুব কম। ১০০ টাকা এই হারে দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু গরীব চাষী এবং দোকানদারদের মধ্যে। এই রকম একটা ঋণের ব্যবস্থা যদি থাকতো গ্রামাঞ্চলে যেমন কমার্শিয়াল ব্যাংক-এ যে বিজনেস লোন এবং ট্রান্সপোর্ট এর জন্য বড় রকমের লোন দিচ্ছে সেই ধরনের বড় লোনের যদি ব্যবস্থা থাকতো তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ কিছু একটা করার সুযোগ পেত কিন্তু এই রকম কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। মিঃ স্পীকার স্যার তাই আমি প্রথমেই বলবো যে ব্যাঙ্কের ঋণ দানের ক্ষেত্রে উপজাতি এবং তপশীলি জাতিরা বঞ্চিত হয়েছে। সেই কারণে এখানে যারা সবচেয়ে দরিদ্রের মধ্যে রয়েছে এবং যারা নীচু তলায় পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যে যাতে ঋণ পৌঁছানো যায় এবং তাদের উন্নতির পথ সুগম হয় সেই দিক থেকে আমি বলবো ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক রয়েছে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক রয়েছে এই জাতীয় ব্যাংকগুলিকে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। যাতে ইণ্ডাষ্ট্রি এবং অন্যান্য ধরনের ভাল একটা ঋণ দিতে পারেন তার একটা সুযোগ দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা বিষয়ে আমরা তদন্ত করেছি যে গত বছর আমি দেখেছি বহু উপজাতি এবং তপশীলী জাতিকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল বাগানের জন্য। সেগুলি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া হতে পারে। দুর্নীতি সব গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে চলছে। গ্রামাঞ্চলে টাকা না দিলে ঋণ দেওয়া হয় না। অনেক অভিযোগ আমার কাছে এসেছে, প্রতি ১০০০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা

দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করেছি। দু, একটি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হলেও যেমন চার, পাচটি স্যাংশান ছিল সেগুলির ব্যাপারে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখনও আমি খোজ নিয়ে দেখেছি তারা কোন ঋণ পায় নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের যে উপজাতি সমাজ-এর যারা বিজনেস করছে এবং কিছু বেকার ছেলে সরকারী কাজ নিচ্ছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশের আগেও তারা উপজাতিদের ক্ষেত্রে ঋণ দান সীমিত করেছিলেন এবং তাদের বঞ্চিত করেছিলেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক উপজাতিদের ক্ষেত্রে কোন সহায়তা করে না। তৈদুতে বেশ কয়েকজন উপজাতি ব্যবসায়ী ছিল তারা লোন-এর জন্য দরখাস্ত করেছিল কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে তারা কোন সময় লোন পায়নি। কাজেই আমি বলতে পারি বিজনেসের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি এবং উপজাতি-দের ক্ষেত্রে অবিচার করা হচ্ছে। উপজাতিদের শুধু ব্যবসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাই নয় এই ব্যবসা যাতে গুটিয়ে ফেলতে হয় তার জন্য পুলিশ দিয়ে একটা মিথ্যা কেইস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। গত মে মাসে সমস্ত ব্যবসায়ীদের আক্রমন করেছে কিন্তু যারা স্থায়ীভাবে সেখানে দোকান দিয়েছিল তাদের ছাড়া হয় নি। যারা বলদ বিক্রি করে টল দিয়েছিল পুলিশ তাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েছে। তার ফলে ফিরে এসে তারা আর কিছুর ব্যবস্থা করতে পারি নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মহারাণীতে হয়েছিল। মহারাণীতে যেসমস্ত দোকানদার ছিল সমস্ত দোকানদারের বিরুদ্ধে কেইস। যে কোন ঘটনা হলে পরে তাদেরকে পুলিশ এরেষ্ট করবে। তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাতে উপজাতিরা ব্যবসার ক্ষেত্রে না নামতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলাম। মাননীয় সদস্য, আজকে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন তার বাড়ীতে গিয়ে এই সমস্ত ঘটনার কথা বলেছিলাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত উপজাতিরা মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, যারা ব্যবসা করার জন্য স্ব-উদ্যোগে দাড়াবার চেষ্টা করছে তাদের মাথার উপরে বামফ্রন্ট সরকার চাপিয়ে দিয়েছে মিথ্যা একটা মামলার বিরাট কেইস। সপ্তাহে দুইদিন করে হাজিরা দিতে হবে। হাজতে পুরে দেওয়া হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই আজকে তারা ব্যবসা করতে সাহস পাচ্ছেনা। ব্যবসা করতে কোন সিকিউরিটি নাই, কোন নিরাপত্তা নাই, লোন দেওয়া ত দুরের কথা। রিজার্ভ ব্যাংকের যে নির্দ্দেশ সেই নির্দ্দেশ যেমন ত্রিপুরার সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী তেমনী পরিপন্থী বামফ্রন্ট সরকারের উপজাতিদের বিরুদ্ধে পুলিশ জুলুমের যে নীতি সেটাও। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি যে, জুমিয়ারা এবং ভূমিহীনরা তারা হালের বলদের জন্য লোনের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে দ্বারস্থ হয়েও তারা লোন পাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে গাঁও প্রধানদের একটা রেকমেণ্ডেশান পেতে হয়। সেই রেকমেণ্ডেশান পেতে হলে সি, পি, এমের সদস্যপদ নিতে হবে। কাজেই এইসমস্ত যে অলিখিত সারকুলার জারী করা হচ্ছে, লোনের ক্ষেত্রে, তাতে দলবাজী বেড়ে যাচ্ছে। সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যরা লোন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই এই লোন যাতে সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাবে বিচার করে দেওয়া হয়, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যাতে সবাই সুবিচার পায় ব্যাংকের লোনের ক্ষেত্রে, ব্যবসা করার

ক্ষেত্রে সেটা আগে দেখা দরকার এবং সঙ্গে যেসমস্ত লোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশান পড়েছে, গাড়ীর জন, বিজনেসের জন্য, নানারকম ইণ্ডাষ্ট্রিজের জন্য সেগুলি যাতে সুবিচার করে দেওয়া হয় কাজেই এই ভাবে লোনের ক্ষেত্রে যে দলবাজী শুরু হয়েছে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আর একটা ব্যপার জানা আছে অম্পিতে একজন কলুই সিনেমা হল দিচ্ছিলেন, তিনি সরকার থেকে লোন চেয়েছিলেন একটা স্থায়ী-ভাবে সিনেমা হল গড়বেন। তার কন্‌ষ্ট্রকশানের জন্য লোন চেয়েছেন। তার যে লাইসেন্স সেই লাইসেন্স রিনিউ করা হয়নি, তার লাইসেন্স আর একজন বাঙ্গালীকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনি করে কোনঠাসা করা হচ্ছে। আমরা আশা করি এইসব অবিচার অবিলম্বে বন্ধ হবে। উপজাতিরা চিরকাল অন্ধকারে না থেকে ব্যবসা করা ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা যাতে অন্য জাতির সাথে তাল মিলিয়ে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়ে আশার আলো দেখতে পায় এই অনুরোধ বামফ্রন্ট সরকারের কাছে রাখবো। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রিজার্ভ ব্যাংকর যে নির্দেশ সেটা আমরা নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব এবং এই প্রস্তাবটি আমি মনে করি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনা করে দেখা দরকার। তা না হলে নতুন করে ইণ্ডাষ্ট্রিজ গড়ে উঠবেনা. নতুন করে গাড়ী ঘোড়া নামবেনা। কাজেই ত্রিপুরার সামগ্রিক যে সমস্যা তা যদি দূর করতে হয়, সামগ্রিক উন্নতির পথে যদি ত্রিপুরাকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে রিজার্ভ ব্যাংকর যে নির্দেশ তা শিথিল করে লোনের ক্ষেত্রটা আরো সম্প্রসারন করা দরকার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য এনেছেন এই প্রাস্তাবটি আমি সমর্থন করি। আমি প্রথমে বলে রাখতে চাই যে, ত্রিপুরায় কি বানিজ্যিক ব্যাংক, কি গ্রামীন ব্যাংক, কি রাজ্য সরকারের সাথে যে সব ব্যাংক সংযুক্ত যেমন কো-অপারেটিভ ইত্যাদি তাদের কাজ খুবই প্রশংসনীয়। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য এই নয় যে তারা গত সাড়ে চার বৎসরে ত্রিপুরায় ব্যাংকের কাজের যে সম্প্রসারন করেছেন সেটা আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি না তা নয়। বরং আমি বলতে চাই সমগ্র পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছে। এখানকার টাকা লগ্নির ব্যাপারে, ব্যাংকের কাজ একেবারে সুদূর দুর্গম এলাকায় সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা এখানকার গ্রামীণ ব্যাংক নিয়েছে ভারতবর্ষে সমতুল কোন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমার জানা নেই। এমন সমস্ত দুর্গম এলাকায়, কি জুনের দাঙ্গার সময়ে যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ ট্রাইবেল সেখানেও গ্রামীণ ব্যাংকের দরজা বন্ধ হয়নি। এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে ৩০ বৎসর কংগ্রেসী শাসনে জুমিয়ারা ব্যাংক থেকে লোন পাবে এটা তারা স্বপনেও ভাবেননি। আজকে যারা তাদের হয়ে উকালতি করছেন তাদের কাজ ছিল মহাজন পাঠিয়ে দাদন নেওয়া। পাঁচ টাকায় কার্পাস, দু টাকায় ধান, এইভাবে জুমিয়াদের থেকে সংগ্রহ করা। আমরা সেদিন অতিক্রম করে এসেছি। সেই পরিস্থিতির জন্য কিন্তু ব্যাংক দায়ী নয়। তার জন্য শ্রীমতী গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল মনেটরী ফাণ্ড থেকে যে অর্থ এনেছেন, যে সমস্ত শর্ত স্বীকার নিয়ে এসেছেন সেই টাকা সেগুলি আজ

দায়ী এই পরিস্থিতির জন্য। তারই ফলে এইগুলি চলছে। শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তা নয়, বিভিন্ন যায়গায়, এবং তারই ফলে কয়েকদিন যাবৎ মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন আমদের দেশে যারা কিছু কিছু শিল্প করেন তারা বলছেন মন্দা দেখা দিয়েছে। আমরা চটকল নতুন করে স্থাপন করব বলেছি। পশ্চিম বাংলার মত জায়গায় ১৭-১৮টা চটকল বন্ধ হয়ে আছে। আজকে ছয় মাস যাবৎ সূতা কল বন্ধ হয়ে আছে, সবচেয়ে বেশী যেখানে সূতা কল ছিল সেখানেই বন্ধ হয়ে আছে। আর মালিকরা এই যে ব্যাপারে বেশী আগ্রহ দেখাননা তার কারণ, কাপড় টাল হয়ে মজুত হয়ে আছে, কিন্তু কিনবার লোক নাই। কারণ মানুষ যেখানে দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে সেখানে বাজার সংকুচিত হয় এবং সেখানকার সাম্রাজ্যবাদী যারা আছেন তারাও চায় যে, আমাদের জিনিষগুলি বিদেশে রপ্তানী হোক। এখানে শিল্পের সম্প্রসারন হোক এবং ব্যাঙ্কের টাকা কৃষকদের ঘরে যাক এটা সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি নয়, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সেই নির্দ্দেশ মেনে চলছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেই নির্দেশ অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ যে কোন জাতীয় ব্যাঙ্ক মানতে বাধ্য, নতুবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেবে না। তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে এখানে এরা কি করছে, মানে এরা এখানকার টাকা যেটা লগ্নি করেছেন, তাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত নিয়ম নীতি মেনেই সেটা করতে হচ্ছে। আমরা যেটা চেয়েছি ... আমরা যখনই বিভিন্ন সম্মেলনে গিয়েছি, তাতে তখন আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সরকারগুলি বলেছি যে, আমাদের জন্য ব্যাঙ্কের ঋণ দান নীতি শিথিল করতে হবে। স্বল্পসুদে ঋণদানের যে ব্যবস্থা সেটা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। আই. এফ. ডি. কি করছেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আই. এফ. ডি, কি করেছন ? আর আমাদের এখানে কি করছেন, এখানে প্রত্যেকটা ব্লকে পাঁচশত কি ছয়শত লোক সবচেয়ে গরীব বলে চিহ্নিত করছেন। আর যে রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৮২ জন লোক এক বেলা খায় কি খায় না, অবশ্য এটা পুরানো হিসাব। দুই দিন আগে মাননীয় সদস্যরা যদি খবরের কাগজ দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে যে, দারিদ্র সীমার নীচে লোকের সংখ্যা বাড়ছে। এমন কি ২৬০০ খাদ্যের যে কেলরী, আগে যেটা ছিল ১০০০ তাকে যদি ২৬০০ ধরে নেওয়া যায়, তাহলে আমাদের এখানে শতকরা ৮২ জনের বেশী হবে দারিদ্র সীমার নীচে। কাজেই সেখানে একটা ব্লকের মধ্যে ৬০০ লোককে বাছাই করে নিয়ে আপনি যদি বলেন যে, আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব, তাহলে কত বছর লাগবে এই দারিদ্র সীমার নীচের লোকগুলিকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলতে। এতে গরীবি হঠানো যায়, কিন্তু এক বেলা যারা খায় তাদের জন্য দুই বেলা খাওয়ানো ব্যবস্থা করতে ইন্দিরা সরকারের এই নীতি যদি চালু থাকে, তাহলে একশ বছরেও কিছু হবে না। বরং দারিদ্রতা এতে আরও বাড়বে। কাজেই এর উপর রাজ্য সরকারের কোন হাত নাই। এইভাবে যারা মানুষকে নীচে টেনে নামাচ্ছেন তারা ঐ দিল্লীতে বসে আছেন। আমরা শুধু তাদের ব্যাংকের দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারছি এবং বলছি যে, কিছু কিছু ঋণদানের ব্যবস্থা তোমরা শিথিল ও সম্প্রসারিত কর। যাতে করে এই অংশের মানুষরা ঋণ নিতে পারে। আমাদের একটা অসুবিধার কথা বলছি, আমারা সরকারে আসার পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে গ্রামের সব মানুষকে সমবায় সমিতির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। যারা বাহিরে থেকে এখানে এসেছেন, তারা বলেছেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবত ত্রিপুরাই প্রথম

যারা শতকরা ৬০ জন লোককে সমবায় আন্দোলনের মধ্যে কোন না কোন রকমে আনতে পেরেছেন। এই ধরনের নিদর্শন এই অঞ্চলেতো নাইই, পশ্চিমেও নাই অন্যান্য রাজ্যেও নাই। আর আজকে এই সমবায়কে নিয়ে কি করা হচ্ছে, আজকে ব্যাংকগুলি বলছে যে কোন সমবায় সমিতি যদি শতকরা ৬০ ভাগ টাকা না দেয়, তাহলে যারা নূতন মেম্বার যাদের কোন ঋণ নাই, তাদেরকেও ঋণ দেওয়া হবে না। তার অর্থ কি? তার অর্থ হচ্ছে, সমবায় সমিতিতে যাবে না, ব্যাক্তিগতভাবে আমাদের কাছে আস, ব্যাংকের কাছে আস তাহলেই ঋণ পেতে পার। কিন্তু সমবায়ের মেম্বার হলে তোমরা ঋণ পাবে না। পরিস্কার কথা হচ্ছে, আমরা সমবায় চাই না। এই যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি হয়, এই যদি শ্রী মতি গান্ধীর নীতি হয়, তাহলে তাদের কথায় এক রকম আর কাজে তার বিপরীত। শতকরা কতভাগ টাকা গ্রামে যাচ্ছে আমি শ্রী মতি গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করি। আমাদের প্রধান মন্ত্রী যখন বিপুল আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়ে আমেরিকা থেকে আসছেন, তখন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁর দেশের কৃষকরা ব্যাংক থেকে শতকরা একভাগ টাকা পায় কি না? এই কমার্শিয়াল ব্যাংকের টাকা শতকরা একভাগও পায় না। আজকে একটা নূতন ব্যাংক খোলা হয়েছে "নাদাক মা" যাতে করে ঋণ দান ব্যবস্থাকে আরও ভাল এবং উন্নত করা যেতে পারে। আমরা দেখব এই নাদাক কি ভূমিকা পালন করে। আমাদের এখানে এমন কৃষকও আছেন যাদের ট্রাক্টার ও চাষের মেশিন কিনার জন্য সমবার সমিতি আছে। এমন লোক আছেন যারা কোটি কোটি টাকা সমবায় সমিতি থেকে নিয়েছেন। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সব কুটির শিল্প ও কৃষির ব্যবস্থা আছে, সেখানে প্রান্তিক বা দুর্বল কৃষক ছাড়া উপরের তলার কৃষক খুব কম। সেই জন্যই আমরা ব্যাংকের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় বলেছি যে, যারা একেবারে নিঃস্ব উপজাতী যারা ইচ্ছা করেও ঋণ ফেরত দিতে পারেন নি, তাদের ঋণ মুকুব করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও বলছি যে, শতকরা ৬০ ভাগ দেওয়ার যে নিয়ম সেটা শিথিল করা হোক। আমাদের এখানে রিক্সার শ্রমিকরা রিক্সার মালিক হওয়ার জন বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে। আট বছর যাবত আমরা আলোচনা করছি এই রিক্সার ঋণ যেটা দেওয়া হয়েছিল আজকে সেটা সুদে বেড়ে ডবল হয়েছে। তাদের অনেকের নামে মামলার নোটিশ দেওয়া হয়েছে, আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি সরকার থেকে এই ঋণটাকে কিনে নেবার। আমরা তাদেরকে ঋণ থেকে মুক্ত করতে চাই, গত এক বছর যাবত আমরা সেই চেষ্টাই করছি। কালকেও আমার সঙ্গে সেই ব্যাংকগুলির আলোচনা হয়েছে। আমি আশা করছি হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই আমরা এর একটা সূত্র বের করতে পারব। কারণ আমাদের এখানে হাজার হাজার রিক্সা শ্রমিক যারা আছেন তাদের মধ্যে কিছু কিছু মুচিও আছেন, যারা দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তারা দীর্ঘদিন আগে ঋণ নিয়েছে, অথচ তা দিতে পারছে না। এই বামফ্রন্ট সরকার এই ধরনের সরকারী ঋণ থেকে অনেক লোককে মুক্ত করে দিয়েছে। তাই আজকে বে-সরকারী ঋণ থেকে তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে এই যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয় এটা ফেরত দিতে হয়। এটা ব্যাংকের দান বা খয়রাতি নয়। এই ঋণ কৃষকরা তাদের প্রয়োজনে নিয়েছেন। যারা এখানে খুবই দরদী হচ্ছেন তাহারাই তাদের প্রচার যন্ত্র হিসাবে বলছেন

কৃষকরা যেন এই ঋণ ফেরত না দেন। সুতরাং আমি তাদের কাছে এটাই আশা করি যদি তারা আমাদের সঙ্গে একমত হন তবে যাতে করে প্রদেয় ঋণ সংগৃহীত হতে পারে তার জন্য তারা আমাদের সাহায্য করুন। আমি এতে খুবই খুসি হব। কারণ এতে করে ব্যাংকের কাজকর্ম আরো সম্প্রাসারিত হবে। আর মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া বলেছেন যে উপজাতি এলাকায় এখনো ব্যাংকের কাজকর্ম সম্প্রসারিত হয়নাই কিন্তু আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর রাখেন না। কারণ এখন অধিকাংশ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে গ্রামিণ ব্যাংক কাজ করছেন। আর দুর্নীতিমূলক যে সমস্ত চিঠিপত্র আসছে তাতে দেখা যায় যে এদের পার্টির দুর্নীতি দেখা যায়। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে, যারাই দূর্নীতি করুণ না কেন তাদের শাস্তি পেতেই হবে।

ব্যাংককে বড়ই ঝুকিনিয়ে কাজ করতে হয়। আমি মাননীয় সদস্যদের সরকার এবং বিরোধী দলের সকল সদস্যদের এই কথা বলতে চাই যে ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের একটি চুক্তি হয়েছে যে ব্যাংকগুলি নিজেরা কৃষকদের নিকট থেকে পাট কিনবে। তবে যাতে লুঠতরাজ না হয় তার জন্য সকল সদস্যদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। লুঠতরাজ যাতে না হয় তার জন্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আরেকটা কথা আমরা পাট কিনার জন্য যে কার্ড দিয়েছি --উপজাতি সমর্থক গ্রাম প্রধানরা সেগুলি ঠিকমত বিলি বন্টন করছেন না। আমি তাদের বলব এই কার্ডগুলি যাতে ঠিক ভাবে বিলি বন্টন করা হয় তার জন্য যেন তারা নজর রাখেন। আমি সকল পঞ্চায়েত সদস্যদের অনুরোধ করব যে কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত পাট বিক্রি ভাল ভাবে করতে পারেন তারা যাতে কোন প্রকারে বাঁধাপ্রাপ্ত না হন সেদিকে যেন তারা নজর রাখেন।

মাননীয় সদস্যরা হয়তো জানেন যে ব্যাংকের ক্রেডিট একাউন্টে ক্রেডিট প্লেন বলে একটা প্ল্যান থাকে। আমরা দেখেছি ষ্টেট ব্যাংক তার ক্রেডিট প্লেনের আওতায় প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ কর্মসূচী পালন করেছে। আমি আশা করি যে আগামী দিনে তারা ব্যাপক হারে এই ক্রেডিট প্লানকে কার্যকরী করতে পারবেন।

এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে ট্রেন্স:পাটের জন্য টাকা কম দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি কংগ্রেসী আমলে অনেকেই ট্রেন্সপোর্টের জন্য প্রচুর টাকা নিয়েছেন কিন্তু সেই টাকা আর তারা ব্যাংকে জমা দিচ্ছেন না। তারা এই টাকা দিয়ে অন্য লাভজনক ব্যবসায় করছেন। আমরা আমাদের একটি সুপারিশে বলেছিলাম যে যারা টাকা নিয়েছিলেন তারা যদি কয়েকটি ইনষ্টলমেন্ট টাকা ফেরত না দেন তবে আমরা তাদের নোটিশ দেব। এরপরও যদি তারা ফেরত না দেন তবে ট্রাক হোক, বাস হোক অথবা মিনি বাস হোক ব্যাংক তা সিজ্ করতে পারব। তার জন্যে সরকারের কোন অবজেকসান থাকবে না। এই কথা মাননীয় সদস্যদের পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে খরা প্রভৃতির সময়ে যারা টাকা নিয়ে লাভ জনক ব্যবসায় টাকা খাটাচ্ছেন তারা যাতে টাকা ফেরত দিয়ে দেন নতুবা ব্যাংক তাদের বিরুদ্ধে কোন আইন সম্মত ব্যবস্থা নিলে তার জন্য সরকারের কোন বাধা থাকবে না। ব্যাংকের টাকা ফেরত দিয়ে ব্যাংকের কাজকর্মকে অরো সম্প্রসারিত করতে সকলের সহযোগীতা করা উচিত।

সর্বশেষে এটা বলতে চাই যে ব্যাংকগুলির রিজিওনাল অফিসগুলি আগরতলায় হলেই ভাল হত। কারণ কোন কারণ বশতঃ হয়তো গৌহাটি, বা শিলং রিজিওন্যাল অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে হয়। এতে অনেক সময় চলে যায়। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। আর এন. ই. সি. ও যাতে তার দায়িত্ব পালন করেন সে আশা করছি। এই বলেই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব এখানে যে প্রস্তাবটি এসেছে তা তারা যেন সমর্থন করেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে, রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক নির্দেশ ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বেকার যুবকদের আত্মনির্ভরশীল করা, প্রান্তিক, গরীব ও মাঝারী চাষীদের কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণদান ব্যবস্থা সহজ করা এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে ঋণদান ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করার কাজ বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, ত্রিপুরার মত একটি পশ্চাৎপদ অনগ্রসর রাজ্যে যেখানে শতকরা ৮২ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং তারমধ্যে শতকরা ২৯ জন উপজাতি এবং ১৭ জন তপশিলী জাতির লোক, সেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ এবং গ্রামীণ ও সমবায় ব্যাংক সমূহকে সহজভাবে ঋণ দানের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক যে তাহার প্রচলিত ঋণদানের নীতি শিথিল করিতে নির্দেশ দেন এবং তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতির গরীব অংশের যে সব লোক পুরাণো ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ তাহাদের পুরানো ঋণ মুকুব করিয়া নূতনভাবে ঋণ পাওয়ার সুযোগ দিতে নির্দেশ দেন।

(অতঃপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

Mr. S Sarker :— Here is an announcement for the Hon'ble Member that I have received two Notices for Short discussion—one from Shri Nagendra Jamatia on the subject "ত্রিপুরা রাজ্যে ম্যালিরিয়া রোগের বিস্তার সম্পর্কে।" and another from Shri Rati Mohan Jamatia on the subject ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে"

I have allowed the Notice of Shri Nagendar Jmatia to be discussed on 9.8.82 and the Notice of Shri Rati Mohan Jamatia to be discussed on 10.8.82

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যার উত্তরে আমি বলেছিলাম যে সেটার উত্তর আমি পরে দেব। সেটা হচ্ছে, আগাষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে যে ভয়াবহ বৃষ্টিপাত এবং সেজন্য যে বন্যা হয়ে গেল, সেই সম্পর্কে।

There were heavy rains in Tripura from the beginning of August, 1982 and there were especially heavy rains on the second and third. The rainfall recorded at Amarpur for 2nd and 3rd was 573 mm and at Sadar 273 mm. The rains were accompanied by winds of moderate speed. Heavy rains in the cathment areas resulted in the rivers overflowing their banks and at

many places the embankments were alsoe threatened. While there were some breaches in embankments at various places, with the vigilance of the local autherities the situation was kept under control. Road communications were disturbted at many places and some bridges washed away.

2. The details of the damage caused by floods is being assessed. So far there has been no loss of human life except for reported two in Kailashahar Sub-Division which is being verified and a few deaths of cattle. However, there has been extensive damage to houses and standing erops. It is estimated that over one lakh population and about 20,000 hectares of agricultural lands have been affected by floods. 132 camps have been opened for about 80,000 persons. There has also been damage to government properties inclcding roads, bridges, fishery tanks and bnildings.

3. The District Administration with the help of the people have taken up operations on emergency basis for the rescue of marooned families, shifting them to safer places and provisions of shelter and food. Control Rooms were opned in all sub-divisions and District authorities in collaboration with the Irrigation & Flood Control Department efficers as Well as Police took steps for maintaining vigilance on the bund and taking effective protective measures to prevent breaches and minimise the damage. Boats were deployed where required for rescue of the marooned people. Army was also alerted to be in readiness but the need for secking help from the Army did not arise as the situation could be controlled by the local administration.

4. Keeping in view the special nature of the present situation, daily rations at a scale of Rs. 1.80 per adult and Re. 1.00 for minor (upto the eight years of age) were supplied in cash or in kind. The maximum assistance admissible for house damage has also been raised from Rs. 200/- as provided in the Flood Relief Manual to Rs. 500/- For loss of cattle, assistance upto Rs. 200/- can be provided as per scales given in the Flood Relief Manual. For the persons shifted to camps, arrangements have been made, apart from provision of rations, for provision of medical coverage and ensuring sanitation. Anticholera vaccine, bleeching powder and medicines are being supplied by the Health Department to the various sub-divisions as per requirements An amount of Rs. 11.00 lakhs has already been placed at the disposal of the Districts for the present primarily for tbe purpose of provision of rations and making other ancillary arrangements. Further funds will be provided as per requirements, keeping in view the assessment about the damage which is now being made. It appears that it may be possible, now that the waters are receding and the levels of water in the rivers has come down for people to return to their

homes especially in those areas where they were not affected by direct river action Keeping in view the need for replantation of damaged crops, necessary assistance for procurement of seeds will be provided to affected persons.

Government of India are being informed regarding the situation.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশান। পত্রপত্রিকাতে এই বন্যার সময়ে একজন শিশু জলে ভেসে মরে গেছে বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমাদের কাছে এই তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো প্রাইভেট মেমবার্স রিজ্যুলিউশান। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক লাল সরকারকে অনুরোধ করছি তার রিজ্যুলিউশানটা মুভ করতে।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে "ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত দীনেশ সিং কমিটি ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন তাহা অনতিবিলম্বে কার্যকরী করা হোক"।

এই প্রস্তাবের সপক্ষে আমি কিছু ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য এই সভার সামনে রাখতে চাই। এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হবে যাতে এই সভায় আমরা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে পারি প্রস্তাবটা। এই সভায় আমরা যারা আছি তারা প্রত্যেকেই জানি যে ১৯৮০ সালের জুনে যে ডিষ্টারব্যান্স হয়, তারপর কেন্দ্রীয় সরকার এর পক্ষ থেকে দীনেশ সিং-এর নেতৃত্বে ৭ জনের একটি কমিটি কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন জুন ডিষ্টারব্যান্সের কারণ অনুসন্ধানের জন্য এবং তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে মূল কারণগুলি সমূলে উৎপাটনের জন্য ভবিষ্যতের কার্যসূচী কি হবে সেই সম্পর্কে একটা বাস্তব প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনার জন্য। দীনেশ সিং কমিটি খুব সম্ভব আগষ্ট মাসে তাদের সেই অনুসন্ধান কার্য্য করবার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিলেন এবং কয়েকদিন শুধু আগরতলায় নয়, কয়েকটা মহকুমায়ও গেছেন এবং বিভিন্ন দুর্গত শিবিরে তাঁরা ঘুরেছেন। বিভিন্ন অফিসারের সাথে তাঁরা কথা বলেছেন, রাজ্যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য লিখিতভাবে কমিটির সামনে তারা হাজির করেছিলেন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিং কমিটি একটা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছেন। তার মধ্যে দুটো ভাগ আছে—প্রথমতঃ যারা ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে তাদের দ্রুত সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকারের দিক থেকে সেই সময়ে করণীয় কি তার একটা নির্দেশিকা এবং একই সাথে এই ডিষ্টারবেন্সের মূল কারণগুলি নির্মূল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে কি করতে হবে সেই সম্পর্কে একটা নির্দেশিকা।

একই সাথে এই ডিস্টারবেন্স এর যে মূল কারণ তাকে নির্মূল করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর দিক থেকে প্রধান যে সব কাজ করতে হবে, সেগুলি সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে এই রিপোর্টের যে সুপারিশ এবং রাজ্য সরকারের গৃহীত যে সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম তার মধ্য দিয়ে দীনেশ সিং কমিটি যে যেটা রাজ্য সরকারকে করতে বলেছিলেন, রাজ্য সরকার শুধু তার কার্যাবলী সম্পাদনই করেন নি, সে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন এবং সেই পরিস্থিতিকে সহজ ও স্বাভাবিক করবার জন্য, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাদের সাহায্য করবার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং এর পিছনে রাজ্যের সকল অংশের শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক মানুষই শুধু নয় সারা ভারতের মানুষের সহযোগীতা ও সহচর্য্য নিশ্চিত ভাবে ছিল যে কারণে খুব দ্রুত রাজ্য স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এতেও আমাদের আত্মসন্তোষ্টীর অবকাশ নাই। দীনেশ সিং কমিটি তাঁর রিপোর্টের বিভিন্ন জায়গায় বার বার একটা কথাই বলতে চেষ্টা করেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে কারণে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই কারণগুলি নির্মূল করা সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা যেন নীরব না থাকি, এই কথাটাই বিশেষভাবে সুপারিশের মধ্যে উল্লেখ করার চেষ্টা হয়েছে, আর এটার মূল কারণ হচ্ছে রাজ্যের অর্থনৈতিক বৈষম্য। ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তরপূর্বাঞ্চল তথা সারা ভারতের মধ্যে একটা উপেক্ষিত এবং অনগ্রসর রাজ্য, যার পিছনে অনেকগুলি ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। আর সেই জায়গায় দীনেশ সিং কমিটির পক্ষ থেকে লঙ টার্ম কর্মসূচীর কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কতগুলি বিষয়ে প্রস্তাবাকারে সুপারিশ করা হয়েছে। সেখানে আমি সমস্ত রিপোর্টটা এই সভার সামনে উল্লেখ করতে চাই না, বরং এর মধ্যে যে বিষয়টা প্রধান ও উল্লেখ করার মতো বলে প্রয়োজন বোধ করি, সেটাই এই সভার সামনে উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা অ-উন্নত। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরেও এই রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৯ থেকে ১০ কিলোমিটারের বেশী রেল পথ আসে নি। অথচ আমরা যানি যে বর্তমান পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে রেল হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটাকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে চিন্তা, সেটা করা যায় না। কাজেই সেই দিক থেকে দীনেশ সিং কমিটি সঠিক ভাবে এই রেল লাইন এ্যাক্সটেন্সানের যে কাজ তার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সব চাইতে বেশী নজর এবং গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে বলেছেন। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এর গুরুত্ব অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং একটানা ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস যখন দেশ শাসন করছিল, সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য বার বার বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সেই দাবীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি, আমরা সেদিন দেখেছি যে এই নায্য দাবী আদায় করতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ যে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল, যেটা শুধুমাত্র ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়, যেটার সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ও অগ্রগতি ওতোপ্রত ভাবে জড়িত, সেখানে তারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল এবং অনেকের

রক্ত ঝরেছে। এই দীনেশ সিং কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারই গঠন করে ছিলেন এবং তার যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টের মধ্যে যেটা প্রস্তাব আকারে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, এবং এই বিধান সভার পক্ষ থেকেও বার বার প্রস্তাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এনে, এই এই বিধান সভায় পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেই প্রস্তাবটা অবশ্য দুই ভাগে ভাগ করা ছিল। যেমন প্রথমে বলা হয়েছে যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে। কাজেই বিধান সভার এই প্রস্তাব দীনেশ সিং কমিটির সুপারিশকে আরও জোরদার করেছে। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত সেই রেল লাইন সম্প্রসারণকরার যে দরকার, তার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই আমরা এও জানি যে জনতা সরকারের আমলে যখন রাজ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা ছিল, তখন কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য একটা প্রস্তাব আনা হয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস সরকার যখন আবার ক্ষমতায় আসে তখন থেকে নানা রকম টাল বাহানা করিতে থাকে, যাতে এটা কার্য্যকর না হতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষ, সরকার এবং এই বিধান সভায় মিলিত প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগত ভাবে কুমারঘাট পর্য্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার রেল লাইন সম্প্রসারণের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাতে হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি এই যে কাজ, এটাকে দ্রুততর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে না, যার জন্য এটার কাজ এগুচ্ছে না। যদি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, বা অন্য যে কোন মন্ত্রীই দিল্লী যাচ্ছেন, তারা সবাই এই রেল সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। বিশেষ করে গত খরার সময়ে আমরা দেখেছি যে এই রাজ্যের খাদ্যের যে চাহিদা ১২ হাজার মেট্রিক টন যেটা নাকি তাকে কমে দেখানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের চাহিদার সঙ্গে এক মত হতে পারছেন না। তারা বলে দিয়েছেন যে ৮ হাজার মেট্রিক টনের বেশী দেওয়া হবে না। এবং সেই ৮ হাজার মেট্রিক টন চাউল দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তাতেও দেখা যাচ্ছে সেই চাউল ত্রিপুরা রাজ্যে আসার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ রেল ওয়াগন দরকার, সেই ওয়াগন পাওয়া যাচ্ছে না। রেলওয়ে দপ্তরকে বললে, ওরা বলছে যে আমরা কি করতে পারি। উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যই নয়, আরও ৭ টা রাজ্য আছে, তাদের তো ওয়াগনের চাহিদা আছে, তাদের খাদ্য সমস্যা, অন্যান্য সমাস্যা আছে। সারা উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের জন্য প্রতিদিন মোট ৫০ ওয়াগনের ব্যবস্থা আছে, কাজেই এইগুলি সবাইকে দিতে হবে যাতে তাদের সমাস্যার কিছুটা সমাধান হয় কারণ খাদ্য ছাড়া তো তাদেরও নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ পত্রের দরকার, যেগুলি এই সব ওয়াগনের মাধ্যমে সেই সব রাজ্যে পৌছানো যায়। শুধু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই রেল পথ সম্প্রসারণের প্রশ্ন নয়, উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে আরও অন্যান্য যে রাজ্যগুলি আছে, সেগুলিরও ঐ একই প্রশ্ন। কারণ যদিও এগুলির কোনটার মধ্যে রেলপথ আছে, সেগুলি হচ্ছে মিটার গেজ, কোথাও ব্রডগেজ লাইন নাই। কাজেই রেল পথে মাল পরিবহন করার মধ্যেও এই রাজ্যগুলির কিছুটা অসুবিধা রয়েছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভারত সরকার বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য প্রচুর পরিমাণ রেল ওয়াগণ তৈরী

করে বিদেশে পাঠাচ্ছে, আর এই দিকে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের ৭টা রাজ্য রেল ওয়াগণের জন্য নানারকম অসুবিধার মধ্যে পড়ে রয়েছে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে যেগুলি আছে, সে গুলিও অনেক ব্যবহারের ফলে অকেজো হয়ে পড়েছে অথবা ভেঙে গিয়েছে। এই সব জিনিষগুলি বিবেচনা করেও দীনেশ সিং তার সুপারিশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই সব ক্ষেত্রে কতটুকু কাজ করেছেন, সেটা আমরা দেখতে চাই। এছাড়া তাঁর সুপারিশের মধ্যে এও রয়েছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারণ না করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ কাঁচা বা পাকা রাস্তা আছে, সেগুলির আরও ডেভেলাপমেন্টের দরকার। এবং সেটা করতে গেলে পর তার জন্য যে মেরামতির কাজ রোড সাইডে করা দরকার, সেগুলি করার জন্য যে সব শ্রমিক আছে, তারা যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারেন, সে জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বাড়ী ঘর তৈরী করার দরকার যাতে শ্রমিকরা সেই সব বাড়ী ঘরে ঠিকভাবে থাকতে পারেন এবং তাদের যে আরও নানা রকম সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার, সেগুলিও তাদেরকে দেওয়া দরকার। কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে সংস্থা এই কাজটা করছে তাদের বেশ কিছু অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। কারণ ঐ সংস্থায় যে সব শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তারা তাদের প্রয়োজনীয় মজুরী পাচ্ছে না এবং তাদের যে আরও যে সুবিধা দেওয়া দরকার, তা দেওয়া হচ্ছে না। তাদের থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ঘর বাড়ী তৈরী করা হচ্ছে না। কাজেই এই দিক থেকেও কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টি দেওয়ার কথা, তারা তা দিচ্ছেন না। তৃতীয়তঃ রিপোর্টের মধ্যে প্রস্তাব আকারে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেহেতু রেল পথ নাই, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে কাঁচা বা পাকা রাস্তা যেগুলি আছে সেগুলিকে আরও উন্নতমানের করে তোলার দরকার। এখানে এক মহকুমা থেকে অন্য মহকুমার যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে এখানে থার্ড এয়ার লাইন্স চালু করা দরকার। যেমন আগরতলা থেকে কমলপুর, আগরতলা থেকে খোয়াই, কমলপুর থেকে কৈলাসহর এবং কৈলাসহর থেকে আগরতলায় এয়ার লাইন্স ব্যবস্থা চালু করার জন্য বলা হয়েছে। সেটাও দেখছি যে আজকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এবং সময় সময় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং এই প্রস্তাবে একটা জায়গায় আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে আই. এ. সি. এবং রেলওয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরী শিল্প দ্রব্যাদি যেগুলির ত্রিপুরার বাইরের বাজারগুলিতেও চাহিদা আছে সেই সব বাজারগুলিতে যাতে ত্রিপুরার তৈরী সামগ্রী সুযোগ নিতে পারে সেজন্য আই. এ. সি. ও রেলওয়ের বিশেষ সুযোগ দেওয়া দরকার এবং এই জন্য সেখানে তাদের কনসেশন্যাল রেট দেওয়ার কথাও সেই রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে। কাজেই এই দিক থেকে ত্রিপুরার শিল্পজাত সামগ্রীর জন্য যদি এই সব সুযোগ সুবিধা না থাকে তাহলে ত্রিপুরার শিল্প সম্ভাবনা তথা সেলফ-এম্পলয়মেন্টের কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না। কিন্তু আমরা আজ লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ লাইনগুলি সচল রাখার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার যাত্রী সাধারণের সামান্যতম সুযোগও আই. এ. সি দিতে রাজী নয়। আর রেলওয়ে টি. আর. টি. সি.র মাধ্যমে যে সুযোগ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন যারা টি. আর. টি. সি.র কাউন্টারের মাধ্যমে সেই সুযোগ নিতে যান তারাই বুঝতে পারছেন যে তারা কতটুকু সুযোগ পাচ্ছেন। সেজন্য আজকে আমাদের

লক্ষ্য করতে হবে দীনেশ সিং কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই কমিশনের যে সুপারিশ সেই সুপারিশের মধ্যে বলা হয়েছে নর্থ ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কাউন্সিল গঠন করা - এটা শুধু ত্রিপুরার প্রশ্নে নয় গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য এই কাউন্সিল গঠন করা দরকার। সেই রিপোর্টে'র এই প্যারাতেই বলা হয়েছে যে বিশেষ করে ত্রিপুরায় যে সমস্ত কাঁচা মালের উপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে উঠতে পারে সেগুলি কাজে লাগাবার জন্য একটা ইনফ্রাষ্ট্রাকচার গড়া দরকার। এবং সিমেণ্ট, লোহা প্রভৃতি জিনিষ ত্রিপুরায় যাতে দ্রুত পেঁাছাতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারের ডিমাণ্ড নয় কেন্দ্রীয় সরকার নিজে যে কোটা বেধে দিয়েছেন সেটাও ঠিক ঠিক ভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে না। এক সময় বলা হয়েছিল যে তোমরা একটা ষ্টীলইয়ার্ড করে নাও তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। তারপর রাজ্য সরকার-এর পক্ষ থেকে ধর্মনগরে জায়গা দেওয়া হয়েছে সব কিছু করার পর দেখা গেল যে সেই প্রস্তাব আজও হিমঘরে পরে আছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে প্রস্তাবে যাই থাকুক না কেন শ্রীমতি গান্ধী এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য কম চোখের জল ফেলেন নাই—সেই কথা ফলাও করে প্রচার করার জন্য আকাশবাণী এবং টি ভির মাধ্যমে কম প্রচার করা হয় নাই, কিন্তু কাজের কাজ তারা কিছুই করতে চাচ্ছেন না। এই অঞ্চলের শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে এই রিপোর্টে' এই কথা বলা হয়েছে যে নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিয়নের রাজ্যগুলির উন্নতির জন্য একটা ব্যাংক খোলার দরকার। এই ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব হবে শিল্পের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য সমস্ত রকমের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমাদের এখানে ব্যাংকের কার্য কলাপ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। কাজেই রাজ্যের ব্যাংকগুলি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্রের যেখান থেকে ব্যাংকের নীতি নির্দ্ধারিত হচ্ছে সেখানে শ্রীমতি গান্ধী একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এর ফলেই গোটা ভারতবর্ষে'র মানুষ ভোগছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যাংকের গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কি কি দায়ীত্ব তাও 'দীনেশ সিং কমিটির' রিপোর্টে' উল্লেখ করেছেন। সেই দিক থেকে এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চাইবে এই ব্যাংক সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি ভাবছেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের চা, পাট ও রাবার এই সব শিল্পগুলি বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবং সেই সুযোগ যদি কাজে লাগান যায় তাহলে আমাদের এই রাজ্যে সেল্ফ এম্পলয়মেণ্টের সুযোগ বেড়ে যাবে। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই যে ত্রিপুরার জমির শতকরা ৬০ ভাগ হচ্ছে রিজার্ভ ফরেষ্ট। এবং এই রিজার্ভ ফরেষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইন পাশ করেছে—এই আইন সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছি সমালোচনা করেছি এবং সেখানে দীনেশ সিং কমিটি সুনির্দিষ্ট বলেছে যে পাট, চা এবং রাবার শিল্পের সম্ভাবনা ত্রিপুরায় খুব উজ্জল। কেন্দ্রীয় সরকার বনায়ণের জন্য যে আইন তৈরী করেছেন তার ফলে এই রাজ্যে এইসব শিল্পের সম্ভাবনা খুবই ব্যহত হবে—এই সব শিল্পকে বিকশিত করার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাবারের মানের দিক থেকে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করেছে— এবং কেরালার পরেই ত্রিপুরার স্থান। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে এখানে ৭০ টনের মত রাবার উৎপাদন হচ্ছে। এবং সেগুলিকে প্রসেসিংয়ের জন্য যে সব ইণ্ডাষ্ট্রি গঠন করা দরকার

সেই ইনগুষ্ট্রি গঠন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন করতে সরকার এগিয়ে আসছেন না। কিন্তু সেলফ এমপ্লয়মেণ্টের প্রশ্নে এবং এই রাজ্যের গরীব চাষীদের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে এবং যাদের জমি খুব কম তাদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়ে তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করার জন্য অগ্রসর হয়ে আসা উচিত।

বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে ২০ পার্সেণ্ট ট্রেডিশনেল জুমিয়া আছে। কিন্তু এত অশ্রু বিসর্জনের পরও এই সব প্রস্তাব এই বিধানসভায় পাশ হওয়ার পরও কেন্দ্রীয় সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। রাজনৈতিক জাতাকলে এই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দীনেশ সিং কমিটির সুপারিশ কার্য্যকর করার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে রাজ্য সরকার কিছু করতে চান। কাজেই বনায়নের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি পদক্ষেপ নেবেন সেটা আমরা জানতে চাই। এই প্রস্তাবের মধ্যে একটা জায়গায় আছে এখানে শুধু অর্থনৈতিক প্রশ্ন নয় বেকারদের চাকুরীর সুযোগ সুবিধার জন্য একটা কাগজ কল হতে পারে এবং কেটাগরিকেলী বলা হয়েছিল যে সেটা কুমারঘাট হতে পারে। ১৯৭৭ সালে এই কাগজ কল তৈরী করার জন্য একটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল। সেই প্রোজেক্ট রিপোর্ট ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল। সেটা করতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা কাছাড়ে এবং আরেকটা ত্রিপুরায় হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল কাছাড়ে যেটা হবে সেটার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সিগনাল পাওয়া গেল কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার এটা নাকচ করে দিলেন এই বলে যে কয়লা কোথায় পাওয়া যাবে। কয়লা না পেলে কাগজ কল হবে না। এই দিকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মাটির নীচে তৈল এবং গ্যাস এ দুটাই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজকে মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওখানকার যে ম্যানাজার তিনি বলেছিলেন যে প্রতিদিন এক লক্ষ কিউবিক সেনটি মিটার গ্যাস দেওয়া যাবে এবং এই গ্যাসের দ্বারা দুটো থারমাল প্রোজেক্ট হতে পারে। যারা এক্সপার্ট তারা বলেছিলেন এই প্রোজেক্টকে ভিত্তি করে এখানে কাগজ কল হতে পারে এবং এই ব্যাপারে কয়লার যে সমস্যা আছে সেটা অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই কাগজ কল সম্পর্কে এখনও ইতিবাচক কিছু বলছেন না। এখানে দুটো থারমাল প্ল্যান স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং সমস্ত দিক থেকে টেকনিকেল যে সমস্ত কমিটি আছে তাদের দিক থেকে সম্মতি দেওয়া হয়েছে এবং এখন এই সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ফাইনেনস ডিপার্টমেণ্টের কাছে আছে। আমরা জানি না এটাও কি সেই কাগজ কলের মত রাজনৈতিক কারণে নাকচ করে দেওয়া হবে কি না। আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিধানসভার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যে আপনাদের তৈরী করা দীনেশ সিং কমিটির যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বিগত জুনের দাংগার কারণগুলি নির্মূল করার জন্য সেই কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল কাগজ কল তৈরী করার জন্য সেটা সম্পর্কে আপনারা কি ভাবছেন? এর পাশাপাশি এই প্রস্তাবের

মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে এডুকেশন উইল প্লে এ ক্রুশিয়েল রোল। সেই ব্যাপারে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এখানে এই বিধানসভায় যখন বামফ্রন্ট সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য বিল উত্থাপন করেন তখন অনেকেই বলেছিলেন যে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্যই জুনের দাংগা হয়েছে। এই বক্তব্যের সংগে আমি একমত নই। এবং এখনও যারা এই বক্তব্যকে অনুসরণ করছেন তাদের এই বক্তব্য আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। জুনের দাংগার পেছনে কি কারণ ছিল এটা এখন সমস্ত ভারতবাসীর কাছে পরিষ্কার। সেখানে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ যখন এই জুনের দাংগার কারণ সেইজন্য এটা অপাততঃ স্থগিত থাকুক। সেখানে একটা তদারকি কমিটি গঠন করে উপজাতীদের উন্নয়নের জন্য কি কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই বিষয়ে এই কমিটি চিন্তা করবে এবং আরও বলা হয়েছিল যে এখানে উপজাতী বিধায়ক যারা আছেন তাদের মধ্যে থেকেও এই কমিটিতে সদস্য নেওয়া হবে। তারপরে দেখা যায় এই দীনেশ সিং কমিটির এই সুপারিশ না মেনে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। দীনেশ সিং কমিটি যে শিক্ষার কথা বলেছিল বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করে স্বশাসিত জেলা পরিষদের মধ্যে বিস্তৃত করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রাথমিক স্তর থেকে সেনিয়র বেসিক স্কুল, মাধ্যমিক এবং দ্বাদশ স্কুলের কথা না হয় বাদই দিলাম, বিজ্ঞানের পড়াশুনার কথা না হয় বাদই দিলাম সেই প্রাথমিক স্তর থেকে সিনিয়র বেসিক স্কুল যাতে উপজাতী অধ্যুষিত এলাকায় সম্প্রসারণ করা যায় সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হয়েছিল অর্থ বরাদ্দ করার জন্য। সেখানে নুতন স্কুল করতে হবে এবং তার পরে শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হল অর্থবরাদ্দ করা যাবে না। স্বশাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নের জন্য উপজাতীদের কল্যাণের জন্য মাননীয় সদস্য খগেন দাসের একটা প্রস্তাব এই বিধানসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লী গিয়েছিলেন তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করুন। সেখানে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হল অর্থ দেওয়া যাবে না। তারা আরও বলেছেন যে এখানে তুলনামূলক শিক্ষক নাকি বেশী আছে। তারা দেখিয়েছেন যে ৪০ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক। একটা স্কুলে ওয়ান থেকে ক্লাশ ফাইভ পর্য্যন্ত ৮০ থেকে ৯০ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে পারে। সেখানে একজন বা দুই জন শিক্ষক পাঁচটা ক্লাশ চালাতে পারে না কোন কোন স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অনেক বেশী থাকে। কাজেই ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে এখানে শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য।

দীনেশ সিং কমিটি একটা ক্যাটাগরিক্যাল ভাবে বললো যে, এখানে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এর জন্য ২টা বিষয়ে বলেছেন, কনটেণ্ট অব এডুকেশান সম্পর্কে ভাবতে হবে, শিক্ষক যাদের নিয়োগ করা হবে তাদের কথা ভাবতে হবে। সুদূর পাহাড়ী অঞ্চলে কিংবা গভীর বনাঞ্চলের মধ্যে যে সব শিক্ষক দেওয়া হবে তা যেন বিচার করে দেওয়া হয়। যদি শহরে তার ছেলে মেয়ে পরিবার থাকে তবে শিক্ষকের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব পালন কঠিন হবে। কাজেই সেই সব এলাকা থেকেই শিক্ষক বার করার চেষ্টা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্কুল গুলিতে পড়া শুনার জন্য তাদের ট্রেনিংয়ের কার্য্যকরী ব্যবস্থা করার কথা

বলা হয়েছে। আমরা এর সঙ্গে দ্বিমত পোষাণ করি না ব্রডলি। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রতি কুলতা বলতে বুঝাতে চাইছি আমরা দেখেছি, অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্ব্বাচন নিয়ে বিভিন্ন দল জল ঘোলা করেছে এবং এই কাউন্সিল গঠিত হবার পরে বিশেষ করে উপজাতিদের স্বার্থে যে সব কাজ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে তা যাতে না হয়তার জন্য একটি অংশ কাজ করছে। স্থানীয় শক্তি শুধু এই ষড়যন্ত্রের লিপ্ত নয়। বহু দূরের হাতও এর পেছনে কাজ করছে এটা বিভিন্ন ভাবে রাজ্যের জনগণ বুঝতে পারছে। অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর সদ্য নির্ব্বাচিত সদস্যকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু এই সব পরিস্থিতির মধ্যেও তারা উপজাতি জনগণের শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করার জন্য উপজাতি এলাকায় স্কুল সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং শিক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে এই সব কাজে সাহায্য করছেন। গ্রোউথ সেণ্টার করার চেষ্টা হচ্ছে, নূতন রাস্তা-ঘাট সম্প্রসারণ করার চেষ্টা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র মাঝারী সেচ প্রকল্প সম্প্রসারণ করার চেষ্টা চলছে। কাজেই আজকে এই বিধান সভার সামনে উল্লেখ করতে চাই যে, দীনেশ সিং কমিটির যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে কেন্দ্রীয় সরকার উপেক্ষা করে চলেছেন। অথচ তাঁদেরই তৈয়ারী ছিল এই দীনেশ সিংক মিটি। আমরা বিধান সভার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাচ্ছি যে, আপনারা এই দীনেশ সিং কমিটির সুপারিশ কার্য্যকরী করতে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? সর্ব্বশেষে এই কমিটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে অল ইণ্ডিয়া রেডিও বিশেষ করে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের যে বিভিন্ন উপজাতি জনগণ বাস করেন তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি যা আছে সেই কৃষ্টি সংস্কৃতির এবং ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা নেবে এই অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র প্রচার মাধ্যম। এখানে টেলিভিশান নেই কাজেই স্পেসিফিক্যালি বলা হয়েছে যে এদের ভাষা বিকাশের জন্য হাই পাওয়ার ট্রান্সমিশান যন্ত্র সম্বলিত রেডিও সেণ্টার বসানোর জন্য কক্-বরক্ ভাষাই শুধু নয় উপজাতি জন গোষ্টির মধ্যে বিভিন্ন ডায়লেক্টেন আছে। উপজাতীয়দের বিভিন্ন ভাষা সহ মনিপুরী ভাষায় আগরতলা কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে পোগ্রাম করা যায় তার ব্যবস্থা করা হউক কে শুনে কার কথা। এই দাবী আমরা বার বার তুলছি, কিন্তু ত্রিপুয়ার জনগণের স্বার্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেটমেণ্ট যেখানে প্রচার করা হয় না সেখানে অন্যান্য ভাষার বিকাশের স্বার্থে অতিরিক্ত পোগ্রামের কথা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু আকাশ বাণী আগরতলা থেকে কংগ্রেসের পাঁচ জন লোক কোথায় কি করলো তা প্রচার করা হয়। প্রচার করা হয় পাঁচ মিনিটের সংবাদের মধ্যে সাড়ে চার মিনিটই ইন্দিরার জয়গান। এই যেখানে অবস্থা সেখানে তাত হবেই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে প্রস্তাব এই বিধানসভায় উপস্থিত করেছি তার লক্ষ্য একটাই। তা হচ্ছে, জুনের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা ত্রিপুরা নয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে বেদনাতুর করেছিল তা আজকে মিলিয়ে গেছে বলে আমরা মনে করি না। তবে ভবিষ্যতে যাতে এ রকম দুর্ঘটনা না হতে পারে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করার দরকার এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে দীনেশ সিং কমিটি যে প্রস্তাব রেখেছেন যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক গঠিত হয়েছিল সেই দীনেশ সিং কমিটির প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যকরী করার জন্য আমরা বার বার কেন্দ্রকে বলেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্যণীয়

হচ্ছে, আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় বন্ধু সদস্যরা দিল্লী থেকে ঘুরে এসে বলেছিলেন, দীনেশ সিং কমিটির প্রস্তাব গুলি কার্য্যকরী করা হউক। রাজ্যসরকারের যা যা করণীয় ছিল সবই কার্য্যকরী করেছেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের করার যে পার্ট ছিল তা কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কার্য্যকরী করেন নি। কাজেই আমি আজকে এই বিধানসভার সামনে শুধু সরকারী পক্ষ থেকেই নয় আমার মাননীয় বন্ধু বিরোধী গ্রুপের সদস্যদেরও বলব, ত্রিপুরার স্বার্থে, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে, শান্তি ঐক্যের স্বার্থে গোটা ভারতবর্ষের সম্প্রীতির স্বার্থে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দীনেশ সিং কমিটির প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য দাবী জানাই। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পলিটিক্যাল কমিটি আছে সেই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এই প্রস্তাবিত কাজের অগ্রগতি কতটুকু তার রিপোর্ট যাতে দেওয়া হয়। এই বিধানসভার মাধ্যমে আমার প্রস্তাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা জানতে চাই, সেই নির্দেশিকা কোন্ কোন্ দপ্তর কার্য্যকরী করছে তার তথ্য আছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে জনসাধারণের স্বার্থে তা প্রকাশ করুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—আমি অপজিশানের তরফ থেকে এখনও কোন নাম পাই নি। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ বলতে চান, তাহলে নাম দিতে পারেন।

শ্রী ব্রজ গোপাল রায় :—আমি কিছু বলতে চাই।

মি: স্পীকার :—ঠিক আছে বলুন।

শ্রী ব্রজ গোপাল রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্টকে কার্য্যকরী করার জন্য মাননীয় বিধায়ক শ্রী মানিক সরকার যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছেন আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। সেই কমিটি ত্রিপুরার জুনের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন নানা কারনে রিপোর্টটি খুব গুরুত্ব পূর্ণ। এদিকে এই অনগ্রসর ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার একটি প্রয়াস এই প্রস্তাবের ভেতর পাশ করা হয়েছে এবং এটা গড়ে তুলতে গেলে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকা দরকার এবং রাজ্যের উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য রাজ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে সহযোগিতা থাকা দরকার এটা একান্ত ভাবে কাম্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছি, ত্রিপুরার রেল পথের দাবী দীনেশ সিং কমিটি সুপারিশ করেছিলেন এবং তারও আগে ত্রিপুরার মানুষ বার বার তাদের এই রেল লাইন সম্প্রসারণের কথা বলেছেন কেন্দ্রের কাছে, আবেদন নিবেদন করেছেন। এখনও তারা বিভিন্ন আন্দোলনের ভেতর এগিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্র ব্যাপারটা নিয়ে টালবাহানা করছেন। আমি বলতে চাই। এই টালবাহানার কারণ কি? মহারাষ্ট্রের এন্টুনি যে টাকা লুট করেছেন এই টাকারও দরকার হয় না ত্রিপুরার রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য। এখানে রেল লাইন হলে লাভজনক হবে কি না সেটা বিচার করবেন। অথচ অনগ্রসর একটা রাজ্য সেখানকার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে তাদের টেনে তুলবার জন্য, তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য, তাদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করার জন্য যেটা অপরিহার্য্য সেই রেল পথ এটাকে এখনও কার্য্যকরী করছেন না। কাজেই সেই ক্ষেত্রে দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্টে রেল পথকে

সম্প্রসারিত করে ত্রিপুরার আনাচে কানাচে উৎপাদিত সামগ্রী বাইরে পাঠাতে ব্যবস্থা করা এবং বাইরে থেকে আমদানীর ব্যবস্থা করার কথার সুপারিশ রয়েছে। কাজে কাজেই সেই দিক থেকে দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী করার প্রয়োজন আছে। আভ্যন্তরীন বিমান সেটাও তার সুপারিশের মধ্যে আছে। তিনি সেটার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু এর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। সেটা ব্যয় স্বাপেক্ষ। এটা কেন্দ্রকে করতে হবে তার জন্য এখানেও তাঁরা এগিয়ে আসছেন না। নর্থ ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কাউন্সিল গঠন করার জন্য আমরা প্রতি নিয়ত লক্ষ্য করছি, কেন্দ্রের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য যেন তাদের ঘুম নেই, তাঁরা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা জানি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতের বুকে চেঁপে বসেছিল তখন থেকেই এই উত্তর পূর্বাঞ্চল উপেক্ষিত হয়ে আসছে। এর পর এই দেশটা স্বাধীন হল, আজকে স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিরাট জন সমষ্টির উন্নয়নের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। যেটা নেওয়া উচিত ছিল আরো অনেক আগে থেকেই। কিন্তু সেটা নেওয়া হয় নি আদৌ। এইখানকার মানুষ গুলি বেকারত্বের জ্বালায় ধুকছে। সেখানে কিছু কিছু শিল্প স্থাপন করে কর্ম্মের নিয়োগ করার জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল তাও নেওয়া হয় নি। অথচ উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রচুর কাঁচা মাল আছে। এইখানে বলা হয়েছে কাজেই পুনরুক্তি করছি না। শুধু এইটুকুই বলছি, এখানে শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরাই বলুন আর আসামই বলুন বা অন্যান্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির কথাই বলুন সেই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলার জন্য কেন্দ্রের যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল সেটা তাঁরা নেন নি। কাজেই সেখানে তাঁদের ফাঁক রয়ে গেছে।

দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্টের মধ্যে এই কথা বলা হয়েছে যে কাচা মাল আছে সেই কাঁচা মালগুলিকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি তার জন্য তারা সুপারিশ করেছেন কিন্তু সেই সুপারিশকে কার্য্যে পরিনত করা হচ্ছে না। এখান থেকে যখনই কোন কথা বলা হচ্ছে তখনই তাঁরা দেখছি নানারকমভাবে তালবাহনা করছেন। একটা কথা খুব গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে রাবার শিল্পে ত্রিপুরা রাজ্য সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিনত হতে পারে তার উদ্যোগ রয়েছে। কিন্তু সেই রাবারকে প্রসেস করে আমরা যে শিল্প গড়ে তুলবো তার জন্য আমাদের যে সমস্ত উপযুক্ত জিনিষপত্রের দরকার কেন্দ্রীয় সরকার সে দিকে এগিয়ে আসেন নি। ত্রিপুরাতে চায়ের সম্ভাবনা রয়েছে। চা শিল্পকে যাতে সম্প্রসারিত করা যায় তার জন্য রাজ্য সরকার সেই সম্পর্কে কিছু কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। কাজেই সেটাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। সে দিক থেকে আমরা বলবো কেন্দ্রীয় সরকার তার উদ্যোগ নিয়ে আসেন নি। দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্টের মধ্যে যে সব কথা বলা আছে সেই রিপোর্ট যদি কার্যকরী হয় তাহলে মানুষের উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট কথা বা একটা বিশেষ অঞ্চলে যে লোক বাস করছেন তাঁদের ভাষা এবং তাদের সংস্কৃতির যদি উন্নতি না হয় তাহলে সে অঞ্চলে উন্নতি হতে পারে না এবং সেই মানুষগুলি ভাষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য বিকাশের ক্ষেত্রে যদি তাদের উন্নতি করতে হয় তাহলে সেখানে সুষ্ঠু যে একটা ঐক্যের বাতাবরন সেটা গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই সেখানে তাদের ভাষার প্রচারের জন্য আঞ্চলিক

যে ভাষাগুলি সেগুলি যাতে ঠিকভাবে প্রচারিত হয় তার জন্য অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রচার করা দরকার। শুধু কক্-বরক ভাষাকে প্রচার করা হচ্ছে এবং অন্যান্য যে সব ভাষাগুলি আছে সেগুলি সেখানে প্রচারের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এছাড়াও আরও যে সমস্ত ভাষা রয়েছে যেমন মনিপুরী ভাষা সেই ভাষাকে প্রচার করা হচ্ছে না এবং তাদের জন্য শিক্ষার যে সুযোগ সেই সুযোগকে সম্প্রসারিত করতে হবে। তার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতা দেওয়া দরকার। সে দিক থেকে ভাববার বিষয় আছে। দীনেশ সিং কমিটির যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা রয়েছে, এই সব দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে আমি বলবো আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং হাউসের কাছে আবেদন রাখছি মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন যাতে ত্রিপুরাতে একটা ঐক্য গড়ে তুলার জন্য অগ্রগামী যে সমস্ত রাজ্য আছে সেই রাজ্যগুলির সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলার জন্য তারা যেন সুযোগ সৃষ্টি করেন, তার জন্য কেন্দ্রের উপর যাতে চাপ সৃষ্টি করা হয় তার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবের উপর কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। দীনেশ সিং কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু দীর্ঘ মেয়াদী কাজ করার জন্য সুপারিশ দিয়েছেন। সেখানে রাজ্য সরকারকে কিছু স্বল্প মেয়াদী কাজ করবার জন্য সুপারিশ দিয়েছেন। আমি খুব সংক্ষেপে রাজ্যসরকার কি ভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন সে কথা বলছি। এই জুনের দাঙ্গায় প্রায় ১৪০০ লোক যা শতকরা ৪১ ভাগ উপজাতি এবং শতকরা ৬০ ভাগ অউপজাতি হয় খুন অথবা নিখোঁজ হয়েছে। ৪৪ হাজার ঘর বাড়ী পুড়েছে। ৩ লক্ষ, ১৫ হাজার লোক আশ্রয় শিবিরে গিয়েছিল, ২০ হাজার লোক যদিও তাদের ঘর-বাড়ী পুড়ে নি, আশ্রয় শিবিরে যায়নি কিন্তু ঘরবাড়ী লুঠ হয়েছে। এই সমস্ত লোকদের অল্প সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার যে রিলিফের কাজ করেছেন তার মধ্যে হাউসিং গ্র্যান্ট দিয়েছেন যেটা আপনারা জানেন যেখানে ২ হাজার টাকা করে প্রত্যেক পরিবারকে যাদের ঘর-বাড়ী পুড়ে গেছে তাদের সংখ্যা ২২ হাজার, ৭ শত, ৪৫টি পরিবারকে এবং যাদের প্রপারটি নষ্ট হয়েছে এই রকম পরিবারের সংখ্যা ৩৭ হাজার, ৬ শত ৬১টি এবং তাদেরকে কিছু ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়েছে, যে ঘর-বাড়ীগুলি কিছু ক্ষতি হয়েছে সে রকম ১৫ শত, ৭৩টি বাড়ী-ঘরকে আবার পুন: নির্মানের জন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, ১৭ হাজার ৫ শত ৫৮টি পরিবারকে টিনসীট কেনার জন্য এবং বাসনপত্র কেনার জন্য টাকা দিয়েছেন। এই যে সমস্ত খরচ হয়েছে তার বাবদে ধরা হয়েছে ১০ কোটি, ৫৩ লক্ষ টাকা। অন্যান্য দপ্তর যেমন স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, এনিম্যাল হাজবেণ্ডারি এবং ফরেষ্ট দপ্তর এরা সবাই মিলে ১ কোটি, ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কৃষি দপ্তর যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৬৭ হাজার, ৫ শত পরিবারকে সাহায্য করেছে এবং মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে ৭ কোটি, ১৪ লক্ষ, মিনি-ব্যারেজ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা হচ্ছে ১১৮। চাউল যা খরচ হয়েছে এই সমস্ত লোকদের জন্য যতদিন তারা ফসল তুলতে পারেনি তার পরিমাণ ৭ হাজার এম. টি। অন্যান্য সামাজিকভাবে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যেমন শিশুদের জন্য কিছু টাকা

খরচ করতে হয়েছে, যাদের পরিবারের একজন নিহত বা নিখোঁজ হয়েছেন তাদের নগদ ৫ হাজার টাকা এবং একটা কাজ দেওয়া হয়েছে এই রকম ১১ শত কাজ তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারী চাকুরী বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করে তাদের দেওয়া হয়েছে, এই রকম এখনও দু' একটি নাম আসছে যারা মিছিং ছিলেন হয়তো এখন প্রমাণ হচ্ছে তাদের মৃত্যু হয়েছে, এই রকম ক্ষেত্রে এখনও সেই রিলিফের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে এই সমস্ত কাজ করার পর ১৭ শত, ৬২টি পরিবার তার মধ্যে অধিকাংশ বাঙ্গালী এবং কিছু ট্রাইবেল আছে যারা ঘর-বাড়ীতে এখনও ফিরে যেতে পারেননি তাদের জন্য কলোনী সৃষ্টি করতে হয়েছে, লোকসংখ্যা প্রায় ১০ হাজারের মতো, তাদের সেখানে জমি খুব কম দেওয়া হয়েছে কারণ চাষযোগ্য জমি এভ্যালেবল নয়। ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে তাদের জন্য বিভিন্ন শিল্পের ভিত্তিতে তাদের চাষবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেই কাজ এখনও অব্যাহত আছে। সেই সব কলোনীতে স্কুল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, বিদ্যুৎ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, মাছের চাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, পানের বরের চেষ্টা হচ্ছে, গরু বাছুর, হাঁস, মুরগী পালন এবং যারা তাঁত শিল্পী তাদের তাঁতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেই সবের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং চলছে। এই যে আমরা কাজ করছি এতে দীনেশ সিং কমিটি আমাদের টাকা দিয়েছে ১১ কোটি, ৫৩ লক্ষ টাকা ক্যাস এবং ৩ কোটি, ১৫ লক্ষ টাকার ফুড গ্রেন্স অর্থাৎ ১৪ কোটি টাকার মত তারা দিয়েছেন। ১৮ কোটি টাকার মত খরচ হয়েছে। যেসব রেসিডিউরেল ওয়ার্ক এখনও বাকী আছে সেগুলি আমাদের করতে হচ্ছে। মাননীয় সদস্যদের জানা আছে আমাদের ব্যাংক থেকে ওভারড্রাফট নিতে হয়েছে। যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। এই কাজ আমরা মনে করেছি এটা আমাদের দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব বোধের জন্য আমরা এই কাজ করেছি। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে সবচেয়ে বড় কাজ এখানে আমরা একটা করেছি যেটা প্রস্তাবক নিজেও বলেছেন এখানে আমরা ইলেকটেড এ, ডি, সি আমরা স্থাপন করেছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন দীনেশ সিং কমিটি এ, ডি, সি স্থাপন করার কথা ত বলেননি, উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সুপারিশ করেছেন। আমরা আসার সংগে সংগে সেটা চালু করেছি। দাঙ্গার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে ট্রাইবেল এবং তপশিলীজাত লোকদের জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের কর্মসূচী রূপায়িত করেছিলাম। অন্যান্য বক্তব্য রেখেছেন রেলওয়ে সম্পর্কে, পেপার সম্পর্কে, থার্মাল প্ল্যান সম্পর্কে এবং জুট মিল সম্পর্কে ত্রিপুরায় আরও ২ ১ টা জুট মিল হতে পারে। সেই প্ল্যান এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের হিম ঘরে আছে। ত্রিপুরায় যে পাট উৎপন্ন হয়, সেই পাট দিয়ে আরও জুট মিল খোলা যেতে পারে। এই পাট আমাদের কলকাতায় পাঠাতে হয়। খুব অল্প আয়াসে আমরা এখানে জুট মিল করতে পারি। দক্ষ শ্রমিক এখানে তৈরী হচ্ছে, ইনফাসট্রাকচার এখানে রয়েছে। তবু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এখানে জুট মিল করতে দিচ্ছে না। রাবার ফ্যাকটরীর জন্য আমরা এন, ই, সির কাছে টাকা চেয়েছিলাম। কিন্তু এন, ই, সি, থেকে তারা টাকা দিতে চান না। ১০০ কোটি টাকার মত বাজেট। ৩ কোটি টাকায় এইরকম কিছু ছিটেফোটা কাজ ত্রিপুরায় করানো হচ্ছে আর সমস্ত টাকা অন্য রাজ্যে খরচ করেন। এটা কম দুর্ভাগ্য জনক নয়। আমি এখানে

রোড কমিউনিকেশনের কথা বলছি না। সাপ্লাই অব অ্যাসেনশিয়েল কমোডিটির কথা যদি বলি সেই ব্যাপারে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা আমরা পাইনা। যার জন্য দুর্গম এলাকাগুলিতে কেরোসিনের অভাবে, ডিজেলের অভাবে সেখানে খাদ্য দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য পৌঁছাতে পারা যাচ্ছে না। যদিও পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউটর সেণ্টার রয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে পানীয় জলের যে ব্যাবস্থাটা সেটা শ্রীমতি গান্ধীর নয়া বিশ দফার একদফা। মাননীয় সদস্যদের বলছি একটি সংবাদপত্রে, আমি নাম করতে চাইনা, কোন সংবাদপত্র, আমারা নাকি ২০ দফার কর্মসূচী করতে চাইনা। এই ধরনের মিথ্যা রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠাচ্ছে। আমার মনে হয় ঐ ২০ দফা কর্মসূচীটা কি তা পড়েও দেখেননি। আমি যেটা বলছি, শ্রীমতি গান্ধীর সরকার যে ২০ দফা করেছেন আমরা যে মিনিমাম পোগ্রাম নিয়েছি ২০ দফা ছাড়িয়ে ৫০ দফারও বেশী আছে। মাননীয় সাংবাদিক মহাশয় বোধ হয় এই পোগ্রামটা পড়েননি। ২০ দফার মধ্যে ১৯টি দফা আছে, একটি শুধু তাতে নাই। সেটা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। যেটা নিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর সরকারও ডুবেছিলেন। এটা এখন ভালানটিয়ারী করে দেওয়া হয়েছে। এই দফাটা এখানে নেই। মাননীয় সাংবাদিকদের আমি হাউস থেকে বলতে চাই আমাদের যে ৫০-৫২ দফা আছে সেই দফার মধ্যে ২০ দফাও আছে। একটু তারা খুজে দেখুন। শুধু তাই নয়, আমরা এই কথা বলতে পারি মাননীয় সদস্যদের, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই শ্রীমতি গান্ধীর নয়া ২০ দফা যেভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে, তার নিজের রাজ্যের মধ্যেও তা হচ্ছে না। আমার যদি সময় থাকত তা হলে আমি আইটেম ওয়াইজ দেখিয়ে দিতে পারতাম। আমাকে মাননীয় স্পীকার যদি একঘণ্টা সময় দেন তাহলে সমস্ত লিষ্ট দেখিয়ে দিতে পারতাম। এই ২০ দফার মধ্যে আছে কি? ২০ দফার মধ্যে একটি কারখানার শ্রমিকের সম্পর্কে কিছু আছে? একজন কর্মচারী সম্বন্ধে কিছু আছে? একটি সংখ্যালঘু মুসলমান সম্পর্কে কিছু আছে? কি আছে এই ২০ দফার মধ্যে? এই ২০ দফা নিয়ে লাফালাফি করা হচ্ছে, কত আস্ফালন করা হচ্ছে, বই ছাপা হচ্ছে, কত টন ছাপা হচ্ছে জানিনা, আমাদের এখানে ও আসছে। এই নয় ২০ দফা নিয়ে যারা কাগজের কলেবর বাড়াচ্ছে, ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, মিথ্যা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাচ্ছে তাদের আমি অনুরোধ করব, তারা চীফ সেক্রেটারীর অফিসে গিয়ে দেখে আসুন ২০ দফার মধ্যে আমরা কি কি করতে পেরেছি, কি কি করিনি। কিছু দিন আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে একটি সম্মেলন হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই সম্মেলনে ছিলেন। সেই সম্মেলনে বলা হল যে না, আমরা অন্য ব্যাপারে টাকা দিতে পারিনা তবে ২০ দফার জন্য যদি আপনারা টাকা চান তা হলে আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি। আমি এইবার গিয়ে বললাম, মাননীয় মন্ত্রীমশাই, পানীয় জলটা ২০ দফার মধ্যে ত আছে। আমাদের এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে পানীয় জলের জন্য কিছু টাকা দিন। এটা ত আপনার ২০ দফার মধ্যে আছে। না, এটাও দেওয়া যায় না। পানীয় জলের জন্য টাকা পাওয়া গেলনা। এবার বুঝতে হবে এই ২০ দফাগুলি কার জন্য। এগুলি গরীব মানুষের জন্য নয়। এগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, ধাপ্পা দেওয়ার জন্য। আমরা এখন যে কর্মসূচী তৈরী করেছি, মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, আমরা যে কাজ করছি, আমরা যে কর্মসূচী করেছিলাম সেখানে যে কাজ আমরা করতে পারিনি সেটা আমাদের

দেখিয়ে দেবেন, নিশ্চয় সেই সমস্ত কাজ আমরা করব। এই আর্থিক সংগতির মধ্যে আমরা যে কাজ করেছি ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্য এই ব্যাপারে কম্পিটিশানে আসতে পারবে না। জুনের এই দাঙ্গার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়েছে. ভয়াবহ খরার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়েছে। যেসময়ে অনেকে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বাইরে গিয়ে বলেছেন, হাজার হাজার লোক অনাহারে না খেয়ে মরল। আমরা বাঙ্গালীর স্টেইটমেন্ট, পত্রিকার কলাম জুড়ে দেওয়া হল। আবার কেউ কেউ বলেছে আজকে না মরলেও কালকে মরবে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের তাই আমি এখন বলতে চাই সেই মরা মানুষগুলি এখন কোথায়? কিছু লিষ্ট তারা দিয়েছেন, আমি তদন্তে পাঠিয়েছি, সময় থাকলে হাউসের সামনে দিয়ে দেব। এর আগে যেসমস্ত লিষ্ট তারা দিয়েছিলেন, সেগুলি সব অসত্য, সেগুলি ঠিক নেই। সেই সময় কিছু লোক অভাব অভিযোগের ফলে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ সেই সময়েতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে রেজিস্টেন্সের ক্ষমতা কমে যেতে পারে। কিন্তু একটা কেইসও ওরা দেখাতে পারবে না মানুষ সত্যি সত্যি না খেয়ে মারা গেছে। আমি এই সমস্ত বলছি এই জন্য যে আমাদের এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা এইসব কাজ করতে পেরেছি, কারণ আমরা অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ। ত্রিপুরার মানুষ অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ। যারা এইসব অপপ্রচার বাইরে গিয়ে করছেন তারা ত ত্রিপুরার ৫ জনের প্রতিনিধি। বিভিন্ন সময়েতে তা প্রমাণিত হয়েছে। ভোটের বাক্সে তা প্রমাণিত হয়েছে। আজকে আমরা ঐক্যবদ্ধ। কাজেই এখানে এ. ডি. সির মেম্বারকে আজকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, আমাদের বন্ধু প্রিয়তম, যাকে আমরা হারিয়েছি ঐ শচীন্দ্র দেববর্মা তাকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি এবং এই হাউজের পক্ষ থেকে যদি মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি তার পরিবার বর্গের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আর যারা এই সব ঘৃণ্য কাজ করেছেন জনগণের ক্রোধ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বাহিরে এবং আগামী নির্বাচনে সেই ক্রোধ তারা ভোটের বাক্সের মধ্যে প্রমাণিত করবে। যারা রাত্রির অন্ধকারে মানুষকে খুন করছেন, ডাকাতি করছেন, তাদের জন্য শেষের দিন অপেক্ষা করছে ভোটের বাক্সের মধ্যে। আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি এবং আমরা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করছি, মানুষকে ঐক্য বদ্ধ করছি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কিছু দাবীদাওয়া যদিও নাকি এখনও স্বীকার নাও করে থাকেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনেক দাবী তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা যত ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি এবং আমাদের সংগ্রামী মানুষ যদি তাদের মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি যদি তারা রক্ষা করতে পারেন তাহলে আমি নিশ্চিত যে, যে সমস্ত সুপারিশ এই দীনেশ সিং কমিটি করেছিলেন, সেগুলির জন্য আমরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাব না। সেই সুপারিশ আদায় করার জন্য ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ এই হাউজের পেছনে এসে দাঁড়াবে। তাই আমি আবার বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব যে, এই প্রস্তাবটা তারা যেন সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন।

অধ্যক্ষ মহোদয়:—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :—"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত দীনেশ সিং কমিটি ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন তাহা অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী করা হোক"।

( রিজিউলিউশানটি ধ্বনি ভোটে পাশ হয় )।

অধ্যক্ষ মহোদয় :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিউলিউশানটি উত্থাপন করছি। রিজিউলিউশনটি হলো :—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে রাজ্যের উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারকে ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার) নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হোক"।

অধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং আমি বিষয়টির গুরুত্ব আরোপ করে সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছি। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার উত্থাপিত রিজিউলিউশানটির উপর সভায় বক্তব্য রাখতে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিধানসভার আলোচনার জন্য এবং আলোচনা করে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পাশ করার জন্য রিজিউলিউশানটি এনেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে মাননীয় সদস্য শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা আমার এই প্রস্তাবটির উপর একটি সংশোধনী এনেছেন এবং তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, যদিও এর মধ্যে কিছু প্রতিযোগিতার ও রাজনীতির গন্ধ আছে। যাই হোক আমি এখন সেই দিকে যাচ্ছি না। এই প্রস্তাবের পেছনে আমার বক্তব্য হলো, আমি দেখেছি গত ৩০ বছর ধরে উপজাতিরা বিশেষ করে জুমিয়াদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য কিছু করা হয়নি। এমন কি, যারা উপজাতি জুমিয়াদের দরদী হিসাবে আন্দোলন করছেন, তারাও উপজাতি জুমিয়াদের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্য কিছু করতে পারেন নি। আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরে উপজাতি জুমিয়াদের আর্থিক অবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছেছে এবং তাদের আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আর তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। জুমিয়ারা জুম ছেড়ে দিয়ে আজকে রাস্তায় কাজ করছে; কিছু কাজ করছে ফরেষ্ট, আর কিছু কাজ করছে বিমলবাবুর আণ্ডারে। তারপর আমা আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, কংগ্রেস আমলেই প্রথম জুমিয়াদের জন্য পরিকল্পনার জন্য ৫০০ টাকা নেওয়া হয়েছিল। তার পর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯১০ টাকা পরিকল্পনার জন্য নেওয়া হয়েছিল। তারপর ৬ হাজার ৪১ টাকার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,

এই ভাবে তারা কংগ্রেসের পরিকল্পনাকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উপজাতি জুমিয়াদের অর্থ-নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য কোন বাস্তব সম্মত বা বিজ্ঞান সম্মত কোন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন নি। এইটা অত্যান্ত দুঃখের কথা যে, উপজাতি জুমিয়াদেরকে বা উপজাতি সমাজকে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বি করার জন্য সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করে অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্য আমরা যে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল দাবি করেছিলাম এই বিধানসভা এবং বামফ্রন্ট সরকারও সেই ডিস্ট্রিক কাউন্সিলকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা গত এক বছরে দেখেছি যে ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলে কোন কাজ হচ্ছে না। কারণ আমরা দেখেছি যে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের আওতারে যে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলগুলি অচল হয়ে আছে, সেখানে শিক্ষক যাচ্ছে না, সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। মানে সেখানে এ. ডি. সি দের কোন কাজই দেখছি না। সেখানে এক্জিকিউটিভ মেম্বার আছেন, যারা শিক্ষা দপ্তর ও ট্রাইবেল দপ্তরগুলি পেয়েছেন তারা কাজ করার সুযোগ না পেয়ে বা কাজের অভাবে তাদের কেউ কেউ গাড়ী দিয়ে লাকড়ী আনছে, কুমড় আনছে। আবার কেউ কেউ সিঙ্গারবিল যাচ্ছে, সিপাহীজলা যাচ্ছে, কারণ ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের হাতে কোন কাজ নাই। বামফ্রন্ট সরকার এমন ভাবে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে ধরে রেখেছে যে, তাদের হাতে কোন ক্ষমতাই দিচ্ছে না। যার ফলে আজকে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর যে ব্যবস্থা সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে উপজাতি জুমিয়াদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার যে চেষ্টা, তা ব্যর্থ হতে চলছে বামফ্রন্ট সরকারের পরিমণ্ডিতে। অথচ এরা বলছেন যে, ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে উপজাতি জুমিয়াদের বা উপজাতি সমাজের আর্থিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা দেখতে পাই।

কারণ এটা বাস্তব চিত্র যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার আর নতুন করে কোন পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকার এর আমলে যে সকল প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল আমরা দেখেছি যার ফলশ্রুতিতে ডুম্বুর এলাকায় বহু আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ হয়েছিল। কিন্তু তাদের আজ পর্যন্ত কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। কংগ্রেস সরকারের আমলে যে সকল কলোনী করা হয়েছিল সে সকল কলোনী আজকে মানুষ ছাড়া অবস্থায়। সেখানে কয়েকটি মাত্র ঘর পড়ে আছে। কাজেই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে এই প্রস্তাব এর মধ্যে এইটাই বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার ট্রাইবেল আটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এর হাতে আরো অধিক ক্ষমতা দেওয়া হোক এবং অটোনো-মাস ডিষ্ট্রিক্টকে অধিক ক্ষমতা দিয়ে উপজাতি জুমিয়াদের আর্থিক বুনিয়াদ যাতে দৃঢ় করা যায় তার জন্য ন্যূন্য পক্ষে ১০,০০০ টাকার স্কীম করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এইটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য, এবং উপজাতি যুব সমিতির বক্তব্য।

আমি আশা করি যারা—মাননীয় সদস্যদের যারা বিশেষ করে দাবী করেন যে তারা উপজাতি সমাজের জন্য আন্দোলন করে আসছেন তারা এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন এবং সর্ব্ব সম্মত প্রস্তাব পাশ করে উপজাতি জুমিয়াদের আর্থিক সাহায্য করবার ব্যবস্থা করবেন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজি-উলিশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং আমি বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংশোধনী প্রস্তবটি অনু-মোদন করেছি। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের করি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটির উপর উনার আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :

"এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজ্যের উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠ অর্থ' নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রত্যেক জুমিয়ার পরিবারকে ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা (পনর হাজার টাকা) থেকে ২২,০০০ টাকা (বাইশ হাজার টাকা)।
হাজার টাকা) নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হোক।"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের সদস্য মাননীয় দ্রাউ বাবুর জুমিয়া পুনরবাসনের জন্য ১০,০০০ টাকার প্রস্তাব এনেছেন জানিনা বাস্তবের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কতটুকু। কারন তারা এরূপ প্রস্তাব আনছেন এ কারনে যে বিগত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের সময় উপজাতি যুবসমিতির তাদের যে ইস্তাহার আছে সেই ইস্তাহারের মধ্যে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা আছে যে উপজাতি যুব সমিতি যদি উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে তবে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য তারা ২৫,০০০ টাকা করে দেবে এবং ত্রিপুরা সেনার মধ্যে যারা আছে তাদের পুলিশে চাকুরী দিয়ে ৫০০ টাকা থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেবে। সুতরাং উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা এখন ভারী বিপদে পড়েছে। কারন ইলেকসনের আগে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করবার জন্যে তাদের সমর্থকদের নিকট থেকে চাপ আসছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জুমিয়া পুনরবাসনের জন্য পার্লামেণ্টে বার্ত্তমান বামফ্রণ্ট সরকারের উপজাতি কল্যামন্ত্রী মাননীয় শ্রী দশরথ দেব মহোদয়, তিনি তখন পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন, ১৯৫২ ইংরাজী সনে এই দাবী রাখেন। তখন স্কীম ছিল ৫০০ টাকার দুইটি ইনষ্টলমেণ্টে যথাক্রমে ৩০০ টাকা এবং ২০০ টাকা করে দেওয়া হত। সে সময় বিভিন্ন কলোনী করে যেমন বিশ্রামগঞ্জের কলোনীতে আদিবাসীদের পুনরবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল টিলার উপর টিনের ঘর তৈরী করে। কিন্তু তাদের খাবার সংস্থান করবার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নি তদানিন্ত কংগ্রেসী সরকার। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসী আমলের ৫০০ টাকার এবং ১৯১০ টাকার স্কীম পরিবর্তন করে ৬,৫১০ টাকায় করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রাবার বাগান প্লেনটেশান স্কীমএর ১৫,০০০ টাকা খরচ করে দেড় হেক্টার জমিতে রাবার বাগান করা হয়েছে। কিন্তু এই সকল কথা মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা হয়তো জানেন না আর জানলেও তারা ভুল করছেন। কেউ বা বৃদ্ধ বয়সে ভীমরতি ধরে আবার কাহারো বা অকালে ভীমরতি ধরে। আমাদের বিরোধী

দলের মাননীয় সদস্যদের অকালে ভীমরতি ধরেছে তাই তারা এরূপ ভুল প্রলাপ বকছেন।

সুতরাং এই যে ১৫,০০০ হাজার টাকার রাবার বাগানের স্কীম করা হয়েছে আমরা দেখেছি সদরের ওয়ারামবাড়ীতে এবং পদ্ম নগরে যেটা অবশ্য সোনামোড়া সাবডিভিসনের মধ্যে পড়ে, প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য কোরবাঁছড়া ও সেই ফুলকুমারী, উদয়পুরে রাবার প্ল্যানটেশানের মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। কৈলাসহরেও অনুরূপ স্কীম কার্যকরী করা হচ্ছে।

সুতরাং বিরোধী দলের সদস্যরা উনারা চেয়েছিলেন যে সমনে ইলেকসান রয়েছে সুতরাং জন সমক্ষে তারা নিজেদের জাহির করতে চেয়েছিলেন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদটা বেশী। উনারা এইরকম একটা ঘটনার সৃষ্টি করতে চাইছিলেন যে উনারাই যেন এটা দাবী করছেন যেমন উনারা বলেছেন যে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এর দাবী নাকি তারাই করেছিলেন। জানিনা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতি সম্পর্কে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কোন যোগাযোগ রয়েছে কি না বা তারা খোঁজ খবর করছেন কি না? আর তারা খোঁজ খবরই বা করবেন কেন? তারা পাহাড়ে জঙ্গলে খুন খারাবী, ডাকাতি রাহাজানি করবেন না ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা আরো দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জম্পুই হিলে যেখানে কমলালেবু ভাল হয় সেখানে কমলালেবুর বাগান করার বিভিন্ন স্কীম নিয়েছেন। এবং কমলপুর ও কৈলাসহরে চা বাগান করে উপজাতিদের পুনরবাসনের ব্যবস্থা করছেন। এ ছাড়া বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা করছেন যাতে ৬,৫১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে উহা ১৫,০০০ টাকা থেকে ২২,০০০ টাকা করা যায় কি না। সেখানে উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা প্রস্তাব করছেন মাত্র ১0,000 টাকার।

আমরা দেখেছি বিগত বিধান সভায় অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে পরিমান টাকা বরাদ্ধ করেছিলেন উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা সেখানে কাট মোশান এনে সেই বরাদ্দের পরিমাণ কমানো মোশান এনেছিলেন। আবার উনারা বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছেন না সুতরাং এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা দেখেছি এই চার বছরে ৬,০২৭ টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দিয়েছেন এবং ১৫,০৪৪ টি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। ৪৩,১৪৪ টি জুমিয়া পরিবারকে জমি এলোটমেন্ট দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ৬,৫১০ টাকা তাদের দিয়েছেন এবং যারা বাদ পড়েছিল কংগ্রেস আমলে তাদেরকে সেই তালিকাতে আনা হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা করছেন যে ডুম্বুরের থেকে এই যে ১৩১২ টা পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে তাদের আরও কিভাবে সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন দেওয়া যায়। কংগ্রেস আমলে পুরানো কলোনী ৫০০ বা ১৯১০ টাকার স্কীম, এই সব কলোনীকে পুনরুজ্জিবীত করার জন্য ৬০০০ পরিবারকে হাঁস, মুরগী পালনের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং দেখা গেছে যে ২০,০১৬টি পরিবারকে জুম বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুরনো যে সব কলোনী ছিল সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা হল এটা। এই চার বছরে বামফ্রন্ট সরকার শিল্পের ক্ষেত্রেও উপজাতি জুমিয়া কলোনীতে এবং শিল্পে উপজাতিরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ৮টি বয়ন কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ৬টি সেলাই মেসিনের কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২৪ টা বাঁশ বেতের কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং দুইটা আদর্শ চরকা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং আই. টি. আই.তে দেখা গেছে ১৫৯ জন উপজাতি যুবক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং ষতন বাড়ীতেও একটা নূতন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে।

ল্যাম্পস্ সম্পর্কে বলেছেন। ল্যাম্পসের মাধ্যমে বহু দুর্গম এলাকাতে যে সব উপজাতিরা আছেন বিশেষ করে জুমিয়ারা বা দুঃস্থ কৃষক তাদের ল্যাম্পসের মাধ্যমে শুধু ভোগ্য দ্রব্যই দেওয়া হচ্ছে না, তাদের হালের বলদ এবং দুগ্ধবতী গাভী কেনার জন্য এবং ব্যবসা বানিজ্যে তারা যাতে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে সেজন্য ল্যাম্পসের মাধ্যমে টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং উপজাতি যুবসমিতির মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যে প্রস্তাব এনেছেন এখানে এই প্রস্তাব উপজাতিদের উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সুতরাং এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারলাম না। সুতরাং আমি বলব যেখানে সরকার রাবার প্ল্যানটেশান ১৫,০০০ টাকা করার কথা বলা হয়েছে, আমি বলব সেখানে ২২,০০০ টাকা করা হোক। এই প্রস্তাব রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং এইখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। আমি এটা সমর্থন করছি কেন না তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদের একটা বৃহৎ অংশ জুমিয়াদের সমস্যার দিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করব এই হাউসে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্পর্কে সবাই সচেতন থাকবেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং এর প্রস্তাবের উপর আর একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে। আমি এই প্রস্তাব বিরোধীতা করছি এই কারণে যে এটা অনাবশ্যক। যিনি এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন উনি নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবটা ভাল করে পড়ে দেখেন নি। অথবা বুঝতে পারেন নি। এখানে প্রস্তাবক বলেছেন যে ১০,০০০ টাকা ন্যুনতম। এর মানে এটা নয় যে এটা বেশী হতে পারবে না। উনি যেটা বলেছেন যে আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইস্তাহারে ২৫,০০০ টাকা উল্লেখ করেছে, সেটা ঠিকই আছে, আমরা নূন্যতম এই কারণে করেছি যে আগে ৬৫১০ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি উনার সংশোধনী প্রস্তাব তুলে নিতে এবং যথাযথ অর্থ অনুধাবন করতে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, স্বাধীনতার পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ট্র্যাডিশনাল জুমিয়া রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে, তাদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে সেটা আমরা অনুভব করছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার. আমি বলতে পারি এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সরকারই জুমিয়াদের উন্নতি চায় নি। তারা জুমিয়াদের বিরুদ্ধে বহু কথা বলেছে। জুম চাষ করলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, সয়েল ফার্টিলিজিই কমে যায়। কিন্তু অপরদিকে আমরা দেখেছি যে সরকারের পলিসি ছিল জুমিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেজন্য আমরা দেখেছি হাজার হাজার পরিবারকে রাইমা শর্মা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তুইসিন্দ্রাই থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের উচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু তাই নয়, সমতল ভূমিতে যে সমস্ত উপজাতিরা চাষ করত তাদের ভূমিহীন করে তাদের পাহাড় টিলা ইত্যাদি দিয়ে জুমিয়া পরিবার হিসাবে নাম ভুক্ত করেছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে সরকারের পলিসি—আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ঐ রাইমাশর্মাতে ১৮ মুড়ায় জুম চাষ করা যাবে না সেখানে জুম চাষ করলে ঐ ডম্বুরের বাধের জল মাটিতে ভরে যাবে। অথচ তারা সমতলে চাষ করার সুযোগ পাচ্ছে না এই ভাবে জুমিয়াদের উপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে কি ভাবে দিনের পর দিন জুমিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ছামনু, শাকান, ইত্যাদি এলাকায় ঘুরে দেখেছি সেই সব পাহাড়ী এলাকার গ্রামগুলিতে বহু জুমিয়া পরিবার তাদের ঘরে দুবেলা দুমোঠো ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা নাই। এ পূরবী ত্রিপুরা সে ৪ দিন মুখে ভাত দিতে পারে নাই। আমি দেখেছি ঐ মনোজয় ঠাকুর পাড়া, অহিন্দ্র রোয়াজা পাড়া সেই সব এলাকায় জুমিয়াদের ঘরে ভাত ছিলনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় জানেন তখন সেই সব এলাকায় রেশন সপগুলিতে মাত্র ১ কে. জি. করে চাল দেওয়া হত। এই ১ কে. জি. চাল দিয়ে একজন এডাল্ট-এর মাত্র দুই দিন চলে কাজেই সপ্তাহের আর বাকী ৫ দিন তাদের বনের লতা পাতা খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তারা না খেয়ে মারা যায়নি। হ্যাঁ, তারা না খেয়ে মারা যায়নি তারা ভাত খেতে পায়নি বলে কিন্তু তারা বনের লতা পাতা খেয়েছিল। এই সব অখাদ্য খেয়ে তারা শরীরের রক্ত কমেছে ক্রমে ক্রমে এই ভাবে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছে—বিষ পান করলে কি মানুষ মরবে না? কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতার ৩১ বছর পরেও জুমিয়াদের এই ভাবে অনাহারে মরতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা মনে করছিলাম যে বামফ্রন্ট সরকার জুমিয়াদের রক্ষার জন্য কিছু করবেন কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে জুমিয়াদের রক্ষার জন্য সরকার কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা নিতে পারেন নাই। তারা পেটের দায়ে জঙ্গল থেকে লাকড়ী কেটে ছন কেটে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করত কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে জঙ্গলের ছনও শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আজকে তাদের বাঁচার পথটা কোথায়? মাননীয় স্পীকার স্যার, এইসব জুমিয়াদের সম্পর্কে আজকে আমাদের নূতন করে চিন্তা করতে হবে সেইভাবে তাদের উন্নত করা যাবে না এই যাযাবরের জীবন উদে কাম্য নয়। আমি বহু জুমিয়া পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেছি তারা আমাকে বলেছে যে তারা আর জুম চাষ করতে রাজী নয় তারা এখন বুঝতে পেরেছে যে এই ভাবে তাদের জীবন চলবে না। এই সব চিন্তা করে তারা আজকে দিশে হারা হয়ে পড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বামফ্রন্ট যত গর্ব্বই করুক না কেন এ কথাটা ঠিক যে সরকার

জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নাই। ঐ গুরুপদ কলোনী এবং ত্রিপুরার অন্যান্য জুমিয়া কলোনীগুলি আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি এই সব কলোনীর জুমিয়া পরিবারগুলির ছেলে মেয়েরা প্রাইমারী স্কুলের গণ্ডীও পার হতে পারে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জুমিয়াদের নিয়ে বহু রাজনীতি করা হয়েছে এবং তাদের পুনর্বাসনের টাকা নিয়ে লুটপাঠ হয়েছে। তাদের পাওনা ৫০০ টাকার মধ্যে তাদের মাত্র ১০০ টাকা দিয়ে বাকী ৪০০ টাকা নিজেরা নিয়ে নিয়েছে। যারা ৬,৫০০ টাকা পাওয়ার কথা তাদের এক হাজার দুই হাজার টাকা দিয়ে আর বাকী টাকাগুলি নিজেরা পকেটস্থ করে নিয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার এই সাড়ে চার বছরের রাজত্ব একটি জুমিয়া পরিবারকেও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তাদের সঠিক উন্নতির পথের সন্ধান দিতে পারে নাই। এমন একটি উদাহরণ সরকার দিতে পারবেন না যে তারা একটি জুমিয়া পরিবারের উন্নতি করছেন। কাজেই আজকে নূতন দৃষ্টি ভংগী নিয়ে তাদের উন্নতির কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে আজকে জুমিয়াদের অবস্থা—আজকে এই জমিয়া এলাকায় একটা স্কুল পর্যাপ্ত নাই মাননীয় স্পীকার স্যার, সদস্য মানিক সরকার বলেছেন যে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। কিন্তু আমি দেখেছি যে সমগ্র অম্পি এলাকায় একটা প্রাইমারী তার জন্য মাত্র একজন শিক্ষক নাই। কাজেই এই যদি অবস্থা হয় তাহলে জুমিয়াদের উন্নতি হবে কি করে? তাদের অর্থনীতি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি তাদের বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে তাদের এই সব সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই শুধু তাদের নিয়ে রাজনীতিই করা হয় আমরা দেখেছি যে তাদের সম্পর্কে সরকার আন্তরিক ভাবে তাদের উন্নতির কোন পথের কথা চিন্তা করছে না। কাজেই তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে তাদের সার বছরই অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয় সেই জন্য আমি প্রস্তাবটি সমর্থন জানিয়ে বলছি যে রাজ্যের উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারকে যে ১০,০০০ টাকা নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এসেছে সেটি আমি সমর্থন করছি। এবং যিনি এই প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাঁর সেই সংশোধনী উইদড্র করে নেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি

মিঃ স্পীকার :—হাউসের সেন্স নিয়ে আমি আরও আধ ঘটা সময় বাড়িয়ে নিলাম। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে অংক ১০ হাজার করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছে সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য এই ধরণের আলোচনা মাঝে মাঝে হওয়া দরকার যাতে জুমিয়াদের সমস্যা সম্পর্কে সবাই আরও বেশী সচেতন হন। এবং এই জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকার সংশোধন চেয়ে মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন দেববর্মা যে সংশোধনী এনেছেন সেটাও সমর্থন যোগ্য। আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখব না। এই জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ বড় জটিল সমস্যা, যে যেভাবেই বলুন না কেন এই সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ জিনিস না। বিশেষ করে আমাদের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

যেখানে টীলা জমি সেখানেই উপজাতিরা বাস করে। ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থাটা কি' অবস্থা হচ্ছে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের একটা বিরাট অংশ উচ্চু পাহাড়ের উপর বাস করে। ওরা ট্রেডিশনেল জুমিয়া। জুম ছাড়া ওদের অন্য কোন জীবীকা নেই। আরেকটা অংশ আছে যারা জমি চাষের উপর বেশী নির্ভর করে। পাহাড়ে যে লুংগা জমি আছে সেগুলিতে ওরা চাষ করে। এর পরে আরেকটা বিরাট অংশ আছে যারা দিন মজুর, ক্ষেত মজুরে পরিণত: হয়েছে। এই হল অবস্থা। ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে অবস্থা হবে সেটা আমাদের পার্টি ১৯৫২ সালের আগে থেকেই আমরা এটা জানতাম এবং তার জন্য আমরা লড়াই করেছি, আন্দোলনও করেছি। ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম সমস্ত ভারতবর্ষের বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আমি আকর্ষন করি। তখনকার ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী এবং তপশিলী সম্প্রদায়কে যারা পরিচালনা করতেন তাদের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে একটা সম্মেলন হয়েছিল এবং সেইটার চেয়ারম্যা'ন ছিলেন তখনকার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডীত জহরলাল নেহেরু এবং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ভি. নন্জাপ্পা। সেই মিটিংএ আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করি। সেই ১৯৫২ সালে, তখন আমি দেখলাম বেশীর ভাগ লোক জুমিয়া কাকে বলে জুম চাষ কাকে বলে সেটা বুঝে না। আমি নানা ভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেছি। ত্রিপুরা থেকে যিনি সরকারের প্রতি-নিধিত্ব করেছিলেন তিনিও এই সম্পর্কে কিছু বললেন না। কাজেই জুমিয়াদের যে অবস্থা সেই সম্পর্কে আমাদের পার্টি আগেই সচেতন ছিল এবং আমরা লড়াই করেছি। যাহাই হোক সেই কথা এখন বলার প্রয়োজন মনে করি না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন আমরা লড়াইটা করলাম নীতিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার জুমিয়া পুনর্বাসনের স্কীমটা গ্রহণ করলেন তখন যদি এই স্কীমটা বাস্তবের সংগে সম্পর্ক রেখে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহন করা হত এবং জুমিয়াদের প্রতি একটু আন্তরিক বা এদের স্বার্থে একটু সহানুভূতি যদি যত্ন দেওয়া হত, তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ সংখ্যক জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসন পাচ্ছেন না, দারিদ্রের চরম সীমায় ভোগছেন তাদের সংকট খাটানো যেত। সম্পূর্ণ খাটানো যেত সেটা বলছি না। কারণ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আগ্রাসনের সংগে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক আঘাত এসেছে সেই অর্থনৈতিক আঘাতের মধ্যে জুমিয়াদের পুনর্বাসন সম্ভব হত না। কারণ যাদের দ্রোণের পর দ্রোণ জায়গা ছিল তারাও উচ্ছেদ হয়েছে তাদের জমিও হাত ছাড়া হয়েছে। কাজেই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সবাইর সুষ্ঠভাবে পুনর্বাসন হবে সেটা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তখন যদি যত্ন নেওয়া হত তাহলে জুমিয়াদের পুনর্বাসন হত। কিন্তু সেটা করা হয়নি। ১৯৫২,৫৩,৫৪ সালে ত্রিপুরাতে চাষযোগ্য জমির অভাব ছিল না। জুমিয়াদের সেটা দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু সেই দৃষ্টি ভংগী তখনকার কংগ্রেস সরকার নেননি। যার ফলে জুমিয়াদের সমতলভূমিতে পুনর্বাসন হয় নি। ওদের পুনর্বাসন টিলা জমিতে শিকারী বাড়ীর মতন উচ্চু টিলার উপরে করা হয়েছিল। এমনি করে কোন পুনর্বাসন হয় না। এটা হচ্ছে বাস্তব। বিরোধী দলের সদস্যরা যা বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়াদের উপরে কিভাবে অনাদর হয়েছে, কিভাবে তাদের পুনর্বাসন অস্বীকার করা হয়েছে, অবহেলা করা হয়েছে এটা ঠিক। তার মধ্যে সত্য জিনিষ আছে, সত্য অসত্য নয়। এটা আমরা সবাই বুঝি।

এটা ঠিকই। তার মধ্যে সত্য জিনিস আছে। সবটা মিথ্যা না বা সবটা অসত্য না। এটা আমরা সবই বুঝি। এটার মধ্যে রিয়ারিটি আছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সরকারে আসার পর এই স্কীমগুলি কিভাবে নূতন ভাবে ঢেলে সাজানো যায় বর্ত্তমানে যে সমস্ত জমি জমা আছে, উচু টিলা জমি, কম উচু টিলা জমি, লুঙ্গা জমি তা কি ভাবে দেওয়া যায় সেটার জন্য নতুন পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেখানে প্রধানতঃ ট্রাইবেল কল্যাণ দপ্তরে বিভিন্ন স্কীম আছে তা আপনাদের জানা আছে। আমরা এখানে আলোচনা করছি না। কারণ, বহুবার তা আলোচনা হয়েছে। সিড্যুল কাষ্টস্-এর ইস্যু এখানে আনছি না এই জন্য যে, সিড্যুল কাষ্টস্ ইস্যু আলাদা হবে। আমরা জুমিয়াদের রিহেভিলিটেশান করেছি। ইদানিং অফিস তৈরী করে পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। কো-অপারেটিভ ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে, সাবসিডি দিয়ে কিভাবে সাহায্য করা যায় এটা আমরা দেখছি। রিহেভিলিটেশান করে পরিকল্পনা মত এগিয়ে যাচ্ছি। বামফ্রন্ট সরকারের সাড়ে চার বছরের রাজত্বে আমরা প্রচুর করেছি। এই সরকারের আয়ুর মধ্যে প্রচুর এই অর্থ নয় যে, জনগণের প্রয়োজন মত করতে পেরেছি। আরো বাড়াতে হবে। বামফ্রন্ট যা করেছে এটাকে কোন মতেই ছোট করা যায় না। যদি ছোট করা হয়, তাহলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হবে। তাহলে এখন আমরা এই যে জুমিয়াদের যে জুমিয়া প্ল্যান্টেশান রিহেভিলিটেশান কর্পোরেশান আমরা করেছি সেই কর্পোরেশান অনুভব করতে পেরেছে যে, ৬,৫১০ টাকায় পুনর্ব্বাসন হতে পারে না। হতে পারত যদি আগের মত জিনিসের দাম কম থাকত, হাল বলদের দাম কম থাকত এবং অল্প আয়াসে সমতল জমি থাকত যেখানে জল সেচ ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে কম টাকায় পুনর্বাসন হত। এখন ধানী জমি খুব সীমিত হয়ে গেছে। তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই সেখানে রাবার প্ল্যান্টেশান করে, রাবার বাগান করার মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করছি। রাবার বাগান হতে গেলে রাবার বোর্ড থেকে বিশেষজ্ঞ এনে তাদের সুচিন্তিত অভিমত এই সরকার গ্রহণ করেছেন। তাতে হিসাব করে দেখা গেছে দেড় হেক্টর জমিতে রাবার যদি লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহলে মোটামুটি আর্থিক পুনর্ব্বাসন হতে পারে। আমরা দেখেছি, দেড় হেক্টর রাবার বাগান করতে গেলে শুধু মাত্র গাছ হবে না বেড়া দিতে হবে, যত্ন করতে হবে, বাছাই করা হবে এপ্রোচ করতে হবে, রাবারের রস নিতে মানুষ নিতে হবে, রস আসার জন্য লাইন করতে হবে, ছোট ছোট ফ্যাক্টরী করতে হবে। ৩০।৫০।১০০ পরিবার গ্রুপ-ওয়াইজ যদি রাবার বাগান দেড় হেক্টর জমির জন্য করা যায়, তাহলে ৩৫,০০০ টাকার কমে পরিবার পিছু হবে না। ৮ বছরে সেই রাবার বাগান ফসল তোলার উপযোগী হয়। আমরা বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রতি পরিবারের জন্য জমিতে ৩৫,০০০ টাকা খরচ করব এবং সেই টাকা তো সবটা সরকার দিতে পারবে না সে জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ আনা হবে একটি অংশ ও একটি অংশ সরকার থেকে সাবসিডি দেবে। ব্যাঙ্কের ঋণের সুদের একটা অংশ ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার দেবে এবং ৮ বছর পরে যখন টেপিং শুরু হবে তখন তাদের ৫।৭ হাজার টাকা বছরে ইনকাম হবে। তাদের যা সুদ তা তারা ২৫।৩০ বছরে শোধ করবে। তবে ১০ বছর পরে আরম্ভ হবে। সুদ দিতে হবে। সুদ যা লাগবে তা আমরা দিয়ে দেব। আমরা দুই রকম স্কীম হাতে নিয়েছি। প্ল্যান্টেশান কর্পোরেশান সরাসরি

বাগান করার জন্য জমি দেবে। আর কতকগুলি ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। পুরানো জমি জমা এ্যালট হয়ে গেছে। সেই জমিতে রাবার বাগান করতে অসুবিধা আছে। কেন না, কারো বেশী জমি কারো আবার কম জমি। কাজেই এক সাথে করা যাবে না। সেই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫/৩০টি পরিবার যদি বাগান করতে চায়, তাহলে সর্বপ্রকারের সাহায্য করা হবে। তারা ঋণ কি ভাবে পেতে পারে তা ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট, রাবার বোর্ড কর্পোরেশান ভেবে ঠিক করবে। দ্রাউ বাবু যে কথা বললেন, ১০ হাজার টাকা দিতে হবে আমি সেখানে বলব ১০ হাজার টাকায় কিছুই হবে না। ৩১ হাজার টাকা কমে কিছুই হবে না যদি রাবারে যায়। অন্য স্কীম যদি হয় এ্যাগ্রিকালচার কারণ সবখানে রাবার হবে না। মাছের চাষ, পশু পালনের মধ্য দিয়ে কিংবা ফল বাগান চাষ করতে হবে। এ ছাড়া সবাই রাবার বাগান করতেও চাইবে না। দ্রাউ বাবু শুনুন, এই সব ক্ষেত্রে ৩৫,০০০ টাকায়ও কিছু হবে না। গভর্ণমেণ্ট সাবসিডি দিয়ে তারা যাতে ভায়াবল্ হয় সেই পরিমাণ অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে। আণ্ডার স্কীম আছে। তবে নগদ টাকা দেওয়া হবে না। নগদ টাকার বেশীর ভাগই অপচয় হয়ে যায়। পুনর্বাসনের কাজে লাগে না। কাজের তাদের টাকা দিয়েই যাতে সারা বছর কাজ পায় তা দেখা করার চেষ্টা হচ্ছে। আগে কাজ করে পাঁচ টাকা মজুরী পেত। এখন যাতে ১৫ টাকা পায় তার জন্য সয়েল কনজারভেশান নতুন স্কীম করেছে। সব রাজনৈতিক দল এবং জনগণ যদি সহযোগিতা করে, তাহলে আমার মনে হয়, এই স্কীমের মাধ্যমে হয়ত উপজাতি জুমিয়াদের একটা সুষ্ঠ পুনর্বাসনে আমরা যেতে পারব। এই হলো মোটামুটি স্কীম। দ্বিতীয়তঃ এখানে ডম্বুর থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের সম্পর্কে মাননীয় সদস্য দ্রাউ বাবু উল্লেখ করেছেন, নগেন্দ্র বাবুও খুব সম্ভবত উল্লেখ করেছেন এটা ঠিকই। আমরা তা অস্বীকার করি না যে ডম্বুর থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছিল কংগ্রেসী আমলে তাদের পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হয়েছিল ৩৯১০ টাকা। কিন্তু এই টাকায় মোটেই পুনর্বাসন হয় না। এটা দ্রাউ বাবু কেন আমাদেরও একই মত। এই অবস্থার হাত থেকে তাদের কি করে মুক্তি দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া যায় রিভাইটাল স্কীমে এবং ৩৯১০ টাকার জায়গায় ৬৫১০ টাকা দিয়েছি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে। ২১১টি ক্ষেত্রে হয়ত বাদ পড়েছে কোন টেকনিক্যাল অসুবিধার জন্য। কিন্তু তাতেও পুনর্বাসন হচ্ছে না। ইদানিং সেল্ গঠন করা হয়েছে ট্রাইবেল ডিপার্টমেণ্ট, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট, এবং অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের অ্যাকস্পার্ট দিয়ে তদন্ত করা হয়েছে। সেই তদন্তের রিপোর্ট সাবমিট করেছে গত সপ্তাহে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নতুন করে যাতে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। এতে চেলাগাং, ডুলুই, সোনাছড়া ও রইশ্যাবাড়ী এই সব জায়গায় আমরা দপ্তর গুলিকে বলেছি ইলেকট্রিফিকেশান-এর জন্য। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে আমরা নতুন স্কীম নিয়েছি। এই স্কীম মতো কাজ করার জন্য আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে জুমিয়া পুনর্বাসন কি ভাবে করা যায় সে দিকে আমাদের নজর আছে। এই ব্যাপারে আমি কয়েকটি কথা বলবো যে, এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে ৩৪ বছর স্বাধীনতার পরও ত্রিপুরায় উপজাতি জুমিয়ারা অবহেলিত হয়েছে। বামফ্রণ্ট আমলে হয়নি। ট্রাইবেলদের চাকুরীর ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রকমের ঋণ দেবার ক্ষেত্রে, ট্রাইবেল এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, মাছ

চাষ এবং সমস্ত উপজাতি এলাকাকে উন্নতি করার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট কাজ করছেন এবং আরও করতে হবে, সে সংকল্প আমাদের আছে। মাননীয় সদস্যরা যে সব কথা বলছেন ৫০০ টাকা স্কীম আছে কিন্তু ১০০ টাকার বেশী পায় নি। ৫০০ টাকার স্কীমে ৩০০ টাকা পেয়েছে, ২০০ টাকা পেয়েছে আর টাকা হয়তঃ স্কীমে নেই সুতরাং আর নাও পেতে পারে। সে সব ঘটনার কথা আমরা বেশী বলেছিলাম কংগ্রেস রাজত্বের সময় কাজেই এই কথাটা বামফ্রন্টের আমলে এই এ্যাসেমব্লীতে না বলে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যখন দেখা করেন তখন বলেন না কেন যে আপনাদের সরকারের আমলে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিলো। এই বামফ্রন্টের আমলে এই ধরনের ৮১১০ টাকার মধ্যে একটা পয়সাও তাদের হাতে যায় নি এই রকম কোন ঘটনা ঘটে নি এই হচ্ছে ১ নং। ২ নং হচ্ছে কনট্রাডিকশান অর্থাৎ স্ববিরোধী মাননীয় বিরোধী সদস্যদের মাথায় খেলছে কি ভাবে বলতে হবে তারা কিছুই বুঝেন না, বিরোধীতা করতে হবে তাই বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। তাদের বলে কিছু লাভ নেই। সিংহ সরকারের, সেনগুপ্ত সরকারের আমলের কীর্তি কাহিনী এই বিধানসভায় উচ্চ গলায় চীৎকার করে বামফ্রন্টের ঘাড়ে সে দোষ চাপানো যাবে না। তৃতীয় হচ্ছে যাদের আমলে এই সব ঘটনা ঘটেছে তাদের সঙ্গে তো বন্ধুত্বের কোন অভাব নেই, তাদের সঙ্গে তো যুক্ত হয়ে সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন, তাদের তো মদত দেবার জন্য ৭৭ সালে ওরা এসে নির্বাচনী যুক্তি তলে তলে ঠিক হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকে আটক করার জন্য এবং তাদের এই মতলব সার্থক হবে। বামফ্রন্ট সরকার আজকে যদি এখানে না আসতো তাহলে কোথায় সৃষ্টি হতো এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল, কোথায় চলে যেত ট্রাইবেল এলাকায় চাকুরী, কাজকর্ম কোনটাই হতো না। কাজেই উপজাতি দরদীদের মনে উপজাতি বিরোধীতা এটা উপজাতি যুব সমিতির একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের হাতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, দু মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। উপজাতি যুব সমিতি ওরা দাবী করছেন তাদের জন্যই নাকি স্বশাসিত জেলা পরিষদ দিতে বাধ্য হয়েছে। বিরোধীরা তো তিন জন মেম্বার আছেন। একটু চোখ খুললেই দেখবেন বামফ্রন্ট সরকার যখন নির্ব্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করেছিলো সেটা খুলে দেখুন না সেখানে আমাদের দাবী আছে কিনা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্দিরা সরকারের প্রতিনিধিকে ভোট দিলে নাকি থংগ্যান সাহেব বলেছেন ৬ষ্ঠ তপশীল আসবে। আমরা আশা করবো তাকে ভোট দিলে ৬ষ্ঠ তপশীল ত্রিপুরায় আসে কি না যদি আসে ভাল কথা, ভাওতা যেন না নয়। কাজেই রাষ্ট্রপতি ধন বাদ দিয়েছেন তাঁরা কৃতার্থ হয়েছেন। নির্ব্বাচিত হবার পর কোন ইলেকটডে প্রেসিডেন্ট সৌজন্যমূলক চিঠি যদি দিয়ে থাকেন আপনাদের সহযোগিতা চাই, আপনাদের কো-অপারেশ্যান চাই তাতেই বিরোধীরা কৃতার্থ হয়েছেন। কাজেই আমি মনে করি কোন ভুল ভ্রান্তি নেই বামফ্রন্ট সরকার সচেতন ভাবে এবং অত্যন্ত : পরিকল্পিতভাবে ত্রিপুরার উপজাতিদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের প্রকল্প আমরা নিয়েছি তার জন্য কাজ করবো এবং গোটা এই যে উত্তর পূর্বাঞ্চল সমস্ত ট্রাইবেল

এলাকা আমার ঘুরা আছে অবশ্য নগেন বাবুর মত নয় যেখানে শাকাং এলাকাকে বলে ছামনু এলাকা আসলে সেটা কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকা। কাজেই এই রকম ভুল বিবৃতি আমি দেই না এবং যেখানে পিতা-পুত্র ঝগড়া করেছে ভাইজ্ঞা বাড়ীতে পূর্ণ দেববর্মা ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে আর সেখানে নগেন্দ্র জমাতিয়া বল্লেন অনাহার মৃত্যু ঘটেছে এই ধরনের বিবৃতি আমরা দেই না কাজেই খবর একটু নিয়ে দিতে হয় কারণ এই সমস্ত কথা চমকপ্রদ হতে পারে কিন্তু এর ফলাফল ভাল হয় না। কাজেই আপনাদের কাছে আমি বলছি গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে করপোরেশান করা, জুমিয়া করপোরেশান করা, প্ল্যানটেশান করপোরেশান করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার করেছি এবং এই হাউসের অবগতির জন্য আমরা আরও একটা জিনিষ করেছি সিডিউলড্ কাষ্ট এবং সিডিউলড্ ট্রাইবসদের জন্য আলাদা ডাইরেক্টরিয়েট করে তাদের অবস্থাগুলি দেখার জন্য এবং যত্ন করার জন্য আলাদা দপ্তর তৈরী করা হবে যাতে অবহেলিত যে দুটি সম্প্রদায় রয়েছে তাদের সমস্যাগুলি আরও বেশী করে নজর দেওয়া যায়, যত্ন নেওয়া যায় এই জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। কাজেই যে প্রস্তাব দ্রাউ কুমার বাবু এনেছেন সেই প্রস্তাবের কোন প্রয়োজন নেই কারণ আমরা ৩৫ হাজার পর্য্যন্ত টাকা দেব জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য। নগেন বাবুর বক্তব্য শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম ১০ হাজারের মধ্যে রাখতে হবে, ১১ হাজারও করা যাবে না, ১৫ হাজারও করা যাবে না এটা আবার কি ধরনের রাজনীতি আমার মাথায় ঢুকলো না। এটা আমি বুঝতে পারিনি। দ্রাউ বাবুরা বুঝতে পারেন। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকলনা। ১৫ হাজার টাকা তারা চেয়েছে, আর যদি আমরা ২০ হাজার টাকা দিতে চাই তাহলে নগেন বাবুদের আপত্তি কোথায়? আমরা বুঝতে পারলাম না। কাজেই আমি অনুরোধ করব মাননীয় দ্রাউবাবু যাতে তার প্রস্তাবটা উইথড্র করেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী যে তথ্যপূর্ণ পরিকল্পনার কথা বললেন, এটা শুধু প্রসিডিংসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাইমাশর্মার পাহাড়ে, জম্পুই জলায়, টাকার জলা ইত্যাদি এলাকায় যাতে বাস্তবায়িত হয় এটা আমরা দেখতে চাই।

মাননীয় স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত মূল রিজিউলিউশানটির উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল রিজিউলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দেব।

সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—After the wod,, ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হোক" be Substituted ১৫,০০০ টাকা থেকে ২২,০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হোক।

সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন আমি মূল রিজিউলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধিত আকারে রিজিউলিউশানটি হলো :—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজ্যের

উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারকে ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা (পনের হাজার টাকা) থেকে ২২,০০০ টাকা (বাইশ হাজার টাকা) সাহায্য দেওয়া হোক।"

(অতঃপর রিজিউলিশানটি সংশোধিত আকারে পাশ হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয়:—এই সভা আগামী ৯ই আগষ্ট, সোমবার ১৯৮২ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 15.

By :—Shri Subodh Chandra Das

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ ইং সনের চলতি আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কতটি ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন করা হবে?

২। ১৯৮১-৮২ইং আর্থিক বছরে স্থাপিত কতটি জল সরবরাহ কেন্দ্রে জল সরবরাহের কাজ শুরু হইয়াছে তার হিসাব।

উত্তর

(১) পানীয় জল সরবরাহের জন্য চলতি আর্থিক বছরে মোট ১৮টি গভীর নলকূপ খনন করা হবে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:—

১) বিশালগড় ব্লক—৩টি
২) মোহনপুর ,, —২টি
৩) কাঞ্চনপুর ,, —১টি
৪) কুমারঘাট ,, —১টি
৫) ডম্বুরনগর ,, —১টি
৬) বগাফা ,, —২টি
৭) রাজনগর ,, —১টি
৮) জিরানিয়া ,, —১টি
৯) সালেমা ,, —১টি
১০) মেলাঘর ,, —১টি
১১) আগরতলা শহর ,, —৪টি

মোট=১৮টি

২। পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১৯৮১-৮২ইং সনে মোট ১৪টি নলকূপ খনন করা হইয়াছে। এর মধ্যে ৪টি নলকূপ হইতে জল সরবরাহ শুরু হইয়াছে তার হিসাব।

১) যোগেন্দ্রনগর ২নং।
২) শাল বাগান।
৩) মান্দাই।
৪) ধর্মনগর।

### Amitted Starred Question No. 19

### By :—Shri Fayzure Rahaman

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার প্রত্যেক গাঁওসভায় ইচাই বরুয়া কান্দি ও কাশেমনগর গ্রামের বৈদ্যুতিক ব্রাঞ্চ লাইন করতে সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে।

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত লাইনে বসানো পাকা খুঁটিগুলি মাটিতে পড়ে গিয়েছে ?

৩। সত্য হইলে তার কারণ ?

৪। ধর্মনগর মহকুমার ইচাইলালছড়া গাঁওসভার মহাদেববাড়ী হইতে চোরাইবাড়ী বাজার পর্যন্ত ভায়া দক্ষিণ জুলাইবাড়ী বালোয়াড়ী কেন্দ্র উক্ত রাস্তা দিয়া বৈদ্যুতিক লাইন চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। উক্ত বৈদ্যুতিক লাইন তৈরী করতে মং ৪০,০০০.০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা খরচ হইয়াছিল।

২। হঁ্যা।

৩। খুটির টানার তার চুরি যাওয়া এবং প্রচণ্ড ঝড় হওয়া এবম্বিধ উভয় কারনে খুটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

৪। না।

### Admitted Starred Question No. 20

### By—Sri Subodh Chandra Das

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার বৃহত্তম শহর ধর্মনগরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কাকড়ী নদীর জল ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কি ?

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে তাহা কার্য্যকরী করিতে কত বছর সময় লাগিবে বলিয়া আশা করা যায়।

উত্তর

১। এই পরিকল্পনাটি পরীক্ষাধীন আছে।

২। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ও অর্থের সংকুলান হইলে আগামী আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া যাইতে পারে। এবং কার্য্যকরী করিতে শুরু হইবার পর তিন বছর সময় লাগিবে।

## Admitted Starred Question No. 34

By—Shri—Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Departmen be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার বাবুনিয়া গ্রামের শ্রী অনিল নাথ (ওরফে মনা নাথ) বাবনী নদীতে বাঁধ দিয়া বিরাট এক ফিসারী করেছেন।

২। যদি সত্য হয় তাহলে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ায় বন্যায় গ্রাম বাসীদের উৎপাদিত প্রচুর পরিমাণ ফসলের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুনরায় নূতন বাঁধ কেটে দিয়ে নদীর পুরাতন গতি পথ চালু করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকিলে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায়

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

## Admitted Starred Question No. 54

By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এলাকার জনসাধারণের প্রচুর আবেদন নিবেদন সত্বেও কদমতলা হইতে প্রেমতলা বাজার—প্রায় ২ কি. মি রাস্তার অদ্যবধি এল. টি. লাইন না টানার কারণ কি ?

২। পঃ বটরসী গ্রামের এবং টঙ্গীবাড়ী গ্রামে ইলেকট্রিক লাইন সম্প্রসারণ করা হবে কিনা ?

৩। কবে পর্য্যন্ত উপরোক্ত স্থানগুলিকে এল. টি. লাইন টানা হবে ?

উত্তর

১। উপযুক্ত আর্থিক সংস্থানের অভাব বিধায়।

২। আপাততঃ বলা যাচ্ছে না।

৩। টাঙ্গীবাড়ী ও বটরসী গ্রামগুলি বৈদ্যুতিকরণের কাজ যথাক্রমে ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ ইং সনে সম্পন্ন হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 75

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৯৮২ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি মৎস্য জীবী সমবায় সকিতি গঠিত হয়েছে এবং উক্ত সমিতি গুলিকে কি পরিমাণ জলাশয় মৎস্য চাষের জন্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সনের জুন পর্য্যন্ত মোট ৯২ টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এর মধ্যে ৩০ টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ২০৩.০০ হেক্টর জলাশয় মৎস্য চাষের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 77

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার ছামনু ব্লকের ছামনু বাজার হইতে লংতরায় মন্দির পর্য্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ করার কালে উক্ত এলাকার শ্রীবৈদ্যনাথ ত্রিপুরার (পিং শ্রীদেব মোহন ত্রিপুরা) জমি দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২। সত্য হইলে, ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিককে যথোপযুক্ত ক্ষতি পূরণ দেবার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

১। ছামনু বাজার হইতে লংতরাই মন্দির পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নতিকরণের প্রকল্প পূর্ত্তবিভাগ এম. এন. পি. স্কীমের অধীনে হাতে নেওয়া হইয়াছে। সেই কাজের ব্যাপারে শ্রীবৈদ্যনাথ ত্রিপুরার জমির ক্ষতি বিষয়ক কোন আপত্তি এখন পর্য্যন্ত পূর্ত্ত বিভাগের গোচরে আসে নাই

২। এম. এন. পি. স্কীমের অন্তর্গত রাস্তার কাজের জন্য জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

Admitted Starred Question No. 79

By—Shri Gopal Ch. Das.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবনের সন্নিকটে ধুচী খলার জলসেচের জন্য কোন গভীর নলকূপ স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২। সরকারের সীমিত আর্থিক সঙ্গতির জন্য সব জায়গায় কাজ করা সম্ভব নয়।

## Admitted Starred Question No. 81

### By—Shri Ram Kumar Nath

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাবডিভিসনে মধ্য দেরছড়া মাঠের মধ্যবর্তী নালা ভর্তি করার জন্য কোন ইনভেষ্টিগেশন করা হয়েছে কি?

২। যদি হইয়া থাকে তবে কবে নাগাদ এই নালা ভর্তি করার কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রযুক্তিগত দিক থেকে গুণাগুণ বিচার করে এই নালাটি বন্ধ করে দেওয়া যুক্তি যুক্ত হইবে না। তাই নালাটি বন্ধ করার পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয় নাই।

## Admitted Starred Question No. 83

### By—Shri Ram Kumar Nath

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮২ ইং সনের ৩০ শে জুন পর্যন্ত রাজ্যের কোথাও মাঝারি সেচ প্রকল্প চালু করা হয়েছে কি?

২। হইয়া থাকিলে কোথায় কোথায় চালু করা হয়েছে?

৩। বর্তমানে মোট কত একর জমি এই সেচ প্রকল্পের আওতায় আসিয়াছে?

উত্তর

১। না, কোন মাঝারি সেচ প্রকল্প চালু হয়নি।

২। এখন পর্যন্ত মোট তিনটি মাঝারি সেচ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল গোমতী মাঝারি সেচ প্রকল্প, খোয়াই মাঝারি সেচ প্রকল্প ও মনু মাঝারি সেচ প্রকল্প। এগুলির মধ্যে গোমতী মাঝারি সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে জল সেচের জন্য খাল কাটার জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে।

খোয়াই মাঝারি সেচ প্রকল্পের ব্যারেজের কাজ প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহনের কাজ সম্পত্তির পক্ষে ঘরবাড়ি ও অফিস নির্মাণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে।

মনু মাঝারি সেচ প্রকল্পের ব্যারেজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

৩। উক্ত তিনটি প্রকল্প চালু হওয়ার পরে মোট ১৩১৯১ হেক্টর জমি বা ৩২৬৭১ একর জমি স্থায়ী জল সেচের আওতায় আসিবে।

Admitted Stared Question No. 87.

By—Shri Nagendra Jamatia.

প্রশ্ন

১। তৈদু গাঙ্গুকছড়া সেচ কেন্দ্রের মেসিনগুলি অনেকদিন অচল থাকার কারণ কি?

২। ঐ সেচকেন্দ্রের সব কটি মেসিন চালু করার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন কি?

৩। না নিলে তার কারণ কি!

উত্তর

১। জুন ৮০ দাঙ্গার সময় উহা দুষ্কৃতিকারীর দ্বারা নষ্ট হইয়াছে।

২। হঁ্যা।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 88.

By—Shri Nagendra Jamatia

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধুমাছড়ার সেচ কেন্দ্রের মেসিনগুলি দীর্ঘদিন মেরামতের অভাবে অচল হয়ে আছে?

২। সত্য হইলে তার কারণ।

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 91

By— Sri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরের মধ্যে কমলপুর মরাছড়া রাস্তার কাজ সম্পূর্ন করা হবে বলে কি আশা করা যায়?

২। যদি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে তার কারণ কি?

উত্তর

১। না।

২। রাস্তার কাজ সম্পূর্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ন না হওয়ার জন্য এই কাজ ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বর্ষে সম্পূর্ন করা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 93.

By— Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে দশদা পর্যন্ত টি, আর, টি, সি বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 98.

By— Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'b'e Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য যে উদয়পুর কাকড়াবন পি ডব্লিও ডি রাস্তাটি যানবাহন এবং মনুষ্য চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

২। যদি সত্য হয় তবে এই রাস্তা উন্নয়নের জন্য পূর্ত বিভাগ কি ধরনের কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছেন?

উত্তর

১। ভারী যানবাহন চলাচলের দরুন এবং সমসাময়িক বৃষ্টিপাতের জন্য রাস্তার কোন কোন অংশে কিছু গর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্তমানে অগ্রবিস্তর সারাই এর কাজ করার পর এই রাস্তায় মনুষ্য চলাচলের এবং অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি চলাচলের বিশেষ অসুবিধা নাই।

২। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ঐ কাজ অগ্রগতির পথে।

Admitted Un-Starred Question No. 1

By— Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের সরসপুরে লক্ষী সর্বার্থক সাধক সমবায় সমিতি নামে কোন সমবায় সমিতি আছে কি না,

২। থাকিলে ৩১. ৫. ৮২ পর্যন্ত উক্ত সমিতির সম্পত্তির বিবরণ এবং উক্ত সম্পত্তি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, এবং

৩। উপরোক্ত সমবায় সমিতিকে কদমতলা ন্যাশন্যাল প্যাকস্ এর অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমায় লক্ষ্মী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি নামে একটি সমবায় সমিতি আছে। বর্ত্তমানে ইহা লিকুইডিশনে দেওয়া হইয়াছে।

২। উক্ত সমিতির সম্পত্তির বিবরন এইরূপ :—

(ক) ব্যাংকে গচ্ছিত তহবিল--টাকা ১২,৭৬৯·০০ পয়সা

(খ) বিভিন্ন সমবায় সমিতির-টাকা ৫,০০০·০০ পয়সা
শেয়ারের বিনিয়োগ

(গ) জলা জায়গা ৪.২০ একর

(ঘ) জমির পরিমান ০·৬৬ একর

সমিতির জায়গা জমি লিজ দেওয়া আছে।

৩। কৃষি সমবায় সমিতি গুলির পুনর্গঠনের ফলে উক্ত সমিতির এলাকাগুলি পার্শ্ববর্ত্তী প্যাকস্ গুলির এলাকাভূক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সমিতিকে ন্যাশনেল প্যাকস্ এর অন্তর্ভূক্ত করার প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 3

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে লেংটিবাড়ী তিরুবাম ছড়া রাস্তাটি ওপেনিং করা হইবে কি ?

২। হ্যাঁ হইলে কবে তাহা ওপেনিং করা হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট তারিখ।

৩। না করা হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে এই নামে কোন রাস্তা ওপেনিং করার প্রস্তাব নাই। তবে লেংটিবাড়ী হইতে তিরিরংছড়া পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। এবং আশা করা যায় এই রাস্তার ফরমেশন ওয়ার্ক বর্ত্তমান আর্থিকবর্ষে শেষ করা যাইবে।

২-৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 4

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বাচাইবাড়ী—গোপালনগর রাস্তাটির কাজ চলতি আর্থিক বৎসরে আরম্ভ করা হইবে কি ?

২) হ্যাঁ হইলে—কোন্ মাস হইতে কাজ আরম্ভ করা হইবে।

৩) উক্ত কাজ না করা হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বর্ষা শেষ হইলেই কাজটি আরম্ভ করা হইবে।

৩) উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 5

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Departmet be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বাচাইবাড়ী হইতে যে রাস্তাটি ভায়া বেহালাবাড়ী হইয়া আশারামবাড়ী গিয়াছে উহা সলিং এবং মেটেলিং ও ব্ল্যাক কার্পেটিং করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কাজটি কখন হইতে শুরু হইবে ?

উত্তর

১) রাস্তাটিতে সোলিং মেটালিং এবং ব্ল্যাক টপিং করার পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। রাস্তাটির চওড়া খুব কম হওয়ায় রাস্তাটিকে আরও প্রশস্ত করা এবং উচু করা প্রয়োজন। সেইজন্য জমি অধিগ্রহণের ও দরকার হইবে। রাস্তা উচু করা প্রশস্ত করা রিগ্রেডিং, সোলিং, মেটেলিং ব্ল্যাক টপিং ইত্যাদি কাজের জন্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বর্তমান আর্থিক বর্ষে আর্থিক সঙ্গতি খুব সীমাবদ্ধ থাকার জন্য এই ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 8

By—Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে (৩০-৬-৮২ইং) তারিখে কয়টি যাত্রীবাহী বাস সারা রাজ্যে চলছে ;

২) তার মধ্যে কয়টি সরকারী ও কয়টি বে-সরকারী মালিকানাধীন ;

৩) বিভিন্ন শ্রমিক সমবায় সমিতিকে কয়টি বাস পারমিট দেওয়া হয়েছে ;

৪) উক্ত সমবায় সমিতিগুলোতে কতজন মোটর শ্রমিক আছে ?

উত্তর

১) ৩০-৬-৮২ইং তারিখে মোট ২৭২টি যাত্রীবাহী বাস সারা রাজ্যে চলিতেছিল।

২) তন্মধ্যে ৯৭টি টি, আর, টি, সি, এবং ১৭৫টি বেসরকারী মালিকানাধীন।

৩) ৪টি বিভিন্ন শ্রমিক সমবায় সমিতিকে নয়টি বাস পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

৪) এই বিভিন্ন শ্রমিক সমিতিতে প্রায় ৭৭ জন মোটর শ্রমিক আছে।

## Admitted Un-starred Question No. 9

**By—Shri Keshab Majumder**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A.H. Department be pleased to state :—

### প্রশ্ন

১) বিগত ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২ আর্থিক বর্ষে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মসূচী অনুযায়ী পশু পালন দপ্তর কত পরিমাণ গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ও শুকর সরবরাহ করছে ?

২) সরবরাহকৃত প্রাণীগুলোর মধ্যে কতগুলো পশুপালন দপ্তর নিজস্ব উৎপাদন থেকে দিয়েছে এবং কতগুলো স্থানীয় বাজার থেকে কিনে দিয়েছে ?

৩। প্রদত্ত ইউনিটগুলো দ্বারা কত পরিবার উপকৃত হয়েছেন এবং জীবনধারনের একটা বিকল্প রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন ?

৪। যাদের যাদের দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কয়জনের কাছে এখনও সেগুলো আছে তার প্রামান্য হিসাব আছে কি ?

৫। যদি থাকে তবে তার বিবরণ।

### উত্তর

১। উল্লেখিত আর্থিক বৎসরে পশু পালন দপ্তর হইতে যে পরিমাণ গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ও শুকর সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

| আর্থিক বৎসর | সরবরাহকৃত পশু পাখীর নাম | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | গাভী | বলদ | ছাগল | হাঁস | মুরগী | শুকর |
| ১৯৭৯-৮০ | ৩৫ | — | — | ১৫৪১ | ৫৮১০ | ১৪৬ |
| ১৯৮০-৮১ | ৬১৪ | ৬৩ | ২৮ | ২৭০৪ | ৬৮৫১ | ৭২ |
| ১৯৮১-৮২ | ২৬৮৩ | ৮৩৭ | ১২ | ৭০১৯ | ৬২৬৩ | ১০৪ |

(উত্তর জিলার হিসাব ব্যাতীত)

২। তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

| | নিজস্ব উৎপাদন | স্থানীয় বাজার |
|---|---|---|
| গাভী— | ১৫ | ৩৩১৭ |
| ছাগল— | × | ৪০ |
| হাঁস— | ১১২৬৪ | × |
| মুরগী— | ১৮৯২৪ | × |
| শুকর— | ৮০ | ২৪২ |
| বলদ-- | × | ৯০০০ |

৩। প্রদত্ত ইউনিটগুলো দ্বারা মোট ২৩৬১টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন এবং জীবনধারণের একটা বিকল্প রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন।

৪। না নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

## Admitted Un-Starred Question No. 10

### By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার বর্ত্তমানে আর্থিক বর্ষে কোন আবাস প্রকল্প হাতে নিয়েছেন কিনা,

২। নিয়ে থাকলে তা কোথায় গড়ে তোলা হবে,

৩। তার প্রয়োজনীয় কাজের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা,

৪। এই প্রকল্প কত বছরে শেষ করা হবে,

৫। জেলা সদর সমূহে এধরণের আবাসন প্রকল্পে কোন আবাসন গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৬। যদি থেকে থাকে তাহলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা যাবে বলে সরকার মনে করছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আগরতলার কুমারীটিলা এবং কালীকাপুর অঞ্চলে দুইটি আবাসন প্রকল্প কাজ বর্ত্তমান আর্থিকবর্ষে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। কাজ আরম্ভ করার আগে যে সমস্ত প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করার প্রয়োজন সেই কাজের অগ্রগতি হইতেছে।

৪। আশাকরা যায় এই দুইটি প্রকল্পে তিন বৎসরের মধ্যে শেষ করা যাইবে।

৫। হ্যাঁ।

৬। এই ব্যাপারে উপযুক্ত জমির জন্য অনুসন্ধান করা হচ্ছে। যেহেতু এখনও কোন জমির ব্যাবস্থা হয়নি সেইজন্য এইকাজ কবে হাতে নেওয়া যাবে সে ব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। উপযুক্ত জমি পাওয়া গেলেই এই কাজ হাতে নেওয়া যাবে।

## Admitted Un-Starred Question No. 11.

### By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা কত ছিল ? এর মধ্যে কয়টি অচল এবং কয়টি সচল ছিল ?

২। বর্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি সমবায় সমিতি আছে? ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে গড়ে উঠা সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে কয়টি অচল হয়ে রয়েছে?

৩। এই সমবায় সমিতিগুলিকে ১৯৭৭ইং ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কি পরিমাণ সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছিল?

৪। ১৯৭৮ইং জানুয়ারী হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত এই সমিতি গুলোকে কি পরিমাণ সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে?

৫। এই সমিতিগুলো কি কি কাজে এই ব্যবহার করছে?

৬। সমিতি সমূহের গরীব সদস্যদের আর্থিক ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৭৭ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা ৯২৩ (২৫৩টি লিকুইডিশনে দেওয়া সমিতি সহ)। তার মধ্যে ১৮৫টি অচল এবং ৪৮৫টি সচল।

২। ক) বর্ত্তমানে (৩০.৬.৮২ইং পর্য্যন্ত) সারা রাজ্যে মোট ১৩২৭টি সমবায় সমিতি আছে।

খ) ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে গড়ে উঠা সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ১৮টি অচল রয়েছে।

৩। এই সমবায় সমিতিগুলিকে ১৯৭০ইং সনের এপ্রিল থেকে ১৯৭৭ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত টা: ৩৫,১২,২৪৬.৮৭ প: সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছিল।

৪। ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ইং সনের জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন সমবায় সমিতিকে মোট টা: ১,৯৩,৩৫,৫৩৫ প: সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে।

৫। সমিতিগুলি সরকারী অনুদানের অর্থ কর্মচারীদের বেতন, গুদাম ঘর তৈয়ারী আসবাব পত্র ক্রয় ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যবহার করছে।

৬। সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সমিতি সরকারের আর্থিক সাহায্য বিবিধ প্রকল্প রূপায়ণ করছে। গরীব এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহাতে সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত হইতে পারে সেজন্য সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। সমিতির উপজাতি সভ্যদের ভোগ্য ঋণ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সমিতিকে সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা গঠিত রিক্সা সমবায় সমিতিকে রিক্সা কিনা কর্মচারীর বেতন, সভ্য হওয়ার জন্য অনুদান ইত্যাদি বাবৎ সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়।

Annexure—C

Postponed starred Question No. 107

By—Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ সালে এল. আই. জি. হাউসিং লোন স্কীম এ রাজ্যের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হয়েছিল;

২। তার মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য ঐ অর্থের বরাদ্দের পরিমাণ কত ;

৩। দক্ষিণ ত্রিপুরায় ঐ দুই বৎসরে কত জন লোক উক্ত স্কীমে দরখাস্ত করেছিল ;

৪। তার মধ্যে কতজনকে কত টাকার লোন মঞ্জুর করা হয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ সালে এল. আই. জি. হাউসিং লোন স্কীমে এ রাজ্যের জন্য প্রতি বৎসর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২। তার মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য ১৯৮০-৮১ সালে ঐ অর্থের বরাদ্দের পরিমাণ ১,৫০,০০০ (দেড় লক্ষ) টাকা এবং ১৯৮১-৮২ সালে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা ছিল।

৩। দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১৯৮০-৮১ সালে ৩৫ জন এবং ১৯৮১-৮২ সালে ২৭ জন লোক উক্ত স্কীমে দরখাস্ত করেছিল।

৪। তার মধ্যে ১৯৮০-৮১ সালে ৫ জনকে ১৯,০০০ (উনিশ হাজার) টাকা এবং ১৯৮১-৮২ সালে ১৭ জনকে ৯১,৩৫০ টাকা লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল।



# PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala, on Monday, the 9th August, 1982. at 11 A. M.

## PRESENT

Mr. Speaker (The Hon'ble Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair. the Chief Minister, 9 Ministers, and 44 Members.

## QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকারঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের গড় আয় কত?

২। কোন কোন দপ্তরগুলি প্রধান আয়ের উৎস?

৩। ত্রিপুরাকে কেন্দ্রীয় সরকার যে আর্থিক সাহায্য দেন তাহা পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির তুলনায় কম না বেশী?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের মাথাপিছু গড়ে বার্ষিক আয় ৮৬১ টাকা।

২। নিম্নলিখিত দপ্তরগুলি প্রধান আয়ের উৎস ঃ—

ক) ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন দপ্তর।
খ) রাজ্য আবগারী দপ্তর।
গ) রাজ্য বিক্রয় দপ্তর।
ঘ) রাজ্য পরিবহন দপ্তর।
ঙ) রাজ্য লটারী দপ্তর।
চ) রাজ্য প্রমোদকর দপ্তর।
ছ) রাজ্য বন দপ্তর।
জ) রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর।

৩। আর্থিক সাহায্য প্রধানতঃ সপ্তম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট ভিত্তি করে দেওয়া হয়। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরার চেয়ে মনিপুর ও নাগাল্যাণ্ড সরকার বেশী অনুদান পেয়ে থাকেন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—এই রাজ্য গুলির মধ্যে কোন রাজ্যকে কত টাকা সাহায্য দেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিসের উপর ভিত্তি করে সেটা নির্ধারিত হয়?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা তো কেন্দ্রীয় সরকার বলতে পারেন। তবে আমার মনে হয় এলাকার অনগ্রসরতা ও জনসংখ্যা এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করেই এইটা করে থাকেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমোহন লাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে কত হেকটর জমিতে ভূমি সংরক্ষণ এর কাজ করা হইবে? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। ইহাতে মোট কত অর্থ ব্যয় করা হইবে?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরে আনুমানিক ১২ হাজার ১ শত ৩৫ হেক্টর জমি ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ---

| জিলা | মহকুমার নাম | যে পরিমাণ জমি ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় আনা হইবে (হেঃ হিসাব)। |
|---|---|---|
| উত্তর ত্রিপুরা | ১। ধর্মনগর--- | ১,৬৮৬ |
| | ২। কৈলাসহর--- | ১,৬৮৬ |
| | ৩। কমলপুর | ১,৪৩৭ |
| | | ৪,৮০৯ |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ৪। উদয়পুর--- | ৮১৯ |
| | ৫। অমরপুর--- | ১,৩৭২ |
| | ৬। বিলোনীয়া---- | ১,০৫০ |
| | ৭। সাব্রুম--- | ১,০৪২ |
| | | ৪,২৮৩ |
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ৮। সদর--- | ৯১৩ |
| | ৯। সোনামুড়া--- | ৯০২ |
| | ১০। খোয়াই--- | ১,২২৮ |
| | | ৩৪৩ |
| | সর্বমোট--- | ১২,১৩৫ |

২। আনুমানিক ৬৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

মিঃ স্পীকারঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তে এম, এন, এফের হামলা বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

২। এম, এন, এফের সঙ্গে ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের যোগাযোগ রয়েছে এমন কোন খবর সরকারের জানা আছে কি,

৩। বিদেশী সাহায্য পুষ্ট কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কর্তৃক আগামী বিধান সভা নির্বাচনের পূর্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের খুন করার কোন পরিকল্পনার কথা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি,

৪। থাকলে সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে পুলিশ ও সেনা বাহিনী সতর্ক রহিয়াছে।

২। হ্যাঁ । ত্রিপুরা উপজাতি উগ্রপন্থীদের (টি, এন, ভি, বর্তমানে এ, টি, পি, এল, ও) সঙ্গে এম, এন, এফ এর যোগাযোগ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন।

৩। এ ধরনের কোন সংবাদ সরকারের নিকট নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু দিন আগে কয়েকটা পেপারে যে খবর বেরিয়েছে যে, এখান থেকে কিছু আনন্দমাগি বাংলা দেশে যাচ্ছেন তা সেখানে তারা কি কারণে যাচ্ছেন বা কি উদ্দেশ্য তারা যাচ্ছেন সেটা সরকারের জানা আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু কিছু সংস্থা আছে যাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জাতিক ভাবে সন্দেহজনক বলে চিহ্নিত করে রেখেছেন। তার মধ্যে আনন্দমার্গীরাও পরে, কাজেই সেই সম্পর্কে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে সেই তথ্য কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে থাকতে পারে এবং যখন কেন্দ্রীয় সরকার সেই সব তথ্য রাজ্য সরকারকে দেন তখন আমরা তার উপর লক্ষ্য রাখি। তবে সে তথ্য এখানে হাউসের কাছে উপস্থিত করা সম্ভব নয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ-মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তে এম, এন, এফের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জম্পুইকে উপদ্রুত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তে যখন এম, এন, ক্লফ বাহিনী ছিল না তখন কিছু কিছু জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় ইত্যাদি কিন্তু বর্তমানে এম, এন, এফ বাহিনী নিযুক্ত হওয়ার পর ঐ এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে না এবং সম্ভবতঃ এত শান্তিপূর্ণ সীমান্ত অন্য কোন সময়ে ছিল না। সেই জন্য এই এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার কোন কারণ নাই।

শ্রীনকুল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যারা কর্মী তাদের কিছু সংখ্যক আনন্দমার্গী খুন করছে। বিদেশী অর্থে পুষ্ট এই সংস্থার কাজ কর্ম সম্পর্কে সরকারের নজর আছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, যারা এই সব কথা বলছেন আমি তাদের বলতে চাই যে সরকার এই সকল সংস্থার প্রতি ভালভাবেই নজর রাখছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮।

প্রশ্ন

(১) ১৯৭৯-৮০, ৮০-৮১ ইং সনে আথিক বৎসরে আনারস ও কমলা লেবু সংগ্রহের জন্য পরিবহন বাবত কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল;

(২) ইহা কি সত্য পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে অনেকগুলি আনারস বাগানের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন;

(৩) সত্য হইলে ভবিষ্যতে ঐসব বাগানগুলিকে পরিবহনের সুযোগ দেওয়া হবে কি?

উত্তর

(১) কৃষি বিভাগ পরিবহন ব্যয় ভর্তুকী বাবত ১৯৭৯-৮০ সালে এবং ১৯৮০-৮১ সালে যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করেছেন তাহার হিসাব এইরূপ ঃ—

১৯৭৯-৮০ সালে পরিবহন ব্যয় ভর্তুকী—৫,০০৯'৪২ টাকা

১৯৮০-৮১ সালে পরিবহন ব্যয় ভর্তুকী—৫২,৭৯৪'১০ টাকা।

(২) এইরূপ কোন তথ্য জানা নাই।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের জানা মত নালকাটা, কাটাইছড়া প্রভৃতি অঞ্চলে হালাম এবং লুসাই যারা আনারস চাষে নিযুক্ত আছেন তাদের উৎপাদিত আনারস আনার মত পরিবহনের মত সুযোগ না থাকায় সেই সকল ট্রাইবেলরা বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এইবার যেভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আগামী বৎসরেও তাহারা আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আনারস পরিবহনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন। আনারস এমন একটা পচনশীল ফসল যেটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় করতে হয়। এই আনারস যাহাতে অতি দ্রুত বিক্রির ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য সরকার বিভিন্ন কমসূচী হাতে নিয়েছেন। যে সকল কৃষক আনারসের চাষের জন্য উদ্যোগ নেন আমরা তাদের সাহায্য করার ব্যবস্থা করেছি। আমি মাননীয় সদস্যদেরও অনুরোধ করব যে তাঁরাও যেন এই সকল কৃষকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন।

ত্রিপুরা থেকে গত বছর ৩ লক্ষ ২৬০টি বা ২১৬ মেট্রিক টন আনারস বাইরে পাঠানো হয়েছে। এর আগের বছরে পাঠানো হয়েছিল তিন লক্ষ পঁচিশটি বা ১৯৫ মেট্রিক টন। বিভিন্ন বছরে কৃষকদের যে দাম দেওয়া হয়েছে সেটা হলো— ১৯৭৯ সাল ২৫ থেকে ৩০ টাকা প্রতি ১০০টি, ১৯৮০ সালে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা প্রতি ১০০টি, ১৯৮১ সালে ৩৮ টাকা থেকে ৪০ টাকা। আমরা স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশান এর মাধ্যমে আনারস সংরক্ষণের জন্য এবং এই আনারস যাতে বাইরে পাঠানো যায় তার ব্যবস্থা নিচ্ছি। আনারসকে যাতে টিনের মধ্যে প্যাক করে প্রিজার্ভ রাখা হয় এবং বিদেশে পাঠানো হয়।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে আনারস বিদেশে পাঠানোর জন্য সরকার প্রচুর টাকা খরচ করছেন, এই আনারস এবং কমলালেবু দিয়ে নতুন কোন কারখানা করে ত্রিপুরার বেকারদের কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি বলেছি এই সকল আনারস এবং কমলালেবু দিয়ে নতুন কিছু কারখানা গড়ে তুলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই আনারস সংরক্ষণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং এর মধ্যে কি পরিমাণ আনারস সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছেন। আরো ব্যাপক করে আনারস সংরক্ষণের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় সদস্য যদি আলাদা করে প্রশ্ন আনেন তবে তার উত্তর দেওয়া যাবে। আমি আগেই বলেছি যে এখানে আনারস সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা খুবই সামান্য। এখানে মাত্র একটি কেন্দ্র রয়েছে অরুন্ধুতিনগরে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আনারস বিদেশে পাঠানো হয়। কোন কোন দেশে পাঠানো হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে যে দেশ থেকে আনারস চাওয়া হয় আমরা সেই সেই দেশে আনারস রপ্তানী করে থাকি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯।

প্রশ্ন

(১) জিলা ভিত্তিক কোল্ড ষ্টোরেজ তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

(২) কোন কোন জিলায় কোথায় কোথায় সরকারী উদ্যোগে কোল্ড ষ্টোরেজ তৈরী করা হয়েছে?

(৩) কুমারঘাট কোল্ড ষ্টোরেজ এর কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে জানাবেন কি?

উত্তর

(১) হ্যাঁ,

(২) এ পর্য্যন্ত সরকারী খরচে কোন হিমঘর তৈরী হয়নি।

(৩) ন্যাশন্যাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশান কর্ত্তৃক হিমঘর স্থাপনের স্থান কুমারঘাটে নির্বাচিত না হওয়ায় ঐ কাজ স্থগিত আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কুমারঘাটে স্থান নির্বাচিত না হওয়ায় এটা আপাততঃ স্থগিত রয়েছে। এ পর্য্যন্ত কুমারঘাটের বিকল্প কোন স্থান নির্বাচিত হয়েছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কুমারঘাটের পরিবর্তে আগরতলায় স্থান নির্বাচিত হয়েছে। এবং এই উদ্দেশ্যে সমবায় দপ্তরকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সমবায় দপ্তর দিয়েছে কৃষি দপ্তরকে। আশা করছি যে অতি সত্বরই আমরা হিমঘরের কাজ করতে পারব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিলোনিয়া বাইখোরাতে যে কোল্ড ষ্টোরেজ তৈরী করা হয়েছিল এটা কোন দপ্তর থেকে করা হয়েছিল? এবং তার বর্তমান অবস্থা কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আমরা পশ্চিম ত্রিপুরায় দুইটি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় একটি হিমঘর তৈরী করার কাজ শীঘ্রই শুরু করতে পারব বলে আশা করা যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---যেহেতু আনারস ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন হয় (উত্তর ত্রিপুরাতে) এবং সেখানে আনারস ফসল ভাল হয় এবং সেখানে সব চাইতে বেশী মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কাজেই দক্ষিণ ত্রিপুরার আগে উত্তর ত্রিপুরাতে হিমঘর ইমিডিয়েটলি করা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্যকে আমি বলছি যে হিমঘরটা শুধু আনারসের জন্য নয়। সেটা প্রধানতঃ আলু বীজ ইত্যাদির জন্য। এছাড়া যারা টাকা দিচ্ছেন তারা যদি স্থান নির্বাচনে আপত্তি করেন তাহলে আমাদের পক্ষে হিমঘর করার অসুবিধা সবে। আমাদের সরকারকে উত্তর ত্রিপুরাতেও হিমঘর করতে হবে এবং উত্তর ত্রিপুরাতেও প্রচুর আলু চাষ হয়। এছাড়া আমি বলছি আমাদের মাছ সংরক্ষণের জন্য হিমঘর করার পরিকল্পনা রয়েছে, ডুম্বুরের মাছের জন্য, উদয়পুরে একটা এবং গণ্ডাছড়ায় একটা এই বছরেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস এবং শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ ইং সন হতে ১৯৮২ইং সনের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় কি পরিমাণ জমিতে সয়েল কনজারভেশন এর কাজ করা হয়েছে? এবং এ কাজের ফলে কি পরিমাণ জমি চাষের আওতাভুক্ত হয়েছে?

উত্তর

১) মোট ১৭,৮১২'২৯ হেক্টর পরিমাণ এলাকা ভূমি সংরক্ষণের কাজ হয়েছে এবং এর মধ্যে আনুমানিক ৯২১৯ হেক্টর পরিমাণ জমি চাষের আওতায় এসেছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---যে সকল জমিতে সয়েল কনজারভেশনরে কাজ হয়েছে তাতে কি কি ধরনের ফসল করা হয়েছে এবং তাদের পরিমাণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---যে সকল জমিতে সয়েল কনজারভেশন এর কাজ হয়েছে সেটা জায়গার উপর নির্ভর করছে। এটা হচ্ছে জলটাকে ধরে রাখার কাজ। এখনি সমস্ত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। কোন কোন জায়গাতে ধান হচ্ছে, তুলা হচ্ছে, মেস্তা হচ্ছে, অরহর হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের মিস্টি আলু, সরষে বরবটি ইত্যাদি নানা ধরনের ফসল হচ্ছে। তবে মাননীয় সদস্যকে আমি বলতে পারি কাজটার উপর আমরা খুব বেশী দিন হয় নি গুরুত্ব দিয়েছি। এর আগে কংগ্রেস আমলে সেটা হত না। এবং এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য-দের সহযোগিতা চাইছি যে কোন জায়গাতে হয়ত সুপারী হতে পারে, পেপে হতে পারে, এই-গুলির জন্য যদি প্রস্তাবটি আসে তবে সেই সব কাজ আমরা করতে পারি। সবটাই সরকারী জমিতে করা হচ্ছে তা নয়, বে-সরকারী জমিতেও হচ্ছে। আমরা সেই সব কাজে সাহায্য করব। যারা এই সব সয়েল কনজারভেশনরে কাজ নেন আমরা তাদের ভর্তুকী দিই। তপশীলি এবং উপজাতিদের মধ্যে যারা ভূমিহীন তাদের আমরা সেন্ট পারসেন্ট ভর্তুকী দিচ্ছি।

শ্রীজিতেন সরকার ঃ---সয়েল কনজারভেশানের কাজটা মুলতঃ গরীব চাষীরাই করেন। আমরা দেখেছি এই কাজটা করার পরে ৫।৬ মাস চলে যায়, কিন্তু কৃষকেরা তাদের পেমেন্ট পান না। আমরা অনেক সময় বি, ডি, সি, এর মিটিংএ আলোচনা করছি। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ আমরা দেখছি না। যেমন রামকৃষ্ণপুর এলাকায় প্রায় ৩০।৩২ জন কৃষক কাজ করেছে ৬ মাস আগে এবং মেজারমেন্ট ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ৬ মাস চলল এখন পর্য্যন্ত তারা পেমেন্ট পান নি। কাজেই এই যে সময় মত পেমেন্ট পাচ্ছেন না, এই ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্য যা বলছেন, অনেক ক্ষেত্রে তা সত্যি। গত বছর আমরা যে বাজেটে টাকা বরাদ্দ করেছিলাম তার চেয়ে বেশী কাজ হয়েছে। তার জন্য পেমেন্ট আমরা সব করতে পারি নি। সেজন্য আমরা দুঃখিত। আমরা আশা করি সেগুলি পেমেন্টট হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ত্রিপুরা সরকারের ঋণের পরিমাণ কত ছিল?

২) বর্তমানে এই ঋণের পরিমাণ কত?

৩) এর জন্য রাজ্য সরকারকে সুদ বাবদ কি পরিমাণ অর্থ প্রতি বছর বহন করতে হচ্ছে?

৪) এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

১) ১৯৭৭-৭৮ইং আর্থিক বছরের শেষে অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ ১৯৭৮ ইং কেন্দ্রীয় সর-কারের নিকট ত্রিপুরা সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৬১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪ শত টাকা।

২) বর্তমানে এই ঋণের পরিমাণ (১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরের শেষে) ৫০ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা।

৩) এর জন্যে রাজ্য সরকার এর সুদ বাবদ ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ---

| | |
|---|---|
| ১৯৭৭-৭৮ইং | ১,৯৫,২২,০০০ টাকা। |
| ১৯৭৮-৭৯ ইং | ১,৯৩,০৬,০০০ টাকা। |
| ১৯৭৯-৮০ ইং | ১৩,৪৯,৮৭৪ টাকা। |
| ১৯৮০-৮১ ইং | ১,১০,৩৮,৩৯১ টাকা। |
| ১৯৮১-৮২ ইং | ১,৩৪,৭০,০০০ টাকা। |

৪) ঋণের সর্তাবলী অনুসারে রাজ্য সরকারকে প্রতি বছর ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ঋণ ছাড় দেওয়ার জন্য দাবী জানিয়েছি। তারপর, আমাদের সামনে যে ৮ম ফিনান্স কমিশন রয়েছে আমরা তাদের কাছে বলব যে আমাদের রাজ্যের পক্ষে এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এরপরও পূর্বাঞ্চল ভিন্ন এমন কতগুলি রাজ্য রয়েছে যেগুলিকে স্পেশাল কেটাগরী অব ষ্টেটস বলা হয় যেমন ঃ--- জম্মু এ্যাণ্ড কাশ্মীর এবং সিকিম তাদেরকে যদি সেন্ট পার্সেন্ট এ্যাসিষ্টেণ্টস্ দেওয়া যেতে পারে, আমাদেরকে তা দিতে হবে আর যে সব ওভার ড্রাফট আমরা নিয়েছি সেগুলি যাতে র‍্যাইট অব করা হয়, তার জন্যও আমরা আমাদের দাবী জানাব। আর যদি এগুলিকে ঋণ হিসাবেও ধরা হয়, তাহলেও আমাদের ঋণ পরিশোধ থেকে ছাড় দিতে হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ-- মাননীয় মন্ত্রী মশাই ১৯৮০ সনের জুন মাসে ত্রিপুরা রাজ্যে যে দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছেন এর মধ্যে সেটাও ধরা হয়েছে কিনা জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় সদস্য, এই তথ্যটা আমি আগেই এই হাউসের সামনে পেশ করেছি।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মশাই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ড্রাফ্‌ট কাটা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে আমাদের রাজ্য সরকার কি কি অসুবিধায় পড়বেন অথবা রাজ্য সরকার এজন্য কি কি ব্যবস্থা নিবেন জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে জানিয়ে দিয়েছি যে ওভার ড্রাফ্‌টের উপর কোন ব্যাণ্ড আমরা মানতে পারবনা। কারণ রাজ্য সরকারের ঋণ সংগ্রহ করার জায়গাটা খুবই সীমাবদ্ধ। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ সংগ্রহ করার নানা রকম ব্যবস্থা আছে। যেমন, ঋণ সংগ্রহ করার জন্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকায় গিয়েছেন, জাপানে গিয়েছেন, হয়তো কয়েক দিন পরে সোভিয়েট রাশিয়াতেও যাবেন। আর আমাদের রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে ঋণ সংগ্রহ করতে হয়, এছাড়া অন্য কোন জায়গা নাই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যে ঋণ সংগ্রহ করছেন, তার থেকে আমাদেরকেও নিশ্চিত ভাবে সাহায্য করতে পারেন। আবার ঋণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন রাজ্যকে ১০ বছর ম্যাদী ঋণ পরিশোধের সুবিধা দিয়েছেন আবার কোন কোন রাজ্যকে ৫ বছর মিয়াদী ঋণ পরিশোধের সুবিধা দিয়েছেন। বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে যে অর্থ-নৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, আমরা সেটা মানতে রাজী নই। এই সংকট সৃষ্টি করে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে শোষণ করতে চাইছে। আমরা এই ব্যাপারে মুখ্য মন্ত্রীদের যে সম্মেলন দিল্লীতে হয় সেখানে আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছি এবং সর্ব ভারতীয় অন্যান্য যে সব সম্মেলন হয়, তাতেও আমরা আমাদের বক্তব্য রেখে আসছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---প্রশ্ন নং ৬৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, প্রশ্ন নং ৬৩

১) বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কতজন কন্‌টিনজেন্ট সরকারী কর্মচারীকে রেগুলার করা হইয়াছে?

২) বামফ্রন্ট সরকার তার আমলে কতজনকে কন্‌টিন্‌জেন্ট ওয়ার্কার হিসাবে চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়াছেন ?

৩) বর্তমানে মোট কতজন কন্টিনজেন্ট সরকারী কর্মচারী আছেন ?

উত্তর

১) ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ২৫টি দপ্তরে/অফিসে মোট ১৮৮৪ জনকে রেগুলার করা হইয়াছে।

২) বিস্তারিত তথ্য হাতে নাই।

৩) ১,৮১৮ জন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—কন্‌টিনজেন্ট ওয়ার্কারদের রেগুলার করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কন্‌টিনজেন্ট ওয়ার্কারদের রেগুলার করার নীতি আমরা অনেক আগেই নিয়েছি। বলা যেতে পারে এটা আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারের অন্তর্ভুক্তও ছিল। মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় এটা জানা আছে যে কোন পোস্টে কাউকে রেগুলার করতে হলে তার জন্য পোস্ট ক্রিয়েশন করতে হয়। আর পোস্ট ক্রিয়েশন করে শুধু কনটিনজেন্ট ও ওয়ার্কার্সদের রেগুলার করা যায় না, আমাদের অনেক বেকার আছে, তাদেরকে কিছু কিছু চাকুরী দিতে হয়। কাজেই যে সব পোস্ট ক্রিয়েশন হয় তার একটা ক্ষুদ্র অংশ কন্‌টিনজেন্ট ওয়ার্কার্সদের দিয়ে রেগুলার করতে হয়। আর সেজন্য আমরা একটা কমিটিও সেট-আপ করেছি যাতে আস্তে আস্তে কন্‌টিনজেন্ট ওয়ার্কার্সদের রেগুলার করা যায়।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৭৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কতজন কন্‌টিনজেন্ট ওয়ার্কার্স ছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এক্ষুনি এর তথ্য দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ শুধু মাত্র কন্‌টিনজেন্টই ছিল না, এরা নানা রকম নামে যেমন ওয়ার্ক চার্জড, ফিক্‌সড-পে ইত্যাদি ধরনের এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল। কিন্তু আমরা আসার পর এই ধরনের নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছি। এছাড়া কিছু কাজ আছে, যেগুলির জন্য ৮ ঘন্টার প্রয়োজনে লোক নিয়োগ করা যায় না, তাদেরকে পার্ট টাইম ওয়ার্কার্স বলা হয়। এরা দিনে দুই ঘন্টা খাটলে হয়তো মাসে ৬০ টাকা করে পায় অথবা এর বেশী কিছু কাজ করলে কেউ কেউ ১০০ টাকাও পায়। কাজেই মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে, এমন সব কাজ আছে—যেমন সেন্সাস ওয়ার্কস্‌ এর জন্য পার্ট টাইম লোক নিয়োগ করতে হয়। সেন্সাস ওয়ার্কস্‌ তো আর সারা বছর চলে না, কাজেই কাজ ফুরিয়ে গেলে তাদেরকে ছাটাই করার প্রশ্ন আসে। আবার গত দাঙ্গার সময় প্রায় ১৪০০ খুন-জখম হয়েছিল, তাদের জন্যও আমাদের কিছু পোস্ট ক্রিয়েট করতে হয়েছিল। অবশ্য এখনও কিছু কিছু খুন জখম হচ্ছে, এই যে বিভিন্ন রকম অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে—এই যে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে মানুষকে বাঁচাবার জন্য সরকার ব্যবস্থা করছে। তারপর পঙ্গুদের জন্যও ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমাদের সরকার ভারত-বর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পঙ্গুদের সবচেয়ে বেশী চাকুরী দিয়েছে। মাননীয় সদস্য-দের মনে রাখা দরকার এই সব কারণে সব কন্‌টিজেন্টদের রেগুলার করতে পারি নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১৮৮৫ জন কন্‌টিনজেন্টকে রেগুলার করা হয়েছে—এই জন্য কোন সুনিদিষ্ট রুলস্‌ মেনে নিয়ে সরকার সেটা করেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ তিন বছর যাবত যারা কাজ করেন তাদের কেসগুলিই কমিটির কাছে পাঠানো হয়। এই যদি থাকে যে কেউ ৮ বছর যাবত কাজ করছে এবং তিন বছর যাবত কাজ করছে সেই ক্ষেত্রে যে আট বছর কাজ করছে তার কেসটাই আগে বিবেচনা করা হয়। যাদের তিন বছর কম্‌প্লিট হয় নাই তাদের কেস-গুলি কমিটির কাছে পাঠান হয় না।

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কন্‌টিন্‌জেন্ট ছাড়াও মাস্টার রুল, ওয়ার্ক চার্জড ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মী রয়েছে তাদের রেগুলার করার ক্ষেত্রে সরকার কি নীতি নিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ওয়ার্ক চার্জড এখন আর নাই। ডি, আর, ডাব্লিউ, মাষ্টার রোল---মাননীয় সদস্যরা জানেন মাষ্টার রোল হিসাবে পি, ডাব্লিউ, ডি, তে কিছু লোক নেওয়া হয় তাদের বরাবর কাজ থাকে না। তাদের রেগুলার করার জন্য তাদের কন্‌টিন্‌জেন্ট পর্য্যায়ে নিয়ে এসে কিছু করা যায় কিনা সেই ব্যাপারে সরকারকে চিন্তা করতে হবে। এমন অনেক আছে যারা ৭/৮ বছর যাবত মাষ্টার রোল হিসাবে কাজ করে আসছে এই সব কেসগুলি নিয়ে সরকারকে চিন্তা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৪

প্রশ্ন

১) ১৯৮০ইং সনের দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত কতজন আসামীকে এ যাবত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে?

২) এর মধ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কতজন?

উত্তর

১) মোট ২,৩৫১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

২) এর মধ্যে ১৯৬৯ জন উপজাতি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি থানা থেকে যে ভাবে উপজাতিদের এরেষ্ট করা হইয়াছে সেই ভাবে অউপজাতি দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি পুলিশ একশান নেয় নাই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক নয় কিন্তু মাননীয় সদস্যরা জানেন যে হাউসের সামনে আমি অনেক বার বলেছি উপজাতিদের দাঙ্গার সময় থানায় এসে কেস দায়ের করা অসুবিধা ছিল। কারণ থানাগুলি সাধারণতঃ অউপজাতি এলাকায়ই ছিল সেই কারণে থানায় এসে তাদের অভিযোগ দায়ের করার অসুবিধা ছিল।সেজন্য অউপজাতিরা কোন একটা ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে থানায় এসে ডায়েরী করে নাম ধাম ইত্যাদি দিয়েছেন এবং সেই হিসাবে অনেক গ্রেপ্তারও হয়েছে। এই অসুবিধাগুলির কথা আমি অনেক বার বলেছি। কিন্তু এটা ঠিক নয় যে কেস আসলে সেই সব কেস গ্রহণ করা হয় না এটা ঠিক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করেছেন যে অউপজাতিদের উপর পুলিশের একশান ঠিক ভাবে নেওয়া হয় নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, পরবর্তী সময়ে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ নিজেদের উদ্যোগে অউপজাতি এবং উপজাতিদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনের যে সব শাস্তির ব্যবস্থা আছে সেগুলি নেওয়া হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্যদের আমি আবার বলতে চাই যে এই ব্যাপারে ফ্রম টাইম টু টাইম আমরা তাদের কেসগুলি পুনবিবেচনা করছি এই জন্য যে ম্যাটেরিয়েলস্‌ পুলিশ যা সংগ্রহ করেছে মামলা পরিচালনার জন্য সেগুলি প্রমাণিত হয় নাই। সেজন্য মার্ডার জাতীয় সিরিয়াস কেস ছাড়া---যেমন মান্দাই, উদয়পুর ইত্যাদি জায়গায় যে সব জায়গায় ৩০।৪০ বাঙ্গালী বা উপজাতির লোক খুন হয়েছে এই গুলি ছাড়া অন্যান্য কেসগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি স্ক্রুটিনির কাজ শেষ করতে পারব। তারপর বেশ কিছু কেস সম্পর্কে কোর্টকে আমরা অনুরোধ করতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অম্পির কিছু ঘটনা এবং জিরানীয়া এলাকার মাধববাড়ী এলাকার কিছু কেস্ থানায় একসেপ্ট করে নাই। সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই স্ক্রুটিনির ফলে মান্দাই এলাকার বহু সি, পি, এম কর্মীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আর অম্পির টি, ইউ, জে, এস এলাকার ৭৫ বছর বৃদ্ধকেও কেসের সঙ্গে জড়িত করে হয়রানী করা হচ্ছে। তাদের মাসে দুই বার করে অমরপুরে যেতে হয়। এ জন্য তাদের

অমরপুরে হেঁটে যাতায়াত করতে হয় দুই দিন দুই দিন করে তাদের চার দিন সময় লাগে। এই ভাবে ডিস্ক্রিমিনেশান হচ্ছে বিচারের ক্ষেত্রে পুলিশের। এটা মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বিচারের ক্ষেত্রে যদি কোন ডিস্ক্রি-মিনেশান হয়ে থাকে সেটা হতে পারে, মাননীয় সদস্যারা বলবেন কারা ডিস্ক্রিমিনেশান করছেন। তবে আমাদের সরকারকে কংগ্রেস, কে কম্যুনিষ্ঠ কে টি, উই, জে, এস, কে বাঙ্গালী, কে অবাঙ্গালী এই রকম কোন পদ্ধতি গ্রহণ করছেন না। মাননীয় সদস্যরা নিজারাই জানেন যে আমাদের গাঁও প্রধান আসামী আছেন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট কর্মী, দাঙ্গার আসামীও আছেন কাজেই মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সেটা ঠিক নয়। আসামী যে আছে সে অপরাধী নাও হতে পারে সেই জন্য আমরা স্ক্রুটিনি করছি। আমরা চাই যারা প্রকৃত অপরাধী একমাত্র তারাই শাস্তী পেতে পারে এবং যারা অপরাধী নয় তারা হয়রানী হোক সেটা আমরা চাইনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, অম্পিতে এই বামফ্রন্ট সরকার পুলিশকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে এবং যাকে তাকে মারধোর করছে এবং বামফ্রন্ট সরকার সেটাতে মদত দিচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য-দেরকে বলেছিলাম যে দাঙ্গার ব্যাপারে যারা অভিযুক্ত এবং যারা এখনও আত্ম সমর্পন করেন নাই তাদেরকে আমরা অফিসে উপস্থিত করার জন্য। সময় দেওয়া হয়েছিল ৫ই আগষ্ট বেলা ১০ টায়। কিন্তু তারা নিয়ে আসলেন না। মাননীয় সদস্যদেরকে এখনও অনুরোধ করছি যারা অ্যাকুইজড পার্সন তারা আত্ম সমর্পন করুন। পুলিশ তাদেরকে হয়রানী করবে না। আত্ম সমর্পন করলে মামলা শেষ করতে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা আত্ম সমর্পন করছে তাদের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। অমরপুরে এই ঘটনা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কেউ যদি নিজেকে গোপন রেখে সন্ত্রাস-মূলক কার্য্যকলাপ পরিচালনা করেন তাহলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নতুন কেইস করতে পারে। মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি দেখুন কে কে গোপন অবস্থায় থেকে কোন কোন জঙ্গল দিয়ে কোথায় বাংলাদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভি-যোগ আছে। মাননীয় সদস্যদেরকে আমি এটা বলতে চাই যে যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বয়স অত্যন্ত অল্প এবং কিছু রাজনৈতিক দল তাদেরকে উস্কানী দিয়ে এই সব কাজ করাচ্ছে তাদের ভবিষ্যত নষ্ট করার জন্য তারাই দায়ী। তারা আত্ম সমর্পন করুন তাহলে মামলাগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭১ হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭১।

প্রশ্ন

১) ১৯৮১ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে এযাবত রাজ্যে মোট কয়টি খুনের ঘটনা ঘটেছে?

২) এর মধ্যে রাজনৈতিক খুনের ঘটনা কয়টি?

উত্তর

১) ১৬৩টি।

২) মোট ১১ টি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাজনৈতিক খুনের ঘটনা কয়টা কোন দলের মধ্যে হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—নিশ্চয়। এই ১১টির মধ্যে ৮টি হচ্ছে সি, পি, আই (এম) এর সাপোর্টার, একটি অন্য দলের সাপোর্টার এবং দুটি টি, ইউ, জে, এস এর সাপোর্টার।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১২৭ এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১২৭।

প্রশ্ন

১) উদয়পুরের জামজুরি বাজারটি উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব আছে কি?

২) থাকলে প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) জমি অধিগ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—প্রশ্ন আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেই গুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর সভার টেবিলের উপর রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি।

( ANNEXURES—"A" & "B" )

দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের কাছ থেকে পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিচ্ছি। নোটিশটি হল ঃ—

"গত ২৬শে জুলাই আগরতলা সদরে কংগ্রেস আই সহ সভাপতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বে-আইনী মিছিল এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা ১০ তারিখে হাউসের সামনে উপস্থিত করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ সম্পর্কে আগামী ১০ তারিখে হাউসে একটি বিবৃতি দিতে পারিবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা মহোদয়ের কাছ থেকে পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটি হল ঃ—

"গত ২৫ শে জুন স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য কমঃ শচীন্দ্র দেববর্মার খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

অমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই সম্পর্কেও আগামী ১০ তারিখে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---১০ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়ের কাছ থেকে পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটি হলো ঃ---

"গত ২০ শে এপ্রিল খোয়াই মহকুমার মগলাম-এ জরুন দেববর্মা, সরোজ দেববর্মা ও রতন জমাতিয়া নামে তিন যুবক খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই সম্পর্কেও আমি ১০ই আগষ্ট বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---১০ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়ের কাছ থেকে পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটি হলো ঃ---

"গত ২৫ শে এপ্রিল কৈলাশহরের জমিরছড়া গাঁও প্রধান উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের আঞ্চলিক নেতা সি, পি, এম সভ্য গান্ধী ত্রিপুরাকে টি, ইউ, জে, এস সমর্থক দুরত্তদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এটাও ১০ই আগষ্ট বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ১০ তারিখে বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটি হলো ঃ---

"গত ৫ই মে (১৯৮২) ইং রাত্র অনুমান ৭ ঘটিকায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য ও পূর্ব রামচন্দ্রঘাট গাঁও সভার প্রধান কমরেড রসরাজ চক্রবর্তী আনন্দমার্গ ও আমরা বাঙ্গালী খুনীদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি ভার প্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনু-গ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এ ব্যাপারেও আমি ১০ই আগষ্ট একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ ব্যাপারে ১০ তারিখে বিবৃতি দিতে পারবেন।

## PRESENTATION OF THE 30TH REPORT OF THE PRIVILEGE COMMITTEE

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---প্রিভিলেজ কমিটির ত্রিশতম (৩০তম) প্রতিবেদন রিপোর্ট) উপস্থাপন, বিবেচনা এবং সভা কর্তৃক রিপোর্টটি গ্রহণ করা।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্টটি) সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটি ব্রীচ অব প্রিভিলেজ মোশান ছিল। এটার সম্পর্কে কোন রুলিং দেবেন কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ--আণ্ডার কন্সিডারেশান। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্টটি) সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- এই ব্যাপারটা ফাইন্যালাইজ না হলে প্রিভিল্যাজ কমিটির রিপোর্ট হাউসে পেশ করা পেণ্ডিং রাখা হউক। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার চিঠিতে বলেছি, গত ৪ তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী প্রিভিলিজ কমিটির প্রসিডিংস সম্পর্কে অনেক বেফাঁস কথা বলেছেন। অনেক মেম্বার তখন উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রিভিলেজ মোশান কেন আণ্ডার কন্সিডারেশানে থাকবে? এই হাউস আইন মানছেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রকে হেয় করা হচ্ছে। কাজেই এই হাউসে প্রিভিলেজ কমিটির কোন রিপোর্ট আসতে পারে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি কোন প্রিভিলেজ মোশান এনে থাকেন সেটা সেপারেট কোয়েশ্চান। সেই কোয়েশ্চানের সাথে আগেকার প্রিভিলেজ মোশানের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি আর একটি প্রিভিলেজ মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর বিরোদ্ধে আমরা আশা করব, মাননীয় স্পীকার যথা সময়ে রুলিং দেবেন। সেটা একটা আলাদা মোশান। এখন যে রিপোর্ট এখানে দেওয়া হবে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই সেটাকে আলাদা হিসাবেই দেখা উচিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমি এখানে স্পষ্ট করে বলেছিলাম যে, আমি এর ফাইন্যা-লাইজড করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ---ঐ চিঠির ভিত্তিতে আমি রুলিং দিচ্ছি যে, আপনি যে প্রিভিলেজ মোশান এনেছেন এটা আণ্ডার কন্সিডারেশনে আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---কন্সিডারেশনের কথা বলেছেন সম্পূর্ণটা আপনার

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এখানকার সমস্ত কথা অ্যাক্সপাণ্ড করা হউক।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ----

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- * * * *

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- * * * *

মিঃ স্পীকার ঃ--আমার অনুমতি ছাড়া যে সব কথা বলা হয়েছে তার সব কিছু অ্যাক্স-পাণ্ড করা হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি, প্রতিবেদনটি (রিপোর্টটি) সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "প্রিভিলেজ কমিটির ত্রিশতম (৩০তম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) টি সভায় পেশ করছি।

"প্রেজেন্টেশান অব দি অ্যাইট রিপোর্টস্ অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডার টেকিংস্

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---"পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির অষ্টম (৮) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) উপস্থাপন।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতি-বেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

* * * Expunged as ordered by the Chair.

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির অষ্টম প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।"

মিঃ স্পীকার ঃ-মাননীয় সদস্য মহোদয়দের কঅনুরোধ করছি যে, "নোটিশ অফিস" থেকে প্রতিবেদনের (রিপোর্টের) প্রতিলিপিগুলি, নোটিফিকেশনের প্রতিলিপি, এবং বিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যেগুলি হাউসে পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপ সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ---

"গত ২রা জুলাই বাইখোড়ায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী কমঃ স্বদেশ মজুমদারের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

(গণ্ডগোল) (গণ্ডগোল) (গণ্ডগোল) (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাকে প্রিভিল্যাজ কমিটির ৩০তম রিপোট হাউসে পেশ করার জন্য অনুরোধ করেছি।

(মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মার রিপোর্ট পেশ হবার পূর্বেই শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং, শ্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া দাড়িয়ে হাউসে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দিতে আরম্ভ করেন এবং হৈ-চৈ শুরু করেন। এক সময় শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মেইজটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। স্পীকার তাহাদিগকে বার বার শান্ত হতে বলেন, কিন্তু তাঁরা শান্ত হয় নাই)।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন আপনাদের সামনে মেনশ্যান করতে বাধ্য হচ্ছি কেন না আপনারা আমার আদেশ বার বার অমান্য করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সভার আইন ভঙ্গ করিতেছেন, যে কারণে সভার সামনে যে সমস্ত করনীয় কার্য্যাবলী আছে তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে।

(তথাপি গণ্ডগোল না থামায়)

আমি শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং, নগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্রীরতি মোহন জমাতিয়ার নাম করিতেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, সর্ব্বশ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং, রতিমোহন জমাতিয়া এবং নগেন্দ্র জমাতিয়াকে অদ্যকার অধিবেশনের বাকী সময়ের জন্য সভার কার্য্যাবলী হতে নিরস্ত করা হোক।

(এই প্রস্তাব সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

(অতঃপর উক্ত সদস্য তিনজনকে সভা কক্ষের বাইরে চলে যেতে বলা হয় এবং তাঁরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)

দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশ

মহাশয় ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ---

"গত ২রা জুলাই বাইখোড়ায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী কমঃ স্বদেশ মজুমদারের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ২রা জুলাই বাইখোরায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী কমরেড স্বদেশ মজুমদার খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"

গত ২।৭।৮২ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১১টা ২৫ মিঃ এ বাইখোরা থানার অন্তর্গত পশ্চিম চরকবাই এর শ্রীঅমর মল্লিক বাইখোরা থানায় এই মর্মে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐ দিন বিকাল ৫টা ৩০ মিঃ এর সময় একটি জীপ গাড়ী কংগ্রেসের পতাকা উড়াইয়া "বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে বাইখোরা মুহুরীপুর এবং আগরতলা-সাব্রুম রাস্তার সংযোগস্থলে মুহুরীপুরের দিক হইতে আসিয়া বাইখোরা বাজারে থামে। জীপ গাড়ী হইতে গঙ্গাছড়ার (উদয়পুর) অনিল সরকার), বাইখোরার সুনীল সরকার ও আরও অনেকে নামিয়া যত্রতত্র বোমা ফেলিতে থাকে। ভয় পাইয়া জনসাধারণ বাজার হইতে পলাইতে থাকেন। অভিযোগকারী শ্রীঅমল মল্লিক অবস্থা গুরুতর দেখিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করেন ও বাজারের পশ্চিম দিকে শ্রীমাখন চক্রবর্তীর দোকানের সামনে গিয়া দাড়ান। ঐ সময় তিনি কিছু পুলিশ ও হোমগার্ডকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে শ্রীমাখন চক্রবর্তীর দোকান পার হইয়া যাইতে দেখেন এবং শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, গৌরদাস ভৌমিক, স্বদেশ মজুমদার ও আরও অনেকে দৌঁড়াইয়া পলাইয়া যাইতে দেখেন। ঐ সময় তিনি পুলিশের নিক্ষিপ্ত গুলিতে শ্রীস্বদেশ মজুমদারকে মাটিতে পরিয়া যাইতে দেখেন। ইহা দেখিয়া তিনি বাড়ীতে চলিয়া যান ও পরে শুনিতে পান যে শ্রীস্বদেশ মজুমদার গুলির আঘাতে মারা গিয়াছেন।

এই ঘটনায় বাইখোরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩।১৪৮।১৪৯।৩০২ ও বিস্ফোরক পদার্থ আইন-এর ৩ ধারায় মামলা নং ৫(৭)৮২ নথিভুক্ত করে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। গত ৩ জুলাই হইতে গোয়েন্দা বিভাগ মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন। তদন্তকালে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয় ঃ---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীঅনিল সরকার | চন্দ্রপুর কলোনী | থানা | রাধাকিশোরপুর |
| ২। | শ্রীস্বপন ভৌমিক | ফুলকুমারী | থানা | ঐ |
| ৩। | শ্রীভবেশ চন্দ্র দাস | ঐ | থানা | ঐ |
| ৪। | শ্রীস্বপন দে | ঐ | থানা | ঐ |
| ৫। | শিবু দে | ঐ | থানা | ঐ |
| ৬। | শ্রীসন্তু | ঐ | থানা | ঐ |
| ৭। | শ্রীশিবু চক্রবর্তী | চন্দ্রপুর | থানা | ঐ |
| ৮। | শ্রীসত্যনারায়ণ দে | ঐ | থানা | ঐ |
| ৯। | শ্রীখোকন দাস | উদয়পুর টাউন | থানা | রাধাকিশোরপুর |
| ১০। | শ্রীবরুন কান্তি সাহা | ঐ | থানা | ঐ |
| ১১। | শ্রীকুমুদ চন্দ্র দেবনাথ | মাতার বাড়ী | থানা | ঐ |
| ১২। | শ্রীশ্যামল কান্তি ভৌমিক | ফুলকুমারী | থানা | ঐ |
| ১৩। | শ্রীমিহির চক্রবর্তী | ঐ | থানা | ঐ |
| ১৪। | শ্রীস্বপন চৌধুরী | ঐ | থানা | ঐ |
| ১৫। | শ্রীসুনীল চন্দ্র ভদ্র (ড্রাইভার টি, আর, টি, ২৪৯ জীপ) | রাজনগর | থানা | ঐ |
| ১৬। | শ্রীসুনীল সরকার | পূর্বচরক বাড়ী | থানা | বাইখোরা |

১৭। শ্রীআফরুচি মগ---কনেষ্টবল

১৮। শ্রীপ্রফুল্ল সেন---হেড কনেষ্টবল।

১৯। শ্রীঅমর কৃষ্ণ দত্ত---কনেষ্টবল।

২০। শ্রীস্বদেশ দত্ত---হোমগার্ড।

উপরিউক্ত গ্রেপ্তারীকৃত সকল ব্যক্তিগণকেই উদয়পুর দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার চীফ জুডিশিয়েল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ঘটনাটি এখনও তদন্তাধীন আছে।

অধ্যক্ষ মহাশয়--- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উগর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"গত ৩০ শে জুলাই রাত্রে ধর্মনগরের পশ্চিম পানিসাগর গ্রামে নক্সালপন্থীদের দ্বারা পানিসাগর গাঁওসভার পঞ্চায়েত সদস্য মনমোহন দাসের হত্যা হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ৩০শে জুলাই রাত্রে ধর্মনগরের পশ্চিম পানিসাগর গ্রামে নকসাল পন্থীদের দ্বারা পানিসাগর গাঁওসভার পঞ্চায়েত সদস্য মনমোহন দাস হত্যা হওয়া সম্পর্কে"।

গত ৩১-৭-৮২ ইং তারিখ প্রায় ১১ ঘটিকায় শ্রীমানিক দাস পিতা মৃত মনমোহন দাস ধর্মনগর থানায় ঐ মর্মে অভিযোগ করেন যে গত ৩০-৭-৮২ ইং রাত্রি ৩-৩০ মি কুকুরের চিৎকার শুনিয়া তাহার পিতা মনমোহন দাস তাহাকে ডাকিয়া তোলেন এবং বাহিরে কি হইতেছে দেখিতে বলেন। এই সময় কয়েকজন দুস্কৃতকারীদের মধ্যে চাঁদ মিঞা ও জব্বর মিঞা নামে দুই ব্যাক্তিকে চিনিতে পারেন এবং তাহাদের হাতে দেশী বন্দুক ছিল। মানিক দাস দুস্কৃতকারীদের হাত হইতে পলাইতে চেষ্টা করেন এবং সেই সময় মনা দাস নামে আরও এক ব্যক্তিকে ছোরা হাতে দেখিতে পান। এই দস্তাদস্তির সময় শ্রীমানিক দাস দুস্কৃত-কারীদের হাত হইতে পলাইতে সক্ষম হয় এবং সেই সময় অনিল দাস নামে আরও এক ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন। পলাইয়া যাওয়ার সময় শ্রীমানিক দাস তাহার পিতার ঘরের দরজা ভাঙ্গার ও গুলির শব্দ শুনিতে পান। শ্রীমানিক দাস শ্রীরঞ্জিত দাসের বাড়ীতে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে ঘটনার বিবরণ দেন ও শ্রীরঞ্জিত দাস সহ দ্রুত বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। বাড়ীতে আসিয়া তাহার মাতার নিকট শুনিতে পান যে দুস্কৃতকারীরা তাহার পিতা শ্রীমনমোহন দাসকে উত্তর পশ্চিম দিকে নিয়া গিয়াছে। শ্রীমানিক দাস সেই দিকে যাইয়া তাহার পিতা শ্রীমনমোহন দাসকে গুলির আঘাতে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান। শ্রীমানিক দাসের মাতা ও ছোট ভাই গুলিতে আহত হন। নিহত শ্রীমনমোহন দাসের পুত্র শ্রীমানিক দাসের অভিযোগক্রমে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬, ৩০২, ৩৪ ও অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (এ) ধারায় মামলা নং ২২ (৭) ৮২ নথীভুক্ত করা হয় ও তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হয়।

তদন্তকালে পুলিশ চাঁদ মিঞা ওরফে মুল্লা, জব্বর মিঞা ও মনা দাসকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অপর দুই আসামী পলাতক আছে। শ্রীমনা দাস ও শ্রীঅনিল দাস উভয়েই ঐ এলাকার পরিচিত নকশাল বলিয়া যানা যায়।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসুচী হলো ঃ---

"লেয়িং অব রিপ্লাইজ অব পসপণ্ড কোয়েশ্চান অন দি টেবিল।"

আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি স্থগিত প্রশ্নের উত্তর পত্রগুলি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আই ব্যাগ টু লে দি রিপ্লাইজ অব দি পসপণ্ড কোয়েশ্চান নং ২২, ২৭ এ্যাণ্ড ৩১।

## ANNEXURE—"C"

Mr. Speaker :- I would now request the Hon'ble Chief Minister to read out the corrigendum about the report of the 2nd pay Commission.

Chief Minister :— Mr. Speaker sir, In the statement made by me on the floor of the Assembly on 6-8-82 about the Report of the Second

pay Commission, there were small typographical errors in the enclosure (Fitting of existing scales).

| | |
|---|---|
| Item 5 & 6 | Instead of"....................Sectt. LDCs", it should be,- Sectt L.D. Asstts/L.D. Asstt-Cum-Typist." |
| Item 7 (Revised Scale) | Instead of-"........................ Sect. U.D.Cs", it ehould be,-" Sectt. U.D. Asstts." |
| Item 13 . (Revised Scale) | Instead of" existing Scale at Sl. 20", it should be-" exi·ting scale at Serial 19 but excluding Duputy Secretaries/Joint Secretaries." |

Mr. :— Laying of Notification :—

Mr. Speaker :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— The notification No. F. 10 (20-1)-DSE/79 dated 21.7.82. issued under section 3 of the Tripura Eductional Institutions (Taking over of Management) Act. 1973 extending the period of vesting to govt. in respect of (i) harachandra H/s. School, (ii) Katlamara High School along with its attached Pry. Section (iii) Srinath Vidyanikatan alongwith its attached Pry. Sectian and (iv) Vivekananda H/S-School alongwith its attached Pry. Section."

আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মোটিফিকেশানটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব (শিক্ষামন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to move that the Notifica- No. F. 10(20-1)-DSE/79 dated 21. 7. 82 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Govt. in respect of (i) Harachandra H/S School to Katlamara High School alongwith its attaehed Pry, Section (ii) Srinath Bidyaniketan alongwith its attached Pry. Section and (iii) Vivekananda H/S School alongwith its attached Pry. Section."

## GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Mr Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :- "The Tripura shops and establishments (Amendment) Bill 1982 (Tripura Bill No. 13 of 1982)." আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Biren Dutta (Reveuue Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Shops and Establishments Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 13 of 1982)".

Mr. Speaker :— এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :-

"The Tripura Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 13 of 1982)."

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়)।

Mr. Speaker : — সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :- "The Industrial Disputes (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 14 of 1982)".

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভায় অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত (রাজস্ব মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "I beg to move for leave to introduce "The Industrial Disputes (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 14 of 1982)".

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো Tripura "Industrial Disputes (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 14 of 1982)".

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :-"The report of the Select committee of the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Bill No. 8 of 1982)".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত (রাজস্ব মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Report of the Select Committee of the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Bill No. 8 of 1982). "বিবেচনা করা হউক।"

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- "The Report of the Select Committee on the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Bill No. 8 of 1982) বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মাননীয় অধ্যক্ষ :---অমি এখন একটা ঘোষণা দিচ্ছি, আমার অনুমতি ছাড়া যেসমস্ত কথা বলা হয়েছে বিপক্ষ গ্রোপ থেকে সেগুলি অ্যাকস্পানস্‌ড় করা হল।

এখন বিলটি নিয়ে আলোচনা করবেন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী।

শ্রীবীরেন দত্ত (রাজস্ব মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটি অমি আগেইইন্ট্রো-ডিউস করেছি বিধান সভায়। বিধান সভা সুপারিশ করে এই বিলটিকে এক সিলেকট কমিটিতে নিয়ে যাওয়া হোক। সেই অনুযায়ী সিলেকট কমিটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সিলেকট কমিটির যে রিপোট তা প্রত্যেকটি সদস্যের কাছে পৌঁছে গেছে। আমি শুধু একটি বিশেষ ধারা এই সম্বন্ধে উল্লেখ করতে চাই। ১৮ বৎসর বয়স্ক যারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। অন্যান্য যে সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্ট সম্পূর্ণ সিলেকট কমিটি রেখে দিয়েছেন। কমিটির আলোচনার ক্ষেত্রে "মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ারকিং এর ভিত্তিতে আমরা জনমত হিসাবে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কাছ থেকে সাজেশান পাই। সেই সাজেশানের মধ্যে মূলতঃ যে বিষয়টা ছিল, বর্তমানে যে আইন আছে আমাদের অ্যামেণ্ডমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নোটিফায়েড এরিয়াতে টাকা খরচ করার ব্যাপার তারা সাজেণ্ট করেন যে ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ সরাসরি খরচ করতে পারবে। কিন্তু সিলেকট কমিটি এই সংখ্যাটা খুব নগন্য মনে করে। মৌলিক ভাবে টাকার যে দাম,যেভাবে টাকা খরচ করা হচ্ছে, গভর্ণমেন্টের প্রায়র পারমিশন ছাড়া এই টাকার পরিমাণ বেড়ে ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে। অন্য দিক দিয়ে ট্যাকনিক্যাল যে অসুবিধা-গুলি ছিল সেগুলি সিলেকট কমিটি সংশোধন করেছে। মূলতঃ গতবার বিধান সভায় মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাকটেকে ইন্ট্রোডিউস করে যে বিলগুলি ছিল বর্তমানে সেগুলিই রয়েছে বর্তমানে শুধু খরচের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে তাদের খরচ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করি বিলের ধারাগুলি ১ নং হইতে ১২৬নং পর্য্যন্ত বিলের অংশরূপে গ্রহণকরা হবে এবং সর্বসম্মতিরূপে বিলের ধারাগুলি গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ১২৬ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক।"

(অতএব বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ— "The report of the Select Committee of the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment Bill, 1982 (Bill No. 8 of 1982). পাশ করার জন্য উৎখাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, ' The report of the Select Committee of the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Bill No. 8 of 1982). পাশ করা হোক।"

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ--- "The report of the Select Committee of the Bengal Municipal ( Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Bill No. 8 of 1982)— পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ-- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ— "The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Amendment Bill, 1982 (Tripura Bill No. 12 of 1982) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Datta (Revenue Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Amedment Bill 1982 (Tripura Bill No. 12 of 1982) be taken into consideration.

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ--- আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটির উপর একটু আলোচনা করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত (রাজস্ব মন্ত্রী) ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমানে লেস অ্যাণ্ড রেট কনট্রোল বিলের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকাধে আমরা একটা এমেণ্ডমেন্ট এনেছি। এখানে বাড়ী যদি ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা সম্পর্কে অনেক গুলি পদ্ধতি আছে। যে পদ্ধতিগুলি অনুসরন না করে মালিক কখনও ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে পারে না। আর ভারতবর্ষের সরকারের পক্ষ থেকে এইটা প্রত্যেকটা রাজ্যকে জানানো হয়। কিন্তু যারা ডিফেন্স সার্ভিসে আছে তাদের বেলায় যে সব পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিগুলি অনুসরন করলে পরে দেখা যায় যে, এরা বাড়ী ভাড়ার পর অনেক দিন পর্যান্ত দেশে ফেরার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক দিন পর্যান্ত তারা নিজের বাড়ীতে নিজে প্রবেশ করতে পারে না। নিজের বাড়ীতে নিজে প্রবেশ করার পক্ষে এই যে অসুবিধা, এইটাকে দুর করার জন্য আমরা এই বিলে একটা ছোট্ট অ্যাণ্ডেমমেন্ট এনেছি। এখানে এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া যে আছে সে যদি তার চাকুরী থাকার সময় বাড়ী নিয়ে থাকে এবং ভাড়া নেওয়ার পর তাকে যদি নির্দ্দিষ্ট সব নিয়ম কানুন পালন করতে হয়, তাহলে এটা তার পক্ষে খুবই অসুবিধা জনক হবে। সেই দিক থেকেই এইটাকে একটু সংশোধন করে শুধুমাত্র যারা আমাদের প্রতিরক্ষা কর্মচারী রিটায়ার হয়ে আসবেন এবং তখন নিজের বাড়ীতে যখন যেতে চাইবেন, তখন কিভাবে নোটিশ দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তারা নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারেন, তার জন্যই এই বিলে এই অ্যামেণ্ডমেন্টটা আনা হয়েছে। কাজেই আমি আশা করি আপনারা এই বিলটাকে সমর্থন করে সরকারকে সাহায্য করবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—

"The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Amendment Bill. 1982 (Tripura Bill No. 12 of 1982) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ--"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

( বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহিত হয় )

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---"The Tripura Buildings (Lease aud Rent Conlrol) Amendment Bill, 1982 (Tripura Bill No. 12 of 1982)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত (রাজস্ব মন্ত্রী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) amendment Bill, 1982 (Tripura Bill No. 12 of 1982). পাশ করা হউক।

অধ্যক্ষ মহাশয়---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি, আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---"The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) amendment Bill 1982 (Tripura Bill No. 12 of 1982) পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয়---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---"The Tripura Public Premises (Eviction of unauthorised occupants Bill 1982 (Tripura Bill No. 10 of 1982)".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত (রাজস্ব মন্ত্রী) ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলটিকে উত্থাপন করতে গিয়ে প্রথমেই এইটা বলতে চাই যে বর্তমানে আমাদের আয়ের সরকারের নিজস্ব যে খাস জমিগুলি আছে তাতে যদি কেউ বে-আইনী দখলদার থাকে তাহলে তাকে উচ্ছেদ করার জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। মানে সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন বা সরকার কর্ত্তৃক কোন বিভাগে হস্তান্তরিত করা যে জমি। যেমন ধরুন কোন স্কুল বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য যে জমিগুলি হস্তান্তরিত করা হয়েছে, সেইগুলি থেকে যদি কেউ বলপূর্বক বা ইচ্ছাকৃতভাবে উঠতে না চায় তাহলে তাদের জন্য এখানে বর্তমান আইন অনুযায়ী এই ধরনের বে-আইনী দখল দারী যারা মিউনিসিপালিটি এলাকার ভিতরে বে-আইনীভাবে সরকারী খাস জায়গা দখল করে আছেন, যেখানে সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য দেওয়া জমি করপোরেশান, টি, আর, টি, সি এবং স্কুল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য দেওয়া যে জমি সেগুলিতে যারা বসে আছে তাদেরকে আইন মত উচ্ছেদ করার পদ্ধতি আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হচ্ছে। কারণ সরকারী সম্পত্তি থেকে তাদেরকে দ্রুত উচ্ছেদ করার একটা ব্যবস্থা না হলে আমাদের অনেকগুলি কাজ আটকে থাকছে। এই আইনে কেবলমাত্র বে-আইনী দখলদারদের উচ্ছেদই নয় বে-আইনী দখল করার যে পদ্ধতি চলছে তাকে রোধ করাও ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে যেভাবে যে কোন জায়গা বে-আইনী দখল করা চলছে, সেটা যাতে আর না চলে তার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অসুবিধা এই আইনটা চালু করার পর বিভিন্ন ডেভেলাপমেন্টাল ওয়ার্ক সব ক্ষেত্রে যে সকল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে সেগুলো মিমাংসা করে অতি দ্রুত যাতে উন্নয়নমূলক কাজগুলি করা যায় তার জন্য একজন এস, ডি, অফিসার নিয়োগ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই এস, ডি, অফিসার দেখবেন যে কোথায় কোন স্কুলের সম্পত্তি বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য যে জমি তাহা পাবলিক কর্তৃক বেদখল হয়ে যাচ্ছে কিনা। যদি কোন দখলদার থাকে তবে তাকে ঐ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। তবে যারা ভূমিহীন দখলদার তাদের জন্য এ ভূমির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে যাতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারেন। এই উদ্দেশ্যেই এই আইনটাকে সংশোধন করে আমরা এখানে এনেছি। আমি আশা করি এই সম্পর্কে আর কারো দ্বিমত করবেন না। কারণ সকলেই চান যে রাজ্যের উন্নতি হোক। তাই বেদখলীকৃত জমি উদ্ধার করে আমাদের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে আমরা অতি দ্রুত অগ্রসর করে দিতে পারব এই আইটি পাশ হলে। সুতরাং আমি আশা করি সকলেই এই আইনটাকে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এখানে যে বিলটি উত্থাপন করেছেন আমি সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রথমেই আমি এই বিলটিকে সমর্থন করছি। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এই বিলের মাধ্যমে উচ্ছেদীকৃত ভূমিহীনকে পুনরবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে এই বিলের মধ্যে। সুতরাং আমি দেখতে পাচ্ছি এই বিল পাশ হলে গরীব ভূমিহীনরা কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় এই রকম অসংখ্য আন-অথোরাইজড্ অকুপেন্ট রয়েছেন যারা ভূমিহীন। কিন্তু এই সকল ভূমিহীনরা উচ্ছেদ হলেও তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা নেই কারণ সরকার তাদের জন্য এ বসবাসের ব্যবস্থা করছে। এই সকল কারণে আমি এই বিলটিকে সমর্থন করি।

আমরা দেখেছি বিভিন্ন শহরে, মিউনিসিপালিটি বা নোটিফায়েড এরিয়াতে ডেস্টি-টিউট চিলড্রেন্স' হোম গড়ে উঠেছে। কোথাও রাস্তাঘাট বা সরকারী পুকুর বা ঘর তৈরী হচ্ছে। উন্ননয়মূলক এই সকল প্রকল্পগুলির জমি যদি বেদখলী হয়ে থাকে তবে এই সকল কার্যো বিঘ্ন ঘটবে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যহত হবে। সুতরাং উন্নয়নমূলক কার্য্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যে জমি একিউজিশাস হয়ে গেছে অথচ সে জমি বেদখলীকৃত থাকার ফলে উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করা যাচ্ছে না সেখানে এই আইনের বলে বে-দখলীকৃত জমি উদ্ধার করে সেখানে এই উন্নয়ন-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থাপন করা সম্ভব হবে। এটা যদি না করা যায় তবে আমোদের রাজ্যের উন্নয়ন ব্যহত হবে। অথচ যারা ভূমিহীন তারা যদি বাস্তুচ্যুত হন তবে তাদের জন্য এ বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণে আমি এই আইনটিকে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ আর কেউ বক্তব্য রাখবেন কি না ?

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—

"The Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised

occupants) Bill, 1982, (Tripura Bill No. 10 of 1982)." বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ধারা হইতে ২০নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনিভোটে বিলের উক্ত ধারাগুলি গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ---বিলের শিরোণামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনিভোটে বিলের শিরোণামাটি গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ--- "The Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Bill, 1982, (Tripura Bill No. 10 of 1982)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলটি উত্থাপন করছি। আর সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা কথা বলতে চাই যে অবৈধভাবে যারা সরকারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জমি দখল করে আছে তাদের আমরা উচ্ছেদ করে আমাদের ঐ প্রকল্পগুলিকে অগ্রসর করে নিতে চাই। কিন্তু এই উচ্ছেদটা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে কাউকেই বিপদের মধ্যে পড়তে না হয় বা হেরাসমেন্ট হতে না হয়। ফলে আমাদের উন্নয়নের কাজ ঠিকমত চলবে। আমি আশা করি সকলেই একমত হবেন এবং আমি অনুরোধ রাখছি মাননীয় সদস্যরা উহা গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ--- The Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Bill, 1982, (Tripura Bill No. 10 of 1982). পাশ করা হউক।"

(ধ্বনিভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

## CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE 30TH REPORT OF THE PRIVILEGE COMMITTEE

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "প্রিভিলেজ কমিটির ৩০তম প্রতিবেদনটি বিবেচনা"। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট) বিবেচনার জন্য প্রস্তাব পেশ করতে অনুরোধ করছি।

Shri Amerendra Sharma :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the 30th Report of the Committee on Privilleges be taken into consideration.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- মাননীয় সদস্যরা যদি এর উপর আলোচনা করতে চান তাহলে করতে পারেন। (কিছুক্ষণ থামিয়া) এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "প্রিভেলেজ কমিটির ত্রিশতম প্রতিবেদন গ্রহণ করা। আমি এখন শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর মোশনটি মোভ করতে।

Shri Amarendra Sharma :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the House agrees with the recommendation contained in the 30th Report of the Committee on Previllages.

Mr. Speaker :— Now, the question befare the Hause that the motion moved by Shri Amarendra Sharma—"That this House agrees with the reco-mmendation contained in the 30th Report of the Committee on Privillages."

আমি এই প্রস্তাবটি এখন ভোটে দিচ্ছি।

( প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় )।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ--- এই সর্ভার মাননীয় সদস্যদের আমি জানাচ্ছি যে প্রিভিলেজ কমিটির সুপারিশ যেটি আজ সভা কর্তৃক গৃহীত হলো, তদনুসারে 'দৈনিক সংবাদ এর' সম্পাদক শ্রীভুপেন দত্ত ভৌমিক মহোদয়কে সভায় ডেকে এনে রেপ্রিমেণ্ড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এখন সভা বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী থাকবে।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER
AFTER PECESS AT 2 P. M.

Mr. Speaker :—Hon'ble members under provision of Rule 327 (1)(2) of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly for the diserderly conduct and obstructing the smooth conduc-tion of the proceedings of the House, the following Members have suspen-ded from the sittings of the House for the remaining period of to-day's session (9-9-82)

1. Shri Drao Kumar Reang.
2. Shri Ratimohan Jamatia, and
3. Shri Nagendra Jamatia.

(At this stage, Shri Amarendra Sarma, M. L. A., took the Chair for presiding in the House.

চেয়ারম্যান—মাননীয় সদস্যগণ, সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে সর্ট নোটিশ ডিসকাশন। এই সর্ট নোটিশ ডিস্কাশনটা মাননীয় সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এনেছিলেন। যেহেতু মাননীয় সদস্য, হাউসে উপস্থিত নাই, তাই অন্য যে কোন সদস্য এই সর্ট নোটিশ ডিস্কাশনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। আলোচনার বিষয়বস্তু হল---ত্রিপুরারাজ্যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার সম্পর্কে।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার সম্পর্কে যে আলোচনাটি এই হাউসের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে, আমি তাতে অংশ গ্রহণ করতে চাই। কারণ, আজকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সারা রাজ্যের এই ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ অনেক বেড়ে গিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত দুর্গম এলাকা আছে, সেখানে যেমন এই রোগের প্রকোপ বেড়েছে, আবার নিম্ন অঞ্চলে যেখানে বদ্ধ জলাশয় আছে, সেখানেও এর প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে।

গত ২।৩ বছরের মধ্যে এই ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে আমাদের যে কাজ কর্ম ছিল, সেই কাজকর্মে আমরা অনেক বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ ১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে, তার জন্যও এই কাজ কর্ম কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ এমন অনেক দুর্গম ছিল, যেখানে ম্যালেরিয়া প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা যেতে পারেনি, ফলে এই প্রোগ্রামের কাজকর্ম অনেকটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য দাঙ্গার পরে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসায়, অনেক ক্ষেত্রে এর কাজকর্ম শুরু করা গিয়েছে, যদিও দুর্গম অঞ্চলে এখন সেই কাজকর্ম চালু করা সহজ হয় নাই। অবশ্য ম্যালেরিয়া স্কীমে যে সমস্ত কর্মচারী আছে, তাদের অনেকে ট্রাইবেল থাকলেও সেই সব ট্রাইবেলদেরও দুর্গম অঞ্চলে কাজ করা সম্ভব হয়নি। এখন ১৯৮১-৮২ সালেও এমন অনেক জায়গা রয়ে গেছে যেখানে কর্মচারীরা ডি, ডি, টি ছড়ানোর যে কার্যসূচীকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। অর্থাৎ বিগত ২১ বছরের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রোগ্রামে ডি, ডি, টি স্প্রে করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে কতজন লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের সম্পর্কে যে সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই সব কাজ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠে নি। অবশ্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেই সমস্ত কাজ যাতে ঠিক ঠিক করা যায় বিশেষ করে যে সব দুর্গম অঞ্চল আছে সেই সই সব অঞ্চলে যারা এর সাথে যুক্ত সেই সমস্ত কর্মচারী বা একস্‌পার্ট আছে, তারা যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, তরজন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য কিছু দিন আগে আমাদের এখানে যে সম্মেলন হয়ে গিয়েছে, তাতে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেই সম্মেলনে এই বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সম্মেলনে এটাও স্বীকার করা হয়েছে যে রাজ্যের ভিভিন্ন স্থানে আবার ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটছে এবং তার মোকাবেলা করার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, অর্থাৎ রাজ্যের সঙ্গে এই বিষয়ে বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল, যেমন ঔষধ-পত্র ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সে দিকে কোন নজর দেন নাই। বিশেষ করে ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া এরাডিকেশন প্রোগ্রাম যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা স্কীম, যার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগকে দেশ থেকে উৎখাত করার কথা এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই কর্মসূচীকে রূপায়ণের জন্য তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাবতীয় কাজকর্মের মাধ্যমে এটাকে ঠিকঠিক ভাবে মবিলাইজ করবে সরকার। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য মাত্র ২টি ডিস্ট্রিক্টকে এর আওতায় আনতে রাজি হয়েছেন, অন্য ডিস্ট্রিক্টকে এর আওতায় আনতে তারা রাজী হন নি। তারপর আবার টাকার প্রশ্নেও দেখা যাচ্ছে যে এই প্রোগ্রামটি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার আধা আধি ভাবে কার্য্যকর করার কথা। অর্থাৎ এই ম্যালেরিয়া প্রোগ্রামকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার তার ফিফটি পার্সেন্ট দিবেন কেন্দ্র আর বাকী ফিফটি পার্সেন্ট দিবেন রাজ্য সরকার। কিন্তু ১৯৮১-৮২ সালের আর্থিক বছরে আমরা দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার তার কোটা অনুযায়ী যে ৩৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা,

তার মধ্যে তারা দিয়েছেন মাত্র ২৩ লক্ষ টাকা। আবার অন্য দিকে রাজ্য সরকার তার কোটার ৩৮ লক্ষ টাকা তো খরচ করেছেন বরং অতিরিক্ত আরও ৭ লক্ষ টাকা এই বাবদে বেশী খরচ করে ফেলেছেন। তেমনি ভাবে ১৯৮২-৮৩ সালের আর্থিক বছরে যেখানে এই প্রোগ্রামের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৮০ লক্ষ টাকা, সেখানেও কেন্দ্র তার কোটার যে ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা, বৎসরের ৬ মাস অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই বাবদে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সাহায্য এখন পর্য্যন্ত আসে নি। অথচ রাজ্য সরকারকে একাই এই সমস্ত খরচ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। শুধু কি তাই এই ম্যালেরিয়া রোগকে নির্মূল করার জন্য যে ঔষধপত্র বা অন্যান্য জিনিস পত্রের প্রয়োজন সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহ করার কথা, সেগুলিও ঠিক মত রাজ্য সরকারের কাছে এসে পেঁছায় নি। বিশেষ করে টেবলেট এবং ইন্‌জেকশান যেটা অত্যন্ত জরুরী, সেগুলি পর্য্যন্ত কেন্দ্রের থেকে দীর্ঘদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে দেখা যাচ্ছে যারা এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ বাজার থেকে কেনা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেক দিনের পুরানো ঔষধ যেগুলি স্টকে পড়ে ছিল, যেগুলির ব্যবহার করার ডেইট পর্য্যন্ত এ্যাকসপেয়ার হয়ে গিয়েছে, সেই সব ঔষধের চাহিদা থাকায়, কিছু অসৎ ব্যবসায়ী সেই সব ঔষধ বেশী দামে বিক্রি করবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে যাতে এই রকম কোন ঘটনা ঘটতে না পারে, সেজন্য আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ঔষধের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, এটা আমরা জানি, কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগের প্রয়োজনীয় ঔষধ যেত বাইরে থেকে আনা যায়, তার উদ্যোগ আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের নিতে হবে। আর তৃতীয় হচ্ছে আমাদের এখানকার যে কার্য্যক্রম ম্যালেরিয়া রোগকে নির্মূল করার জন্য বিশেষ মশা মারার জন্য ডি, ডি, টি ছড়ানোর দরকার, সেটাকে ৭৫ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ৬০ দিনের মধ্যে যাতে করা যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করার দরকার। কিন্তু ৬০ দিন করলেও, এরমধ্যে যেসব জায়গাতে এটা করা সম্ভব হবে না নয়, তবু আমাদের দিক থেকে যে উদ্যোগ নেওয়ার দরকার, সেটা অবশ্যই আমাদের করা উচিত। আবার অন্যদিকে এখনও দেখা যায়, আমাদের ঔষধ আছে, স্প্রে করার মেশিন নাই, স্প্রে করার মেশিন আছে তো ঔষধ নাই, এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে যাতে আমাদের না পড়তে হয়, সেই ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। আবার এমনও হয় যে, মেশিনগুলি আছে সেগুলি অনেক সময় অকেজো হয়ে পড়ে থাকে, সেগুলি কাজের সময় ব্যবহার করা যায় না। কাজেই এই কাজের জন্য আমাদের উদ্যোগ দুই দিক থেকে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এই যে স্প্রেয়ার মেশিন কিছুদিন আমি একটা সরকারী হিসাব থেকে জানতে পেরেছি যে যদি আমাদের ঠিক ঠিকভাবে কাজ করাত হয় তাহলে আমাদের ৪০০টি মেশিনের দরকার। কিন্তু আমাদের হাতে মাত্র ১১৪টি মেশিন আর বাকী ২০০।৩০০টি মেশিনের অভাব আছে। তাছাড়া গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে যেসব মেশিন পাঠান হয় সেই মেশিনগুলি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় ফলে এই মেশিনগুলি ঠিক ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। তার উপর আছে স্লাইড--এই স্লাইডের অভাবেও আমরা---আমাকে বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা বলেছেন যে তারা এই স্লাইডের অভাবে ঠিকভাবে কাজ করতে পারেন না সেইদিক থেকে আমাদের

কাজ কর্মের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। সেই সব স্পেয়ার পার্টস না থাকার ফলে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোসকোপগুলি---আমাদের ২৮টি প্রাইমারী হাসপাতাল আছে এবং সাবডিভিশন্যাল হেডকোয়ার্টারগুলিতে মহকুমা হাসপাতালও রয়েছে। সেইসব সেন্টারগুলিতে বিভিন্ন রোগীদের এবং সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগীদের রক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে সেই সুবিধাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই সব মাইক্রোসকোপগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে। তাছাড়া অধিকাংশ পি. এইচ. সি.গুলিতে মাইক্রোস্কোপ নাই। সেই সেন্টারগুলিতে মাইক্রোস্কোপ না থাকার ফলে স্লাইড সংগ্রহ করে পাঠাতে হয় যাতে ঠিক মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় সেক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে যে আমাদের স্লাইডের সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে নাই। যদি তাহাদের ঠিক ঠিকভাবে কাজ চালাতে হয় তাহলে আমাদের ২ লক্ষের মত স্লাইডের দরকার কিন্তু আমাদের হাতে যথেষ্ট সংখ্যক স্লাইড নাই এবং যে সমস্ত স্লাইড আছে সেগুলিও ঠিক ঠিকভাবে রক্ষার ব্যবস্থা নাই। সুতরাং সেইদিক থেকে পি. এইচ. সি, ডাক্তারদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা দরকার যাতে তারা সেই কাজগুলি ঠিকভাবে করতে পারেন। স্যার, আরও দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে স্লাইড পাঠানোর পরেও দেখা গিয়েছে যে দপ্তর থেকে এই ব্যাপারে এইগুলির ব্যাপারে কার কি দায়িত্ব সেই জিনিষটা ঠিকভাবে নির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে না। যে জন্য দেখা গিয়েছে যে স্লাইডগুলি সংগ্রহ করে পাঠানোর পরেও সেগুলি পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা থাকে না। আবার অনেক সময় দেখা গিয়েছে কোন রোগীর ব্যাপারে পজিটিভ হলেও তার যে ঠিক ঠিক ভাবে ঔষধ দেওয়া দরকার সেটা আর হয়ে উঠছে না। বিশেষ করে উপজাতি এলাকাগুলিতে এই ধরণের সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি বিলোনীয়া সাবডিভিশনাল হাসপাতালেও এন্টার কুইনাল নাই রোগীদের দেওয়ার জন্য। জিজ্ঞাস করার পর জানা গেল যে সেন্ট্রাল স্টোর্স থেকে পাঠান হয়নি। এই ব্যাপারে দপ্তরের খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল যে বাইরের বিভিন্ন ইউনিটগুলোর যে সব রিটান পাঠানের কথা আছে তারা সেই সব রিটার্ণগুলি ঠিক সময়ে না পাঠানোর ফলেই এটা হচ্ছে। কারণ তার, জানতে পারছে না যে কার কি ঔষধ দরকার এবং তারা সেজন্য নূতন করে কোন ঔষধ পাঠাতে পারছে না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছুদিন এইসব ট্যাবলেট-গুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিতরণ করা হত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এটার আর কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে আর সেগুলি বিতরণ করা হচ্ছে না। এবং বি. ডি. সির মিটিংয়েও দপ্তরের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন না সেজন্য কোথায় কি কি ঔষধ দবকার সেটা তারা আর জানতে পারছে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে দপ্তর থেকে যেন প্রতিনিধি বি. ডি. সি.র মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন যাতে সমগ্র অঞ্চলের পরিস্থিতি জেনে নিয়ে দপ্তর ম্যালেরিয়া দূরীকরণের ব্যাপারে কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে। অবশ্য এই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট কর্মীর অভাব আছে সেই জন্য আমি দপ্তরকে অনুরোধ করব যে দপ্তর যেন নূতন নূতন পোষ্ট তৈরী করেন যাতে বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলের উপজাতি এলাকাগুলিতে এইসব ঔষধগুলির ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ পায়। এবং আমি অনুরোধ করব সেজন্য

যাতে উপজাতি অংশের কাছ থেকে কর্মী সংগ্রহ করা যায় কিনা সে ব্যাপারে দপ্তর কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেবেন।

আমরা দেখেছি কোন জায়গায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সেখানে দ্রুত টীম পাঠানো সম্ভব হয় না। এই দিক থেকে আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এটুকু আমি বলতে চাই রাজ্য ভিত্তিক সম্ভব না হলে অন্ততঃ জেলা ভিত্তিক একটা কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কোন জায়গায় ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দিলে সেখানে যাতে দ্রুত ঔষধপত্র গাড়ী ইত্যাদি দিয়ে উপকার করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। বিশেষ করে রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের দুর্গম অঞ্চলে অন্ততঃ মহকুমা ভিত্তিক এই ধরণের টীম করা যায় সেই চেষ্টা করা উচিত। তারপর উন্নত ধরণের স্প্রে সংগ্রহ করা দরকার। একটা স্প্রে স্কোয়াড তৈরী করার দরকার যাতে রাজ্যের সর্বত্র দ্রুত স্প্রে করা যায়। ম্যালেরিয়া রোগের প্রিভেনটিভ কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন যাতে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতিলাভ না করতে পারে। এই সমস্ত কাজ করার জন্য ন্যাশনেল ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম আছে এবং তার কর্মসূচী আছে এবং সেটা যাতে এখানে আরও বেশী সম্প্রসারিত হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যেরও দরকার আছে। সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও সাহায্য দিতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—ফেজুর রহমান।

শ্রীফেজুর রহমান—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ম্যালেরিয়া রোগের উপর মাননীয় সদস্য যে শর্ট ডিসকাশন উত্থাপন করেছেন আমি তার উপর কিছু বলতে চাই। রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দিয়েছে। গরীব অংশের মানুষ টাকা পয়সার অভাবে এই রোগের চিকিৎসা করতে পারেন না। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে যে সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন তারা বিভিন্ন জায়গায় ম্যালেরিরা রোগ দেখা দিলে সেখানে যান না। তারপর ঔষধপত্র স্প্রে মেশিন আছে কিনা তারও খবর নেননা। ধর্মনগরের পাহাড়ী অঞ্চলে আমরা দেখেছি যেমন দামছড়া, কাঁটাছড়া এবং জম্পুই এলাকার অনেক গাঁওসভা আছে। সেই সমস্ত জায়গাতে আমরা খবর নিয়ে জেনেছি কর্মচারীরা সেখানে যান না। বি. ডি. সি'র মিটিংএ উনাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতে পারেন না কোথায় ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। কাজেই এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করতে যে সমস্ত ঔষধ-পত্র এবং যন্ত্রপাতির দরকার সেগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে টাকা দিচ্ছেন তাও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই রোগ থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে আরও টাকার দরকার। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :---শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছেন সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে দিয়ে কিছু বলতে চাই। আজকের দিনে ম্যালেরিয়া রোগে মানুষ মারা যায়

এটা হতে পারে না। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটছে তাতে সন্দেহ জাগতে পারে যে কেউ মারা যায় কি না। আমি ঠিক জানি না। শুনলাম যে দুইজন নাকি মারা গেছে। এই রকম একটা অভিযোগ এসেছে এটা গভর্ণমেন্ট দেখবেন। রাজ্য সরকারের আওতায় যেটুকু ব্যবস্থা আছে সে টুকুর দ্বারা ম্যালেরিয়া নির্মূল করা যায়। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত কর্মচারী এই কাজে নিযুক্ত আছেন তারা নিশ্চয়ই তাদের কাজ ঠিক ঠিক পালন করছেন না। তারা কাজ করছেন না একথা আমি বলছি না। আমার মনে হয় তারা ঠিক ভাবে কাজ করলে এভাবে ম্যালেরিয়া রোগ এই রাজ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে না। ম্যালেরিয়া রোগের প্রিভেনটিভ যে ঔষধ সেই ঔষধ ঠিক ঠিকভাবে প্রয়োগ করলে এবং ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার সংগে সংগে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে এই রোগ বিস্তারলাভ করতে পারে না। কমলপুর ধলাই ছড়া, বামন ছড়া, উছাই ছড়া প্রভৃতি এলাকার বিভিন্ন গাঁওসভায় ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দিলে একজন ডাক্তার সেখানে গিয়ে তার ব্যবস্থা করেন। যেমন ছাট গাঁওয়ের কথা। ছাট গায়ের কথা এখানে বলছি এই কারণে যে, যেহেতু বিষয়টির উপর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখানে একটি ডিস্পেনসারী আছে যে ডিস্পেনসারী দুই বছর যাবৎ ভেঙ্গে পড়ে আছে। মেরামত হয়নি। কাজেই ঔষধপত্র সেখানে রাখা যায় না। কম্পাউণ্ডার একজন আছেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই বাইরে থাকেন। মেডিক্যাল অফিসার যান না। নদীর অপর পারে ডিস্পেনসারী এবং ডাক্তার থাকলেও সেখানে নদী পার হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা দুই বছর যাবৎ বি. ডি. সি. থেকে বা গাঁওসভা থেকে বার বার বলেছি তা সত্বেও ডিস্পেনসারীটি মেরামত করা হয় নি। স্বাস্থ্য দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা পূর্ত্ত দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করতে বলে। পূর্ত্ত দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করলে বলে টেণ্ডার দিয়েছি। যে কন্ট্রাক্টর কাজ পেয়েছে সে কাজ করছে না। আমাদের বার বার বলা সত্বেও পূর্ত্ত দপ্তর থেকে সেই কন্ট্রাক্টর বাতিল করে নূতন কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করা হয় নাই। কাজে কাজেই সাধারণ একটা রোগের জন্য একটা সাধারণ ঔষধ আমরা সেখানে পাই না। কাজেই স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে অনুরোধ রাখছি, তাঁরা ঐ জিনিষটা খুব গুরুত্ব নিয়ে দেখুন। ম্যালেরিয়া বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিচ্ছে। এটাকে যুদ্ধকালীন অবস্থার মত মনে করে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হয়, তাহলে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার হবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন ডিস্পেনসারী বা হেলথ সেন্টারগুলিতে ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না। মরাছড়ার ভেতরে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার গঠিত হবার পর ৬/৭ বছরের মধ্যে একজনও মেডিকাল অফিসার ছিলেন না। কম্পাউণ্ডার কাজ চালাচ্ছে। বর্ত্তমানে ১/২ জন আছেন। বার বার চেষ্টা করা সত্বেও ঔষধ সেখান থেকে পাওয়া যায় নি। ঔষধ আছে। কিন্তু টাল বাহনা করে দেওয়া হয় নি। যার ফলে সেইখানকার লোকেরা একটা সাধারণ রোগের জন্যও ঔষধ পাচ্ছে না। কাজেই স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে অনুরোধ থাকবে, এই দিকে নজর দিন। আমি এখানে বলতে চাই, ত্রিপুরার মত অনুন্নত রাজ্য যেখানে সাধারণ গরীব মানুষ তাদের ঘর দরজাই ঠিক রাখতে পারে না তারা নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে পারবে এ আশা করা যায় না। এই জন্য রাজ্য সরকার থেকে অর্থ দাবী করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করছেন না। জনসংখ্যা বাড়ছে সেই সংগে সাথে রোগও বাড়ছে কিন্তু তার সাথে তাল রেখে ঔষধের বরাদ্দ বাড়ছে না যার ফলে ঔষধ নিয়ে টানা হেঁচড়া চলে, ঔষধ পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই

কেন্দ্রীয় সরকার একটা রাজ্যের মানুষের জন্য দুইটি কুইনাইন্ ইনজেশান দিতে পারবেন না, এটা আশ্চর্যজনক। এটা উদ্দেশ্য মূলক। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এভাবে এড়িয়ে চলবে তা হতে পারে না। রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে, তাঁর সহায় সম্বলের মধ্যে যা পারছেন তা এই ক্ষুদ্র ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্যের মানুষের জন্য করছেন। এই অনুন্নত রাজ্যের মানুষ যার ৮২ শতাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে তাদের পরিবর্ত্তন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা আমরা লক্ষ্য করেছি। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণের স্বার্থে ঔষধের জন্য অর্থের বরাদ্দ আরো বাড়ানোর জন্য দাবী করছি এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আরো বেশী উদ্যোগ নিয়ে যাতে ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করার চেষ্টা করেন এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ---মাননীয় চেয়ারম্যান, আজকে যে আলোচনা ম্যালেরিয়া সম্পর্কে এসেছে তার মধ্যে আমার কিছু বক্তব্য আমি রাখছি। আজকে আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি সেই যুগকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক যুগ। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে আর আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। ম্যালেরিয়া এমন একটা রোগ নয় যেটাকে প্রতিরোধ করা যায় না। কারণ, এটা একটা বিশেষ ধরণের মশার থেকে রোগ ছড়ায় সে মশার নাম এনোফেলিশ। মশাকে ধ্বংস করতে পারলে মানুষকে ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমন থেকে রক্ষা করা যায়। আজকে যে কথাটা ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছে সেখানে বলত চাই, রাজ্যের যে সরকার তার ক্ষমতার মধ্যে থেকে সারা মশক কুলকে ধ্বংস করতে পারবেন না। যদি সমস্ত মশককুল ধ্বংস করা না যায়, তাহলে ম্যালেরিয়াকে নির্ম্মূল করা যাবে না। আমার পাশের দেশ বাংলা দেশ। আমার এখানে ডি, ডি, টি স্প্রে হলে তার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের ম্যালেরিয়ার আক্রমনকে রোধ করা যাবে না। বাংলা দেশ থেকে মশক কুল উড়ে এসে কামড়ালে আবার ম্যালেরিয়া হবে। কাজেই এই ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, এটা যেমন ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্ব, তেমনি ভারত সরকারের দায়িত্ব হলেও সর্বোপরি আছে বিশ্ব সংস্থার দায়িত্ব। সেও এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করার জন্য সারা বিশ্ব থেকে যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাতে আমরা আজকে এই ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা না নিতে পারি, তাহলে এই আক্রমনকে সঠিক ভাবে রোধ করা যাবে না। এটা পরিষ্কার কথা। কিন্তু যেহেতু বিশ্ব সংস্থা কাজ করছে না, কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে না সুতরাং আমরা কি বসে থাকব। এটা হয় না। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে যাব। ১৯৮০ সনের দাঙ্গা হলো যে দাঙ্গা কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের স্বার্থে সৃষ্টি হয়েছিল। তারা এই সন্দেহের অবকাশ ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল বলেই ডি, ডি, টি স্প্রে করার জন্য দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে কর্মচারীরা যেতে চায় না। যেতে পারছেন না তা নয় টাল বাহনা করে যেতে চাচ্ছেন না। ১৯৮০ এর দাঙ্গার পরে আজকে ১৯৮২ সাল এই দুই বছরের মধ্যেও আমার সাব্রুমের মধ্যে এমন কয়েকটি এলাকা আছে যেখানে আজও ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়নি। যেমন আমতলী, চেলাগাঙগ, বাগমারা এই সব কিছু দুর্গম এলাকা আছে এই সব জায়গায় আজও ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়নি।

এই রকম কোন সুযোগ কাছাকাছি ১০ থেকে ১২ মাইলের মধ্যে এই রকম কোন জায়গা নেই যেখান থেকে এই রোগটা পর্যবেক্ষন করতে পারবেন। সারা ম এমন একটা জায়গা সে অঞ্চলের মধ্যে কোন কিছুরই কোন সুবিধা নেই। আমরা দেখেছি আগে কিছু কিছু স্লাইড নেওয়া হতো অর্থাৎ যাদের ম্যালেরিয়া জ্বর হতো তাদের রক্ত পরীক্ষার জন্য নেওয়া হতো কিন্তু আজকে এক বছর ধরে সেই স্লাইড নেওয়া হচ্ছে না। আমি বার বার হাসপাতালে অনুরোধ করেছি আপনারা স্লাইড নেবার ব্যবস্থা করুন কিন্তু তাঁরা বলছেন স্লাইড পাওয়া যাচ্ছে না। স্লাইড পাওয়া না গেলে কিভাবে রক্ত নেওয়া হবে। আমরা বি. ডি. সি থেকে ঠিক করলাম যারা লেখাপড়া জানে তাঁরা নিজেরা রক্ত নেবে, রক্ত নিয়ে আপনাদের দেবে তখন আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন। প্রিকুয়িশ্যানের ব্যবস্থা করবে। আমাদের কিছু স্লাইড দেওয়া হলো আমরা রক্ত নিলাম, তারপর পরীক্ষা করে জমাও দিলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হলো না। ১৯৮১ সালে রক্ত নেওয়া হয়েছে কিন্তু ১৯৮২ সালে রক্ত নেওয়া হয়নি। আমি বার বার অনুরোধ করেছি যে কিছু অন্ততঃ দিন কিন্তু কোন খোজ-খবর নেই। এটা দেখার কোন লোক আছে বলে মনে হয় না। কাউকে বলেও কিছু লাভ নেই। এই অবস্থার মধ্যে চলছে কিন্তু এভাবে তো চলতে দেওয়া উচিত নয়। তারপর ডি. ডি. টি স্প্রে করতে গেলে যে অসুবিধাগুলি দেখা দেয় সেগুলি হচ্ছে মেশিন ঠিক মতো থাকে না। তাছাড়া একটা গ্রামে কত পরিবার আছে তার একটা লিস্ট দেওয়া হয় কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। কারণ রিপোর্টের মধ্যে যে লোক দেখা গেল ডি. ডি. টি স্প্রে করতে গিয়ে দেখা গেল যে তার চেয়ে দেড়শো পরিবার বেশী কাজেই যে ঔষধ তারা নিয়েছে সে ঔষধ দিয়ে সব কাজ করতে পারবে না কারণ অর্ধেক হয় আর অর্ধেক হয় না। তারা তো কিছু করতে পারবে না তার জন্য কারণ যে ঔষধ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়েই তারা গন্তব্য স্থানে গিয়েছে কাজেই এটাকে ঠিক করার কোন ব্যবস্থাই নেই। যদি প্রত্যেক গ্রামের পরিবার সঠিক তথ্য দেওয়া যায় তাহলে ঠিক ভাবে ঔষধ স্প্রে করা যাবে। আর একটা কথা যেটা আমি বলতে চাই যে টাস্ক ফোর্স গঠন করার কথা যেটা বলা হয়েছে যে বসন্তের রোগ হলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে খবর নেওয়া হয় এবং যাতে জার্ম ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য সঙ্গে সঙ্গে টাস্ক ফোর্স থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়। আমার মনে হয় ম্যালেরিয়া সম্পর্কেও সেই রকম টাস্ক ফোর্স গঠন করা দরকার। যেখানে ম্যালেরিয়া হবে সেখানে চারিদিকে ডি. ডি. টি ছড়িয়ে দিতে না পারলে আমার মনে হয় না যে এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারবো। যদি রাজ্য সরকার গ্রামাঞ্চলে এই রকম একটা উদ্যোগ নেন তাহলে এটার প্রতিরোধ করতে পারবো। কারণ আমরা দেখেছি ম্যালেরিয়া হলে কুইনাইন ইনজেকশান দেওয়া হয় কিন্তু গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালে এখন কুইনাইন ইনজেকশ্যান পাওয়া যাচ্ছে না, বাজার থেকে কিনতে হয়। এখন এমন অবস্থা হয়েছে বাজারে গিয়েত ইনজেকশ্যান পাওয়া যাচ্ছে না। এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকার যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন তাহলে ইনজেকশ্যান পেতে খুব বেশী অসুবিধা হবে না। কিন্তু একটা জিনিষ আজকাল দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ইনজেকশ্যান দিলে জ্বরকে আটকানো যাচ্ছে না মানে মাসকুলার ইনজেকশ্যান দিয়েও ম্যালেরিয়ার কিছু হচ্ছে না, সেলাইনের

সঙ্গে মিশিয়ে ইতজেকশ্যান দিতে হচ্ছে। ডিক্স কুইনাইন কিন্তু আমি ঠিক জানি না এটাকে ডিকস কুইনাইন বলে কিনা কারন এটা তো ডাক্তারি টামর্স আমি ডিকস্ কুইনাইন শুনেছি তাই বলছি। এটার বাস্তব কথা হচ্ছে ডিকস্ কুইনাইন ইনজেকশ্যান না দিলে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ হবে না কিন্তু যেখানে কুইনাইন ইনজেকশ্যান পাওয়া যায় না সেখানে এটা দেবে কি করে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটাও ঠিক যেখানে হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে। আর যেখানে দূরবর্তী অঞ্চলে, সেখানে মানুষকে কুইনাইনের ট্যাবলেট বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসতে হয়। তাছাড়া আর কোন উপায় নাই। অর্থাৎ গরীব মানুষের চিকিৎসার কোন সুযোগ নাই। জুমিয়ারা যারা পাহাড়ের উপরে আছে, ১৫ মাইল ১৬ মাইল দূরে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসার কোন সুযোগ নাই। সেখানে ২-৪ জন যে মারা যাচ্ছেনা, তা নয়, সেখানে ঔষধের অভাবে ২-৪ জন মারাও যাচ্ছে। এই রকম ঘটনা ঘটছে। কাজেই সর্বোপরি আমার বক্তব্য থাকবে যে আমাদের এই ম্যালেরিয়া জীবানুকে ধ্বংস করতে হবে। ম্যালেরিয়াকে নির্মূল করতে হলে, আমাদের যে কর্মী ভাইরা আছেন, যারা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করবে তাদের এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ করে তুলতে হবে। ডি, ডি, টি স্প্রে, নিয়মিত ঔষধ বিলি, টাস্ক ফোর্স গঠন করে নিদিষ্ট এলাকাকে ঘেরাও করে ম্যালেরিয়া বীজানুকে নির্মূল করা, যেখানে হাসপাতাল বা ডিস্পেনসারী আছে সেখানে কুইনাইন ইন্জেকশান, ট্যাবলেট সাপ্লাই হয়ত একেবারে নির্মূল করা যাবেনা কিছুটা কনট্রোল করা যেতে পারে। ম্যালেরিয়ার বীজানু নির্মূল করতে হলে শুধু মাত্র ত্রিপুরা সরকারের ক্ষমতা নেই, যেটা আমাদের ভারতবর্ষের যে সরকার সেও পারবেনা যদি না বিশ্ব সংস্থা থেকে এই দায়িত্ব না নেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব নিতে হবে। কারন আমাদের পাশেই ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বর্ডার। মশার কোন ইন্টার ন্যাশনাল বর্ডার নেই। সে উড়ে আসবে, এসে কামড়াবে। আবার আমাদের ম্যালেরিয়া হবে। কাজেই এটাকে নির্মূল করা যাবে না। নির্মূল করতে হলে সমস্ত পৃথিবীকে একসঙ্গে এই ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কাজেই এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরাম কুমার দেববর্মা।

ঃ কক-বরক ঃ

শ্রীরাম কুমার দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য কক্বরক ভাষায় রাখব।

মানগীনাঙ Chairman Sir, গত ৩১ তারিখ আর রইস্যা বাড়ী অ থাংগ। আর থাং নুগুইখা নক বুরুম বুরুম কুলুম। নগ খরকনাই খরকথাম, কাম কাজ বন্ধ, ডাক্তারখানা থাংখেইব, আর সাধারন একটা ডাক্তারখানা তংগ, Compounder খরকসা আর বিখি মানয়া। যার ফলে বাজার' বিখি পাইনা বষ্ইসা কীরীই আ অব-স্থায় বরক অনেক অসুবিধায় ভুগিথা আ কক-বরক সাঅ। শিলাছড়ি বীথাকনি খবর বহাইন মাননা অনেক বরক সাঅ আইলমারা বাজার য়গ নুনবাইমানি নক বুরুম বুরুম তবে প্রধান সাঅ D. D. T. রীমানি পরে কিসা কমিখা। আর D.D. T. মারীখা ভরূপায় অমরপুর নতুনবাজার সেই অবস্থান। লুমমগন ৩।৪ জন, কাম কাজ বন্ধ।

কাজেই অমেক অসুবিধা। করবুক ডাক্তারথানা নি ডাক্তার ব আন' সাখা সালসা সালসা ৪০।৫০ জনা ন লুমমানি বিথি মা রীঅ। আনি অর তাই বিথি কীরাইখা বিথি মা তুব-নাই। তাই D.D T সম্পর্কে একটা খবর মাননা। D.D.Tনি staff রগ বরক নি Survelence Worker ন তীই সামুং তাংনা থাংকুরুখে বরকনি সিনিজাক জাগা আর সিমি:স থাংগ, এবং বরকনি পছন্দমত কামিঅ থাগীই মাই চাঅই রাজনীনি খীলাই অ বরক খুব সমিতিনি মনোমত বরক আবতীহ জাগাসো থাংগ। কান কাম খীলাখয়া যে সময় করবুক থানা আক্রমন আঁংখা আসরুনি নিথি বরকনি মীথাং নুকয়া । কোন কাজ অ Servelence Worker নি দ্বারা আঁংয়া।আহাই অবস্থা চলিই তংখে এলাকাঅ বামফ্রন্ট সরকারনি প্রতি আস্থা তংগীলাক এলাকানি বরকনি। লুমলাইমানি দ্বারা কাম কাজ বন্ধ আঁংনাই, আবলে চায়া আ কক বরক মানাইখুরুম বুরুম সাঅ। এই অবস্থার সঙ্গে চাঁং তেইব নুগ গণ্ডাছড়া অ একমাত্র Primary Health Centre ছাড়া এবং রইস্যা বাড়ী আরত' Compounder সি তংগ তাই বিথি মাননানি সুবিধা কীরাই অনেক হাচালনি বররক কাই বিথি সময় মতো মানয়া। বরক ফাইব মানয়া। এই ধরনের অসুবিধা অ বরক ভুগিই তংখা। খবর মাননা জগবন্ধু পাড়া নি প্রধানি বীমা-জীসে লুমীই থীইঅ। এই অবস্থায় নিশ্চই বামফ্রন্ট সরকারনি পক্ষথেকে আর' বিনি দায়িত্বপূর্ন স্বাস্থ্যদপ্তর নি মন্ত্রীন আং অনুরোধ খীলাই অ ঐ এলাকা অ তাড়াগড়ি বিথি রগ মাননানি ব্যব্যস্থা খালায় রীয়া হীনবে চিনি তেইব বিপদ আঁংনাহ। আবন ব্যবস্থা খীলাইদি হীনীই আর আসন কক পাইরীইখা। বঙ্গানুবাদ ঃ--

মাননীয় Chairman Sir, গত ৩১ তারিখে আমি যখন রইস্যা বাড়ীতে যাই তখন সেখানে গিয়ে দেখি ঘরে ঘরে জ্বরের প্রকোপ। প্রতি ঘরে ৩।৪ জন করে জ্বরে ভুগছে। কাজ কর্ম বন্ধ, ডাক্তার খানায় গেলেও সেখানে খুব সাধারন একটা ডাক্তার খানায় একজন মাত্র Compounder রয়েছেন, সেখানে ঔষধ পাওয়া যায়না। যার ফলে বাজারে ঔষধ কিনতে হলেও পয়সার অভাব, এ অবস্থায় সেখানকার মানুষের অসুবিধায় রয়েছেন, শিলাছড়ি এলাকার খবরও তাই, অনেকেই বলেছেন আইলমারা বাজার ইত্যাদি এলাকার প্রতি ঘরে জ্বর ছড়িয়ে পড়েছে। তবে প্রধান বলেছেন D.D.T. ছড়ানো হয়েছে এবং তার পরে কিছু কমেছে। এর পর অমরপুর নতুন বাজার প্রভৃতি এলাকাতেও জ্বরের প্রকোপ রয়েছে সেখানেও প্রতি ঘরে তিন চার জন করে ভুগছে। করবুক ডাক্তার খানার ডাক্তার আমাকে বলেছেন প্রতিদিন ৪০/৫০ জন লোককে ঔষধ বিলি করতে হয়, যার ফলে আমার এখানো ঔষধ ফুরিয়ে গেছে ঔষধ নতুন করে আনতে হবে। আর D. D. T. সম্পর্কে একটা খবর আমি পেয়েছি D.D.T. র staff রা যখন কাজে যান তখন সেখান কার একজন Survelence Worker কে নিয়ে তারা বিশেষ বিশেষ পরিচিত গ্রমেই যান। যেখানে গিয়ে উপজাতি যুব সমিতির মনোমত বাড়ীতে উঠে খাওয়া দাওয়া করেন এবং রাজনীতি করেন। ঐ Servelence Worker কে গতবারে যখম করবুক থানা আক্রমন করে তার পর থেকে আর দেখা যায়নি। কোন কাজই করে না। এমত অবস্থা চলতে থাকলে এলাকায় বামফ্রন্ট সরকারের আস্থা থাকবে না। জ্বরের জন্য কাজ কর্ম বন্ধ থাকবে, এটা সঙ্গত হতে পারেনা বলে এলাবাসীর অভিমত। এ অবস্থায় সঙ্গে আমরা আরও

দেখি গণ্ডছড়ায় একমাত্র Primary Health Centre, এবং রইস্যা বাড়ীতে একটা ডাক্তারখানা ছাড়া আর অন্য কোন সুবিধা নেই। ফলে দূরদুরান্তের বহু মানুষ সময় মত ঔষধ নিয়ে যেতে পারেন না কিংবা এলেও ঔষধ পত্র পাননা। এই ধরনের নানা অসুবিধার মধ্যে ওখানকার মানুষ রয়েছেন। খবর পেয়েছি জগবন্ধু পাড়ার গ্রাম প্রধানের মেয় জ্বরে মারা গেছেন। এ অবস্থায় নিশ্চই বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে আমাদের যে দায়িত্ব পুর্ন স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করবো সেখানে যেন অতি সত্ত্বর ঔষধ পত্র পাঠানো হয় না। পাঠানো সমূহ রিপদের সম্ভাবনা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়াঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। কারণ এই যে ম্যালেরিয়া এটা সব জায়গায়ই একই অবস্থা। বিশেষ করে ট্রাইবেল অধ্যুষিত যে এলাকা আছে সেখানে ঠিকমত ঔষধ পাওয়া যায়না, যার দরুণ ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে সেখানে অনেক লোক মারা যায়। কাজেই ঠিকমত যদি ঔষধ না পাঠানো হয় তাহলে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। যারা দূরবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করে, তারা ঠিকমত ঔষধ পায়না। কাজেই আমার অনুরোধ হেল্থ সেন্টারের মাধ্যমে যাতে করে ঠিকমত ঔষধ পাঠানো হয় এবং তার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করা দরকার। আমার মনে হয় ক্লাস সেভেন বা এইট পড়া যুবকদের হেল্থ সেন্টারের মাধ্যমে ট্রেনিং দিয়ে তাদের যাতে কাজে লাগানো যায়। তাহলে হয়ত কিছুটা সমস্যার সমাধান করা যাবে। কিছু কিছু জায়গা আছে যেমন ধ ন দেবপুর কোয়াইফাং ইত্যাদি জায়গায় মানুষ ভয়ে যেতে চায়না। কারণ সেখানে ত মানুষ কিছু কিছু খুন হয়েছে। এই ভয়ে কেউ সেই জায়গাগুলিতে যেতে চায়না। এই স ল ভয় যদি মানুষের মন থেকে দূর করা না যায় তাহলে সেখানে কেউ যেতে চাইবে না। কিছু ট্রেনিং দেওয়া লোক সেখানে পাঠাতে হবে, ঔষধ বিলি করার জন্য ডি. ডি. টি স্প্রে করার জন্য তা না হলে ম্যালেরিয়ার বীজানু নির্মূল করা যাবে না। সুদুর দুর্গম এলাকাতে এর আক্রমণ বেশী দেখা যায়। এই আক্রমণ থেকে তা প্রতিরোধ করতে হবে। সুতরাং তার জন্য আমাদের ত্রিপুরা সরকারের বা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বরাদ্দকে বৃদ্দি করে ম্যালেরিয়ার বীজানুকে নাশ করার নানারকম প্রচেষ্টা নিতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় স্পীকার ঃ--- মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের ম্যালেরিয়া ব্যধির ব্যাপারে যে উদ্বেগ তার সঙ্গে আমি একমত। ম্যালেরিয়া শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর কয়েকটি দেশে একটা বড় সমস্যা। আমি এখন মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে যে সমস্ত পরামর্শ বা উপদেশ পেয়েছি তার ভিত্তিতে আমি তাদের কাছে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে কিছু আলোচনা রাখব। ম্যালেরিয়া একটি জীবানুবাহী রোগ। এটা আমরা সবাই জানি। যে প্রবাদ বাক্য আছে।

"মশা মারতে কামান দাগানো"। কিন্তু একটা কামানের চাইতেও এইটা অনেক বেশী খরচ-এর দরকার। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তাতে ৭৪ লক্ষ টাকা আমাদের বাজেটে রয়েছে। আর এর মানে ত্রিপুরার প্রত্যেক নাগরিকের মাথাপিছু প্রায় ৪ টাকার মত আমাদের মাসিক বরাদ্দ রয়েছে। তবে এইটা বলা যেতে পারে যে স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যে সবচাইতে বেশী বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এই ম্যালেরিয়া দূর করতে গেলে যেটা সব চেয়ে আগে দরকার সেটা হচ্ছে, শুধু সরকারী কর্মচারীই নয়, সমস্ত জনগণকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই ম্যালেরিয়া দূর করা সম্ভব হবে। আমি একটা ঘটনার কথা বলছি, স্থানীয় একটি পত্রিকায় ম্যালেরিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে মশক মন্ত্রী। আমি তখন তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম এবং আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি আপনার বাড়ীটা একটু দেখতে চাই, উনি বললেন যে কেন, আমি বললাম যে, আমি দেখতে চাই যে, যে বাড়ীতে আপনি বাস করছেন তাতে আপনি মশক ব্যক্তি হিসাবে বাস করছেন কি না। তারপর আমি দেখলাম যে তার বাড়ীতে ডোবা রয়েছে নর্দ্দমা রয়েছে, আবর্জনা রয়েছে। আর সেখানে অসংখ্য মশার সৃষ্টি হচ্ছে। তখন আমি বললাম যে আপনি যদি মশা বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখেন তাহলে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী বা সরকারের পক্ষে ম্যালেরিয়া দূর করা সম্ভব নয়। এই দায়িত্বটি হচ্ছে বাড়ীর মালিকের, যিনি বাড়ীর মালিক তিনি বাড়ীর আবর্জনা পরিষ্কার করবেন. ডোবা নালা ভরাট করে পরিচ্ছন্ন রাখবেন যাতে মশা বৃদ্ধি না হয়, এই যে দায়িত্বটা, এটা স্বাস্থ্য সচেতনতার একটা অঙ্গ। যেটা আমরা ক্লাস ওয়ান, টু,থ্রিতে পড়ে থাকি এবং তারপর পাস করার পর ভুলে যাই। কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রথম দায়িত্বটি এখান থেকে শুরু হবে, আমার বাড়ীর ভিতর থেকে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মশার কামড়ে এই যে ম্যালেরিয়া রোগ এটাকে নির্মূল করার জন্য আমরা দুইটা পথ বাছাই করি। এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান আমাদের হাতে যে সুযোগ দিয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে, মশার যে জন্ম বৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি সেটাকে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে, যাদের ম্যালেরিয়া রোগ ধরা পড়েছে তাদের ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দুইটা পথ বাছাই করার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রথম ব্যবস্থাটি হচ্ছে এই যে এখন পর্যান্ত আবিষ্কৃত ডি.ডি.টি বলে একটি রাসায়নিক পদার্থ আমরা ছড়িয়ে দিই। যার ফলে ঘরের ভিতরে যে সমস্ত মশা ঢোকে সেগুলি ডি, ডি, টি ছড়ানো দেওয়ালে বসলে তার পায়ের ভিতর দিয়ে তার রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। ফলে সেই মশার ভিতরের ম্যালেরিয়া রোগের জার্ম নষ্ট হয়। অনেক সময় আমাদের অজ্ঞতার জন্য বলা হয়ে থাকে যে ঘরের ভিতরে ডি, ডি, টি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ঘরের বাহিরের জঙ্গলে তা দেওয়া হচ্ছে না। ঘরের ভিতরে ডি, ডি, টি এই কারণে ছড়াই, আমি কথাটা এই জন্য বলছি যে, জনগণের কাছে এই কারণটা পরিস্কার না হলে আমাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণের ব্যাপক সহযোগীতার ভিত্তিতেই এইটা নির্মূল করা সম্ভব। তা ছাড়াও মাননীয় সদস্যগণ যে যে এলাকায় আছেদ সেখানে জনগণের কাছে এটা পরিষ্কার করতে পারবেন বলেই আমি বলছি। মশা যখন বাহির থেকে ঘরে আসে, তখন সে এসেই

সরাসরি মানুষের গায়ে বসে না। প্রথমে সে ঘরের সিলিং-এ বা দেওয়ালে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। তারপর গিয়ে মানুষের গায়ে বসে, আবার মানুষের গা থেকে উড়ে এসে সোজা বাহিরে যায় না। কিছুক্ষণ সিলিং বা দেওয়ালে বসে বিশ্রাম করে, তারপর সে বাহিরে যায়। এইটা হচ্ছে মশার একটা স্বাভাবিক ধর্ম। তা এই যে প্রথম একবার এসে এবং শেষে আর একবার বাহিরে যাবার আগে এই সিলিং বা দেওয়ালে বসে বিশ্রাম করে, তখন এই ডি, ডি, টির সংস্পর্শে আসার ফলে তার বহন করা সমস্ত জীবনু নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা চেষ্টা করি ঘরের ভিতরে ডি, ডি, টি দেওয়ার জন্য। আবার এই ডি, ডি, টি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ এই ডি,ডি,টি এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য যে, এটা ছড়িয়ে দেওয়ার পর বৃষ্টির জলের সঙ্গে নালার যায়। সেখানে থেকে মাছের পেটে যায়, আর এই মাছের পেট থেকে পশুপাখীর পেটে যায়, অবশেষে সে মানুষের পেটেও আসে। এমনকি এমন ঘটনাও দেখা গেছে যে, মায়ের দুধের মধ্যেও এই ডি, ডি, টি পাওয়া গেছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, মানুষের দেহের জন্য এইটা খুবই ক্ষতিকারক। কাজেই আমরা চেষ্টা করছি এই ডি, ডি, টির পরিবর্তে অন্য কোন জিনিষ ব্যবহার করা যায় কিনা। এদিকে আবার আমরা রিপোর্ট পেয়েছি যে, কলকাতাতে এক ধরণের মাছ জলায় ছাড়া হয়েছে এতে খুব ভাল ফল দিয়েছে। ঐ মাছ মশার, বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার জীবানুবাহী মশা ও ডিম খেয়ে ফেলে। যাই হোক আমরা চেষ্টা করছি ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে সর্বত্র ডি,ডি, টি ছড়ানো যায়। মানে প্রত্যেকটি বাড়ীতে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের হাতে এমন কোন আইন নাই যাতে করে কোন নাগরিককে বাড়ীতে ডি, ডি, টি ছড়ানোর জন্য তাকে বাধ্য করতে পারি। এটাও হচ্ছে একটা অসুবিধা। যার ফলে আমরা শহরে যারা বাস করি, তারা ঘরের চমৎকার রং করা দেওয়ালে ডি, ডি, টি দিতে চাই না, সৌন্দর্য্য নষ্ট হবে বলে। আবার যারা গ্রামাঞ্চলে বাস করেন, তারাও তাদের পোষা পাখী, বিড়াল, কুকুর, মোরগ প্রভৃতি নষ্ট হওয়ার ভয়ে ঘরে ডি, ডি, টি দিতে চান না। আমাদের কর্মীরা গেলে ওনারা বলেন যে, ঐ আমার গোয়াল ঘরটায় একটু দিয়ে যাও। এইটা আমি গত কয়েক বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এমন কি মাননীয় সদস্য যারা রয়েছেন এই বিধানসভায় এবং ঐ গাঁওসভাগুলিতে। তাদের কাছে আমি আমার আবেদন লিখিতভাবে জানিয়েছি, যে আমার কর্মীদেরকে প্রত্যেকটা ঘরে ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজে সাহায্য করুন। কিন্তু আমি দেখেছি গ্রামের প্রধান মহাশয়-এর বাড়ীতেই তিনি ডি, ডি, টি ছড়াননি যার ফলে গ্রামের অন্যান্যরাও তার কথা শুনছে না, ওরা বলছে, আগে আপনার বাড়ীতে ডি, ডি, টি ছড়ান। এই অবস্থা দেখে আমি গ্রামের প্রধানকে বলেছি যে, আগে আপনি আপনার ঘরে ছড়ান, তারপর চলুন আমরা গিয়ে সবাইকে বলি। এইভাবে আমি কয়েকটা গ্রামের প্রত্যেকটা ঘরে ডি, ডি, টি ছড়াতে সক্ষম হয়েছি। আর একটা জিনিষ হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ডি ডি, টি ছড়ানো সম্পর্কে সঠিক রিপোর্টটা আমরা পাই না। মানে কত ঘরে ডি, ডি, ছড়ানো হলো সেটা আমরা জানতে পারি না। তাই আমরা সরকারের পক্ষ থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং গ্রামের প্রধানকে সেটা জানিয়ে দিয়েছি। সেটা হলো---যে, প্রধান তুমি আমাদের সার্টিফাই কর যে তোমার গ্রামের প্রত্যেকটা ঘরে ডি, ডি, টি ছড়িয়েছে কি না এবং সেটা পাওয়ার পরেই আমরা তাদেরকে বেতন

দেব। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোন সার্টিফাই আমরা পাইনি। অথচ এইভাবে আমরা প্রধানদের ইনফরমেশান করার চেষ্টা করেছি যে, আপনার এলাকায় ডি, ডি, টি ছড়ানো নিশ্চিত করুন। এই ধরনের একটা ঘটনার কথা বলতে পারি, যেহেতু এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের একট সামগ্রিক সমস্যা। আমাদের এই রকম একটা টিমের বেতন আমরা দেই নি। কারণ প্রধান লিখে দিয়েছে যে, এই টিম সব ঘরে ডি, ডি, টি ছড়ায় নি। তারপর সেই টিম এসে কেন টাকা বন্ধ হল জিজ্ঞাসা করে জানান যে, সব ঘরে ডি, ডি, টি না দেওয়ার জন্য টাকা বন্ধ হয়েছে। তখন তার ২০ দিন পরে আমি সেই প্রধানের কাছ থেকে আর একটা সার্টিফিকেট পেয়েছি যে, সে সব ঘরে ডি, ডি, টি দিয়েছে। আর তারপরেই আমরা তাদেরকে বেতন দিয়েছি। এইভাবে সব প্রধানরা যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তাহলেই আমরা এই ডি, ডি, টি আরও বেশী করে ছড়াতে পারব। একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন যে, যারা আমাদের এখানে এই ডি, ডি, টি আরও বেশী করে ছড়াতে পারব। একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন যে, যারা আমাদের এখানে এই ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজ করে তারা খুব কম বেতন পায় এবং বছরে ছয় মাস কাজ করে।

আমার যারা কর্মী আছেন তাদের অনেকেই আসেন গরীব পরিবার থেকে। এছাড়া বছরের অধিকাংশ সময়েই তাদের চাকুরী থাকে না। এই কর্মীরা যখন তাদের মালপত্র নিয়ে যখন গ্রামে যান তখন তারা থাকার মত জায়গা পান না। বিভিন্ন স্কুল ঘরে তাদের থাকতে হয়। সেখানে গ্রামবাসীরা যাতে তাদের নিজেদের ভায়ের মত বা আত্মীয়ের মত করে দেখেন তারজন্য আমি প্রতিটি গাঁওসভার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি। তাহলে আমাদের ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজ আরো ব্যাপক হবে।

আরেকটা কথা ম্যালেরিয়া রোগ ধরা পড়লে তার চিকিৎসা অতি সত্বর করতে হবে। আমাদের হাতে যথেষ্ট পরিমান ঔষধ রয়েছে। এর যে বাজেট এটা আলাদা। অন্যান্য হাসপাতাল বা ডিসপেন্সারীর মত বাজেট নয়। আমাদের হাতে ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধের ঘাটতি নেই। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে ঔষধটা আমরা জনগণের হাতে সঠিকভাবে দিতে পারছি না। জনগণের হাতে যাতে করে এই ঔষধটা সঠিকভাবে গ্রামের মানুষের হাতে পৌঁছুতে পারবে। আমি এই ব্যাপারে প্রতিটি গাঁও সভার প্রধানদের অনুরোধ করেছি যাতে তারা এই দায়িত্ব নিতে পারেন। কিন্তু সেখান থেকেও আমরা কোন সাড়া পাই নি। কাজেই গ্রামের জনগণের হাতে এই ঔষধটা পৌঁছাইয়া দিতে হলে আমাদের আরো ডিসপেন্সারী খুলতে হবে গ্রামে। আমরা দেখেছি বিগত ত্রিশ বছরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নতি হয়নি। গ্রামে গ্রামে ডিসপেন্সারী খুলতে পারলে আমাদের পক্ষে অতি সহজেই ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ সেখানে পাঠানো সহজ হবে।

এই সম্পর্কে আমি আরেকটি বিশেষ বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যাপারে যে প্রোগ্রাম সেটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার এর যৌথ শেয়ারের অর্থাৎ ফিফ্টি ফিফ্টি শেয়ারে এই প্রোগ্রাম। কেন্দ্রীয়

সরকারে দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের যে পরিমাণ ঔষধ লাগবে সেটা আমাদিগকে সরবরাহ করা। আমরা দেখেছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখন ডি. ডি. টি ছড়ানোর জন্য ১১০টি টিম রয়েছে। এটি সাধারণতঃ লোকসংখ্যার অনুসারে করাহয়। এই ১১০টি টিম করা হয়েছিল ১৫ লক্ষ লোকের হিসাবে। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরায় ২১ লক্ষ লোকসংখ্যা রয়েছে। সেই তুলনায় এই টিম সংখ্যা আরো বেশী হবার কথা। ত্রিপুরাতে বর্তমানে ২৪০টি সার্ভিলেন্স ওয়ার্কার্স এর পদ আছে। তারমধ্যে অবশ্য কিছু পদ এখনো ভেক্যান্ট আছে।

আমাদের এখানে আরেকটি অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। আমাদের প্রায় প্রত্যেক কর্মী শনিবার, রবিবার সহ প্রায় ১০০ দিন ছুটি ভোগ করেন। একজন কর্মী যদি ছুটিতে থাকেন তাহলে তার কাজটা যাতে বন্ধ না থাকে তারজন্য আরেক জনকে তার জায়গায় এসে কাজ করতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে লিভ রিজার্ভড কোন স্টাফ না থাকায় কোন কর্মী ছুটিতে গেলে তার কাজ করান অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। আমরা কয়েকজন লিভ্ রিজার্ভড স্টাফ নিযুক্ত করবার জন্যে অনেকবার জানিয়েছি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা কোন সাড়া পাইনি।

আমাদের ত্রিপুরাতে তিনটি রেভিনিউ ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে। অথচ ম্যালেরিয়ার জন্যে রয়েছে দুটি ডিস্ট্রিক্ক্টস্। কিন্তু ত্রিপুরাতে দুটির পরিবর্তে তিনটি ম্যালেরিয়া ডিস্ট্রিক্ট করলে আমরা আরো বেশী করে ম্যালেরিয়া নির্মূলের কাজ করতে পারি।

আমাদের ত্রিপুরাতে বর্তমানে ২৪০টি সার্ভিলেন্স ওয়ার্কারস্ এর পদ রয়েছে। কিন্তু সেটা ১৫ লক্ষ লোকের অনুপাতে। বর্তমানে ২১ লক্ষ লোকের জন্য এই পদের সংখ্যা আরো বাড়বে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যপারে জানিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে এখনো কোন সাড়া দেননি।

আমাদের ত্রিপুরাতে আগেই বলেছি ১১০টি টিম রয়েছে ম্যালেরিয়া রোগের মশার ঔষধ ছড়ানোর জন্যে। প্রত্যেক টিমের জন্য অন্ততঃপক্ষে তিনটি করে পাম্প মেশিন দরকার। এই পাম্প মেসিন সরবরাহ করবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু গত দুই বছর যাবত কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেই পাম্প মেশিন সরবরাহ করছেন না। আমাদের হাতে যে সকল মেসিন ছিল তার সবকটিই নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারকে জানালাম---তারা বললেন আপনারা বাজার থেকে কিনে নিন। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করেছি বাজার থেকে কিনে নিতে। কিন্তু এই পাম্প মেসিন তৈরীর কোম্পানী ভারতে নাই বললেই চলে। অবশেষে আমরা অনেক চেষ্টার পর একটি কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করলাম। কিন্তু সেই কোম্পানী হঠাৎ জানিয়েছে যে তারা অনিবার্য কারণবশতঃ আমাদের আর পাম্প মেসিন সপ্লাই করতে পারবে না। মশার জন্ম যখন হয় তখনই আমাদের ফার্স্ট রাউণ্ড ডি. ডি. টি সারা ত্রিপুরাতে একই সঙ্গে চালু করার কথা ছিল। কিন্তু মেসিনের অভাবে আমরা মার্চ মাস থেকে মাত্র চারটি মহকুমায় ছড়াতে পেরেছি। এর কারণ আমদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ পাম্প মেসিন ছিলনা। অবশেষে আমরা কলকাতার একটি কোম্পানীর সাথে চুক্তি করেছি যাতে তারা আমাদের ২০০টি পাম্প মেসিন সাপ্লাই দেয়। এই মেসিন পাবার পর আমরা ডি. ডি, ছড়ানোর কাজ আমরা ভালভাবে করতে পারব।

এখানে মাননীয় সদস্যের আরেকটা কথা বলতে চাই যে, ত্রিপুরাতে শীত করে কম্প দিয়ে জ্বর ব্যাপক আকারে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে জ্বর ম্যালেরিয়া না অন্য কোন জ্বর তা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আগামীকাল তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে একটি মেডিক্যাল টিম যাচ্ছেন। তারা পরীক্ষা করে দেখবেন যে জ্বর বর্তমানে ব্যাপক আকারে দেখা দিচ্ছে তা আদতে ম্যালেরিয়া জ্বর কি না। আমরা দেখেছি পশ্চিম বাংলার জলপাইগুড়ি জেলায় এই ধরণের জ্বর ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল। প্রথমে এটাকে ম্যালেরিয়া বলে ধরা হয়। কিন্তু পরে দিল্লী থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল এসে সে জ্বর পরীক্ষা করে দেখেন যে সেটা ম্যালেরিয়া জ্বর নয় এটা অন্য একটা রোগ। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি ত্রিপুরাতেও এই ধরণের একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠাবার জন্যে এবং এই বিশেষজ্ঞ দল পরীক্ষা করে দেখবেন ত্রিপুরাতে জ্বর দেখা দিয়েছে তা আদতে ম্যালেরিয়া জ্বর কিনা।

আমরা আরো লক্ষ্য করে দেখেছি যে ডি. ডি. টি ছড়ানো হয় মশার মধ্যে সে ঔষধের প্রতিরোধ ক্ষমতার সৃষ্টি হয়ে গেছে। ফলে আমরা দেখেছি ডি. ডি. টি ছড়ানোর পরও মশা খুব একটা মরে যায় না আমরা আরো দেখেছি যে কুইনাইন রোগীকে দেওয়া হয় তা বেশী পরিমাণে খেলে এরপর আর কোন কাজ হয় না। সুতরাং এটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠাবার জন্যে।

আমি আপনাদের সুবিধার জন্য, মাননীয় সদস্যদের সুবিধার জন্য বলছি যে আমার সমস্ত ত্রিপুরাকে ৬০টি সেক্টারে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক সেক্টারে আমরা একজন করে ইন্সপেক্টার রাখছি। তারা দেখবেন কোথাও জ্বর হলে পরে রক্ত সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কিনা। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এই রোগটা নির্মূল করতে গেলে অনেক সমস্যা আছে। আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন আমাদের চতুর্দিকে বাংলাদেশ বর্ডার রয়েছে। মিজোরাম অশান্ত। তারা নিজেরা স্প্রে করতে পারছেন না। মিলিটারীর হাতে তারা সেই কাজ দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই বর্ডার স্টেটগুলিতে যদি একই সাথে স্প্রে না করা যায় তাহলে সেটা নির্মূল করা একটা দুরূহ ব্যাপার। ফলে আমরা চেষ্টা করছি ইনটার কানট্রি মিটিং করে বাংলাদেশ, বার্মা, ভারত একসঙ্গে বসে সেটা করতে পারে কিনা। কারণ আমরা কোন কোন জায়গায় হয়ত ম্যালেরিয়া কর্মী পাঠাতে চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলাদেশ সেই দায়িত্ব না নিলে আমরা সেটা করতে পারব না। আর একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার কোন কোন জায়গায় উগ্রপন্থীরা হিংসাত্মক কাজ করছে। যার ফলে আমাদের কর্মীরা নিরাপদে কাজ করতে পারছেন না। ত্রিপুরা উপজাতি সমিতির কিছু কিছু উগ্রপন্থী অম্পি এলাকায় আমাদের একজন চিকিৎসককে গুলিবিদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছে। আমাদের একজন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। যার ফলে আমরা দেখেছি ১৯৮০ সন থেকে আমরা কাজ করতে পারি নি। এটা তাদের বুঝতে হবে শুধু টাক্‌কাল বা বন্দুক দিয়ে ম্যালেরিয়াকে হত্যা করা যায় না। এই অবস্থায় আমাদের কর্মীরা কাজে যেতে পারছেন না। তাদের এই আচরণের ফলে জনগণ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি আশা করব উপজাতি যুব সমিতি আমাদের সাহায্য করবেন যাতে জনগণের কাজ করতে

পারি। আমি হাউসের কাছে আশা করব যে তাঁরা এটা অনুধাবন করতে পারবেন। ম্যালেরিয়া একবার কমে গিয়েছিল। যদিও শুনেছি ম্যালেরিয়া আবার হচ্ছে। কিন্তু সেটা ম্যালেরিয়া কিনা সে সম্পর্কে আমরা এখনও সুনিশ্চিত নই। আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে। সেটা এপিডেমিক কিনা জানি না। তবে আমরা সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য এই রোগকে প্রতিরোধ করতে সমস্ত জনগণের কাছে আহবান জানাচ্ছি এবং মাননীয় সদস্যদের কাছেও আবেদন রাখছি যে তাঁরাও যেন এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান)ঃ—মাননীয় কারা মন্ত্রী।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তীঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যালেরিয়াকে নির্মূল করার জন্য যে জাতীয় ভিত্তিতে প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে কেন্দ্র থেকে, এতদিন পর যাতে সেটা কার্যকরী রূপ নেয় সেটা আমাদের দেখা দরকার। দুর্গম এলাকায় ত্রিপুরাতে ম্যালেরিয়া বেশী হয় এবং এই ম্যালেরিয়াটা জাতি উপজাতি গরীব অংশের শত্রু এবং সেই শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য যে ডাক এসেছে, সেটাকে সার্থক করতে রাজ্য সরকার এগোচ্ছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রয়োজনীয় অর্থের যে অংশ দেওয়ার কথা তাতে তাদের অনীহা দেখা যাচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকার যা খরচ করার কথা তা তারা অধিকাংশ খরচ করে ফেলেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে জাতীয় পরিকল্পনা নিয়েছেন তাদের আরও অর্থ দিয়ে রাজ্যকে সাহায্য করা উচিত।

আর একটা কথা গত জুনের দাঙ্গার পর থেকে ঠিকই ম্যালেরিয়া নির্মূলের প্রোগ্রাম বেশী কিছু করতে পারি নাই। তার জন্য আমি দায়ী করব উপজাতি যুব সমিতিকে। তারা এসেম্বলীতে এসে পত্র পত্রিকায় বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়ে উপজাতিদের জন্য অনেক দরদ দেখান। কিন্তু জাতি উপজাতির যে শত্রু ম্যালেরিয়া তাকে নির্মূল করার জন্য এগিয়ে আসেন না। বরং আমাদের সার্ভেলেন্স ষ্টাফ যায় তাদের বাধা দেওয়া হয়। তার জন্য দায়ী উপজাতি যুব সমিতি। আমি সেজন্য আবেদন রাখছি সেই মানবিক কল্যাণে উপজাতি যুব সমিতি মিথ্যা দরদ না দেখিয়ে এগিয়ে প্রকৃতই আসুন ম্যালেরিয়া নির্মূল প্রোগ্রামকে কার্যকরী করতে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর যে প্রোগ্রাম নিয়েছেন সেটা বাস্তবিকই প্ল্যান মত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা তা কার্যকরী করতে পারছেন না। কারণ ডিস্পেনসারীতে ইনজেকশান বা স্লাইড নেই এবং সেগুলি ফুলি ইক্যুয়িপড্ নয়। দ্বিতীয় কথা সার্ভেলনস্ ওয়ার্কারেরা ট্রেণ্ড নয় এবং সার্ভেলেন্স ওয়ার্কার কম। ম্যালেরিয়াকে নির্মূল করতে সাভেলেন্সের কাজ বড় গুরুত্বপূর্ণ। তারপর ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের কাজ। প্রত্যেকটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে এবং হসপিট্যালে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার এবং ইক্যুয়িপমেন্ট দিয়ে সাহায্য করা প্রয়োজন। এটাকে মোকাবিলা করার জন্য এবং ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য বড় লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমাদের জাতি উপজাতির গরীব মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। সেজন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার একে কার্যকরী করার জন্য এগিয়ে যাবেন দৃঢ়ভাবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যদি সাহায্য না করেন তাহলে এই প্রোগ্রাম মিথ্যা এবং ভুয়া হয়ে যাবে। এটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। কিন্তু আমার ত্রিপুরা এই ব্যাপারে আরও অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। কারণ ত্রিপুরা

পার্বত্য অঞ্চল। দুর্গম অঞ্চলে কাজ করা অসুবিধা। পঞ্চায়েতের প্রধানরাও বুঝতে পারেন না সমস্যাটা। সেজন্য তাদের মধ্যেও প্রচার চালাতে হবে। তাছাড়া পাহাড়ে জঙ্গলে সার্ভেলেনস্ ওয়ার্কারেরা কাজ করতে যায়। তার জন্য তাদের পরিশ্রম করতে হয়। তার জন্য তাদের সরকার থেকে আরও কিছু অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা করে উৎসাহিত করা যায় কিনা সেটা চিন্তা করে দেখবেন। তারপর গ্রামবাসীদের প্রতি আপিল করছি, উপজাতিদের প্রতি আপিল করছি, আপনারা আমার সার্ভেলেন ওয়ার্কার যখন যায় তখন তাদের যেন যথাসাধ্য সাহায্য করেন। বৃটিশ আমলে আমরা দেখেছি সার্ভেলেন্স্ ওয়ার্কাররা যখন গ্রামে যেতেন তখন গ্রামবাসীরাই তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। সেইভাবে একটা বিজ্ঞপ্তি বা আপীল দরকার। সেজন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে এই হাউস থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এ জন্য যেন আরও টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর তা না হলে আমরা ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছি, সেটা শেষ করতে পারব না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান, মহোদয়, আমি খুবই দুঃখিত যে মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া যিনি এই স্বল্পকালীন আলোচনাটা হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন, তিনি এখন এই হাউসে নাই। সম্ভবতঃ জনসাধারণের স্বার্থ অথবা সেবা করা অপেক্ষা অন্য কারো সেবা করছি তাদের বেশী প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। কিন্তু আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ তাঁর এই নোটিশটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি শুধু এই হাউসের নয়, সমস্ত রাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই প্রশ্ন নিয়ে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া স্থানীয় একখানা সংবাদ পত্রে ১-৮-৮২ তারিখে একটা বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়েছে, নাম ঠিকানা দিয়ে বলা হয়েছে যে ৩৯ জন লোক গত খরার সময়তে মারা গিয়েছে। তাঁর বিবৃতি পত্রিকায় বের হওয়ার সংগে সংগে সেটাকে তদন্ত করিয়ে নেই এবং তার বিস্তারিত তথ্য এখন আমার হাতে রয়েছে। এবং এই তথ্য থেকে দেখা যায় যে দুর্গম এলাকায় বিশেষ করে দুইটি পঞ্চায়েতের মধ্যে যে সব ভাই বোনেরা মারা গিয়েছেন, মৃত্যু জাতিয় যে কোন সংবাদই আমাদের প্রত্যেকের কাছে দুঃখজনক। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে আজ পর্য্যন্ত অর্থাত এপ্রিল ১৯৮২ পর্যন্ত এই সব মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঘটেছে। ডিসেম্বর ৮১তে যারা মারা গিয়েছেন, তারা খরার অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। আমরা এখন যেটার উপর জোর দিচ্ছি যেমন ম্যালেরিয়া রোগ, এই রোগে মারা গিয়েছেন ১৪ জন, ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্য ধরনের যে জ্বর, তাতে মারা গিয়েছেন ৯ জন এ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছেন ২ জন, শিশু প্রসব করার সময়ে দুইজন মায়ের মৃত্যু হয়েছে, টিউমারে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের এবং কারবাংকলে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। তার সেই বিবৃতিতে ৯০ বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধের নামও আছে তিনি সম্ভবতঃ বৃদ্ধজনিত কারনে মারা গিয়ে থাকবেন। তারপর পেটের অসুখে মারা গিয়াছে ৩ জন। এই রিপোর্টটা আমি এখানে উপস্থিত করছি, এজন্য যে ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন রোগ যদি দুর্গম এলাক্যয় আক্রমণ করে এবং শহর এলাকায় আক্রমণ হয়, তাহলে তার মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়। এই রিপোর্টটির মাধ্যমে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, দুর্গম এলাকায় যারা বসবাস

করেন, সেখানে যদি এই ধরণের রোগের আক্রমণ হয় তাহলে আমরা তার চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা খুব সহজে সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে পারি না। বিশেষ ভাবে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ যে খুব একটা বেড়ে গিয়েছে, তাতে শুধু ডাক্তারখানার হিসাব দিলেই সব কিছু হয়ে যাবে না। যদিও মাননীয় সদস্য তাঁর বিবৃতিটা মৃত্যুর রিপোর্ট সিহাবেই দিয়েছেন। সেটাকে আমি অন্যায় বলে মনে করি কিন্তু উনি যদি এই রিপোর্টটা করতেন যে দুর্গম এলাকায় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার অভাবে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তাহলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু উনি যেভাবে রিপোর্টটা দিয়েছেন, তাতে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া তার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই উনি এই ধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেন না। তার উদ্দেশ্যই ছিল এই রকম একটা বিবৃতি দিয়ে সরকারকে বিভ্রান্ত করা। কাজেই আজকের এই যে আলোচনা তার একটা তথ্য হিসাবেই আমি এই রিপোর্টটা এই হাউসের সামনে উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্যদের যারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ তারাও এই বিষয়টাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সরকারের কাছ থেকে তারা এর ইমিডিয়েট প্রতিকার চেয়ে স্বক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য একটা কর্মসূচী আশা করছেন। আমি এই কথাই বলতে চাই যে, যারা ম্যালেরিয়া দপ্তরে কাজ করছেন, কি অফিসার, কি একানের একেবারে নীচের তলার কর্মচারী, শুধু ম্যালেরিয়াই নয়, আমি বলছি যারা স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করছেন, তাদেরও এটা মনে রাখা উচিত যে, স্বাস্থ্য দপ্তর সরকারের অন্যান্য দপ্তরের মত নয়, এই দপ্তরের সামান্য একটা গাফিলতিতে যে কোন মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে, সেটা হাসপাতালের মধ্যেই হউক আর হাসপাতালের বাইরে গ্রামের মধ্যেই হউক, ডি, ডি. টি স্প্রে করার কাজই হউক অথবা ডিসপেনসারী কাজের মধ্যেই হউক অথবা একজন সুইপারের কাজের জন্যই হউক।

এক কথায় যদি আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীদের এই ব্যাপারে সচেতন না করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বিচ্যুত হব। এটা শুধু মাত্র স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রীরই কর্ত্তব্য নয়, আমরা যারা ১১ জন মন্ত্রী আছি, তাদের সবারই একই কর্ত্তব্য, কারণ এ্যাজ এ মেম্বার অব দি কেবিনেট, আমরা সবাই এই বিধান সভার কাছে দায়ী। কাজেই এটা মাননীয় সদস্যদের যেমন বুঝা উচিত, তেমনি স্বাস্থ্য দপ্তরের যে সব কর্মচারী রয়েছেন, তাদেরও বুঝা উচিত, কারণ জনস্বার্থে আমরা সবাই এখানে রয়েছি। এই কথা নয় যে শুধু ম্যালেরিয়ার উপরই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ থাকছে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত কমচারী আছে, সে অফিসারই হউক আর একেবারে নীচের তলার কমচারীই হউক, সবাই তার সঙ্গে যুক্ত। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই, যে আমাদের যতটা করা উচিত ছিল, আমরা ঠিক ততটা করতে পারি নি। এই অসুবিধাগুলি কি, সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা আগেই আলোচনা করেছেন। অনেকেই এই সভায় উত্থাপন করেছেন এবং তার আলোচনাও করেছেন। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করার জন্য দপ্তর বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যেমন ডি, ডি, টি ছড়ানো থেকে শুরু করে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা করা পর্য্যন্ত।

এইজন্য টিম আমরা কম করি নাই। কিন্তু এই কথাও মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে

এই টিমগুলির যে ভাবে কাজ করা উচিত সেই ভাবে এই টিমগুলি থেকে কাজ পাচ্ছেন না। টিমের কর্মীরা আমাদের সঙ্গে পরিচিত তাদের জীবনের সঙ্গেও আমরা পরিচিত। এই ১৪ বছর ১৫ বছর তারা ম্যালেরিয়া ওয়ার্কারের কাজ করছে বছরের অর্ধেক সময়ও তাদের কাজ থাকছে না তারা কাজ করতে পারছে না। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মনে হতাশা আসতে পারে যে আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ কি? ১৪ বছর পিঠে স্প্রেয়ার মেসিন নিয়ে ঘুরেছি---এমন জায়গায় ঘুরছি যেখানে গাড়ী যেতে পারে না পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরছি থাকবার জায়গা নেই। সকাল থেকে ঔষধ স্প্রে করে ফিরার পর আবার নিজেরই রান্না করতে হবে। এই যাদের জীবন তাদের মনে হতাশা আসা স্বাভাবিক। কাজেই আজকে আমাদের এই ব্যাপারে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে এটাই চলতে থাকবে কি না। আমরা যদি এই ব্যাপারটা পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিই---পঞ্চায়েতের হাতে ঔষধ দিয়ে দিই এবং পঞ্চায়েত গ্রামের কিছু লোক ঠিক করে দেবে তারা বাড়ী ভাগ করে দেবে তারাই হিসাব নেবে তাহলে কিছুটা সুরাহা হয়ত হতে পারে এই ব্যাপারে চিন্তা করার সময় এসেছে। আগের যারা সরকার ছিলেন তারা এই ব্যাপারে চিন্তা করেন নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা একটার পর একটা ঘটনার মোকাবিলা করতে হচ্ছে---দাঙ্গা খরা ইত্যাদি। সেজন্য এই দিকে আমাদের নজর দেওয়ার সুযোগ হয় নি। শুধু এই কথাও নয় আর একটা নূতন ধরণের ডাক্তার নিয়োগ করার কথা আমরা চিন্তা করছি---হেল্‌থ ভলান্টিয়ার--শুধু নাম দিলেই হয়ে যাবে তা নয়। পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে যদি এই সব কর্মীদের রাখা হয় এবং পঞ্চায়েত যদি তাদের কাছ থেকে উৎসাহ সহকারে কাজ আদায় করেন তাহলে হয়ত কিছুটা কাজ হতে পারে। দুই নম্বর হল ত্রিপুরাকে দু'টি ভাগে ভাগ করে---একটা অনগ্রসর এলাকা আর একটা হচ্ছে অগ্রসর এলাকা। সেখানে সঠিক ভাবে বলা হয়েছে অনগ্রসর এলাকা হল ট্রাইবেল এলাকাগুলি। ট্রাইবেলদের এইসব কাজের জন্য পাওয়া যায় না এটা মনে করার কারই নাই। এবং ট্রাইবেল এলাকার পঞ্চায়েতের হাতে যদি ঔষধ এবং স্প্রে মেসিন ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়---অর্থাৎ লোক রিক্রুট করে পঞ্চায়েতের হাতে তাদের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় তারাও কাজ করতে পারবে। আর সার্ভিলিয়েন্স ওয়ার্কার-দের কোয়ালিফিকেশান ট্রাইবেলদের জন্য কমান যদি দরকার হয় তাহলে আমরা কম করব। আমি নিজেও এক সময় ম্যালেরিয়া রোগে ভুগেছি তখন আমি বাংলাদেশের রংপুরে, দিনাজপুর এলাকাগুলিতে ১৫ বছর কাজ করেছিলাম এবং এখানে এসেও কয়েক বছর ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি। আমি তখন ট্রাইবেল এলাকায় থাকতাম। সার্ভি-লিয়েন্স ওয়ার্কাররা ডি, ডি, টি স্প্রে করার পর ঘরের দেওয়ালে লিখে যেত। আমি ট্রাইবেলদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এইসব কি লেখা আছে তারা আমাকে জানায় যে ম্যালেরিয়ার বাবুরা এসে লিখে যায় নইলে তাদের চাকরী থাকবে না। সেই ঘরগুলি আমি দেখেছি। আর আজকে ৪ গুণ সার্ভিলিয়েন্স ওয়ার্কাস আছে---আমাদের আজকে ২৪০ জন সার্ভিলিয়েন্স ওয়ার্কার আছে---কই তারা কি আজজে ঘরের মধ্যে লিখে দিয়ে যায়? আমি আমাদের দায়িত্বের কথা বলছি সার্ভিলিয়েন্স ওয়াকার্সদের কি করবেন---সে এসে রোগী দেখবেন দেখে রক্ত নিয়ে যাবেন ঔষধ দেবেন না! সে এসে দেখল যে স্লাইড নাই। আমি কিছুদিন আগে অম্পি প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে

গেলাম গিয়ে দেখলাম যে স্তুপীকৃত হয়ে স্লাইড পরে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম যে কি ব্যাপার এত স্লাইড কেন এই ভাবে পড়ে আছে। তারা বললেন কিনা যে রক্ত পরিস্কার করার লোক নাই। কেন নাই---ক্লাস ফোররা বলে যে এটা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা একটা ক্লাস ফোর করে রেখে দিয়েছি। এই ক্লাস ফোরের মধ্যে ১০ রকমের কাজ আছে। ক্লাস ফোর রেখে এই ভাবে কাজ হবে না। চাকুরী নেবার বেলায় অসংখ্য লোক আছে কিন্তু কাজের সময় কোন লোক নাই। এই অবস্থা কি বরাবর চলতে পারে? বামফ্রন্ট এসে তাদের বেতন বাড়িয়েছে এতে হিংসা করার কিছু নাই। হিংসা করার ব্যাপার হচ্ছে তাদের যারা ঐ কর্মীদের চেয়েও গরীব মানুষ এবং ত্রিপুরায় এর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু আমরা তাদের পুরাপুরি বেতন বাড়িয়ে দিতে পারি নাই, এক বেলা খাওয়ার মত দিয়েছি। এটা তাদের বুঝা দরকার এবং তাদের নিজেদের এসেই দাবী করা দরকার যে এই ক্লাস ফোরটা তুলে দিন তুলে দিয়ে কার কি কাজ সেটা বলে দিন সেই কাজই আমরা করব। এই ভাবে আক্কেক সমস্ত রক্ত জমা হয়ে থাকলে যে রোগী তার কি হবে। এবং ঠিক হয়েছিল যে স্লাইডের উপর ভিত্তি করে কুইনাইন যাবে –প্রতিটা স্লাইডে ৫টা করে কুইনাইন যাবে। এখন স্লাইডই আসল না কুইনাইন যাবে কি করে। কুইনাইন পাঠাবার রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল। এর প্রতিকার বের করতে হবে। আমাদেরই বের করতে হবে এবং অত্যন্ত ড্রাষ্টিক্যালী বের করতে হবে। আমি আগেই বলেছি যে যেখানে জীবন-এর প্রশ্ন জড়িত সেখানে অন্য সব কিছু অগ্রাহ্য করতে হবে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন অফুরন্ত কুইনাইন আছে আর মাননীয় সদস্যরা বলছেন যে যে কুইনাইন যায় না। কোথায় বটলনেক,

এমন আমি শুনেছি যে ট্রাক ফেরত যায়, ঔষধ পায় না এগুলি দেখতে হবে। একটা অভিযোগ এসেছে যে ট্রাক ফেরত গেছে, কোন পি, এইচ সির রিকুাজিশন পড়ে আছে, এগুলি দেখতে হবে, সেখানে responsibility ফিকস আপ করতে হবে। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত রেজপনসিবিলিটি ফিকস আপ করতে হবে। এরকমভাবে অভারলোক করা যায় না দপ্তরকে এই সমস্ত ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তারপরে পি এইচ, সিতে একজনের উপর দায়িত্ব থাকে, সেই দায়িত্বে একজন মেডিকেল অফিসার আছেন, তিনি আগরতলায় রিপোর্ট দেন। কিন্তু আগরতলায় এই রিপোর্টগুলি পড়া হয় না। কোন এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, কোন এলাকায় কমছে, যে তার রিপোর্ট আছে। কিন্তু রিপোর্টগুলি পরে থাকে। রিপোর্ট পাঠিয়ে কি হবে? যারা পাচ্ছেন তার প্রাপ্তিও স্বীকার করছেন না। আমরা বুরঝোয়া সমাজ ব্যবস্থায় বাস করছি। এর উপর দাঁড়িয়ে এটাকে আঘাত করতে হবে। ম্যালেরিয়া রোগ দূরীকরণের ব্যাপারে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়াতে হবে। যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে গরুর ঘরে ডি, ডি. টির ঔষধ স্প্রে করা যায় কিন্তু শুয়ার ঘরে দিলে বিছানাপত্র, খাটগুলি বের করতে হবে আবার ঔষধ দেওয়ার পর সেগুলি ঠিকঠাক করতে হবে। এত ঝামেলা করতে কে যাবে? আমি যখন জেলখানায় ছিলাম তখন আমার বন্ধুরা বলেছেন যে ডি, ডি, টি লাগবেনা। আমার ঘরটা ডি, ডি, টিতে নওড়া করে দিয়েছে। কিন্তু যে সব জায়গায় ডি,ডি,টি দেওয়া হয়নি সেখানে ম্যালেরিয়ার যে মশা আছে সেই মশা বাড়বে, মশাগুলি ডিম পাড়বে এবং সেই

ডিমগুলি থেকে হাজার হাজার মশার জন্ম হবে। আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমরা জানি মুর্শিদাবাদে ম্যালেরিয়ার প্রকুপে পড়ে গ্রামের পর গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। এভাবে ম্যালেরিয়া বাড়লে আমাদেরকেও ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যেতে হবে। ছোটখাট ব্যাপার নয়। কাজেই সচেতনতা বাড়াতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এব্যাপারে রেডিও ব্যবহার করতে পারি না। আমি ষ্টেটমেন্ট দিলে তার তিন লাইন বের হয়। এত বড় ফ্লাড হয়েছে। আমি ষ্টেটমেন্ট দিলাম, কিন্তু আমার ষ্টেটমেন্টকে মাত্র তিন লাইনে প্রকাশ করে দিলেন। কোয়শ্চানের সময় এসে বলছেন আপনি কিছু বলবেন রেডিওতে। আমি বললাম যে এই যে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বপূর্ণ ষ্ট্যাটমেন্ট দিচ্ছি তার কয় লাইন বের করছেন। তার চেয়ে ঐ কে কোথায় দক্ষিণাঞ্চলের একজন রিপোর্টার, বরাবর যিনি মিধ্যা কথা বলেন তাকে দিয়ে উস্কানী দেওয়া হচ্ছে পুলিশকে বিদ্রোহ করতে হবে। এই সব কথা আগরতলা রেডিও বলবেন না, যে মশা ডিম বাড়িয়ে চলছে এবং যেসব জায়গায় বাড়ী বাড়ী ম্যালেরিয়া টিম যাচ্ছে ডি, ডি, টি স্প্রে করার জন্য, প্রোগ্রাম করেছে সে সব কথা ওরা বলবেন না। তারা প্রচার করবে ঐ চা মজদুর ইউ-নিয়নের নেতা নিরোদ বরণ দাসের কথা। ছয় মাসের মধ্যে কয়েকটা রিপোর্ট তার বেরিয়েছে। কয়টা লোক তার আছে? পাঁচটা লোক আছে।" "আমরা বাঙালী" ছাত্র ফ্রন্টের নেতা। কয়টা তার লোক আছে? আগরতলা রেডিওর কাছে ওরা হচ্ছেন মান্যগণ্য লোক। চীফ মিনিষ্টারের ষ্ট্যাটমেন্টের তিন লাইন বের করে ফেলে দেয়। তাদেরকে দিয়ে কি হবে? এই কাজের তো একটা ফোরাম আছে। ওরা আমাদেরকে সাহায্য করবে না। যা করার আমাদেরকেই করতে হবে। আমি মাননীয় মেম্বারদেরকে বলবো যে আপনারা যে সমস্ত জায়গায় মিটিং করবেন সেই সমস্ত মিটিংএ জনসাধারণকে বুঝাবার চেষ্টা করবেন যে আমাদেরকে ম্যালেরিয়ার সংগে ফাইট না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের মিটিংএ আসেন, আমাদের কথা শুনেন। আমরা রায়টের সময় রায়েট মোকাবিলা করছি, খরার সময় খরা মোকাবিলা করেছি। আজকে এই ম্যালেরিয়া আমাদেরকেই মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের মাস মিটিং এর মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। আমি সর্বশেষে আসছি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে। কেন্দ্রে একটা সরকার আছে কিনা আমাদের মত রাজ্যের পক্ষে বুঝা যায় না। কিন্তু রিপোর্ট পাবেন ত্রিপুরায় কি চলছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কতটুকু রাজ্য? কতটুকু লোক? কত টাকা তাদের লাগে? যেখানে ওদের একজন মুখ্যমন্ত্রী কয়েক কোটি টাকা নিয়ে নয় ছয় করছেন। সেখানে ত্রিপুরায় কয়টা লোক। যারা এ' ম্যালেরিয়ার ওয়ার্কার তাদেরকে বলা হচ্ছে না যে তোমরা দেড়শো দিন বছরে কাজ কর তাহলে সারা বছরের বেতন পাবে। কঠিনটা কি? ওরা যদি রাজী হয় আমরা ৫০ পার্সেন্ট দেব। ওরা যদি বলে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা থেকে ম্যালেরিয়া নিমূল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ওয়ার্কাররা এখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারা বলুন আমরা ওদেরকে স্থায়ী করে নেব তাহলে আমরাও ৫০ পার্সেন্ট তাদেরকে দেব. নগেন্দ্র বাবুরা তো সে কথা বলছেন না, দিল্লীতে ওদের গুরুদের কাছে সেই কথা বলবেন না

যে ত্রিপুরা সরকারের তো পয়সা নেই, ওরা তো ওদের ক্ষমতার অতিরিক্ত পয়সা দিচ্ছে। ওদের কাগজে তো বেরুচ্চে যে অনেক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে, এই কথা বলতে কি অসুবিধা ছিল অশোক বাবুদের। অপর অমান্যের হুমকী দেওয়া যায়, এই কথা বলতে পারেন না। আইন অমান্য করুন আন্দোলন করুন, তাতে আপত্তি নাই, খুন খারাপি না করলেই হয়। স্যার, আমি দেখলাম অমরপুরে ওরা স্মারকলিপি পেশ করেছেন। তার সব কয়টা দাবীই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আমার সময় অল্প তা না হলে পড়ে শুনাতে পারতাম। আন্দোলন করতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে এ সব কথা বলুন শ্রীমতী গান্ধীকে, কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে যে আমরা পাম্পসেট পাচ্ছি না, স্প্রে মেশিন পাচ্ছি না, ইনজেকশান পাচ্ছি না এবং কেন ম্যালেরিয়া কর্মীদেরকে স্থায়ী করা হচ্ছে না, স্টাফ প্যাটার্ণ স্টেট্রংদেন করা হচ্ছে না।

কেন আজকে পাম্পসেট পাইনা? কেন স্প্রেয়ার মেশিন পাই না? ইন্‌জেকসান পাচ্ছিনা? কেন ঔষধ স্প্রে করার জন্য আরো আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না? ঔষধের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি। আমি এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের সরকার কয়েকটি আশু কর্মসূচী নিয়েছেন। সেই কর্মসূচীর মধ্যে আছে, কয়েকটি প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার যেগুলি দুর্গম এলাকার মধ্যে যেখানকার সত্যিকারের রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি না সেই এলাকায় ম্যালেরিয়ার কতখানি ব্যাপকতর আকার ধারন করেছে তার একটা রিপোর্ট ১৫ দিনের মধ্যে নিয়ে আসবে এবং সেই রিপোর্ট নিয়ে বসবেন। দ্বিতীয়তঃ, যারা কর্মী যারা বিশেষ করে সার্ভেল্যান্স ওয়ার্কার তাদের কাজের গুরুত্ব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বুঝতে সচেষ্ট হবেন। যাতে তারা সক্রিয়ভাবে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের কাজে লাগতে পারেন। তৃতীয়তঃ, আমরা ইন্‌জেকশান কিনবার জন্য লোক পাঠাচ্ছি। আজকেই হয়ত চলে গেছে নয়ত আগামী কাল যাইবে। বেঙ্গল ইউনিট থেকে সে ইন্‌জেকশান কেনা হয়। সেখান থেকে কিনে এনে যাতে সব জায়গায় পৌঁছুতে পারে তার জন্য আমরা সক্রিয় কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। সরকারী মাধ্যমগুলি ছাড়াও প্রাইভেট ক্ষেত্রে অর্থাৎ বি, এস. এফ, সি, আর, পি, প্রভৃতির মাধ্যমে ঔষধ বিলি করা হবে। এমনকি পুলিশের থানাও যদি বলে আমাদের হাতে ঔষধ দিন আমরা বিলি বন্টন করবো তাহলে যেখানে কোন সরকারী মাধ্যম নেই সেখানে পুলিশ থানার হাতে আমরা ঔষধ তুলে দেব বিলি বন্টন করার জন্য। ক্যুইনাইন বন্টন করার কোন অসুবিধা নেই। এবং ক্যুইনাইনের অফার নেই এই কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। শুধু তাই নয় পঞ্চায়েত প্রধান চাইলেও পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করব বলে ঠিক করেছি। তারপর যেসব কর্মীদের পোষ্ট খালি আছে সেই পোষ্ট গুলি ফিল-আপ করব। যেখানে ট্রাইবেল বেশী নেওয়া যাবে সেখানে নেব। এর জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে রিক্রুটমেন্টস রুলস রিলাক্সান করা হবে, এবং সেটাও খুব তাড়াতাড়ি করা হবে। স্প্রেয়িং-এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই জন্য আগেই আমি কয়েকটি সেন্টারের কথা বলেছি যেখানে এই কাজ ব্যাপক আকারে নেওয়া হবে। জায়গাগুলি হচ্ছে, গণ্ডাছড়া, শিলাছড়ি, মনু বাজার, নতুন বাজার, মহারাণী এটা অবশ্য সি, আর, পি, এর হাতে আছে। ওরা চলে গেলে পুনরায় শুরু হবে। কাঞ্চনপুর, তোলাই এই সব সেন্টারগুলিতে খুব বেশী জোর দেব। এই সব কাজের মধ্য দিয়ে আমরা আশা

করব সব অংশের মানুষের সহযোগিতা পাব এবং কর্মচারী অফিসারদের আরো সক্রিয় ভূমিকা দেখতে পাব এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) ঃ- ম্যালেরিয়ার উপর স্বল্পকালীন আলোচনা এখানেই শেষ হল। এই সভা আগামী ১০ই আগষ্ট, ১৯৮২ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—A

Starred Question No. 3 (Admitted No. 3)

Name of the Member ;- Shri Umesh Chandra Nath, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state ;-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য চুরাইবাড়ী পি,এস, ও আসাম সীমান্ত বর্ডারে গাড়ী চেক্ করার কোন ব্যবস্থা নাই ;

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রচুর মাল চুরি করে আসামে পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সরকার কিছু চিন্তা করছেন কি ?

৩। করিয়া থাকিলে, কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

উত্তর

১। চোরাইবড়ী থানা ও আসাম সীমান্তে গাড়ী চেক্ করার জন্য বিক্রয় কর বিভাগের একটি চেক্ পোষ্ট রহিয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 7 (Admitted No. 7)

Name of the Member ;- Shri Umesh Chandra Nath. M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ২০-১২-৮১ইং তারিখে মোহনটিকি গ্রামের লাবন্য দাস খুন হয়েছেন।

২। সত্য হইলে, লাবন্য দাসের স্ত্রী ও পরিবারকে আর্থিক অনটন হইতে রক্ষা করার জন্য পরিবারের কাহাকেও কোন সরকারী চাকুরী বা অন্য কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি ;

৩। হয়ে থাকলে কি প্রকার সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

২। হ্যাঁ মহাশয়।

২। হ্যাঁ মহাশয়, সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩। ৪০ টাকা খয়রাতি সাহায্য এবং মিনিমাম নিড্ প্রগ্রাম স্কীমে ৭৫০ টাকা অনুদান লাবন্য দাসের স্ত্রীকে দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 46.

Name of the Member--- Shri Badal Choudhury, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে এবং হাইকোর্টে কত মামলা বিচারাধীন পড়ে রয়েছে।

২। এগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

৩। ইহা কি সত্য, অনেক জায়গায় পুলিশ ঠিকমতো চার্জশীট জমা না দেওয়ার দরুণ অনেক মামলা নিষ্পত্তি হতে বিলম্ব হচ্ছে ?

উত্তর

১। গৌহাটী হাইকোর্ট, আগরতলা বেঞ্চে মোট ২,১০১টি, এবং সমগ্র ত্রিপুরার অন্যান্য আদালতে মোট ১৮,৬৭৭টি মামলা বিচারাধীন আছে।

২। নিম্ন আদালতের বিচারাধীন মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার ২টি জেলা জজ্ আদালত স্থাপন করেছেন। তা ছাড়া, ৩টি জেলার জন্য ৩টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের আদালত স্থাপন করেছেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জন্য ১টি অতিরিক্ত সাব-জজের আদালত স্থাপন করেছেন এবং আগরতলার জন্য ১ জন অতিরিক্ত মুন্সেফ্ নিয়োগ করা হয়েছে। ইহা ছাড়া, স্থাপিত আদালতগুলোর মধ্যে যে ক'টি বিচারকের পদ শূন্য রয়েছে, তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সরকার থেকে বরাবরই ত্রিপুরার জন্য একটি পৃথক হাইকোর্ট স্থাপনের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট করে আসা হচ্ছে এবং হাইকোর্টে জমে থাকা মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পৃথক হাইকোর্ট স্থাপন সাপেক্ষে আগরতলায় একটি স্থায়ী বেঞ্চ গঠনের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাখা হয়েছে।

৩। বিভিন্ন কারনে মামলার নিষ্পত্তি হতে দেরী হয় কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষ থেকে সময় মতো চার্জশীট দাখিল না করতে পারাটাও একটি কারণ।

Admitted Starred Question No. 65

By—ShriMatilal Laskar, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state :—

—প্রশ্ন—

১। গৌহাটি হাইকোর্টে ত্রিপুরার বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বর্তমানে কত ;

২। ইহা কি সত্য যে, উক্ত হাইকোর্টের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরার কম সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি ঘটছে ?

৩। সত্য হলে তার কারন কি ;

৪। ত্রিপুরার পৃথক হাইকোর্ট গঠনের প্রস্তাবটি বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে ?

উত্তর

১। গৌহাটি হাইকোর্টে ত্রিপুরার মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা মোট ২,১০১ টি।

২। এই তথ্য আমাদের কাছে নাই।

৩ প্রশ্ন উঠে না।

৪। এই সরকার দীর্ঘদিন থেকে ত্রিপুরার জন্য একটি পৃথক হাইকোর্ট স্থাপনের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করে আসছেন। অতি সম্প্রতি ও এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরায় একটি পৃথক হাইকোর্ট স্থাপনের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Starred Question No. 162. (Admitted No. 66)

By—Shri Nagendra Jamatia, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৭ই মে অম্পির ভুইসিয়েম এ যাত্রী বাহী জীপ গাড়ীর আক্রমনের ঘটনায় মোট কতকজনকে গেপ্তার করা হইয়াছে ;

২। উক্ত জীপ গাড়ীতে মোট কতজন যাত্রী ছিল;

৩। তাদের মধ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত যাত্রীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। মোট ৫ জনকে গেপ্তার করা হইয়াছে।

২। ৩৪ জন যাত্রী ছিল।

৩। যাত্রীদের মধ্যে ৭ জন উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত।

Starred Question No. 152 (Admitted No. 68)

By—Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং সন ১লা জানুয়ারী থেকে এ যাবৎ ত্রিপুরায় সীমান্তে মোট কয়টি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে ;

২। ঐ সব ঘটনায় মোট কয়টি গরু চুরি হয়েছে ?

উত্তর

১। মোট ৩৯৩ টি ঘটনা।

২। মোটে ১০৭৪ টি গরু চুরি হয়েছে।

**Admitted Starred Question No. 70.**

**By—Shri Ratimohan Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে এ যাবত্ মোট কয়টি সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ;

২। ঐ সব ঘটনার প্রতিরোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। মোট ৯৭ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটছে।

২। কতগুলি নূতন পুলিশ ফাড়ি স্থাপন করা হইয়াছে। বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এবং স্থানীয় পুলিশের টহলদারী জোরদার করা হইয়াছে। গ্রাম্য রক্ষী বাহিনী গুলিকে সক্রিয় ও জোরদার করা হইয়াছে। স্থানীয় দুষ্কৃত কারী গনকে গেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হইয়াছে।

**STARRED QUESTION NO. 100 (ADMITTED NO. 72).**

**By:—Srhi Keshab Majumder,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ৩০-৬-৪২ ইং পর্য্যন্ত সারারাজ্যে কয়েকটি খুন, রাহাজানি ও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ?

২। সংগঠিত ডাকাতিগুলোর মধ্যে কয়টি সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে ও কয়টি রাজ্যের অভ্যন্তরে ঘটেছে ?

৩। উক্ত খুন ও ডাকাতির সাথে জড়িত অপরাধীদের কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ?

৪। এই সব অপরাধমূলক কাজ রাজ্যে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় কম না বেশী ?

উত্তর

১। ১লা এপ্রিল ১৯৮২ হইতে ৩০ শে জুন ১৯৮২ ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় সংঘটিত খুন রাহাজনি ও ডাকাতির সংখ্যা :-

খুন-৩৮, রাহাজানি-৪৭, ডাকাতি-৫১।

২। ইহাদের মধ্যে সীমান্তে সংঘটিত ঘটনার সংখ্যা :-
খুন-১, রাহাজানি-৩, ডাকাতি-১৪।

৩। উপরোক্ত ঘটনায় গ্রেপ্তারীকৃত লোকের সংখ্যা :-
খুন-৭৭, রাহাজানি-৩৬, ডাকাতি-৭২।

৪। এই ধরনের কোন তুলনামুলক পরিসংখ্যান সরকারের হাতে নাই।

**ADMITTED STARRED QUESTION NO. 73**

**By—Shri Keshab Mazumder.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ১৯৮১-৮২ সনে যে অস্বাভাবিক খরা পরিস্থিতি চলেছে তাতে বিগত দুটি ফসলের শতকরা কত অংশ নষ্ট হয়েছে ?

২। খরা পরিস্থিতি জনিত পরিবেশের মোকাবিলায় কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

৩। খরা পরিস্থিতিতে উদ্ভূত খাদ্য সমস্যা সমাধানে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। গত বছরের উৎপাদনের তুলনায় বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির পরিমান নিম্নরূপ ঃ-

| | | |
|---|---|---|
| আমন ধান | প্রায় ২৮ | শতাংশ |
| গম | প্রায় ২১ | ,, |
| সরিষা | প্রায় ৩১ | ,, |
| ডাল (রবি) | প্রায় ১২ | ,, |

২। ফুল আসার প্রারম্ভে ১৯৮১ সালে আমন ধান খরায় আক্রান্ত হয়। কাজেই যেখানে সম্ভব সেখানে চালু সেচ প্রকল্প গুলি হইতে সেচের জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল।

তদুপরি খরার প্রতিক্রিয়া পরবর্তী রবি ফসলের উপর কমানোর জন্য এবং কৃষকদের রবি ফসল চাষে উৎসাহিত করার জন্য সরকার কর্তৃক যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল তাহা এইরূপ :-

(ক) সমস্ত চালু সেচ প্রকল্পগুলি হইতে নিয়মিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা।

(খ) যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মৌসুমী বাঁধ দ্বারা বিভিন্ন ছড়া ইত্যাদিতে জল সঞ্চিত করে সেচের ব্যবস্থা করা এবং সম্ভবপর স্থানে অধিক জমি সেচের আওতায় আনা।

(গ) পরিবহন ব্যয় ১০০ ভাগ ভর্তুকী ছাড়াও ক্রয় মুল্যের শতকরা ৩৩⅓ ভাগ ভর্তুকীতে বিভিন্ন সার কৃষি-কাজের জন্য কৃষকদের মধ্যে বিক্রীয় ব্যবস্থা।

(ঘ) পরিবহন ব্যয় ১০০ ভাগ ভর্তুকী ছাড়াও বিক্রয় মুল্যের উপর কে, জি, প্রতি ০·১৫ পয়সা ভর্তুকীতে কৃষকদের আলুর বীজ সরবরাহ।

(ঙ) বিক্রয় মুল্যের উপর শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকীতে কষকদের-গম বীজ সরবরাহ।

চ) বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকীতে কৃষকদের বোরো ধানের বীজ সরবরাহ।

ছ) সেচমুক্ত এলাকায় সরকারী খরচে কৃষকদের জমিতে গমের প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে কৃষকগনকে উন্নত প্রথায় গম চাষে উৎসাহিত করা।

জ) সরকারী খরচে উপজাতি ও তপশীল শ্রেণীভুক্ত কৃষকদের জমিতে বোরো ধানের প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে উন্নত প্রথায় বোরো ধান চাষে উৎসাহিত করা।

ঝ) বোরো ধানের রোগ ও পোকার আক্রমন প্রতিহত করতে নানা জাতীয় কীটনাশক ঔষধের "মিনিকিট" বিনামূল্যে কৃষকদের বিতরনের মাধ্যমে ধানে পোকার আক্রমন প্রতিহত করিতে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

ঞ) সরকারী খরচে উপজাতী ও তপশীল শ্রেণীভুক্ত কৃষকদের জমিতে আলুর প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে উন্নত প্রথায় আলু চাষের উৎসাহিত করা।

ট) লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী রবি ও বোরো ফসলের চাষে কৃষকদের সাহায্যের জন্য ব্লক স্তরে, জিলা স্তরে এবং রাজ্য স্তরে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন "তদারকি কমিটি" গঠনের মাধ্যমে চালু সেচ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে নিয়মিত জল সরবরাহ ও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজনমত ডিজেল সরবরাহ কৃষকদের সময়মত প্রয়োজনীয় বীজ সার ইত্যাদি যোগানের ব্যবস্থা।

ইহা ছাড়াও খরায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জুমিয়াদের জন্য পরবর্তী জুম চাষের জন্য বিশেষ সাহায্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল :—

ক) এ- আর ১১ জাতের ধানের প্রতিটি ৪ কেজি, হিসাবে ১২৫০টি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরন।

খ) প্রতিটি ৫০০ গ্রাম হারে ১০,০০০ টি মেস্তা পাটের "মিনিকিট বিনা মূল্যে উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরণ।

গ) প্রতিটি ৫০০ গ্রাম হারে ১০,০০০ টি তুলা বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ।

ঘ) প্রতিটি ১ কেজি হারে ১০,০০০ টি তিল বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরন।

ঙ) প্রতিটি ১.২৫ কেজি হারে ৮ হাজারটি উন্নত জাতের ভুট্টা বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ।

চ) প্রতিটি ১ কেজি হারে ৫০০ টা মাসকলাই বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ।

ছ) প্রতিটি ৫ কেজি হারে আদা বীজের ২ হাজারটি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ।

জ) প্রতিটি ৫ কেজি হারে হরিদ্রা বীজের—২হাজারটি—"মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরণ বিনা মূল্যে।

ঝ। প্রতিটি ৫ কেজি হারে মুখি কচু বীজের ২ হাজারটি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ।

ঞ) যেখানে সম্ভব সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ।

৩। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারী নায্য মূল্যের দোকান মারফৎ আনুমানিক ১২ হাজার টন খাদ্য শষ্য সরবরাহের প্রয়োজন। সরকার সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

Questions and Answers

Admitted Stared Question No. 74.
By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরে উৎলার বন্দ মাঠটির উন্নয়ন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। উক্ত মাঠের উন্নয়নের জন্য বি. ডি. সি (পানিসাগর) সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও ৪ বৎসরের মধ্যে কোন ধরনের কাজ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। কৃষি বিভাগে এরকম কোন পরিকল্পনা বিবেচনাধীন নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 125
By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত কয়টি গ্রাম্য বাজারে শেড করা হয়েছে ;

২। এই শেডগুলিতে সাধারনতঃ কি রূপ জিনিষ পত্রের দোকান বসে।

উত্তর

১। ৩৬ টি।

২। সাধারণতঃ ধান, চাউল, মাছ, মাংস ও বিভিন্ন শাক সব্জীর দোকান বসে।

Admitted Question No. 130.
By—Shri Kamini Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরায় মনুখাতে সরকার হইতে বাজারের জন্য শেড তৈয়ারী করিয়া দেওয়ার পর এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত বাজারটি চালু হয় নি।

২। সত্য হলে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত বাজারটি চালু করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, যেহেতু বাজার উন্নয়নের কাজ এখনও সম্পূর্ন হয় নাই।

২। আছে।

Admitted Question No. 176.

By— Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে মোট কত পরিবারকে সরকার থেকে বিভিন্ন ধরনের কত ফলের চারা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে সর্বমোট আনুমানিক ৬ লক্ষ ১৩ হাজার বিভিন্ন ফলের চারা বিতরনের পরিকল্পনা আছে। বিভিন্ন ব্লকে কত পরিবারকে ইতিমধ্যে এই সব ফলের চারা বিতরন করা হইয়াছে সেই তথ্য বর্ত্তমানে নাই।

Admitted Question No. 177.

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লালছড়া মাষ্টার প্লেন বলে কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?

২। থাকিলে এই প্ল্যানের লক্ষ্য কি,

৩। কি কারনে প্ল্যানটি কার্য্যকরী করতে বিলম্বিত হচ্ছে ?

উত্তর

১। উক্ত নামে কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 181

By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১৯৮১-৮২ ইং আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরার কতজন গরীব লোককে মামলার খরচ বাবদ সাহায্য দেওয়া হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১৯৮১-৮২ ইং আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরায় মোট ৪৮৮ জন গরীব লোককে মামলার খরচ বাবদ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ? ( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | সদর— | ৩ জন। |
| ২। | খোয়াই— | ২৭ জন। |
| ৩। | সোনামুড়া— | ৩৪ জন। |
| ৪। | উদয়পুর— | ১৮৪ জন। |
| ৫। | অমরপুর— | —০— |
| ৬। | বিলোনিয়া— | ১৬ জন। |
| ৭। | সাব্রুম— | ৫ জন। |
| ৮। | কমলপুর— | ৬ জন। |
| ৯। | কৈলাসহর— | ৩৫ জন। |
| ১০। | ধর্মনগর— | ১৮০ জন। |
| | মোট | ৪৮৮ জন। |

Admitted Starred Question No. 186
By—Shri Khagen Des

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক ১৯৮১-৮২ সালে তাদের মোট আমানতের শতকরা কত অংশ ত্রিপুরায় লগ্নী করেছে ;

২। এই লগ্নীর পরিমান ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরের তুলনায় শতকরা হিসাবে কত বেশী বা কম ?

উত্তর

১। |
২। | তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 195
By—Shri Khagen L es.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৭৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কতজন কন্টিজেণ্ট কর্মচারী ছিল ?

উত্তর

১। ছাব্বিশটি দপ্তর/অফিসে মোট ২৮৯৭ জন।

Admitted Starred Question No. 199
By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে ত্রিপুরার চাষ যোগ্য জমিতে এক বৎসরে আউস ও আমন ফসলে মোট খাদ্য শস্যের উৎপাদনের পরিমান কত ( ধান ও গমের আলাদা হিসাব )।

২। বর্তমান খরা পরিস্থিতিতে মোট উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছতে কত পরিমাণ খাদ্য শস্যের ঘটিতি হবে বলে সরকার মনে করেছেন।

উত্তর

১। ১৯৮২-৮৩ সনে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে ত্রিপুরার খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা এইরূপ :—

| খাদ্যশস্য | উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ( মেঃ টন চাউল হিসাবে ) |
|---|---|
| ১। আউস ধান | ১,৪৪,০০০ |
| ২। জুম ধান | ১১,০০০ |
| ৩। আমন ধান | ২,১৪,০০০ |
| ৪। বোরো ধান | ৬৬,০০০ |
| ৫। গম | ২১,৫০০ |

২। উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছতে কত পরিমাণ খাদ্য শষ্য ঘাটতি হবে তা এখনই নিরূপন করা সম্ভব নয়।

ANNEXURE—'B'

Admitted un-Starred Question No. 7
By—Shri Bibya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য চলতি বৎসরে বর্ডার এলাকা গুলিতে কৃষি কাজের সুবিধার জন্য পাওয়ার টিলার ভাড়াটিয়া কেন্দ্র খোলা হইবে ;

২। সত্য হইলে কোথায় কোথায় উক্ত পাওয়ার টিলার ভাড়াটিয়া কেন্দ্রগুলি হইবে তার নাম ;

৩। বর্তমানে কোথায় কোথায় ঐ রূপ কেন্দ্র আছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরে ৫টি পাওয়ারটিলার ভড়া দিবার কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে।

২। স্থান নির্বাচনের কাজ চলিতেছে।

৩। বর্তমানে নিম্ন লিখিত ১১ টি স্থানে পাওয়ার টিলার ভাড়া দিবার কেন্দ্র চালু আছে।

ক) সদর মহকুমা এলাকায়

১। আগরতলা।

২। জিরানিয়া।

৩। বিশালগড়।

খ) সোনামুড়া মহকুমা এলাকায়

১। মেলাঘর।

গ) খোয়াই মহকুমা এলাকায়

১। চেবরী।

ঘ) উদয়পুর মহকুমা এলাকায়

১) উদয়পুর।

ঙ) বিলোনিয়া মহকুমা এলাকায়

১) শান্তির বাজার

চ) অমরপুর মহকুমা এলাকায়

১) বামপুর

ছ) কমলপুর মহকুমা এলাকায়

১) সেলেমা।

জ) কৈলাশহর মহকুমা এলাকায়

১) গৌর নগর

ঝ) ধর্মনগর মহকুমা এলাকায়

১) পানিসাগর।

এছাড়া বিগত ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই এবং সদর মহকুমার কয়েকটি পাওয়ার টিলার ভাড়া দেবার অস্থায়ী কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল।

Admitted Unstarred Question No. 13
By—Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Political Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৭১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সনের ৩০শে জুণ পর্যন্ত কতজন বহিরাগতকে স্থায়ী বসবাসের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদান করা হইয়াছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)?

২। স্থায়ী বসবাসের প্রমান হিসাবে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে?

৩। উক্ত সময়ে নাগরিকত্ব প্রাপ্তদের মধ্যে উপজাতি লোকের সংখ্যা কত?

**উত্তর**

১। ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চের আগে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্থান হইতে যাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে এবং এ সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রমানপত্র প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহারা পূর্ণবয়স্ক হইয়া থাকিলে তাহাদিগকে নাগরিকত্বের আইনের ৫(১)(এ) ধারামতে ভারতীয় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যাহারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাহাদিগকে আইনের ৫(১) (ডি) ধারা মতে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ১৯৭১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যাহারা ১৯৭১ এর আগে এসেছেন এই ধরণের ৩২,৩০৩ জনকে আইনের ৫(১) (এ) এবং ৯৫৮ জনকে ৫(১) (ডি) ধারা মতে সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চের পরে যাহারা ভারতে আসিয়াছে তাহাদিগকে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না।

১৯৮২ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কতজনকে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে এই তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

১৯৭১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আইনের ৫(১)(এ) এবং ৫(১)(ডি) ধারা মতে তাহাদিগকে ভারতীয় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে তাহাদের বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

| বৎসর | উপজাতি সংখ্যা | অ-উপজাতি সংখ্যা | মোট |
|---|---|---|---|
| ১৯৭১ | — | ৯২৫ | ৯২৪ |
| ১৯৭২ | ২ | ১,৩৮৪ | ১,৩৮৬ |
| ১৯৭৩ | ১ | ১.৪১৪ | ১,৪১৫ |
| ১১০৪ | ১ | ২,১৭৭ | ২,:৭৮ |
| ১৯৭৫ | — | ৩,৮৪৩ | ৩,৮৪৩ |
| ১৯৭৬ | ১ | ৩.৩৬৭ | ৩,৩৬৮ |
| ১৯৭৭ | ১ | ৫,৪৫৬ | ৫,৪৫৭ |
| ১৯৭৮ | ১ | ৭,০৬৮ | ৭,০৬৯ |
| ১৯৭৯ | ৭ | ৪.৫৩৩ | ৪,৫৪০ |
| ১৯৮০ | — | ১,৮৩১ | ১,৮৩১ |
| ১৯৮১ | — | ১,২৫০ | ১.২৫০ |
| মোট :— | ১৪ | ৩৩,২৪৭ | ৩৩,২৬১ |

২) ভারতীয় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বহিরাগত দিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর কাগজ পত্রাদি দাখিল করিতে হয় :-

১) ১৯৭১ ইং সনের ২৫শে মার্চের আগে পূর্ব্বতন পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে কিনা এ সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রমাণ পত্র প্রদর্শন করা।
২) প্রার্থীর নাম ভোটার লিষ্টে আছে কিনা,
৩) প্রার্থীর নাম পঞ্চায়েত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ আছে কিনা,
৪) প্রার্থীর রেশনকার্ড আছে কিনা,
৫) প্রার্থীর নামে জায়গা জমি থাকিলে সে সম্পর্কে দলিল পত্র আছে কিনা,
৬) প্রার্থী ভারতের কোন স্কুল বা কলেজে লেখাপড়া করিয়াছে কিনা,
৭) প্রার্থী জীবিকা নির্বাহের জন্য কি কাজ কারবার করিতেছে।

৩। উক্ত সময়ে নাগরিকত্ব প্রাপ্তদের মধ্যে উপজাতীর সংখ্যা ১৪ জন।

Admitted Question No. 14 By—Shri Keshab Majumdar M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৩০-৬-৮২ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি বিচারাধীন মামলা বিভিন্ন আদালতে রয়েছে ?

২। তার মধ্যে ৫ বছর ও তার উর্দ্ধে কয়টি ও ২ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কয়টি ও ২ বছরের নীচে কয়টি ?

৩। বিগত দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতিতে কয়টি মামলা বিচারাধীন আছে ?

৪। বিচারাধীন মামলার বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

৫। গৃহীত ব্যবস্থাদি কার্যকর করার কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ৩০-৬-৮২ ইং পর্য্যন্ত গৌহাটি হাইকোর্ট, আগরতলা বেঞ্চে ২,১০১ টি এবং রাজ্যের অন্যান্য আদালতে মোট ১৮,৬৭৭টি মামলা বিচারাধীন আছে।

২। গৌহাটি হাইকোর্ট, আগরতলা বেঞ্চে ৫ বছর ও তার উর্দ্ধে ২৪০টি, ২ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে ২২৮টি এবং ২ বছরের নীচে ১,৬৩৩টি মামলা বিচারাধীন আছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্যান্য আদালতগুলিতে ৫ বছর ও তার উর্দ্ধে ৭৪৪টি, ২ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে ৬,৫৭২টি এবং ২ বছরের নীচে ৭,২৭৬টি সম্পর্কে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার আদালতগুলি তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। বিগত দাঙ্গাজনিত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৬৮টি।

৪। নিম্ন আদালতের বিচারাধীন মামলাগুলির দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সরকার দক্ষিণ ও উত্তর
৫। ত্রিপুরা জেলায় ২টি জেলা-জজ আদালত স্থাপন করেছেন। তাছাড়া, ৩টি জেলার জন্য ৩টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের আদালত স্থাপন করেছেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জন্য একটি অতিরিক্ত সাব-জজের আদালত স্থাপন করেছেন এবং আগরতলার জন্য একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়া, স্থাপিত আদালত গুলোর

মধ্যে যে ক'টি বিচারকের পদ শূন্য রয়েছে; সেগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সরকার থেকে বরাবরই ত্রিপুরার জন্য একটি পৃথক হাইকোর্ট স্থাপনের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট করে আসা হচ্ছে এবং হাইকোর্টে জমে থাকা মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পৃথক হাইকোর্ট স্থাপন সাপেক্ষে আগরতলায় একটি স্থায়ী বেঞ্চ গঠনের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাখা হয়েছে।

ANNEXURE—"C"

STARRED QUESTION NO. 22 (Postponed)

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় হোম গার্ডের সংখ্যা কত ছিল;

২। এই হোমগার্ডদের চাকুরীর কোন সর্ত ছিল কি,

৩। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্য্যন্ত মোট কত জন হোম গার্ডকে বিভিন্ন দপ্তরে স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে?

উত্তর

১। মোট ২৪৫৪ জন।

২। হোম গার্ড একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। কাজেই তাদের চাকুরীর সর্ত্তের কোন প্রশ্ন উঠে না।

৩। ৯৮৮ জনকে।

Admitted Question No. 27 (Postponed).

By—Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮২ সালের ১লা মার্চ পর্য্যন্ত এ যাবৎ কতজন সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহন করিয়াছেন; এবং

২। অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর শূন্য পদে এযাবৎ কতজনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে;

৩। সরকারী কর্মচারী অবসর নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট কতটি শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হয় নি?

উত্তর

উনচল্লিশটি দপ্তর/অফিস সম্পর্কে তথ্য নিম্নরূপ :—

১। ৯৭৪ জন।

২। ৫৬৯টি

৩। ৪০১টি (একটি অস্থায়ীপদ অবলুপ্ত করা হয়)

## Questions and Answers

### Admitted Question No. 39 (Postponed)

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট কতজন কন্টিনজেন্ট কর্মচারী ছিল ;

(খ) বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজন কন্টিনজেন্ট কর্মচারীকে স্থায়ীপদে নিয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর

ছাব্বিশটি দপ্তর/অফিস সম্পর্কে তথ্য নিম্নরূপ :—

ক) ২৮৯৭ জন

খ) ১৮৮৪ জন ।

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, 10th August, 1982.

The house met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala, on Friday, the 10th August, 1982. at 11 A. M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 9 Ministers, and 40 Members.

## QUESTIONS

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার শরীর খুব অসুস্থ, আপনি যদি অনুমতি দিন তাহলে আমি বসে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার—বসেই উত্তর দিন।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার, স্যার, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

প্রশ্ন

১। চলতি শিক্ষা বর্ষে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করার পর যে সকল ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্ত্তি চাচ্ছে তাদের কলেজে ভর্ত্তির বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ;

২। এদের মধ্যে যারা বিজ্ঞান নিয়ে কলেজে পড়তে চান তাদের সকলকে বিজ্ঞান বিভাগে স্থান করে দেওয়া যাবে কি ? এবং

৩। যারা বাণিজ্য (কমার্স) নিয়ে কলেজে পড়তে চান তাদের সকলকে বাণিজ্য বিভাগে স্থান করে দেওয়া যাবে কি ?

উত্তর

১। দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করার পর যে সকল ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্ত্তি হতে চাচ্ছে তাদের ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়ার জন্য সব কলেজেই অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিলোনীয়া কলেজে জীবন বিজ্ঞান এবং কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হচ্ছে।

২। বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্ত্তির সর্বোচ্চ সংখ্যা লেবোরেটরী সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার দ্বারা সীমাবদ্ধ। অতিরিক্ত শিফট সেক্সন এবং বিলোনিয়া কলেজে নূতন বিজ্ঞান

বিভাগ চালু করে যত বেশী সম্ভব ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীকে বিজ্ঞান বিভাগে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩। বাণিজ্য শাখাযুক্ত কলেজগুলিতে অতিরিক্ত শিফট সেকসন এবং কৈলাশহরে বাণিজ্য বিভাগ খুলিয়া যত বেশী সম্ভব বাণিজ্য শাখায় ভর্ত্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীগণকে ভর্ত্তির সুযোগ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে বর্ত্তমানে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেই সকল ছেলেরা এখনও বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে হয়রানি হচ্ছে। তাদের সুযোগ দেওয়া হবে কি?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্ন হবে কলেজে পড়ার সময় কাজেই এখানে সাপ্লিমেণ্টারী হয় না কারণ এটা স্কুলের ব্যাপার। কলেজের নয়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস এবং ফয়জুর রহমান।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোশ্চেন মাম্বার ১০।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার ১৯৮২-৮৩ইং সনের আর্থিক বছরে মোট কয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাকা বাড়ী নির্মাণের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, (বিদ্যালয়ের নাম সহ বরাদ্দকৃত টাকার হিসাব);

২। এদের মধ্যে বর্ত্তমানে কোন কোন বিদ্যালয়ে পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ চলেছে,

৩। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রপুর ও দামছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত জামজুরি বিদ্যালয়ের আনুমানিক ৯,৮৭,০০০ টাকা ব্যয়ে অর্দ্ধ পাকাবাড়ী নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন ১৯৮২-৮৩ইং সনে দেওয়া হইয়াছে।

২। উপরোক্ত বিদ্যালয়ের নির্মাণের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

৩। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রপুর ও দামছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বছরে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

তাছাড়া গত তিন বছর ধরে অনেকগুলি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ী নির্মাণ করার জন্য টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং সে টাকাগুলি পি. ডবলিউ. ডির হাতে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বেশ কিছু পাকা বাড়ীর নির্মাণের কাজ চলছে। এই বছর যে সব স্কুলগুলিকে নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার লিষ্ট হাউসে প্রেস করেছি কারণ অনেকগুলি নাম, বলতে অনেক সময় লাগবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮২-৮৩ইং সনে যে সব স্কুল নির্মাণে জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সে সব স্কুলগুলির কাজ কি ১৯৮২-৮৩ইং সনে আরম্ভ করা হবে বলে কি আশা করা যায়।

শ্রী দশরথ দেব :—পি, ডব্লিউ, ডির কাছে সব সেংশান দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণতঃ টাকাটা সেংশান হলেও একসঙ্গে আমাদের পক্ষে দেওরা সম্ভব হয়না। কারণ মাননীয় সদস্য জানেন শিক্ষা দপ্তরের আর্থিক ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে এই বৎসরে যে সমস্ত স্কুল ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে এ, ডি, সি, এরিয়ার মধ্যে অর্থাৎ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কয়টা স্কুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে ?

শ্রী দশরথ দেব :—এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে পাকা বাড়ী করার সিদ্ধান্ত অনেকগুলিই আছে। এই বৎসর ৫টাকে প্রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে এবং তার জন্য ২ লক্ষ টাকা করে প্রত্যেকটি স্কুলের জন্য দেওয়া হবে। তার মধ্যে চাম্পা হাউড়, বাইজলবাড়ী, তৈছু বাড়ী, আমপুড়া বাজার, গামছাকবড়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পাকা বাড়ী করার প্রস্তাব এবং টাকা সেংশান হওয়ার পর অম্পি স্কুলের যে বর্তমান ঘরটা আছে যে হেতু ঘরটা মেরামত হচ্ছে না, পাকা বাড়ী করার কাজ হাতে নেওয়া হয়নি, সেই কারণে স্কুলের পড়াশুনা সম্ভব হচ্ছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—এটা জানা আছে। কারণ অম্পিতে টাকা ৩ বৎসর আগে দেওয়া হয়েছিল। জায়গার সাইড নিয়ে এদের নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল এবং এটা মীমাংসা করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। টাকার কোন অভাব হবে না। কাজেই এই ব্যাপারটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেই কাজ ধরা যেতে পারে। তবে এর মধ্যে ছাত্রদের জন্য টেম্পরারী অ্যাকমোডেশান যাতে করা যায় তারও কিছু প্রোভিশান রয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অম্পি হাই স্কুলে ৩ মাস ধরে সি. আর. পি. রাখা হয়েছে। যার ফলে ছাত্ররা স্কুলে যেতে পারছে না, এমন কি স্কুলের ফার্নিচার পর্য্যন্ত নাই। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—শুধু অম্পিতেও নয়, অম্পিতে সি, আর, পি আছে, কুলাই হাইস্কুলে সি, আর, পি আছে, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে আছে। ইদানিং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি অতি সত্বর যাতে সি, আর, পিদের জন্য আলাদা সেণ্টার করে তাদের সরানো যায়। কারণ এইভাবে পড়াশুনা বন্ধ রাখা যায়না। সেদিক থেকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি আছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পি, ডব্লিউ, ডির কাছে টাকা প্লেইস করা সত্বেও পি, ডব্লিউ, ডি ম্যাটেরিয়েলস্ না দেওয়াতে স্কুলগুলির কাজ এখনও সম্পূর্ণ হচ্ছে না এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা পোড়ানো যে স্কুল গুলি দালান বাড়ী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—প্রথমতঃ পি, ডব্লিউ, ডিতে কাজ করার জন্য যেসব টাকা দেওয়া হয় তারা ম্যাটেরিয়েলস্ দিচ্ছে না জেনারেলভাবে এটা বলা ঠিক হবে না। গত বৎসর আমরা

যা দেখেছি পি. ডব্লিউ, ডিকে ঘর করার জন্য যে টাকা আমাদের শিক্ষা দপ্তর দিয়েছিলেন সমস্ত টাকা তারা খরচ করেছেন এবং তারপরও অনেক টাকা চেয়েছেন। সব টাকা আমরা সময় মত দিতে পারিনি। কাজেই পি, ডব্লিউ, ডির অন্ততপক্ষে স্কুলঘর তৈরীর ব্যাপারে কোন গাফিলতি দেখা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ যেসব ঘর পুড়ে গেছে, সেগুলি মেরামত করার চেষ্টা আছে, তার জন্য কিছু টাকা সেংশান দেওয়া হয়েছে। সেগুলি সব একসময়ে পাকা বাড়ী করার আর্থিক সংগতি আমাদের নাই তবে মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ যাতে স্কুল ঘরগুলি আর না পোড়ানো হয় তার জন্য গ্রামের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে পাহাড়া দেওয়ার জন্য। আমরা স্কুল ঘর বানাব আর সেটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হবে তা ঠিক না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :—শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৩

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৩

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে (১৯৮২-৮৩ ইং সনে) ত্রিপুরার মোট কতগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে ;

২। বেহালা বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইবে কি ?

উত্তর

১। ১০টি মাধ্যমিক স্কুলকে ইতিমধ্যে দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তর করা হয়েছে।

২। আপাততঃ এই ধরনের কোন প্রস্তাব নেই।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮২-৮৩ সনে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তর করার এই প্রশ্নটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল মাধ্যমিক থেকে আপ-গ্রেডেশান পর্য্যন্ত উপজাতি এলাকাতে কয়টা ?

শ্রী দশরথ দেব :—এ, ডি,স এলাকাতে কিছুটা রয়েছে। আমি নামগুলি বলে দিচ্ছি। নতুন বাজার দ্বাদশ শ্রেণী এ, ডি, সির এরিয়ার মধ্যে, ঈশানপুর সদরের এ, ডি, সিতে, সালেমা কমলপুর এ, ডি, সি, এরিয়াতে. পেঁচারথল ধর্মনগর এ, ডি, সিতে, শ্রীনগর, সাব্রুম এটা বোধ-হয় এ. ডি, সিতে পড়বে না. আনন্দনগর বাইরে, অমরপুর বালিকা বিদ্যালয়, বাইখোড়া শহরে তবে এ, ডি, সির কিছুটা সুযোগ নিতে পারবে. সাব্রুম বালিকা বিদ্যালয় বাইরে, বিবেকানন্দ হাইস্কুল তেলিয়ামুড়া বাইরে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সমস্ত স্কুল, এ, ডি, সি এলাকাতে পাকা করা হবে অথবা স্কুলগুলি উন্নীত করা হচ্ছে সেগুলি পরিচালনার কারার কাজ. পরিচালনা করার মতো প্রশাসনিক কাজ এ, ডি, সির আছে কিনা বা এটা করা হয়েছে কিনা ;

শ্রীদশরথ দেব :—এই প্রশ্ন এখানে আসে না। কারন এখানে বলা হয়েছে এ, ডি, সি এলাকাতে কয়টি বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরিত করা হবে। কাজেই এই প্রশ্ন এখানে উঠে না। যদি দরকার হয় তাহলে এই ব্যাপারে আপনি হাউসে আর একটি আলাদাভাবে প্রশ্ন আনতে পারেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৫।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মাসে কত পরিমাণ চাউল সরবরাহের দাবী জানিয়েছিলেন ;

২। কেন্দ্রীয় সরকার কত পরিমাণ চাউল সররবাহ করেছে ;

৩। ইহা কি সত্য এফ, সি, আই অনেক ক্ষেত্রে পচা চাউল সরবযাহ করছে ,

৪। রাজ্য সরকার এব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ১২ হাজার মেট্রিক টন।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি মাসে বরাদ্দের পরিমান ৮ হাজার মেট্রিক টন।

৩। হঁ্যা। এই তিন বৎসরে এফ, সি, আই কতৃপক্ষের নিকট লেখালেখি হয়েছে, অনেক আলাচনা হয়েছে, তবুও মাঝে খারাপ চাল আসে,

৪। এই সম্পর্কে ভাল চাল পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে বরাবরই যোগাযোগ করেছি। এফ, সি, আই, এখানকার স্থানীয় যারা ষ্টাফ আছেন তাদের সংগে আলোচনা করেছি চীফ্ মিনিষ্টার এবং আমি খাদ্যমন্ত্রী আমরা যখন দিল্লীতে যাই অন্ততঃ-পক্ষে খাদ্যমন্ত্রীর সংগে এইসব ব্যাপারে মোটা-মোটি আলোচনা হয়। তারা কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি দেন। ইদানীং খারাপ চাল আসছে না, যা খারাপ চাল তা আগের স্টকে ছিল।

শ্রীখগেন দাস :—রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ইদানিং সেণ্টাল টোরেজ হাউসে যে সমস্ত চাল মজুত রাখা আছে, এগুলি নীচু মানের চাল, এগুলি প্রায় মনুষ্য খাদ্যের অনুপযোগী। এটা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইটা দিয়ে তো কেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং তাতে ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে, এই ব্যাপারে যারা না কি অ্যাক্সপার্ট তাদেরকে দিয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখবে এবং ওরা পরীক্ষা করে যদি বলেন যে এইটা মানুষের খাদ্যের উপযোগী, তারপর আমাদের যারা এক্সপার্ট ওরাও যদি পরীক্ষা করে বলেন যে এইটা মানুষের খাদ্যের উপযোগী তাহলেই আমরা তাদের কাছ থেকে সেটা ডেলিভারী নেব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে কম চাল সরবরাহ করা হচ্ছে, তাতে রাজ্যে আজকে যে এন. আর. ই. পি ও এস. আর. ই. পি বা অন্যান্য কাজকর্ম সেগুলি

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার জন্য সরকার সেখানে আরও বেশী চাল সরবরাহ করার জন্য কোন উদ্যোগ সৃষ্টি করেছিলেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের জন্য কেন্দ্র আরও এক হাজার টন বাড়িয়েছে এখন নয় হাজার টন রেফার করেছে। আমাদের বরাদ্দ হল আট হাজার টন, আমরা আট হাজার টন থেকে বাড়িয়ে কিছু বেশী নিচ্ছি। তবে ওরা যদি এইটাকে আর একটু বেশী না করেন তাহলে পরে এইটা আমাদের কোটা থেকে কাটা যাবে। কারণ এটা আমরা আমাদের আট হাজার টন কোটার মধ্য হতেইতো নিচ্ছি। কাজেই আগে যদি নয় হাজার নিয়ে নিই, তাহলে পরবর্তী সময়ে ওরা বলবে যে, তোমরা সাত হাজার টন নাও। এদিক থেকে আমাদের একটু অসুবিধা আছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আমরা এই ব্যাপারে বরাবরই আকর্ষণ করেছি। এখন পর্য্যন্ত আমরা আশা ছাড়ছি না যে কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্য্যন্ত কিছু বাড়িয়ে দেবেন।

শ্রীবিমল সিনহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার পর ১২ হাজার মেট্রিক টন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করার দাবী জানানোর পরে যে পরিমান চাল আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, তার মধ্যে এই ক্যাপসুল চালের পরিমানটা ডিডাকটেড হবে কি হবে না? এইটা বন্যার চাল বলে গ্রামের কেউ কেউ এইটাকে বলে ক্যাপসুল চাল এবং এইটা বিশেষকরে গ্রামের দরীদ্র লোকদের মধ্যেই ডিষ্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। কাজেই এইটা ডিডাকটেড করা হবে কিনা সেই পরিমান থেকে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা কেউ আলোচনা করিনি, বামদলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি যারা গিয়েছিলেন তারা আলোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে। তার পরে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীর যে সমস্ত বিবৃতি আমরা দেখেছি পার্লামেন্টে তাতে মনে হয় তারা ঠিক মত তাদের অফিসারদের কাছ থেকে তথ্য পাচ্ছেন না। আর আমাদের বক্তব্য এই নয় যে আমরা বরাবর এই ১২ হাজার মেট্রিক টন চাল নেব। একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে এই দাবীটা উঠেছে, সেটা হচ্ছে ১৯৮১ সালের খরার জন্য। তবে এইটা যে বরাবর চলবে তা নয়। আমাদের এখানকার যিনি রাজ্যপাল তাঁকেও আমি বলেছিলাম, তিনিও কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলেন অন্তত আগামী চার মাসের জন্য, যতক্ষন পর্য্যন্ত না পরবর্তী ফসল বাজারে আসে ততক্ষন পর্য্যন্ত তোমরা আমাদের জন্য ১২ হাজার মেট্রিক টন চাল দাও। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে দেখলাম, পার্লামেন্টে খাদ্য মন্ত্রীর যে বিবৃতি তাতে তারা বলেছেন যে, আমাদের স্বাভাবিক বছরে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তার সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে আমাদের ১২ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য বরাদ্দ হতে পারে না। এইটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসাররা মন্ত্রীদেরকে এই সব তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেন, যে তথ্যের ভিত্তিতে তারা এই বিবৃতি দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক

যে স্বাভাবিক বছরে আমাদের যে খাদ্য উৎপাদন হয় সেই স্বাভাবিক যে খাদ্য উৎপাদন তাঁর সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক খাদ্যের যে ঘাটতি সেটা দেখানো হয়েছে। একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে যেখানে এফচেষ্টিয়া জুমিয়ারা উৎপাদন করতে পারেন নি, যেখানে শতকরা ৪০ ভাগ আমাদের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে চার মাসের জন্য ১২ হাজার মেট্রিক টন চাল তারা দিতে পারেন নি। যারা নাকি বিদেশে চাল বিক্রি করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং যারা বলেছেন যে, ভারতবর্ষের রেকর্ড পরিমাণ চাল এখানে উৎপাদন হয়েছে, এখানকার সব লোক চাল খায় না, বেশীর ভাগ লোক গম খায় সেই রকম একটা রাজ্যের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত করে দুই হাজার বাড়াবার ক্ষেত্রে যে এক হাজার বাড়াবেন, এইটা তাদের বানিয়া মনোবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন মনোবৃত্তি বলে আমাদের রাজ্যের লোকেরা মনে করবেন না। এইটা বানিয়া মনোবৃত্তির পরিচয়, এইটা জনসাধারণের জন্য সহানুভূতি ও সিদ্ধান্তের মত প্রকাশিত হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ পচা চাল সম্পর্কে, এইটা আজকের কথা নয়, এই কথা আমরা বার বার বলেছি এফ. সি. আই. এর কাছে নয়, এফ. সি. আই তো কর্মচারীদের সংগঠন, তাদের কাছে কেন বলব। কেন্দ্রে যারা খাদ্য নীতি পরিচালনা করেছেন আমরা বলছি তাদের কাছে। আমরা বলছি বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের মধ্যে ত্রিপুরার মত একটা জায়গা যেটা সব চেয়ে দূরে সেখানে কেন পচা চাল পাঠানো হবে। কারণ এফ. সি. আইর লোকেরা জানে যে, এখানে একবার পাঠালে সেটা আর ফিরিয়ে পাঠানো যাবে না। মানে ফিরিয়ে পাঠানো খুব কঠিন। কারণ যেখানে চাল আনাই যায় না। সেখান থেকে আবার ওটা দিল্লিতে যেতে পারে না। কাজেই একবার আনলে সেটাকে গলার ভিতর দিয়ে ঢুকাতে হবেই। এই যে মনোবৃত্তিটা যে ক্ষুধার্ত মানুষকে তার গলার ভিতর দিয়ে অখাদ্য আমরা ঢুকিয়ে দেব এইটা কি মনোবৃত্তি, এইটাকে কি মনোবৃত্তি বলে হাউজ মনে করতে পারছে। এইটা আজকের চাল নয় ১৯৭৮ সালের চাল, মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করে দেখবেন দিল্লীর একটা কাগজ বেরিয়েছিল যে ২৫ কোটি টাকার চাল শুধু পাঞ্জাবের একটা জায়গায় নষ্ট হয়েছে। কারণ এই চালতো সেখানে রাখবার জায়গা নাই। কোন মাঠে ময়দানে রেখে দেয় এবং যখন পচে যায় তখন সেই চালগুলি সমস্ত আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য পাঠায়। এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সম্মেলন হয়ে গেল সেখানে প্রত্যেকটা মুখ্যমন্ত্রী বলেছে যে পচা চাল আপনারা এখানে পাঠাচ্ছেন এই এলাকায়। অথচ ওদের দুঃসাহস হচ্ছে এই যে ওরা বারবার বলেছেন যে, না এইটা পচা চাল না এইটা সাবষ্টেণ্ডার্ড চাল। ১৯৭৮ সালে কোন চাল যদি কোন গুদামে রেখে দেওয়া হয়, আর সেই গুদামজাত হয়ে সেটা যদি ময়দানে পরে থাকে, তার পরে সেটা যদি ১৯৮২ সালে আমাদের গলার ভিতর দিয়ে ঢুকাতে চান সাবষ্টেণ্ডার্ড চাল বলে তাহলে এইটাকে দুর্ভাগ্যজনক বলতে হবে। আমরা শুনেছি এই সব চালের নমুনা দেখিয়েছেন আমিও সেই চালের নমুনা দেখিয়েছি সেই কেন্দ্রের মন্ত্রীকে। তাতে আমরা এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম যে, এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না, আমিও তাদের বলেছি যে, যদি তোমাদের ওখানে খারাপ চাল থাকে তাহলে আমাদের এখানে পশু খাদ্য হিসাবে বিক্রি করলে আমরা তা ব্যবহার করতে পারব। কিন্তু আমাদের উপরে এইটা চাপিও না যেটা নাকি মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী হলেও ওখানে মজুত আছে। কাজেই এই হাউসের পক্ষ থেকে আমি আবার কেন্দ্রীয় সরকারের P.T.O.

অনুরোধ করতে চাই ওরা এদিকে যেন লক্ষ্য রাখেন। যাতে এই চাল আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেওয়া না হয়।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা কি সত্য যে বামফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্র থেকে পচা চাল এনে ত্রিপুরাবাসীকে খাওয়াচ্ছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—না না এইটা কি সত্য যে টি. ইউ. জি. এসকে খাওয়ানো হচ্ছে সম্ভবত। ত্রিপুরায় পঁচা চাল আনা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য কি মনে করেছেন যে শুধু টি. ইউ, জি. এস. কে খাওয়ানোর জন্য এই পচা চালটা আনা হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, মাসে আমাদের ১২ হাজার মেট্রিক টন চালের দরকার হয়। তা কেন্দ্রীয় সরকার পাঠাচ্ছেন মাত্র ৮ হাজার মেট্রিক টন চাল। বাকী ৪ হাজার মেট্রিক টনের যে ঘাটতি সেই ঘাটতি কি-ভাবে পূরণ করা হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় সদস্য হয়তো শুনেননি যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী বলেছেন যে, যেখানে ৮ হাজার মেট্রিক টন দরকার সেখানে ৯ হাজার কি সাড়ে নয় হাজার চাল আমরা নিয়েছি অগ্রিম হিসাবে। এইটাকে সম্ভব করার জন্য রেলওয়েকে ধন্যবাদ। তারা যে রেল ওয়াগন আমাদের জন্য গত কয়েক মাস যাবত পাঠাচ্ছেন, তাতে যেখানে আমরা ৮ হাজারের শতকরা ৬০ ভাগ পেতাম সেখানে ৮ হাজারের চেয়ে কিছু বেশী চাল পেয়েছি গত কয়েক মাসে। সেই জন্য আমরা এই চাহিদাটা পূরণ করতে পেরেছি। সেই জন্য রেল ওয়েকে আমি এখান থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তারা সরবরাহের ক্ষেত্রে অনেক খানি উন্নতি করতে পেরেছেন।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী এবং মানিক সরকার।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি ?

২। রাজ্যের যে সমস্ত কলেজ বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ নেই সেখানে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে (১৯৮০-৮৫) রাজ্যের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) সরকারী মহিলা কলেজ আগরতলা ও বিলোনীয়া কলেজ যথাক্রমে হোম সায়েন্স ও বায়োসায়েন্স খোলার প্রস্তাব আছে। বিলোনীয়া কলেজে এই শিক্ষাবর্ষ হইতে বাঙলা ভাষায় সায়েন্স চালু করার জন্য বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে অনুমতি পাওয়া গেছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ষষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য আমরা কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারকে দিই না। আমাদের আগের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরূপ একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার সে সময় রাজ্য সরকারকে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। সে মেয়াদ এখনো পার হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এখন কোন প্রস্তাব দিলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্পূর্ণ খরচ রাজ্য সরকারকেই বহন করতে হবে। যার ফলে রাজ্য সরকারকে বছরে ৮।১০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। এইজন্য আমরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আমাদের কোন অতিরিক্ত অর্থ খরচ করা সম্ভব নয়। তবে পরে ইউ, জি, সি'র সহায়তায় আমরা জায়গায় যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারি যেমন সূর্য্যনগরে যে জায়গা নেওয়া হয়েছে সেখানে অন্তত ইনফ্রাষ্ট্রার তৈরী করার পর ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে হয়তো খরচ বহন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক লিডারসিপ দিচ্ছে না। আর এডমিনিষ্ট্রেটিভ লিডারসিপ এর জন্য এখানে একটি অটোনমাস কমিটি করতে হবে। এই ব্যাপারে অবশ্য প্রায় সব কিছু ঠিক করা হয়েছে। আমাদের বিধান সভার দুঃজন মেম্বার সদস্য পদ লাভের জন্য তাদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমননীয়তার জন্য যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে আমরা আমরা আশা করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের নীতি পরিবর্ত্তন করবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী তরনী মোহন সিংহ।

শ্রী তরনী মোহন সিংহ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার,এ ডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৫৬।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৫৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত,

২। উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কত সংখ্যক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর অধিক সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত আছেন ( নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী, মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয়ের আলাদা হিসাব ),

৩। ৫০ ( পঞ্চাশ ) জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী আছে অথচ একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এমন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ;
( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব )

উত্তর

১। প্রাইমারী, নিম্নবুনিয়াদী — ১১৭৬ (৩১.৩.৮২ ইং পর্য্যন্ত) এর পরেও ট্রাইবেল এলাকা গুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় আরো ৩০০টি স্কুল স্টার্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং এখন পর্য্যন্ত

২০০টি স্কুল স্টার্ট' হয়েছে কারণ আমরা সেখানে কক্‌বরক্‌ টিচার পাঠিয়ে দিয়েছি।

| | | |
|---|---|---|
| উচ্চ বুনিয়াদী, জুনিয়ার হাইস্কুল | — | ২৯৯ (৩১-৩-৮২,) |
| মাধ্যমিক | — | ১৪৪ ,, |
| দ্বাদশ শ্রেণী | — | ৮২ (অদ্য পর্য্যন্ত নূতন ১০ টি সহ করে) |
| ২। প্রাইমারী, নিম্নবুনিয়াদী | — | ৭৮ |
| উচ্চ বুনিয়াদী, জুনিয়ার হাইস্কুল | — | ৯৪ |
| মাধ্যমিক | — | ৩৪ |
| দ্বাদশ শ্রেণী | — | ২১ |

৩। প্রাইমারী সহ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা — ৩১৪ টি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সদর | — | ৪৮ | |
| খোয়াই | — | ৪৪ | |
| সোনামুড়া | — | ৩১ | |
| উদয়পুর | — | ৪ | |
| অমরপুর | — | ২০ | |
| বিলোনীয়া | — | ১০ | |
| সাব্রুম | — | ১৪ | |
| কমলপুর | — | ১৬ | |
| কৈলাশহর | — | ৫৬ | |
| ধর্মনগর | — | ৭১ | (ধর্মনগরেই সবচেয়ে বেশী) |

মোট ৩১৪ টি।

শ্রী তরনী মোহন সিংহ : পার্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৪৮টি প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশী। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটাও জানা আছে কি যে, এমন স্কুল আছে যেখানে ২০০ বা ২৫০ জন ছাত্র পড়ে মাত্র একজন শিক্ষক সেই স্কুল পরিচালনা করেন। সেখানে আবার মিড-ডে মিল্‌ ও চালু রয়েছে সেই মিড-ডে-মিল্‌ পরিচালনা করে স্কুল চালানো সম্ভব নয়। এ রকম খবর সদরের অনেক স্কুলগুলিতেই রয়েছে। ঐ সকল স্কুলে শিক্ষকের অভাব সরকার মিটাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। তারজন্য আমরা আরো ৯৯০ জন নতুন প্রাইমারী শিক্ষক নেবার

ব্যবস্থা করেছি। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন স্কুলে সারপ্লাস শিক্ষক রয়েছেন সঠিকভাবে শিক্ষকদের বিভিন্ন স্কুলে বণ্টন করলে এই অভাবটা কিছুটা মিটানো যাবে। অনেক সময় দেখা গেছে শিক্ষকরা আবার সব স্কুলে যেতে চান না। ফলে আমরা এবার নতুন যে শিক্ষক নেব স্থির করেছি সে ক্ষেত্রে আমরা স্কুল ভিত্তিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছি এবং সেই অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সুতরাং যারা তার পোষ্টিং স্কুলে যাইতে চাইবেন না অর্থাৎ চাকুরী পাবার পর যিনি তার নির্দ্ধারিত স্কুলে যাইতে চাইবেন না তবে তাকে চাকুরী থেকে ছাটাই করে দেওয়া হবে। যে ২০০ টি ককবরক টিচারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা সে হিসেবেই করা হয়েছে।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে কোন কোন স্কুলে ছাত্রদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশী তারমধ্যে সে হারটা গ্রামাঞ্চলে কম। শহরাঞ্চলে বেশী। এমনও দেখা গেছে যে টাউনে ছাত্রদের তিন চার জন প্রতি এক এক জন করে শিক্ষক রয়েছেন। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, প্রতি চার জন করে শিক্ষক রয়েছেন একজন সে রকম কোন স্কুল ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। এটা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৈলাশহরে আর, কে, আই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের এবং শিক্ষকের সংখ্যা তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রতি চার জন এর মধ্যে একজন শিক্ষক রয়েছে। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কি ?

শ্রী নগেন্দ্র

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এটা আমার জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে চাকুরী পাবার পর যদি কোন শিক্ষক তাহার নির্দ্ধারিত স্কুলে যেতে রাজি না হন তবে তাকে সাসপেণ্ড করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এ পর্য্যন্ত কতজন শিক্ষককে সাসপেণ্ড করা হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এ রকম কোন কথা বলিনি। মাননীয় সদস্য এটা ভুল শুনেছেন। আর নগেনবাবুরা সব সময়ই ভুল শুনে থাকেন। আমি বলেছি চাকুরী পাবার পর যারা তাদের নির্দ্ধারিত স্কুলে যেতে চাইবেন না তাকে চাকুরী থেকে ছাটাই করা হবে।

মিঃ স্পীকার — শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

শ্রী দশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলাপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহার বিভিন্ন কাজের জন্য রাজ্য সরকার ৩১. ৮. '৮২ তাং পর্যন্ত কি পরিমাণ অর্থ খরচ করেছেন ?

২। কেন্দ্রীয় সরকার এই জেলা পরিষদের কাজের জন্য কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছেন ? জুম ফসল উৎপাদনের জন্য জেলা পরিষদ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। প্রধানতঃ কি কি কাজের দায়িত্ব জেলা পরিষদকে এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭১-৭২ সালে মোট তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ২৫ লক্ষ ৪০ হাজার ১ শত ১৩ টাকা ১ পয়সা।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়নি।

৩। জেলা পরিষদের মাধ্যমে দুঃস্থ জুমিয়াদের জন্য জুম চাষ প্রকল্প রূপায়িত করেছেন। দুঃস্থ জুমিয়ারা নিজ জমিতে কাজ করে প্রতি শ্রম দিবসে মজুরী হিসাবে ৬ টাকা করে পেয়েছেন।

৪। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য্য পদ্ধতি সম্পর্কে ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইন, ১৯৭৯ এর তৃতীয় পরিচ্ছদে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্য সরকার নিম্ন লিখিত সুপারিশগুলি কার্যকরি করার কথা বলেছেন।

(ক) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভূমি বন্দোবস্ত কেবল মাত্র জেলাপরিষদের অনুমোদন ক্রমেই করা হবে।

(খ) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার সমস্ত জুমিয়া পুনর্বাসন জেলাপরিষদের অনুমতি ক্রমে চূড়ান্ত করা যাবে।

(গ) সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুমিয়া পুনর্বাসন এবং ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান কর্পোরেশন অথবা প্রস্তাবিত রিহেবিলিটেশান প্ল্যানটেশান কর্পোরেশান কর্তৃক রাবার বাগান তৈরীর মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রস্তাব জেলা পরিষদের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে।

(ঘ) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প যেমন ভূমি বন্দোবস্ত জুমিয়া পুনর্বাসন, কৃষি, পশু পালন, জলসেচ, ভূমি সংস্কার, স্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, শিক্ষা, যোগাযোগ, বনায়ন এবং বিভিন্ন স্থানে গ্রোথ-সেন্টার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কাজ ও জেলা পরিষদের ব্যয় বরাদ্দ থেকে হাতে নেওয়া হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করেছেন।

শ্রী মতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার জেলাপরিষদের কাজের জন্য কোন অর্থ দেন নি। এর কি কারণ এবং যাতে জেলা পরিষদের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করেন তার জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

শ্রী দশরথ দেব—রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকা উন্নত করার জন্য, আমরা নিশ্চয়ই যখন বাজেট করি তখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা আদায়ের জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু কেন্দ্র কেন দিচ্ছেন না বলতে পারব না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জেলা পরিষদ শুধু অনুমোদন করবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে তার নিজের উদ্যোগে কোন প্রশাসনিক কাজ কর্ম চালানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

শ্রী দশরথ দেব—জেলা পরিষদের কাজ কর্মের ক্ষমতা আইনের মধ্যেই লেখা আছে। এই অধিকার আর কেউ হরণ করতে পারে না। তবে জেলা পরিষদ ঠিক ঠিক ভাবে সব উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে গেলে তার অফিসার, ষ্টাফ, ঘরবাড়ী এইসব থাকতে হবে।

এগুলি রাতারাতি করা যাবে না এবং জেলা পরিষদ যদি প্যারালাল ভাবে প্রশাসনিক দপ্তর এবং অফিসার ইত্যাদি নিজে করতে হয় তাহলে জেলা পরিষদের কাজেকর্মের জন্য কোন টাকাই থাকবে না। আইনেই এটা আছে। সুতরাং প্রশাসন থেকে অফিসার ট্রান্সফার করে এটা চালাতে হবে এবং পরিষদ নিজেরাও কিছু স্টাফ নিয়োগ করতে পারবেন এবং শীঘ্রই আরও কিছু স্টাফ প্রশাসন থেকে দেওয়া হবে যাতে এই কাজ তারা করতে পারেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন টাকার অভাব আছে এবং বলেছেন আইনেরও অসুবিধা আছে, আবার বলেছেন আইন মাফিক যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা কেড়ে নেওয়া হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা হলে জানাবেন কি যে শুধু অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা যেখানে আছে সেখানে তাদের কাজের ক্ষমতাকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে কিনা এবং পরিষদকে রাজ্য সরকার কুক্ষিগত করে রেখেছেন কিনা।

শ্রী দশরথ দেব—এটা আদৌ ঠিক নয়। তবে সেক্রেটারী থেকে সুরু করে সমস্ত স্টাফ পরিষদের পক্ষে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এটা উদ্দেশ্যও নয়। তবে আমরা প্রশাসন থেকে লোক ইত্যাদি দেব এবং তারা কাজ করবে পরিষদের অধীনে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী রাম কুমার নাথ।

শ্রী কুমার নাথ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩।

শ্রী ব্রজগোপাল রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে শতকরা কত ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন ?

২। দারিদ্র সীমার নীচের লোককে উন্নীত করার কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ১৯৭৭-৭৮ সালে ৩২ তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত ভোগ্যপণ্য খাতে পারিবারিক ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যানুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে আনুমানিক শতকরা ৮১·৮ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন।

২। পরিসংখ্যান বিভাগের জানা নেই।

মিঃ স্পীকার—শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বর ১৪১।

শ্রী দশরথ দেব—স্যার, প্রশ্ন নং ১৪১।

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার পর ১৫ই জুলাই ১৯৮২ পর্যন্ত পরিষদের নিজস্ব কতজন কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

১। (ক) দ্বিতীয় শ্রেণী—১ জন (ত্রিপুরা সরকার হইতে ডেপুটেশানে প্রেরিত)।

(খ) তৃতীয় শ্রেণী—১৭ জন (ত্রিপুরা সরকার হইতে ডেপুটেশানে প্রেরিত)।

(গ) চতুর্থ শ্রেণী—২ জন (এ. কে. দে কমিশনের কার্যকাল শেষ হওয়ায় উদ্বৃত্ত কর্মচারী)।

(ঘ) দৈনিক মজুরী ভিত্তিক—

(১) তৃতীয় শ্রেণী ৪ জন (ড্রাইভার)।

(২) চতুর্থ শ্রেণী :—

(ক) ৮ জন (বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের অতিরিক্ত কর্মচারী)।

(খ) ১৬ জন (স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত)।

২। এখন পর্যন্ত জেলা পরিষদে কোন নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা হয় নাই। অনিয়মিত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক নিযুক্তির ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় প্রচলিত চাকুরী সংরক্ষন নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে।

৩। দ্বিতীয় শ্রেণী—১১.৬৬ পার্সেন্ট।
তৃতীয় শ্রেণী—২৯.৪১ ,,
চতুর্থ শ্রেণী—৩০.৭৪ ,,

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদটা উপজাতিদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নতির জন্য কন্‌ষ্টিটিউশানাল সেফ-গার্ড হিসাবে গঠণ করা হয়েছে। কাজেই সেখানে মেজরিটি সংখ্যায় উপজাতিদের নিয়োগ না করে অ-উপজাতিদের নিয়োগ করলে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের যে উদ্দেশ্যতা ব্যহত হয় না কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—প্রথমতঃ জেলা পরিষদ তার কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন নিয়ম নীতি তৈরী করে নাই। তাই সাময়িক কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্যই কিছু কিছু কর্মচারীকে ডেপুটেশান সেখানে পাঠানো হয়েছে। কাজেই জেলা পরিষদ যখন তাঁর নিজের নিয়ম নীতি তৈরী করবে, তখন থেকে তারা তাদের কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। তবে, জেলা পরিষদের উন্নয়নের জন্য শুধু মাত্র ট্রাইবেল কর্মচারীদের নিয়োগ করতে হবে, এই ধারনা আমাদের নাই। কারণ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল পরিচালনার জন্য যে সমস্ত কোয়ালিফাইড শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, তা ট্রাইবেলদের মধ্য থেকে এখন পাওয়া যাবে, এই ধারণা করা ভুল। জেলা পরিষদের সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস কারী সকল সম্প্রদায়ের থেকে উপযুক্ত লোক নিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব এবং আমরা মনে করি এটা ট্রাইবেলদের উন্নয়নের স্বার্থেই করা উচিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ অনেক দিন আগেই গঠন করা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন রকম নিয়ম নীতি তৈরী না করার কারণ কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—এই সব নিয়ম নীতি বা আইন প্রনয়ণ করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। কাজেই ক্ষমতা থাকলেও এগুলি করার জন্য তাকে কিছু সময় দিতে হবে বৈ কি ?

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—প্রশ্ন নং ১৩৬।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, প্রশ্ন নং ১৩৬।

১) ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত ট্রাইবেল লেঙ্গুয়েজ সেল· কর্তৃক কয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে ?

২) কি কি বিষয়ের উপর বইগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ?

৩) লেখক ও প্রকাশকদেরকে এ পর্য্যন্ত কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

৪) বিষয়—ভিত্তিক টাকার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) (ক) ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত :—

| | |
|---|---|
| ১) কক ছুরুংমা— | বাগছা (তৃতীয় সংস্করণ) ১ম শ্রেণীর জন্য কক্‌বরক ভাষা পুস্তক। |
| ২) কক ছুরুংমা— | বাগনুই (তৃতীয় সংস্করণ) ২য় শ্রেণীর জন্য কক্ বরক ভাষা পুস্তক। |
| ৩) লেখা মুঙ — | বাগছা '১ম শ্রেণীর গণিত পুস্তক। |
| ৪) লেখামুঙ বাগনুই— | ২য় শ্রেণীর গণিত পুস্তক। |
| ৫) লেখামুঙ — | (১ম ভাগ) কক্ বরক ভাষার দ্বিভাষিক পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক সহায়িকা। |
| ৬) লেখামুঙ — | (২য় ভাগ) ঐ |

(খ) ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত :—

| | |
|---|---|
| ১) লেখামুঙ — | (১ম ভাগ) কক্ বরক ভাষায় দ্বিভাষিক পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষক সহায়ক। |
| ২) লেখামুঙ — | (২য় ভাগ) ঐ |
| ৩) পুইলা পরিমা — —ঐ— | কক্ বরক ভাষার ১ম শ্রেণীর ভাষা পুস্তক। পুন মুদ্রণ |
| ৪) লারিমা — —ঐ... | কক্ বরক ভাষার ২য় শ্রেণীর ভাষা পুস্তক। পুন মুদ্রণ। |
| ৫) সানায় বাগছা— —ঐ— | কক্‌বরক ভাষার ১ম শ্রেণীর গনিত পুস্তক। পুনমুদ্রণ। |
| ৬) সানায় বাগনায়— —ঐ— | কক্ বরক ভাষার ২য় শ্রেণীর গণিত পুস্তক। পুন মুদ্রণ। |
| ৭) কক্ বরক ছারাঁও— | (২য় সংস্করণ) কক্ বরক শিক্ষক সহায়িকা। |

| | |
|---|---|
| ২) প্রদত্ত সাম্মানিক দক্ষিনা :— | মোট ১১,২৫০ টাকা। |
| ৩) (ক) গণিত পাঠ্য পুস্তকের জন্য :— | মোট৮৮,৭৫০ টাকা। |
| (খ) গণিত শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক সহায়ক :— | ২,৫০০ টাকা। |

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—বাংলা হরফ ছাড়াও ইংরেজী রোমান হরফে এই কক্ বরক ভাষা শিক্ষা দানের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি মিশনারীদের সাহায্য গ্রহণ করছে। এমন কি মাঝে মাঝে আকাশবানীও ইংরেজী রোমাণ হরফের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—বাংলা লিপিতে কক্ বরক ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি আমাদের ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ইংরেজী রোমাণ হরফে কক্ বরক ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার একটা মতামত থাকতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার যেটা গ্রহণ করেছেন, আমরা সেইভাবে কক্ বরক ভাষা শিক্ষাদানের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। এখন যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দিগকে অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—"A" & "B")

RULING BROM THE CHAIR

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, I have received a notice of breach of privilege against Shri Samar Choudhury, MLA, given notice of by Shri Nagendra Jamatia, MLA, on the alleged question of disclosure of the proceedings and activities of the privilege Committee by Shri Samar Choudhury. I have found no prima facie in this case in view of the fact that after the Business Advisory Committee meeting adjourned on 4.8.82 there was some discussion between Shri Samar Choudhury and ShriJamatia. Shri Jamatia was insisting on allocation of more time for this Session but Shri Choudhury mentioned that there would be no necessity of more time for this Session. Inter-alia Shri Choudhury mentioned about the privilege case only but nowhere the question of disclosure of the proceedings or the activities of the Committee had arisen at that time. Besides, Shri Choudhury is not a Member of the privilege Committee and he has no knowledge about the proceedings of the privilege Committee.

In view of the above, I have rejected the notice of Shri Nagendra Jamatia.

Shri Nagendra Jamatia—Mr. Speaker Sir ( interruption )

Mr. Speaker—Ruling এর উপর কোন বক্তব্য রাখা যায় না

( ইন্টারাপশান )

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, এটা আমি এগ্রি করি—কিন্তু আমার সাবমিশান হল গত ৪ তারিখ তিনি বলেছেন যে ( ইন্টারাপশান )

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এরা যদি আইন না মানেন তবে বাইরে গিয়ে চিৎকার করতে পারেন এখানে নয় (ইন্টারাপশান)

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং :—মিঃ স্পীকর স্যার, একথা উনি বলতে পারেন না এটা বাইরের ব্যাপার নয়। এটা হাউসের ব্যাপার অতএব আমরা হাউসেই বলব (ইন্টারাপশান) (মিঃস্পীকার মহোদয়ের হাতুরী পেটানোর শব্দ)

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

১। শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া

নোটিশের বিষয়বস্তু হল "গত ৮.৮.১৯৮২ ইং বিকাল ৫টায় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সদর উত্তর বিভাগীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও দমাকারী গাঁও সভার সদস্য শ্রী আশারাম দেববর্মাকে কতিপয় সদস্য সি. পি. এম. দুষ্কৃতকারী গুলি করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন সেই ঘটনাটি হচ্ছে এই যে :—On 8.8.82 afternoon one Asharam Deb Barma S/o. Lt. Naba Kumar Deb Barma Vill. Nabin of Tamakari, P. S. Sidhai, aged about 55 years along with his grand son Mangal Deb Barma, S/o. Pankhairai Deb Barma of Dalan Bari, P. S. Sidhai was proceeding towards Hari Mohantapara from Easrai Bazar. At about 17000 hrs. while they reached Mohantapara under Sidhai P. S., Asharam Deb Barma was Suddenly attacked by six unknown tribal miscreants armed with fire arms and other weapons. The miscreants fired towards him from an improvised country made gun causing five injuries on the chest. The miscreants also caused deep inside three injuries on the left check by sharp cutting weapon. The injured died instanteneously on the post. On getting the information of the murder the R. A. C. personnel from Radhanagar Camp, which is situated at a distance of about 3 kms. from the place of occurance and rushed to the place of occurance at 1800 hrs. on 8.8.82 and guarded it till the arrival of the B. S. F. from Chachu Bazar Camp at 2000 hrs. the same night. On hereby information Sidhai Police Station hastened to the spot and at 2300 hrs. on 8.8.82. The Police recorded the statement of Mangal Deb Barma the accompained person of the deceased. On the statement of Mangal Deb Barma, Sidhai Police Station registered a case No. 4/8/82 under section 302/34 I. P. C. and 25 (A) (1) Arm Act. The complainent could not recognise the miscreants. Investigation of the case taken up by the O/C, P. S. Necessary inauest on the dead body was held by police and sent to Mohanpur for post mortem examination. Photograph

of the deceased and the place of occurance was taken. The State CID has been entrusted for investigation. Raids were conducted in the area but no arrest could be made. Further raids to arrest the miscreants is still continuing.

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই ঘটনা সি. পি. এম. পার্টি সুপরিকল্পিত ভাবে করেছে। কারন গত ৩.৮.৮২ তারিখ যুটনা স্কুলের মাঠে জন সভায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আশারাম দেববর্মা এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে বিরাট প্রভোকেশান দিয়েছিলেন, সেই অনুসারেই এই ঘটনা ঘটেছে। এবং সেই প্রভোকেশানের পর প্রায় ৫০ জন সি. পি. এম. এর একটি সশস্ত্র দল সেখানকার টি. ইউ. জে. এস. এর কর্মীদের খুন করার হুমকী দিচ্ছে এটা জানা আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলি উদ্দেশ্য প্রাণোদিত হয়েই দিতে চাইছেন। এইগুলি সত্য নয়। আমার কাছে যে সব ফাদ'ার ইন্‌ফরমেশান আছে সেটা হচ্ছে এই নিহত আশারাম দেববর্মা তিনি সেখানকার টি. ইউ. জে. এস. র একজন ডিভিশ্যানাল কমিটির মেম্বার এবং তমাকারী গাঁওসভার সদস্য। তিনি একটা নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত আসামী এবং তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। রতিরঞ্জন দেববর্মা, পিতা—সোনামনি দেববর্মা, মহন্তপাড়ার তমাকারী তার হত্যার আসামী হিসাবে পুলিশ কিছুদিন যাবত তাকে খুঁজছিলেন সেই মামলা এখন তদন্তাধিন আছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কি না যে খুনটা হল এটা টি, ইউ, জে, এস, এর কতগুলি উপদলের কোন্দলের ফলেই এইগুলি হচ্ছে কারণ কিছুদিন আগে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে এই উপদলীয় কোন্দলের ফলে টি, ইউ, জে এস, এর বিধায়করাও ঐ নগেন্দ্র জমাতিয়া, দ্রাউ কুমার রিয়াং ওনারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং এই সব ঘটনা তাদের উপদলীয় কোন্দলের ফলেই হচ্ছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ সব তথ্য বিচার বিবেচনা করে দেখবে এবং শ্যামাচরন ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং ওদের আরও কিছু সদস্য তারা এই অভিযোগ করেছে যে বিজয় রাংখল এবং টি, ইউ, জে এসের কিছু লোক সনত্রাসবাদী তাদেরকে হত্যা করতে পারে এবং সরকার যাতে তাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। সে দিক থেকে আমরা নিশ্চয়ই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। শুধু তারাই নয় অন্যান্য নেতা যারা আছেন তাদের নামও লিপিবদ্ধ আছে সেখানে দশরথ দেববর্মা একেবারে টপে আছেন এবং কংগ্রেসের কিছু ট্রাইবেল নেতা, তাদের নামও আছে, মহারাজার নামও আছে। টি. ইউ. জে. এসের নেতাদের নামও আছে। তারা কি উদ্যেশ্যে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড করছে সে সবই পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। পুলিশের তদন্তের প্রয়োজন আছে। কোন একটা খুনের আসামী যদি মারা যায় তাহলে খুনের অন্যান্য আসামীদের সম্পর্কে যে সমস্ত এভিডেন্স আছে সেগুলি নষ্ট করার জন্যও অনেক সময় খুন করে। পুলিশ কাউকেই ক্ষমা করবে না সে সি, পি, এমের সদস্য হলেও তাকে ক্ষমা করবে না। এই ব্যাপারে পুলিশ সব ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রী ব্রাউ কুমার রিয়াং :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে আসামীকে হত্যা করেছিল সে যে দলের লোক সেই দলই গত জুনের দাঙ্গার সময়ে পদ্মমোহন দেববর্মাকে হত্যা করেছিল। সি. পি. এমের কতকগুলি গুণ্ডা পদ্ম মোহন দেববর্মাকে হত্যা করেছিল এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানা আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে সেটা তারা পুলিশের কাছে দেবেন এবং পুলিশ সেগুলি তদন্ত করে দেখবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরীর নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল--"গত জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উদয়পুর শহরে গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী সি, পি. আই (এম) সমর্থক প্রানেশ মজুমদারের নৃশংসভাবে দুবৃত্তদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে।" মাননীয় স্ব-রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :--মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে এখন আমার হাতে যে তথ্য আছে সেটা আমি সভাকে জানাচ্ছি। On the night of 13-7-82 at about 2200/2215 hours information was received regarding an incident at Central Road, Available officers of P. S. rushed to the P. O. and found that in the shop of one Babun Datta one Pranesh Majumber of Udaipur was lying in a pool of blood. The owner of the shop was not available when the police reached there. On preliminary enquiry it was learnt that one Barun Saha of Udaipur with a daw in his hand came out from the shop of one Parimal Saha, Proprietor of Annapurna Hotel, hit the deceased Pranesh Majumder from behind at the back of his neck and injured one Krishna Saha. Krishna Saha after injury rushed from the shop and found the CRPF party at Motor-Stand. The injured was shifted to Udaipur Hospital. His statement was recorded and he was sent to G. B. Hospital, Agartala, the same night. The statement of the injured could not be recorded in all details since he was in a precarious condition. On the Statement R.K. Pur P. S. case No.15(7)82 u/s 302/326/307 IPC was registered. Parimal Saha owner of Annapurna Hotel was picked up and shown arrested in the case. Raids were conducted that very night by SDPO Udaipur, in various parts of Udaipur area for the arrest of Barun Saha but the accused was not traceable. Since Barun Saha was FIR named accused in connection with Baikura P. S. case No. 5(7)82 a report was submitted to C. J. M., Udaipur, for cancellation of bail. Notice has been issued to surety to produce the accused by 24-7-82. It was ascertained that the absconding accused Barun Saha has been driven out from his house for the last 2 months and was being sheltered by Parimal Saha, the owner of Annapurna Hotel. Suspected Parimal Saha is an active "Amra Bangalee worker of Udaipur area and was arrested prior to the A. D. C. Election. Subsequently he has been showing Congress-I leadings. Consequent to the

prayer of police C. J. M., Udaipur has issued notice to the surety of accused Barun Saha in connection with Baikora P. S. Case No. 5(7)82 for production of the accused, Barun Saha on 24-7-82. But the surety could not produce on the date fixed. Legal proceeding against the surety has since been taken up with the court concerned. Further investigation has revealed that the accused Barun Saha has fled to Silchar town in Cachar District of Assam and has been hiding in the house of a relative in the said town. A requisition vide a radiogram has already been issued to the S.P. Cachar District, Assam for effecting the arrest of the accused Barun Saha.

শ্রী.কশব মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা কিংবা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সংবাদ আছে কিনা যে, ঐ বরুন সাহা সে শুধু বাইখোড়ার ব্যাপারেরই নয় তার বিরুদ্ধে উদয়পুরে আরো অনেক কেস্ আছে। ডাকাতি, মার্ডার, রাহজানি, ছিনতাই এই ধরনের বহু কেসের সে আসামী এবং গত জুলাই মাসের শেষের দিকে সুখময় সেনগুপ্ত উদয়পুরে মিটিং মিটিং করেন। রাম সাহার বাড়ীতে মিটিং করেন। সে মিটিংয়ে একজন শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ অফিসার দিলীপ ভট্টাচার্য্যের বাসার মধ্যে সুখময় বাবু মিটিং করেন। সেই মিটিংয়ে বহু গুণ্ডা উপস্থিত ছিল। পুলিশের একটা অংশের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই পরিকল্পনা মত ৪টি একশান স্কোয়ার্ড গঠন করা হয়। এই একশান স্কোয়ার্ডের মূলতঃ কাজ হচ্ছে, সি.পি.এম. কর্মীদের খুঁজে বের করে খুন করা। এই রকম একটি একশান স্কোয়ার্ডের নেতৃত্ব ছিল বরুন সাহার হাতে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে প্রাণেশ মজুমদার খুন হয়েছে এটা সত্যি কিনা কিংবা এ ধরনের কোন সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে সব অভিযোগ করেছেন সে গুলি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। আমি এখানে বলেছি, বাইখোড়াতে যে দলটি গিয়েছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং যাদের মুক্তির জন্য উদয়পুর বন্ধ পালন করা হয়েছিল সেই দলটির মধ্যে বরুন সাহা অন্যতম।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে, যে দিন প্রাণেশ খুন হয় সেই দিনই ঐ খুনের জায়গা থেকে ৫০ গজ দূরে কামিনী দাসের বাড়ীতে মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে আগরতলা থেকে মনসুর আলী, প্রফুল্ল দাস এবং মধু দাস উপস্থিত থেকে খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং বরুন সাহাকে খুনের দায়িত্ব দিয়ে সেই মিটিংয়ে প্রফুল্ল দাস উচ্চারণ করেছিলেন, "ডুহোয়াটএভার ইউ লাইক। "এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা বা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যদি মনে করেন, তাহলে তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে খবর দিতে পারেন।

শ্রীনকুল দাস :—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, আমরা জানি, দাঙ্গার সময় সুখময় বাবু মধু দাসকে উস্কানী দিয়ে আমরা বাঙ্গালী দল করেন। আমরা বাঙ্গালী দল এবং সুখময় বাবুর

দল মিলিত ভাবে সারা রাজ্যে খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। উদয়পুরের পরিমল সাহা হোটেল মালিক তিনি আমরা বাঙালী দলের সমর্থক এবং সুখময় বাবুর দলেরও সমর্থক। বরুন সাহার সঙ্গে সেও প্রাণেশ মজুমদারের খুনের খুন হওয়ার ব্যাপারে দায়ী আছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের সমর্থক এবং আমরা বাঙালীর দলের সমর্থক একই খুনের মামলায় জড়িত কিনা তা পুলিশ অফিসার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীখগেন দাস :—ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্ত্তমান কংগ্রেস (আই) সহ সভাপতি বাইখোরাতে খুন সন্ত্রাস করার জন্য উদয়পুর থেকে বরুন সাহাকে তাঁর নিজের গাড়ী করে নিয়ে গেছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ? এবং এই বরুন সাহা যখন প্রাণেশ মজুমদারকে খুণ করে তখন তার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে বরুন সাহার ছোট ভাই অরুন সাহা চিৎকার করে বলেছেন, "আমার দাদা প্রাণেশ মজুমদারকে খুন করছে, আপনারা এগিয়ে আসুন। এগিয়ে আসুন। "এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৫ জন প্রত্যক্ষ দর্শী পুলিশের কাছে স্ট্যাটমেণ্ট দিয়েছেন। তার মধ্যে বরুন সাহার ছোট ভাই অরুন সাহা তিনিও স্বাক্ষ্য দিয়েছেন পুলিশের কাছে, তার দাদা এই খুনের জন্য দায়ী আছে বলে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে কংগ্রেস (আই) এর সহ সভাপতি সুখময় সেনগুপ্ত এই সব প্ল্যান প্রোগ্রাম করেন এবং সরকারী গাড়ী করে হস্‌পিটালের অ্যাম্বুল্যান্স করে আগরতলা পালিয়ে আসেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, জি, বি, হাসপাতাল থেকে আমার কাছে অভিযোগ এসেছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত সরকারী গাড়ী ব্যবহার করছেন। অথচ তিনি কোন হস্‌পিটালের অ্যাডমিটেড পেশেন্ট নন। ব্যাপারটা খুবই ছোট তাই আমি তদন্ত করি নি। এখন একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিলোনীয়া থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে বিভিন্ন জায়গায় সরকারী গাড়ীতে ঘুরে বেড়াবেন এটা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :

"গত ২২শে জুন ১৯৮২ইং যুব সমিতির দেত্রা আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারী পদ্ম মোহন দেববর্মার খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৬. ৬. ৮২ইং সন্ধ্যা প্রায় ৪—৩০ মিঃ সিধাই থানার অন্তর্গত বৈরাগী বাজার শ্রীপদ্ম মোহন দেববর্মা ও তাহার সঙ্গী দশরাম দেববর্মা দেত্রা গ্রামের কুমারিয়া দেববর্মার বাড়ী হইতে সুনাই বাজারের দিকে আসিতেছিলেন। তখন

কিছু অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী নিকট হইতে তাহাকে গুলি করিয়া অন্ধকারে পলাইয়া যায়। সঙ্গের ব্যক্তি কাহাকেও চিনতে পারেন নাই। পদ্ম দেববর্মা ঘটনাস্থলেই মারা যায়। শ্রীদশরাম দেববর্মার অভিযোগক্রমে গত ২৩.৬.৮২ইং তারিখ সকালে সিধাই থানায় মামলা নথিভুক্ত করে এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে। মৃত পদ্ম দেববর্মা ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য এবং উপজাতি যুবসমিতির একজন সমর্থক। ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে। তদন্তকালে পুলিশ জিরানীয়ার চাকমা পাড়ার শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ও বিদ্যাধন পাড়ার মুক্ত দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্টে চালান দেয়। সেখান হইতে তাহারা জামিনে ছাড়া পায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, পদ্ম দেববর্মাকে মারার আগে ঐখানে সি. পি এম সমর্থক বিজয় দেববর্মা ও চিত্র দেববর্মার নেতৃত্বে একটি স্বশস্ত্র দল ঘোরা ফেরা করত টি, ইউ, জে, এস, নেতাদের খুঁজে বের করার জন্য যাতে খুন করতে পারে? পাশে বি, এস, এফ, ক্যাম্পে এবং পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয়। খবর দেওয়া সত্বেও পুলিশ সিকুইরিটি মেজার নেয় নি। ফলে পদ্ম দেববর্মা সেখানে মারা যায়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ হাউসের সামনে এই ঘটনার ব্যাংক গ্রাউণ্ড যেটা পুলিশের সামনে এসেছে তা বলছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এক বছর পূর্বে দেবা গ্রামের গ্রামবাসীগণ ও পদ্মা দেববর্মা একটি রিয়াং বাড়ীতে ডাকাতির ব্যাপারে চিত্ত দেববর্মা ও অধীনা দেববর্মা বিচার করেন। এই ঘটনাটি অবশ্য বাড়ীর মালিকের অনুরোধে পুলি কে জানানো হয় নাই। প্রকাশ্য বিচারে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু চিত্ত দেববর্মা ও তাহার সঙ্গী অধীনা দেববর্মা গা ডাকা দেয়। গত ৩.৬.৮২ইং অধীনা দেববর্ম্মা কিছু অপরিচিত দুষ্কৃতকারীর দ্বারা খুন হয়। এটা সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২। ২০১ ধারায় মোকদ্দমা নং ১(৬)৮২ নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্তকালে হত্যার সঙ্গে জড়িত চিত্ত দেববর্মা ও তার সঙ্গীদের হাত আছে। সন্দেহক্রমে পুলিশ চিত্ত দেববর্মার বাড়ী ২২.৬.৮২ইং তারিখ রাত্রিতে তল্লাসী করে এবং বন্দুকের ব্যবহার নিমিত্ত তৈরী কিছু সিসার বল ও সন্দেহজনক সম্পদ সেখান থেকে উদ্ধার করে। এটা জানা যায় যে চিত্ত দেববর্মার মাজাল লোডিং অয়োস্ত্র আছে। এ সম্বন্ধে অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (এ) (সি) ধারা অনুযায়ী ২৬(৬) ৮২ নং সুনির্দিষ্ট মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চিত্ত দেববর্মা পলাতক। তাহাকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই। কয়েকবার অভিযান চালাইয়াও ফল পাওয়া যায় নাই। জিরানীয়া থানার চাকমাপাড়া গ্রামের রবীন্দ্র দেববর্মা এবং বিদ্যাধন পাড়ার মুক্তা দেববর্মাকে সহযোগী সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কোর্টে সোপার্দ করা হয়। গ্রেপ্তারীকৃত উভয় ব্যক্তিকেই কোর্ট হইতে ৯.৭.৮২ইং তারিখ জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সাক্ষী প্রমাণ এবং অপরাপর তথ্যাদি ভিত্তিতে এটা পরিষ্কার যে প্রতিশোধমূলক এবং কোন রকম রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক কর্মীরা তার সঙ্গে জড়িত নয়। এই ঘটনার পিছনে কোন রাজনৈতিক দল কাজ করেছে বলে পুলিশ মনে করে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, বিদ্যাধন পাড়া থেকে দুজন ছেলেকে পুলিশ ২২ তারিখে ঐ রাত্রে ধরে আনে এবং পরের দিন সকালে তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারা যায় যে এর আগে সেখানে সি. পি. এমের একটা দল মিটিং করেছিল এবং সেখানে সিদ্ধান্ত নিতে এই দুটি ছেলে শুনেছিল। যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সেটা তাদের হাতে দেখেছে বলে স্বীকার করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ তাদের একশ্যান নেয় নি এবং পুলিশ যে একবার রেইড্ করেছিল তারপর আর কোন সময় সেখানে খোজ নেয় নি এবং পুলিশ একজন জানিয়েছেন যে টি-ইউ. জি এস এর কর্মী এবং লিডার সুবোধ দেববর্মা এবং রবীন্দ্র দেববর্মা, সি. পি' এমের কর্মী এবং লিডার চিত্ত দেববর্ম্মা এবং বিজয় দেববর্মা তাদের নেতৃত্বে গুণ্ডা-বাহিনী তৈরী হচ্ছে। আশারাম দেববর্মাকে হত্যা করবে এই ধরনের একটা সতর্কতা আমাদের এলাকার কর্মীরা শুনেছেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন একশান নেওয়া হয় নি এবং এই গুণ্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে আতংক সৃষ্টি করে চলেছে এবং যুব সমিতির কর্মীদের খোজে বেড়াচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, যুব সমিতির বিরুদ্ধে ওরা যে লাগাতর খুন-সন্ত্রাসের কাজে লিপ্ত হয়েছে এটা বন্ধ করার জন্য দলগতভাবে বা প্রশাসনিক-ভাবে উভয় দিক থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে মাননীয় সদস্যদের যদি কোন স্পেসিফিক কিছু তথ্য থাকে সেগুলি পুলিশকে জানাবেন। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কোন দলের লোকই যেই হোক না কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সব কিছু চাপিয়ে যাচ্ছেন। দলগতভাবে যুব সমিতির বিরুদ্ধে এই গুণ্ডা-বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ জানে কিন্তু এই দলগত পরিচয়ের জন্য তারা এরেষ্ট হচ্ছেনা। এই সরকার যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে দীর্ঘ মেয়াদী খুন সন্ত্রাস চলতে থাকবে এবং উপজাতি যুব সমিতির নেতারা সেখানে ভয়ে থাকতে পারছেন না। কাজেই মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে পরিষ্কার করে বলুন, যে সমস্ত গুণ্ডা বাহিনীর হাতে আপনারা অস্ত্র তুলে দিয়েছেন তাদের নিরস্ত্র করবেন কিনা, তাদের হাত থেকে অস্ত্র নিরস্ত্র করা হবে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা বক্তব্য এর উপর বলার কিছু নেই।

অধ্যক্ষ মহাশয় আজ :—একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৬শে জুলাই আগরতলা শহরে কংগ্রেস (আই) সভাপতি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বেআইনী মিছিল এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—গত ২০শে জুলাই ১৯৮২ ইং তারিখে কংগ্রেস (আই) সহ সভাপতি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুখময় সেনগুপ্তের পক্ষে দিলীপ কুমার দেব এডভোকেট ২৬শে জুলাই

শিশু উদ্যানে জনসভা এবং মিছিল করার সরকারের অনুমতির জন্য পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের নিকট একটি অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেন। কিন্তু ১৮ই জুলাই তার মানে ২০শে জুলাই-এর দুই দিন আগে ত্রিপুরা মৎস্যজীবী সমিতিকে শিশু উদ্যানে উক্ত ২৬শে জুলাই বেলা দুইটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যান্ত জনসভা এবং শহরে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাই দিলীপ কুমার দেবকে লিখিতভাবে শিশু উদ্যানে এবং শহরে জনসভা এবং মিছিল করার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীদেব ২১শে জুলাই আর একটা দরখাস্ত পেশ করেন। ২৬শে জুলাই আস্তবল ময়দানে জনসভা এবং শহরে মিছিল বাহির করার জন্য অনুমতি চান। সেই দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬শে জুলাই বেলা ৩টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আস্তবল ময়দানে শান্তিপূর্ণ জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয় এবং ২৪শে জুলাই সরকার এই অনুমতি তাদের প্রদান করেন। শান্তিপূর্ণ-ভাবে শহরে মিটিং অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও মিছিল বাহির করার অনুমতি সরকার দেন নাই।

২৬শে জুলাই রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আস্তাবল ময়দানে প্রায় ২০০০ হাজার লোক জমায়েত হয়। তাহারা শ্লোগান দিতে থাকে। বেলা প্রায় ৪টা ১০ মিনিটের সময় ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সর্বশ্রী দীপক দে, সুভাস সাহা, চিত্ত সাহা এবং দিলীপ দে, এড্‌ভোকেট এবং আরও কয়েকজন জমায়েত জনতাকে নিয়ে আস্তাবল ময়দান হইতে প্রথমে পূর্বদিকে বোধজং চৌমুহনী এবং তারপর বি-কে রোড বরাবর মিছিল নিয়ে সরকারী অনুমতি উপেক্ষা করে বে-আইনিভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কর্ত্তব্যরত পুলিশ বে-আইনি মিছিল করিতে নিষেধ করেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্বেও বলপূর্বক পুলিশকে বাধা দিয়ে মিছিল অগ্রসর হতে থাকে। জনতা ক্রমশঃই উগ্রমূর্ত্তি ধারন করে এবং পুলিশের দিকে ইট বর্ষন করিতে করিতে পাওয়ার হাউস চৌমুহনীতে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে। পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা মিছিলের নেতৃবৃন্দ এবং জনতাকে শান্তিপূর্নভাবে তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু তথাপিও জনতা ইষ্টক বর্ষন করিতে থাকে। ফলে কর্ত্তব্যরত পুলিশ কর্মচারীগণ আহত হন। জনতাকে বে-আইনি ঘোষনা করা সত্বেও শান্ত করিতে না পারায় ভারপ্রাপ্ত দারোগার আদেশে জনতাকে অপসারণের জন্য পুলিশ ৬ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। প্রায় সাড়ে চারটার সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জনসাধারণকে রক্ষার্থে পুলিশ মৃদুলাঠি চার্জ করিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীগন ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহন করেন। পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা এবং অন্য দুইজন পুলিশ কর্মচারী মারমুখী জনতার ইষ্টক বর্ষনে আহত হন। খবর পেয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক এবং সদর মহকুমা শাসক ঘটনার স্থলে ছুটে আসেন।

পাওয়ার হাউস চৌমুহনীর নিকট হইতে মারমুখী জনতা ছত্রভংগ হয়ে যাওয়ার পর প্রায় কয়েক হাজার জনসভার সমর্থক আস্তাল ময়দানে পুনরায় জমায়েত হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত বেলা ৫-১৫ মিনিটের সময় আস্তাবল ময়দানে উপস্থিত হয়ে জনতার উদ্দেশ্যে

ভীষণ উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং পুনরায় মিছিল বাহির করিবার জন্য তাদের প্ররোচিত করেন। তাহার বক্তৃতায় উত্তেজিত হয়ে ৭০০।৮০০ লোক সর্বশ্রী সুখময় সেনগুপ্ত, দিলীপ কুমার দেব, সুধীর দাস, শংকর দেব প্রমুখের নেতৃত্বে বেলা প্রায় ৫-৪৫ মিনিটের সময় মিছিল করে আস্তাবল ময়দান হইতে কুঞ্জবন রোড দিয়ে রাজবাড়ীর উত্তর গেইটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারগন এবং উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ও অন্যান্যদের বে-আইনী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহারা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে শহরের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে এবং সাথে সাথে জমায়েতের কিছু সংখ্যক লোক আরও ইষ্টক বর্ষণ আরম্ভ করে। এমন সময় একটি জীপ্ গাড়ী মিছিলের কয়েকজন যুবক সহ শ্রীসুখময় সেনগুপ্তকে নিয়ে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। বেষ্টনীর পুলিশগন কোন রকমে দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। সেই জীপেই শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত বোধজং চৌমুহনার দিকে সরে পড়েন। উগ্র জনতা কর্তব্যরত পুলিশ সি. আর. পি. এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ইষ্টক বর্ষণ করিতে থাকে। জনতা পুলিশের টি-আর-পি ৮২ নং গাড়ীটির ক্ষতিগ্রস্ত করে। বে-আইনী ঘোষণা করে স্থান ত্যাগ করিতে পুলিশ আদেশ দিলে উগ্রজনতাকে আয়ত্বে আনার জন্য পুলিশ স্বল্প শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। জনতাকে ছত্রভংগ করার জন্য পুলিশ ১৭ রাউণ্ড টি-আর-গ্যাস ছাড়েন। জনতা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে সরে পড়ে এবং রাজবাড়ীর উত্তর গেইট হইতে কুঞ্জবন রোডে কাটাখাল ব্রীজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সমস্ত উস্কানি দাতারা ইষ্টক বর্ষণ করিতে থাকে। পুলিশ লাঠি তাড়া করে জনতাকে ছত্রভংগ করে দেয় এস- পি-ওয়েষ্ট, এডিশন্যাল' এস-পি-রুর‍্যাল, এস-ডি-এম সদর, ডি-এস-পি সেন্ট্রাল এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মচারীগন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় আধ ঘটার মধ্যেই অশান্ত বিশৃঙ্খলাকারী জনতাকে অপসারিত করে পুনরায় শান্তি স্থাপন করা হয়। উগ্র জনতার ইষ্টক বর্ষণে কর্তব্যরত ১৮ জন পুলিশ কর্মচারী এবং ম্যাজিস্ট্রেট আহত হন। হসপিট্যাল এর নথিপত্রে দেখা যায় ৬২ জন লোক তার মধ্যে ৮জন মহিলা সহ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে ৫৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং ৫ জনকে চিকিৎসার জন্য জি. বি. হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

আগরতলা পূর্ব্ব থানায় ভারপ্রাপ্ত দারোগার অভিযোগক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯। ৩৫৩। ৩৩৩ এবং পুলিশ এ্যাক্টের ৩২ ধারায় একটি মামলা, এবং ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮। ১৪৯। ৩৫৩। ৩৩৩। এবং ৩০৭ ধারা এবং পুলিশ এ্যাক্টের ৩২ ধারায় আরেকটি কেইস এই দুই ঘটনার উপর আগরতলা পূর্ব্ব থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছে শ্রী দীপক রায় এবং অন্যান্য পাচ জন আদালতে আত্মসমর্পণ করে এবং আগরতলার চীফ্ জুডিশিয়্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সংগে সংগে ঐ কেইস থেকে মুক্তি দেয়।

সরকার এই সম্পর্কে আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬-৭-৮২ ইং রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৩১শে জুলাই ৮২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত শহরের সম্পূর্ন মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়েছিল। শহরের এই ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। শহরে শান্তিপূর্ন পরিবেশ রয়েছে।

শ্রী খগেন দাস :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. পুলিশের পারমিশান ছাড়া সুখময় সেনগুপ্তের সমাজ বিরোধী গুণ্ডারা খগেন্দ্র নাথ ও দীপক রায়ের নেতৃত্বে মিছিল বের করে যখন পাওয়ার হাউসের কাছে যায় তখন পুলিশ সেই মিছিলটিকে বেআইনী ঘোষণা করে ডেসপ্যাচ্ করে দেয়। পরবর্ত্তী সময়ে গুণ্ডাদের নেতৃত্বে সমাজ বিরোধীদের নেতৃত্বে এরা আবার আস্তাবলে এসে জড় হয় এবং সেই সময়ে কোন বক্তব্য ছাড়াই এদেরকে খগেন্দ্র নাথ ও দীপক রায় আবার মিছিল বের করার জন্য প্ররোচনা দেয়। পরবর্ত্তী সময়ে কংগ্রেস আই-এর রাজ্য কমিটির সহসভাপতি নাগরিক হিসাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত লাফ দিয়ে স্টেইজে উঠে বলতে শুরু করেন, "জন্মিলে মরিতে হইবে, খুনের বদলা খুন। সুতরাং এগিয়ে যাও এখনই খুন কর। এইভাবে পুলিশকে খুন করার জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। তার পরবর্ত্তী সময়ে সুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে পুলিশের উপর বিরাট অক্রমন সংগঠিত করে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার আমি বলেছি যে উস্কানীমূলক বক্তব্য তিনি রেখেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে একজন মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, বাইখোড়াতে পুলিশ ঘেরাও করা, তার লোকদের দিয়ে আগরতলার থানা ঘেরাও করা, সর্বশেষে এখানে পুলিশকে আক্রমণ করার জন্য কিছু উগ্রপন্থীকে উত্তেজিত করার মতন কাজ তিনি করছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। এর বেশী আমি বলতে পারব না। এই ব্যাপারে আমরা আইনতঃ যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেটা আমরা করেছি।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে পুলিশ উশৃংখলা সৃষ্টিকারী জনতার বিরুদ্ধে যে কেইস দায়ের করেছেন. এদের মধ্যে কয়েকজন কোর্টে হাজিরা দিল, হাজিরা দেওয়ার পর কোর্ট খালাস করে দিল। এটা ঠিক কিনা যে পুলিশের কোন বক্তব্য শোনার আগেই মাননীয় সি-জে-এম এদের এই কেইস থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। পুলিশের কাছে কোন কিছু জানলেন না, কেইস সম্পর্কেও কোন কিছু জানলেন না, না জেনে তিনি মুক্ত করে দিয়েছেন এই ঘটনাটা ঠিক কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সম্পর্কে মাননীয় সদস্য ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছেন বিষয়টি খুবই, গুরুত্বপূর্ন বলা যেতে পারে, তবে এই হাউসে আলোচনার মত বিষয় নয়। এখানে আদালতের কোন সমালোচনা এই হাউসে আমরা করি না এবং আমি চাই যে আদালতের মর্যাদা রক্ষা হউক। সব মানুষ আদালতকে সম্মান করুক এবং কোন আদালত কোন দলের পক্ষে কাজ করবেন না, নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন এবং তাহলেই তাদের প্রতি জনসাধারণের যে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সেটা থাকবে। খবরের কাগজে এই সম্পর্কে যে রায় বেরিয়েছে বা রায়ের অংশ বেরিয়েছে সেটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই দেখেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি যে যদি কোন আসামী কোর্টে গিয়ে

হাজির হন তাহলে পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে কোন সময় কখন তারা কোর্টে হাজির হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সমস্ত নথিপত্র হাজির করা। কাজেই আদালতের কাজ হচ্ছে পুলিশের বক্তব্য শুনবার জন্য পুলিশকে বা পুলিশের পক্ষ হয়ে সরকার পক্ষের যিনি অ্যাডভোকেট তাকে সেই সব কাগজ পত্র হাজির করার সুযোগ দেওয়া। পুলিশ সে সুযোগ পায় নাই, কারণ সেই সুযোগ ছিল না। মাননীয় সদস্যরা যদি মনে করেন যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা এই কোর্ট যাদের অধিনে কাজ করছেন, গোহাটি হাইকোর্টে আমরা সমস্ত পুলিশের বক্তব্য সাবমিট করতে পারি, কারণ এর মধ্যে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ আছে। কারণ একটা জীপ গাড়ী পুলিশের উপর দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার যে অভিযোগ এইটা মামুলি অভিযোগ নয়, পুলিশকে হত্যার চেষ্টা করছে, এই অভিযোগ থাকার পরেও পুলিশের বক্তব্য না শুনে সবাইকে খালাস করে দেওয়ার যে ঘটনা সেটা মাননীয় সদস্যরা যদি চান তাহলে অপানাদের সমস্ত প্রসিডিংস্ সমেত আমি গোহাটি হাইকোর্টের কাছে পাঠাতে পারি। কারণ সেখানে হচ্ছে এইটা বিচারের জায়গা, এই বিধানসভায় নয়। বিধানসভাকে আমরা তাদের কাজ কর্মের কোন সমালোচনা করতে পারি না। কোন বিচারক যদি তার বিচারালয় যদি দলীয় কাজে ব্যবহার করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে বলার অধিকার প্রত্যেকটা বিধানসভার সদস্যের আছে এবং মন্ত্রীদেরও আছে, আমারও আছে। কাজেই সেটা
আমাদের বক্তব্য আমরা রাখতে পারি। কিন্তু আমি দুঃখিত যে মাননীয় আদালত সম্পর্কে বিশেষ করে এখানে যে বি. কে. রায় যিনি সি. জে, এম তাঁর সম্পর্কে কোন আলোচনা হউক মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা আমি চাইনা। তার কাজ কর্মের সম্পর্কে কোন আলোচনার এখানে কোন সুবিধা নাই।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এইটা অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে যে, এখানে যে ধরণের প্রাণ নাশের চেষ্টা করা হয়েছে, তার বক্তব্য না শুনে তাদেরকে যে খালাস করে দেওয়া হয়েছে, এই সম্পর্কে আমরা হাউসের পক্ষ থেকে আবেদন করছি যে সমস্ত কাগজ-পত্র যেন হাইকোটের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রী নকুল দাস :---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে কোর্টের অবমাননা করতে চাই না, আমি এখানে কোর্টের প্রতি আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখেই বলছি যে, বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি যে, যেদিন আসামী হাজির হবেন সেই দিন সকালবেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-এর বাড়ীতে ওরা হাজির হয় এবং সেখানে বসেই ওরা সমস্ত যুক্তি ঠিক করেন এবং তারপরেই আমরা দেখেছি যে, একদিনের মধ্যেই তিনি ৩০, ৪০ পৃষ্ঠার একটা বিরাট রায় প্রকাশ করেন। কারণ ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি যে বহু মামলা আছে যা বছরের পর বছর ধরে পরে আছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে যেন কোন আলোচনা না হয়, আপনি এইটা নির্দেশ দিন যাতে এই কোর্ট সম্পর্কে আর কোন আলোচনা না হয়। মাননীয় সদস্যরা যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আমি গৌহাটি হাইকোর্টের কাছে তাদের এই ইচ্ছার কথা জানাব এবং তাদের প্রসিডিংস্ যতটুকু আলোচনা হয়েছে, সেটাও সম্পূর্ণ আমি গৌহাটি হাইকোর্টের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। এই প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের কাছে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ আপনারা এই সম্পর্কে আর কোন বক্তব্য রাখবেন না। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে গৌহাটি হাইকোর্টে প্রসিডিংস্ পাঠিয়ে দেবেন। কাজেই এইটা এখানেই শেষ হউক।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিরাম দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২৫শে জুন স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য কমঃ শচীন্দ্র দেববর্মার খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ যে গত ২৫,৬৮২ ইং রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী জিরানীয়া থানার অন্তর্গত কিষানপুর গ্রামের ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী শচীন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রবেশ করে শ্রী শচীন্দ্র দেববর্মাকে গুলি বিদ্ধ করে হত্যা করে। দুষ্কৃতকারীরা শ্রী দেববর্মার বাড়ী হইতে স্বর্নালঙ্কার ও অন্যান্য জিনিসপত্র মূল্য প্রায় ১২০০ টাকা লুট করিয়া নিয়া যায়। এই ঘটনাটি গ্রামের শ্রী চিত্ত দেববর্মার অভিযোগক্রমে জিরানিয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ১৫(৬)৮২ নথিভুক্ত করা হয় ও তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ সুমন দেববর্মা, লেকু দেববর্মা, ছিকানিয়া দেববর্মা ও কুশা দেববর্মা নামে চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিগণ সকলেই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সহিত যুক্ত বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তাহাদের নিকট হইতে তিনটি দেশীয় বন্দুক ও উদ্ধার করিয়াছে। ঘটনাটির এখন তদন্তাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা রিসেসের পর আলোচনা করবেন। আজ বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত সভা মুলতবী থাকবে।

## AFTER RECESS AT 2 P. M.

মি: স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কলিং এটেনশান এর উপর বিবৃতি দিচ্ছিলিন সেটা শেষ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমি এই সম্পর্কে বলেছিলাম যে এই মামলায় ৯ জন অভিযুক্ত হয়েছে। ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকী ৫ জন পলাতকের মধ্যে। শ্রী রাজেন্দ্র দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। বাকী ৪ জন পলাতক রয়েছে। তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শ্রী রসিরাম দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার। এই শচীন্দ্র দেববর্মার খুনের যারা আসামী রয়েছে তাদের ছাড়া আরও আসামী রয়েছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি বলেছি যে আরও ৪ জন আসামীকে খোঁজ করা হচ্ছে তারা পলাতক আছে।

শ্রী খগেন দাস :—যেদিন ভোট কাউন্টিং হয় উমাকান্ত স্কুলের মাঠে সেদিন আমিও ছিলাম এবং টি. ইউ. জে. এস. এর পরাজিত প্রার্থী অমিয় দেববর্মা সেদিন চিৎকার করে বলেছিলেন যে ৬ মাসের ভিতর শচীন্দ্র দেববর্মার এরিয়াতে আবার উপনির্ব্বাচন হবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—এরা আগে পদ্ম দেববর্মাকে যখন খুন করা হয় তখন আমি দেখেছি হাজার হাজার মানুষ এসেছে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে ফুলের মালা হাতে নিয়ে ঐ এলাকাতে সি. পি. এম. এর খুনের বিরুদ্ধে এত বেশী জনমত সংগঠিত হয়েছিল যে সেটাকে সামাল দিতে গিয়ে এবং জনমতের আক্রোশ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের নেতা শচীন্দ্র দেববর্মাকে খুন করে জনরোষ থেকে বাঁচতে চেয়েছেন, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কিরকম আক্রোশ শচীন্দ্র দেববর্মার উপর ছিল। যদি কেউ বলেন জনগণের আক্রোশের ফলে তিনি খুন হয়েছেন তাহলে জনগণের প্রতি বা গণতন্ত্রের প্রতি তাদের কিরকম আস্থা আছে এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—যারা ধরা পড়েছে, তারা এর আগে এই ধরণের কোন আসামী ছিলেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—এই আসামীদের ধরার ব্যাপারে এলাকার সব অংশের উপজাতি জনসাধারণের সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। সহস্রাধিক লোক একত্রিত হয়েছিল। যার ফলে এইসব উপজাতি যুব-সমিতির হাত থেকে বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল এবং আমরা যাদের খোঁজ করছি তাদের অধিকাংশই হচ্ছে উপজাতি যুব-সমিতির লোক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে যে ভাবে ডাকাতি করে লুঠ করেছে তার জন্য উপজাতি জনগণের আগ্রহই আমাদের সাহায্য করছে তাদের খুঁজে পেতে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :— পদ্ম দেববর্ম্মার মৃত্যুকে চেপে দেওয়ার জন্য নিজেরাই এ. ডি. সি. এর সদস্য শচীন্দ্র দেববর্মাকে খুন করেছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—এইগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিত কুৎসা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—খুন হওয়ার সংগে সংগে সেখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। অথচ খুন হওয়ার আগেই শচীন্দ্র দেববর্মা পুলিশ পিকেট চেয়েছিলেন। এবং পদ্ম দেববর্মা খুন হওয়ার পরেও শোনা যাচ্ছে যে এখানে আরও কয়েকজন খুন হতে পারে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—সেখানে আর. এ. সি ক্যাম্প আছে। কাজেই সেখানে পুলিশ পিকেট বসানোর প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী বিমল সিন্হা :—যারা অভিযুক্ত তাদের জনগণ ঘেরাও করে ধরেছে বন্দুক সহ এটা বলেছেন। তাদের ইন্টারোগেশান এই রকম কিছু জানা গেছে কিনা যে হাউসের দুই একজন সদস্য এর মধ্যে জড়িত আছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—না, তবে এই আসামীদের মধ্যে এইরকম আসামী আছে যিনি প্রাক্তন বিধায়ক কালিদাস দেববর্মার মামলার আসামী এবং আত্মগোপনকারী ছিল।

শ্রীখগেন দাসঃ—যে আসামীরা ধরা পড়েছে ওদের কাছ থেকে পুলিশ কি কি অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করেছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—এই কথা আমার বিবৃতিতে বলেছি যে ৩টা দেশীয় বন্দুক তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

(*Here a remark of Shri Nagendra Jamatia, was expunged os ordered by the Chair)

মিঃ স্পীকারঃ—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২০শে এপ্রিল ১৯৮২ই খোয়াই মহকুমার মগলম এ অরুণ দেববর্মার, সরোজ দেববর্মা ও রতন জমাতিয়া নামে তিন যুবক খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াই মহকুমার অরুণ দেববর্মা, সরোজ দেববর্মা ও রতন জমাতিয়া নামে তিন ব্যক্তি খুন হইয়াছে এমন কোন সংবাদ পুলিশের জানা নেই। এই মর্মে কোন অভিযোগও কেহ পুলিশের নিকট করেন নাই। তবে এইরূপ একটি গুজব শুনিয়া তাহা বিগত ১২।৬।৮২ইং কল্যাণপুর থানায় জেনারেল ডাইরী নং ২৭০ নথীভুক্ত করা হয় এবং সি, আর, পি, সি, এর ১৫৭ ধারা বলে তদন্ত কার্য আরম্ভ করা হয়। তদন্তে এরূপ কোন খুনের ঘটনা সমর্থিত হয় নাই। উক্ত তিন যুবকের কোন সন্ধানও পাওয়া যায় নাই। তদন্তে আরও প্রকাশ যে যুবকগণ সশস্ত্র আত্মগোপনকারী উগ্রপন্থী এবং সম্ভবতঃ তাহারা আত্মগোপন করিয়া আছে। বেশ কিছু অপরাধমূলক কাজের জন্য পুলিশ তাহাদের খোঁজ করিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে ২০ তারিখে (এপ্রিলের) এই ঘটনার কথা রাজ্য সরকার নাও জানতে পারেন কিন্তু এটা স্বীকার করবেন কিনা যে ২১ তারিখে সেখানে একটা পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছিল এবং দুইজন সাক্ষী যারা এই হত্যার দায়ে জড়িত তাদের সংগে সংগে ট্র্যান্সফার করে দেওয়া হয়েছিল, এই তথ্য জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে যে সকল অভিযোগ আনছেন সে সম্পর্কে কল্যাণপুর থানায় কেউ কখনও অভিযোগ দায়ের করেননি। মাননীয় নগেন্দ্র বাবুরা এখানে যা বলছেন, যে সকল তথ্য দিচ্ছেন তারা কল্যাণপুর থানায় এরকম অভিযোগ করলে ঘটনার খুনীদের ধরা অনেক সুবিধা হতো। কিন্তু তারা সেখানে এরকম কোন অভিযোগ আনেন নি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ২০ তারিখে ঐ যে তিনজন যুবককে খুন করা হয় তার আগের দিন অর্থাৎ ১৯ তারিখ রাত্রে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মগলম গ্রামের কোন বাড়ীতে ছিলেন এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুড়ে বেড়ান। সুতরাং কখন তিনি কোথায় ছিলেন সে সম্পর্কে হাউসে নোটিশ না দিলে কিছুই জানান সম্ভব নয়। তবে আমি এটা বলতে পারি যে ঐ ঘটনার সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জড়িত নন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই তথ্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আছে কি না যে এই তিন জন যুবককে ১৯ তারিখ রাত্রে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদশরথদেব মহাশয়ের নিকট হাজির করা হয়েছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই উস্কানীমূলক বক্তব্য। কাজেই মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে তিনি যেন এই ধরণের কোন উস্কানীমূলক বক্তব্য এই হাউসে না রাখেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে তিন জনকে খুন করা হলো তার পর সি, পি, এম, এর লোকেরা সেখানকার লোকদের এই বলে হুমকি দিচ্ছে যে কেউ যদি কখনো কল্যাণপুর থানায় যান বা পুলিশের কাছে কোন রকমের বক্তব্য রাখেন তবে তাদের খুন করা হবে। সুতরাং আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে এই খুনের জন্যে বিচার বিভাগীয় তদন্তের কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন অভিযোগ কল্যাণপুর থানায় রেকর্ড হয়নি। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তারা যেন কল্যাণপুর থানায় গিয়ে এই ধরণের অভিযোগ দায়ের করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমাদের কাছে নাম আছে — দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাটের সুরজিৎ দেববর্মা, শ্যামাচরণ দেববর্মা, হীরেন্দ্র দেববর্মা, ফুলতা দেববর্মা, প্রেমানন্দ দেববর্মা—এরা হলো এই খুনের আসামী। অথচ রাজ্যসরকার এদের গেপ্তার না করে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছেন। আমরা জানতে চাই এই ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত বসানো হবে কিনা এবং আমরা এখানে যে বক্তব্য রেখেছি তা প্রমাণিত হলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে বলতে পারেন কিনা যে তিনি পদত্যাগ করবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের বার বার বলেছি যে এই ধরণের কোন অভিযোগ থাকলে তারা তা কল্যাণপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং এইসব তথ্য পুলিশের কাছে উপস্থিত করলে পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবেন। পুলিশ এই ধরণের তথ্য পেলে খুনীদের খুঁজে বের করতে তাদের সুবিধা হবে। এধরণের খুনের সঙ্গে জড়িত খুনী শাস্তি পাক এটা সকলেই চান। কিন্তু আমরা দেখেছি মাননীয় সদস্যরা এই হাউসে এই সব বক্তব্য বলছেন অথচ পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ বা কোন কেস করছেন না। সুতরাং আমি মাননীয় সদস্যদের বলব তারা এই ধরণের তথ্য পুলিশকে দিয়ে পুলিশের তদন্ত কার্য্যে সহায়তা করুন আমি তাদের অনুরোধ করব যে হাউসে যেন তারা এই ধরণের কোন উস্কানীমূলক বক্তব্য না রাখেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে ২০ তারিখ থেকে পুলিশ পিকেট বসানো হলো তার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? এই ঘটনার পর দু'জন শিক্ষককে বদলী করা হলো কেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানতে চাই যে সি, বি, আই থেকে এই সম্পর্কে কোন একটি চিঠি চিফ্ সেক্রেটারীকে দেওয়া হয়েছিল কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, শিক্ষককে ট্রেনসফার করা হয়েছে কিনা সেটা শিক্ষা দপ্তর জানেন এবং এ ব্যাপারে আলাদা কোন প্রশ্ন এলে তা জানানো সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই সব জায়গায় পুলিশ পিকেট বসানোর দাবী সেখানকার জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরে দাবী করে আসছেন। মাননীয় সদস্য যদি এ সম্পর্কে ভালভাবে জানতে চান তবে তারা আই, জি, পি, অফিসে গিয়ে দেখতে পারেন। সুতরাং সিকিউরিটি বসানোর সঙ্গে এই খুনের কোন সম্পর্ক নেই।

তৃতীয়তঃ সি, বি, আই থেকে কোন চিঠি চিফ্ সেক্রেটারীকে দেওয়া হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, যাদের নাম...

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় নগেনবাবু যাদের কথা বলছেন তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? তাছাড়া এই ধরণের খুন যে একটা খুনের পালটা খুন হতে পারে সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, অরুন দেববর্মার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ রয়েছে এটা আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি। এবং সেটা আমরা যতটুকু মনে পড়ে চাঁদ্রে দুইজনকে খুনের সঙ্গে অরুন দেববর্মা জড়িত ছিল। যাদের খুন করা হয়েছিল তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক নয় তবে টি, ইউ, জে, এস এর সমর্থক।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এর উপর...

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই ব্যাপারে আরো যারা প্রশ্ন করবেন তাদেরও সুযোগ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :— আর কে বলবেন?

শ্রীমুকুল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে খুন খারাপীর ঘটনা থানায় ডাইরী করা হয় না। আমরা দেখেছি টি, ইউ জে. এস এর সমর্থক যারা বিভিন্ন এলাকায় গুণ্ডা হিসাবে পরিচিত তারা রাজনৈতিক কারণে একে অপরের উপর আক্রমণ করছে—একে অপরকে খুন করছে এতে দেখা যাচ্ছে যে টি. ইউ, জে, এস এর মধ্যে একটা ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে ..

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে কোন সদস্যই তিনি বিরোধী অথবা সরকার পক্ষের হোন না কেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে উস্কানীমূলক কোন বক্তব্য যেন তারা এই হাউসে না করেন। এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোন প্রশ্ন জানা হলে তা অবশ্যই জানান হবে। যেমন এর আগে একটা প্রশ্ন এসেছিল যে যারা খুন হয়েছিল তারা অন্য কোন খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল কিনা এর উত্তর আমি দিয়েছি। এ রকম কোন প্রশ্ন হলে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে অরুন দেববর্মা সে আমাদের কমঃ মাখন চক্রবর্তীর পরিবারের ৬ জনকে খুন করেছিল এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এর কিছু জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, যেহেতু সমস্ত জিনিসটা নিয়ে মামলা চলছে, সেহেতু আমি বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। তবে এখানে যে অরুন দেববর্মার কথা বলা হয়েছে, তিনিও এই মামলার একজন আসামী, এটা আমি বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২৫শে এপ্রিল কৈলাসহরের জমির চড়া গাঁও প্রধান উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের আঞ্চলিক নেতা সি, পি, আই (এম) দলের সভ্য গান্ধী ত্রিপুরা টি, ইউ, জে, এস, সমর্থক দুবৃত্তদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২১শে এপ্রিল বেলা ৩টা ৩০ মিনিট সময়ে ৪ জন উপজাতি উগ্রপন্থী সি, পি, আই (এম) সদস্য এবং জমিরচড়ার গাঁও সভার প্রধান শ্রীগান্ধী কুমার ত্রিপুরাকে রতন রোয়াজা পাড়ার (উত্তর ডেমছড়া গাঁওসভা) শ্রীগজেন্দ্র কুমার ত্রিপুরার বাড়ী থেকে বন্দুক উচিয়ে ধরে নিয়ে যায়। শ্রীগান্ধী ত্রিপুরাকে রতন রোয়াজা পাড়ার শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীতে আমন্ত্রন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঐ দিনই বিকাল ৭টায় শ্রীচন্দ্রহরি ত্রিপুরা ঘটনা সম্পর্কে জামিরছড়ার রায় বাহাদুর দেববর্মাকে অবহিত করেন যিনি সেই মত মনু পুলিশ ষ্টেশনে ঐ ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করেন। মনু পুলিশ ষ্টেশন উক্ত অভিযোগ আই, পি, সির ৩৬৪ ধারায় ৫(৪) ৮২নং মকোদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করে ও তাহার দেওয়া জবানবন্দী অনুসারে শ্রীগান্ধী ত্রিপুরার মৃতদেহ ২৫শে এপ্রিল বেলা ২টায় পূর্ণহরি কালাটিলার গভীর জঙ্গলের মধ্যে পায়। পুলিশ এই পর্যন্ত ঐ ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দিয়েছে। গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিরা উপজাতি উগ্রপন্থী এবং এ, টি, পি, এল, এর সংগে যুক্ত। পুলিশ তাহাদের বিরুদ্ধে আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ২০১/১২০ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(২) ধারায় এফ, আই, আর দাখিল করিয়াছে।

ঘটনা বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী—স্যার, অন এ পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই তথ্য অবগত আছেন কি যে বাড়ী থেকে গান্ধী ত্রিপুরাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তার খুব নিকটেই জমিরচড়া বাজারের কাছে একটা পুলিশ ক্যাম্প ছিল। অথচ ঘটনার সময়ে সেই ক্যাম্প থেকে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছায় নি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—এই সম্পর্কে আমার কাছে তথ্য নেই। তবে এটা ঠিক যে বাজারেই পুলিশ ছিল।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা অবগত আছেন কি যে যে বাড়ী থেকে গান্ধী ত্রিপুরাকে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেই বাড়ীর মালিক শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরা টি, ইউ, জি, এদেরই একজন সক্রিয় কর্মী। গান্ধী ত্রিপুরাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করার পরও সেই দুষ্কৃতিকারীরা গান্ধি ত্রিপুরার মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে, তার মুখ দিয়ে তার পরনে যে গেঞ্জি ছিল, সেটা খুলে তার গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যদিও গান্ধী ত্রিপুরার সমস্ত শরীরের বিভিন্ন জায়গায় খতের চিহ্ন ছিল। কাজেই এই রকম নৃশংস হত্যা করার যে ট্রেনিং টি, ইউ, জি, এদের লোকেরা কোথায় থেকে পেল, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাইর কিছু জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় সদস্য এর প্রথম প্রশ্নের জবাব এক্ষুনি আমার কাছে নাই, এটা পুলিশের কাছেই থাকার কথা। তবে এটা সত্য যে ঘটনার দিন যে বাড়ী থেকে তাকে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেই বাড়ীর মালিক গজেন্দ্র ত্রিপুরা টি, ইউ, জি, এদের আঞ্চলিক সেক্রেটারী। গজেন্দ্র ত্রিপুরা বা অন্যান্য যারা এইসব কাজ করেছেন, তাতে পুলিশের কোন সন্দেহ নেই। তবে আমি নিজেও মনু ডাক বাংলায় যখন গান্ধি ত্রিপুরার মৃতদেহ দেখতে বা তার স্ত্রী এবং শিশুপুত্রদিগকে দেখতে যাই, তখন দেখি যে তার হাত পিছের দিকে বাঁধা অবস্থায় ছিল। কাজেই এই অকল্পনীয় দৃশ্য দেখার পর আমি নিজে আর স্থির থাকতে পারি নি, দুষ্কৃতিকারীরা তার গলাটা সম্পূর্ণভাবে কেটে ফেলেছিল। এই ধরণের ঘটনা শুধু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরাই যেমন সি, আই, এর লোকেরাই করে থাকে এবং তাদেরকে সেই ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই ধরণের ব্যাপার যদি আমাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এটা যে একদিন তাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা হবে না, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের এখানে হুসিয়ার করে দিতে চাই যে তারা যেন সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে, শান্তির পথে ফিরে আসেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা অবগত আছেন কি যে উপজাতি যুব সমিতির নেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঐ গজেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীতে প্রায় মিটিং করতেন এবং সেইসব সন্ত্রাসবাদীরা বহুবার ঐ গজেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীতে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা অথবা চুনী কলই প্রভৃতির সংগে মিলিত হয়ে মিটিং করেছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—গজেন্দ্র ত্রিপুরা পুলিশের কাছে যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেটা যেহেতু বিচারাধীন, সেহেতু ঐ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে হাউসের সামনে উপস্থিত করা ঠিক হবে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ঘটনার সম্পর্কে পুলিশ কখন খবর পায় এবং খবর পাওয়ার কতক্ষণ পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীনৃপনে চক্রবর্তী—এটা আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে ঘটনাটা ঘটেছে দিনের বেলায় এবং পুলিশ অনেক দেরীতে এই ঘটনার সংবাদ পায়। কাজেই সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে কখন গিয়েছিল বা কত দেরী করে গিয়েছিল, আমার কাছে সেই রকম তথ্য এখন নাই। তবে এটা ঠিক যে সংবাদ পাওয়ার পর বেশ দেরী করেই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি নিজেই গান্ধী ত্রিপুরার হত্যাকাণ্ডের পর সেখানে গিয়েছিলাম। এটা ঠিক যে গান্ধী ত্রিপুরা গজেন্দ্র ত্রিপুরার নিকট আত্মীয় ছিলেন এবং সে নিজে থেকেই গজেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধী ত্রিপুরাকে যখন সশস্ত্র ব্যক্তিরা ধরে নিয়ে যায়, তখন গজেন্দ্র ত্রিপুরা নিজেই তাদেরকে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র ব্যক্তিদের কাজে তার বাধা দেওয়া মোটেই সফল হয় নি। গান্ধী ত্রিপুরার হত্যাকাণ্ড প্রত্যেকটি টি, ইউ, জি, এসের লোক মর্মাহত। তবে কথাটা হল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত নির্দোষ লোককে গ্রেপ্তার করে হয়রাণ হচ্ছে, তারা যাতে হয়রাণ না হয়, সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিষয়টা বিবেচনা করে দেখতে বলব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তাদের বিষয়টা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে যাবে। যারা নির্দোষ আদালত নিশ্চয় তাদেরকে শাস্তি দেবেন না এবং পুলিশও নির্দোষ লোককে হয়রাণ করবেন না, এই সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি যে মাননীয় সদস্য সেখান থেকে ঘুরে আসার পরও জৈনক শশী কান্ত দেব বর্মাকে টি, ইউ, জি, এসের সদস্যরা হত্যা করেছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার এই রকম ঘটনা আমার জানা নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গজেন্দ্র ত্রিপুরা সংগে সংগে পুলিশকে এই খবর দেয় নাই এবং পরে গজেন্দ্র ত্রিপুরার কথার উপর ভিত্তি করেই গান্ধী ত্রিপুরার ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জেনেছি যে ঘটনাটি এইভাবে ঘটেছে। সেদিন ছিল গড়িয়া পূজা—সেদিন গান্ধী ত্রিপুরার ধর্ম পিতা গজেন্দ্র ত্রিপুরা তাকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। গান্ধী ত্রিপুরা ছিল খুবই সরল মানুষ—তিনি আমন্ত্রন রক্ষার জন্য গিয়ে দেখেন যে সেই বৃদ্ধ বাড়ীতে নেই। তখন সে ফিরে আসে। আসার পথে গজেন্দ্র ত্রিপুরার সংগে রাস্তায় দেখা হলে সে আবার নিমন্ত্রন খাওয়ার জন্য ফিরে আসে। এবং ফিরে আসার অল্প কিছুক্ষণ পর খাওয়ার জন্য বসে তখনই তাকে কিডনাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়। গজেন্দ্র ত্রিপুরা সংগে সংগে পুলিশকে খবর দেয় নাই দিলে দুষ্কৃত-কারীরা পালাতে পারত না। তারপর সহস্রাধিক লোক খবর পেয়ে সেই এলাকার সমস্ত জংগল খুঁজাখুঁজি করে কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ত্রাসবাদীদের তারা ধরতে সক্ষম হয়নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গতবার এই কেন্দ্রে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বিধান সভার নির্বাচনে হাজার হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল এবং এর পিছনে ছিল গান্ধী ত্রিপুরার বিশেষ ভূমিকা। তারপর স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনেও উপজাতি যুব সমিতির প্রার্থী বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছে। তখনই সেখানকার সন্ত্রাসবাদীরা ঠিক করে যে গান্ধী ত্রিপুরাকে শেষ করে দিতে হবে। সেজন্যই সুপরিকল্পিত ভাবে এই ভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিস্তারিত তথ্যের মধ্যে যাচ্ছি না। তবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে গত জুনের দাঙ্গার সময় এই গান্ধী ত্রিপুরাই ছিল সেই এলাকার সকল সম্প্রদায়ের লোকদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র। আমাদের দুর্ভাগ্য যে যেখানেই আমাদের এই ধরনের কর্মী রয়েছে তারাই এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শিকার হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গান্ধী ত্রিপুরার এই বিভৎস্য হত্যার পর গত ২৪ তারিখ সি. পি. এম. এর কয়েক হাজার লোক মাননীয় বিধায়ক পূর্ণমোহন ত্রিপুরার নেতৃত্বে শ্রীব্রহ্মরাম রিয়াং, টি. ইউ. জে. এস. র একজন প্রধান তাকে হুমকী দেওয়া হয়েছে ( ইন্টারপশান )

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আমি প্রয়োজন মনে করি না।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়য় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ৫ই মে ১৯৮২ ইং অনুমান রাত্রি ৭ ঘটিকায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য ও পূর্ব রামচন্দ্রঘাট গাঁওসভার কমরেড রসরাজ চক্রবর্তী আনন্দমার্গী ও আমরা বাংগালী খুনীদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী — মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৫ই মে ১৯৮২ ইং অনুমান রাত্রি ৭ ঘটিকায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য ও পূর্বরামচন্দ্রঘাট গাঁও সভার কমরেড রসরাজ চক্রবর্ত্তী আনন্দ মার্গ ও আমরা বাঙ্গালী খুনীদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে :—

খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা গত ৫.৫.৮২ ইং রাত্রি প্রায় ৭-১৫ মিঃ খোয়াই হাসপাতালের ডাক্তার শ্রী হীরালাল দেববর্মার নিকট হইতে টেলিফোনে জানিতে পারেন যে ছোরার আঘাতে নিহত পূর্বরামচন্দ্র ঘাটের গাঁও প্রধান শ্রী রসরাজ চক্রবর্ত্তীর মৃতদেহ হাসপাতালের আনা হইয়াছে। ইহা খোয়াই থানায় জেনারেল ডাইরী নং ১৪৯ নথীভুক্ত করা হয়। ভারপ্রাপ্ত দারোগা একজন সহকারী দারোগা ও দুইজন পুলিশ সহ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ও প্রায় ৭-২৫ মিঃ হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হন। হাসপাতালে পৌছিয়াই

খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা পূর্বরামচন্দ্র ঘাট নিবাসী শ্রী ললিত মোহন দাস, পিতা মৃত যামিনী মোহন দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং শ্রী দাসের জবানবন্দী নথীভুক্ত করেন। শ্রী দাসের জবানবন্দীতে জানা যায় যে গত ৫.৫.৮২ ইং সন্ধ্যা প্রায় ৬-৪৫ মিঃ সময় যখন তিনি বাড়ী হইতে চেবরী বাজারের দিকে আসিতেছিলেন তখন গাঁও প্রধান শ্রী রসরাস চক্রবর্ত্তী বাজার হইতে বাড়ী ফিরিতে ছিলেন। শ্রী দাস যখন গাঁও প্রধান শ্রী চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে রাস্তায় কথা বলিতে ছিলেন তখন দুইজন যুবক শ্রী চক্রবর্ত্তীর পেছন দিক হইতে আসিয়া ছোরার দ্বারা আঘাত করিয়া পালাইয়া যায়। শ্রী দাস আহত শ্রী চক্রবর্ত্তীকে একটি ট্রাকে করিয়া খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং ডাক্তার শ্রী চক্রবর্ত্তীকে মৃত বলিয়া জানান। এই ঘটনাটি খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ৩(৫)৮২ নথীভুক্ত করা হয় এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ পূর্বরামচন্দ্র ঘাট নিবাসী (১) শান্তি রঞ্জন বণিক পিতা মৃত রাজেন্দ্র বণিক (২) শিরোমনি রায় পিতা শ্রী শ্রীশ রায় নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের বিরোদ্ধে আদালতে চার্জ সীট দেওয়া হইয়াছে। মৃত রসরাজ চক্রবর্ত্তী সি. পি. এম. দলের সদস্য ছিলেন। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিগণ আমরা বাঙ্গালীর সমর্থক বলিয়া প্রকাশ।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, রসরাজ চক্রবর্ত্তীকে খুন করার জন্য শিরমণি রায়ের বাড়ীতে মিটিং করা হয়েছিল। শান্তি বণিক আমরা বাঙ্গালী দলের লোক। সেখানে রসরাজ চক্রবর্ত্তীকে খুন করার জন্য এবং তাকে কি ভাবে আক্রমণ করা হবে সেই মিটিং এ সেই চক্রান্ত করেছিল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননী স্পীকার স্যার, সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত হচ্ছে। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে সেটা পুলিশের কাছে দিতে পারেন সেগুলি তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—এই খুনের সঙ্গে জড়িত আমরা বাংগালীর যে নামটা বেরিয়েছিল পত্রিকার মাধ্যমে এই খুনের সঙ্গে জড়িত আসামী সে এখন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সন্ত্রাশ সৃষ্টি করছে সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, কিছু আমরা বাঙ্গালী দলের লোক এই ধরনের উস্কানীমূলক কাজ চালাচ্ছে, সেই তথ্য আমার কাছে আছে। টি. ইউ. জে এসের একজন কর্মী আমার কাছে বলেছেন যে উপজাতিদের জন্য বাঙ্গালীদেরকে এই এলাকা ছেড়ে যেতে এই ধরনের মিথ্যা পোষ্টারিং এর দ্বারা চেবরী এলাকায় জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করা হচ্ছে। জাতি উপজাতিদের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য এই ধরনের উস্কানীমূলক এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজের বিরুদ্ধে আইনগত ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই খুনের সঙ্গে জড়িত যে আসামী বঙ্কিম মোদক ও সুবোধ দেবনাথ ওরা এলাকার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এলাকায় যদি ঘুরে বেড়ায় তাহলে মাননীয় সদস্যরা যথা-সময়ে পুলিশকে খবর দিবেন এবং আমরাও এ ব্যাপারে পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে দেব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, পূর্ব্ব রামবন্দ্র ঘাটের গাঁও প্রধান মনীন্দ্র দেববর্মা এবং আরেক জন এলাকার লোক শশী দেববর্মা পুলিশকে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিল বলে তাদেরকে মার ধোর করার জন্য নূতন করে চেষ্টা চলছে এবং হোমকী দেওয়া হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই অভিযোগের প্রতি পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে এবং মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন সেটা যদি সত্য হয় তাহলে আইন অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা হবে।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল—লেইং অব্ রিপ্লাইজ অব পাসপত্তি কোয়েশচন অন দি টেবিল। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি স্থগিত প্রশ্নের উত্তর পত্রগুলি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি স্থগিত প্রশ্ন নং ১৬৮ ষ্টাড´ কোয়েশ্চন সভায় পেশ করছি। (ANNEXURE—"C").

(Postponed starred Qusestions No. 115, 164 and 197 as laid on the Table of the House by Shri Dasarth Deb, Minister-in charge of the Food & Civil Supplies Department, ANNEXURE "D"—

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল—পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটির ছত্রিশতম প্রতিবেদন উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক এ্যাকাউটস কমিটির ছত্রিশতম প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—এসটিমেটস্ কমিটির একচল্লিশতম ও বিয়াল্লিশতম প্রতিবেদন দুইটি উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিদবেন দুইটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এসটিমেটস্ কমিটির একচল্লিশতম ও বিয়াল্লিশতম প্রতিবেদন দুইটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার : সভায় পরবর্ত্তী কার্যস্চী হল—পিটিশান কমিটির একাদশ (১১তম) প্রতিবেদনটি উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পিটিশান্স কমিটির একাদশতম প্রতি-বেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সভায় পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিসলেশন এর সপ্তম প্রতিবেদনটি উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানু কুমার চক্রবর্তীকে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিসলেশন এর অষ্টম প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা হচ্ছে যে নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেদনের প্রতিলিপিগুলি এবং বিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেগুলো হাউসে পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য আরও সময় চেয়ে প্রস্তাব উত্থাপন। আমি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the time for presentation of the Report of the Committee on Previleges on the question of alleged breach of Privilege given notice by Shri Tapan Kumar Chakraborty, MLA, against the Editor of the "Dainik Sambad" a local daily newspaper, as referred to the Committe on 29.3.82 for investigation, examination and report, be extended up to the next Session.

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

That the time for presentation of the report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege given notice by Shri Tapan Kumar Chakraborty, MLA, against the Editor of the Dainik Sambad a local daily newspaper, as referred to the Committee on 29.3.82 for investigation, examination and report be extended up to the next Session.

তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :—It has been noticed that the summons issued in the name of Shri Bhupen Dutta Bhowmik, Editor "Dainik Sambad" to receive reprimand before the Bar of the House could not be served as Shri Bhomik left for Calcutta by Flight No. 244 on 8-8-1982 and invited the decision of the House regarding next course of action to be taken against Shri Bhowmik. Now, I would request the Hon'ble Member Shri Amarendra Sarma, Chairman of the Committee on Privileges, to move the resolution.

Shri Amrendra Sarma :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that whereas Shri Bhupen Dutta Bhowmik, Editor, "Dainik Sambad" who on the basis of the recommendation of the Committee on Privilages adopted by the House on 9-8-82 had to be reprimanded in this Session before the Bar of the House to-day at 3 P. M. And whereas the notice of summons sent through the Marshal, Tripura Legislative Assembly could not be served to him as he was not available in his address. And whereas the District Magistrate, West Tripura through whom attempt was made to deliver the summons to him, didnot deliver the summons to him and it has been reported by the District

Magistrate that Shri Dutta Bhowmik left for Calcutta by flight No. 244 on 8-8-82. Now, therefore, this Hause resolves than the decision of the House to reprimand Shri Bhupen Dutta Bhowmik as per recommendation of the Committee on Privlleges in its 30th Report, be implemented in the next Session of the House.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত রিজলিউশানটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হচ্ছে :—

"Whereas Shri Bhupen Dutta Bhowmik, Editor, "Dainik Sambad" who on the basis of the recommendation of the Committee of Privileges adopted by the House on 9.8.82 had to be reprimanded in this Session before the Bar of the House to day at 3 P. M.

And Whereas the Notice of summons sent through the Marshal, Tripura Legislative Assembly could not be served to him as he was not available in his address.

And Whereas the District Magistrate, West Tripura through whom attempt was made to deliver the summons to him, did not deliver the summons to him and it has been reported by the District Magistrate that Shri Dutta Bhowmik left for Calcutta by flight No. 244 on 8.8.82.

Now, therefore, this House resolves that the decision of the House to reprimand Shri Bhupen Dutta Bhowmik as per recommendation of the Committee of Privileges in its 30th Report, be implemented in the Next Session of the House"

( সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে রিজলিউশানটি গৃহীত হলো। )

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিস্‌লেশ্যান)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—'দি ত্রিপুরা প্যাণ্ড পাস্ বুক বিল, ১৯৮২ ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮২)—

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু মোভ দ্যাট 'দি ত্রিপুরা অ্যাণ্ড পাস্ বুক বিল, ১৯৮২ ( ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮২ )" বি টেকেন বনটু কন্সিডারেশন।

আমি প্রথমে এই ছোট্ট বিলটাকে উত্থাপন করতে গিয়ে একটা কথা বলতে চাই মাননীয় সদস্যরা এটা জানেন যে, ভারতবর্ষে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি না হলে ভারতবর্ষের উন্নতি হবে না। আমি যখন প্রথম পার্লামেন্টে যাই, তখন নেহেরু একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করেন এ সম্পর্কে। সেই টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন যখন বিচার করা হয় তখন সেই কমিটিতে আমি ছিলাম।

বার বার একটা কথা সেখানে বলা হয়, সরকারের যদি ইচ্ছা থাকতো, তাহলে কৃষি ব্যবস্থার কৃষকদের সাহায্য করার যে কাজ এটা গঠিত না হয়ে পারত না। কিন্তু সেই সময় থেকে সব সময়ই দেখেছি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা বা আইন গ্রহণ করেন নি যাতে সত্যই কৃষকদের কোন উপকারে আসে। এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে নি যাতে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারী কৃষকদের স্বার্থে আইন পাশ্ হয়। আজকে এটা বলতে হয়, এই ধরনের কোন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে নেই। আজকে ভারতবর্ষের কৃষক এবং শ্রমিক তারা মিলিত ভাবে কিছু উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ত্রিপুরার যে সরকার সেই সরকারের পক্ষ থেকে ভূমি সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে অনেক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ছিল, আমরা সরকারে আসার পরে আমরা কৃষকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করব যা এই ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব হবে, যার দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারে। আপনারা জানেন অনেক গোলযোগ যায় আমাদের এখানে, দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে যায়। আমরা প্রথম অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন করেছি, খাস জমি বন্টন করেছি, সার্ভের কাজ করেছি। এই সব করার সময় অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়। এই সময় ব্যাঙ্কের তরফ থেকে কিছু প্রস্তাব আনা হয় যে, এই ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর না হলে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও ঋণ দিতে পারব না। আপনারা সবাই জানেন, একটা কৃষক ব্যাঙ্কে ঋণ আনতে গেলে তার জন্য প্রথমে দরকার হয় তার জমির ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট। তার জমি বন্ধক আছে কিনা এটা জানার জন্যই ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের দরকার। তারপর আছে জমির মূল্য নির্দ্ধারণ আমাদের কাছে প্রমাণ আছে, কৃষককে কৃষি ঋণ হিসাবে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করার জন্য কোর্ট ফি, উকিল ফি, এত দিতে হয় যে ব্যাঙ্ক থেকে যা ঋণ পায় তার থেকে বেশীই তাকে খরচ করতে হয়। এটা হলো সারা ভারতের প্রকৃত অবস্থা। দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে ঋণ পাওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা তারা করতে পারেন নি। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে ল্যাণ্ড পাশ বুক বিল নামে বিলটি আলোচনার উদ্দেশ্যে উপস্থিত করেছি। এটার লক্ষ্য হলো, এই ল্যাণ্ড পাশ বিল বইটি আইনতঃ যদি কৃষকের হাতে থাকে তবে এই বইটা দেখানোর পরে ব্যাঙ্ক আর তার ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট কিংবা অন্যান্য জমির চরিত্রের উদ্দেশ্য যে সব ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করে তার জন্য অনেক সময় ব্যাঙ্ক নির্লিপ্ত থাকে। আমরা চাচ্ছি, সেই বইটি থাকলে ব্যাঙ্ক আর নির্লিপ্ত থাকতে পারবে না। সে ঋণ দিতে পারবে। এইটাই হলো ত্রিপুরার ল্যাণ্ড পাস্ বুক বিল ১৯৮২ এর উদ্দেশ্য। এই বিলটাকে কার্য্যকরী করার জন্য হাউসের কাছে উপস্থিত করেছি। প্রথম কথাটা হলো ঋণের জন্য এইখানে আমরা প্রথমে পরিষ্কার করে দিতে চাইছি, কৃষক বলতে আমরা কি বুঝি। তাদের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারি এবং আমরা বুঝতে পারব, কৃষকরা কি উদ্দেশ্যে ঋণ পায়;

প্রথমে এই বিলের মধ্যে আছে কৃষির জন্য ঋণ পাবেন কৃষকরা। কৃষকরা ঋণ পাবেন এই পাশ বুক দেখানোর পর। জমিকে চাষ-বাসের উপযুক্ত করে জমির চাষের সময় ভাল ফসল যাতে উৎপন্ন করা যায় তার জন্য। চাষি যদি কোন জায়গা থেকে জল আনার ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে ভাল ফসল হবে এবং সে ফসলের বিনিময়ে ব্যাংক এর ঋণ শোধ

করা যাবে এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেড়ে যাবে। সেই সব ক্ষেত্রে ভাল বীজ সার এবং উৎপন্নের গড়-হার এখন যা আছে অর্থাৎ যে কাণিতে ১০ মণ ধান উৎপন্ন হয় এখন সে কাণিতে ২০ মণ ধান করার জন্য এইসব ব্যবস্থাগুলি করা হচ্ছে। কৃষক যদি ব্যাংকের কাছে যায় পাশ বই নিয়ে তবে ব্যাংক ঋণ দেবে। ব্যাংক বলতে কাকে বুঝায়? এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কনষ্টিটউট আণ্ডার ষ্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯৫৫। ১৯৫৫ সালে আইন বলে ষ্টেট ব্যাংক কি করছে এবং তার সঙ্গে তার অনেকগুলি সাবসিডিয়ারি ব্যাংক ১৯৫৯ সালে আইন বলে প্রতিষ্‌ঠিত হয়েছে। তার সঙ্গে ১৯৩৮ সালে এপ্রোপ্রিয়েশ্যান ট্রান্সপোর্ট যে সব ব্যাংকগুলি ছিল, সরকার সে ব্যাংকগুলি নেওয়ার পর সে সব ব্যাংকগুলি এখন ঋণ দান করে। এগ্রিকালচার রিফাইণ্ড এ্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশন যেটা আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার সঙ্গে ১৯৬৭ সালে এপ্রোপ্রিয়েশ্যান ট্রান্সপোর্টে যেসব ব্যাংকগুলি ছিল সরকার সে ব্যাংকগুলি নেওয়ার পর সে সব ব্যাংকগুলি এখন ঋণ দান করে। এগ্রিকালচার রিফাণ্ড এ্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট করপোরেশন যেটা আইন অনুযায়ী প্রতিষ্‌ঠিত হয়েছে। সেখানে আজকে এটা আনার জন্য দেখছি রিজিলিউশ্যান রুরাল ব্যাংক যেটা ১৯৬৭ সালে রিজিউন্যাল রুলস্‌ আইন অনুযায়ী প্রতিষ্‌ঠিত হয়েছে। আমি কথাগুলি বলছি এই জন্য তখন ব্যাংকের রেগু-লেশ্যান এ্যাক্ট অনুযায়ী সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট যেগুলিকে ব্যাংক বলে ডিক্ল্যারেশন দেন সবগুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এমন কি ষ্টেট ব্যাংক যদি কোন লগ্নিকারক সংস্থাকে ঘোষণা দেন তাহলে সে সব জায়গা থেকে কৃষকরা ঋণ নিতে পারবেন। শুধু একটা জায়গার ভিতর নয় বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এই ঋণ পাওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জমি সংক্রান্ত মালিকানা সংক্রান্ত ব্যাপারে এই আইনে পরিষ্কার আমরা উল্লেখ করেছি তারা কোন্ জমির জন্য ঋণ পাবেন। সেটা নিশ্চয়ই কৃষি জমির জন্য পাবেন। এটা শহর বা অন্যান্য জায়গার জন্য নয়। এটা শুধু কৃষির জন্য, জমি রক্ষার জন্য যে জায়গাগুলি আছে সেই জায়গার ভিত্তিতে তারা পাবেন। জমির মালিক বলতে কাকে বুঝায়? সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে, মালিকানা সূত্রে, ক্রয় সূত্রে যদি কোন লীজ জমি থাকে তিনিও পাবেন। এমন কি বর্গা চাষীর উপর একটা সর্ত্ত আছে, সেই সর্ত্তের মূল্যে একটা পাশ বুক করে যদি দরখাস্ত করে সেই দরখাস্তের মূলে পাশ বুক লাভ করার পর এই সমস্ত যে সূত্রগুলি আছে ঋণ দেবার সেই সূত্রগুলি থেকে ঋণ পেতে পারেন। এখন এই যে উদ্দেশ্য ব্যাংক পাশ বুক বিলটা আইনে পরিনত করার পর কি ভাবে এই পাশ বুক কে দেবে, কি প্রার্থনা করবে সেই সম্পর্কে আমাদের কতগুলি বিধান এটার ভিতর দেওয়া হয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের শ্রেণী চরিত্র অনুযায়ী বহু দিন যাবৎ যে কথা বলা হচ্ছে, কৃষকদের সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় জিনিষ তার চাষের সময় ঋণ পাওয়ার কোন ব্যাবস্থা আইনতঃ করেন নাই। এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরায় আমার মনে হয় ভারত-বর্ষের মধ্যে এটা এখানে প্রথম আলোচনা হচ্ছে এবং গৃহীত হবে যার সাহায্যে ক্ষুদ্র, মাঝারী কৃষক থেকে শুরু করে বর্গাদার, চাষী ব্যাংক থেকে পাশ বুক দেখিয়ে তারা ঋণ নিতে পারবেন। আর একটা বিষয় এই আইনের সঙ্গে জড়িত আছে যেটা মাননীয় সদস্যা

ভালভাবেই বিচার করেছেন। এখানে দেখা যাবে যে ল্যাণ্ড পাশ বুক দেওয়া হবে সেই ল্যাণ্ড পাশ বুকে কত কাণি জুড জমি, কত নম্বর দাগে একজন বর্গাদার চাষ করে তার উল্লেখ থাকবে। কিন্তু কোন দাগে কোন জমি ১০০ বছরের লীজ হলে, ১০ বছরের লীজ হলে, ৩০ বছরের লীজ হলেও চাষী ঋণ পাবেন। এই সমস্ত বিবরণ এই বই-এ লিখিত থাকবে। শুধু তাই নয় ফসলের জমি ২ ফসলী না ৩ ফসলী জমি, টান জমি, না চারা জমি না বীজ লাগানোর জমি ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ যদি না পাওয়া যায় তাহলে ঋণ দিতে পারে না। ঋণ দেওয়ার পর সেই ঋণ যে ব্যাংক ফেরৎ পাবে তার গ্যারাণ্টি থাকে না। ব্যাংকে ঋণ দেওয়া সম্পর্কে ছোট চাষীদের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকে। সেটা হলো ব্যাংক তো ঋণ দিলেন। ঋণ দেওয়ার পর রেজিষ্টার কাওলা মূলে সে জমি আর একজনের কাছে বিক্রি করে দিলেন। তখন যদি মামলা করতে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় যে আগেই একটা মামলা হয়ে গেছে কাজেই বাধ্য হয়ে তখন অনেকগুলি মামলা করতে হয়। অতএব কৃষককে ঋণ দিতে পারা যায় না কারণ কৃষকরা এটা বিক্রি করে দেয়। যে অধিকার রয়েছে সে অধিকার সে প্রয়োগ করতে পারে। আমরা এখন কি করছি। এই ল্যাণ্ড পাশ বই-এর ভিতরে যখন ঋণ অংকে আনতে যাবে তখন এটাকে ব্যাংক থেকে এনড্রস করে দেবে যে এত কাণি জমি এত মূল্যে এই নামে তার এগেন্‌ষ্টে আমি এত টাকা দিলাম। এই বিবরণটা প্রত্যেক সাব-রেজিষ্টার অফিসে চলে যাবে। সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক থেকে তার কাছে এই জায়গাটুকু দায়বদ্ধ আছে এবং এটা মুকুব করা হয় নাই এই ব্যবস্থা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ মালিক যদি বিক্রয়ের জন্য কোন কাওলা রেজিষ্টার করতে আসে সেহ রেজিষ্টার এ্যাক্ট অনুযায়ী সেই কাওলা রেজিষ্টার করতে পারবে না। যখন ব্যাংক বলে দেবে আমি যে এনড্‌র্স দিয়েছিলাম সেটা পেয়েছি। বর্তমানে তার এই গ্যারাণ্টি নাই। বর্তমানে মালিক বলতে পারবে যে একখণ্ড জমি তো ব্যাংকে বন্ধক দিয়েছি আর এক খণ্ড যে জমি আছে সে সব ক্ষেত্রে মালিক, চাষী বর্গাদর শুধুমাত্র তার ফসলের উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারে। এটা ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলায় বিশেষ আইন বলে আমরা চালু করেছি। আর ব্যাংক কি করতে পারবেন, সমস্ত ফসল ফলালে পর ফসলের একটা অংশ ব্যাংক নিয়ে যেতে পারবে। এই অবস্থাটা সৃষ্টি করলে পর ব্যাংক সহজেই অতি দ্রুত কৃষকদের কাছে কৃষি ঋণ দেওয়ার জন্য অগ্রসর হবে। এইটা দীর্ঘ মেয়াদী। আলোচনার মধ্যে ভারত সরকারের ভূমি সংস্কার সম্পর্কে যতগুলি কমিটি যতগুলি কমিশান আছে, প্রত্যেক-টাতে এই কথাটা উল্লেখ আছে। এমন কি ২০ দফা কর্মসূচীর নাম করে ইন্দিরা গান্ধী এবারেও ঘোষণা করলেন যে ব্যাংক থেকে লোন দেওয়া হবে। কিন্তু ব্যাংক যখন বলছে আমাদের একটা গ্যারাণ্টি দাও। আমাদের এমন একটা জিনিষ দাও, যারফলে আমরা কৃষকদের কাছে নির্ভয়ে এটা দিতে পারি। এই গ্যারাণ্টি দেওয়ার কথা কিন্তু কংগ্রেসী রাজ্যগুলিতে তারা ভাবছেন না। আমি আশা করছি যদি ল্যাণ্ড পাশ বুক বিলটিকে ত্রিপুরাতে গৃহীত হয়, এই ল্যাণ্ড পাশ বুক বিলের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র চাষী, মাঝারী চাষী, জমির মালিক, মধ্যবিত্ত কৃষক, ধনী কৃষক তারা যদি নিজেরা এসে দরখাস্ত করেন এবং বলেন আমরা ঋণ নেব আমাদের একটা পাক্কা পাশ বই দাও। যখন সেই দরখাস্ত করবেন তখন রেভেনিউ অফিসার দেখবেন যে জমির

উপর তিনি পাক্কা বই দিয়ে ঋণ নিতে চান, সেটা প্রথমে তারা তদন্ত করে সমস্ত কিছু এটাতে লিপিবদ্ধ করে এটাকে রেকর্ডস্ এনে পাশ বইটার ভিতর সেই প্রোফোর্মা' করে যে বিবরণগুলি ব্যাংকের কাছে প্রয়োজন সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। বন্ধক গেলে যে অংশটা সেখানে বন্ধক পড়ল সেটা ব্যাংক থেকে এন্ডোরস্ করে এর একটা কপি রেভেনিউ অফিসারের কাছে পাঠাবেন আর একটা রেজিষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এইটাকে চালু করার জন্য আমাদের বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এইটা চালু করার মধ্যে দিয়ে আমি যে বললাম যেসব ধরনের কৃষকের কথা বললাম, ঋণদানের সূত্র আছে, সেইসব ঋনের সূত্রের কথা বললাম, সেগুলি একত্রে মবিলাইজ করে আমাদের মত গরীব রাজ্যে ছোট ছোট কৃষকদের হাতে পাক্কা পাশ বই তুলে দিয়ে যদি তাদেরে আমরা সাহায্য করি তবে বর্তমান স্তর পর্যন্ত যেভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনকি একটা জমিতে খাল থেকে যদি জল নিতে হয় খালটা কেটে জলটা নেওয়ার জন্য আমাদের কৃষকের সাধ্য থাকেনা। আমাদের কৃষকের জলটা আনার মত যে শ্রম দিবস দেবে, তারও অবস্থাটা তাদের থাকেনা। আর সরকারের যদি প্ল্যান থাকেও, তাহাদের হাতে যদি টাকা না থাকে সরকারের পক্ষেও তা করা সম্ভব হয়না। তবে এখন যদি তারা গ্রামের ৫ জন মিলিত হয়ে মনে করে যে চল আমরা জলের সূত্র আনব, তার জন্য আমরা ব্যাংক থেকে ৫টা পাশ বই নিয়ে অগ্রসর হই। তারা সেটা করতে পারবেন। ভূমি সংস্কারের যে কাজ, ভূমি উন্নয়নের যে কাজ, ভূমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির যে কাজ যেটা ভারতবর্ষের পক্ষে তার জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কাজটা না হলে পর শিল্পত দূরের কথা, আজকের দিনে যে সংকট ভয়াবহ সংকট। কাপড় কল-এ ছাটাই, চট কলে ছাটাই, ক্রেতার হাতে পয়সা নাই। তাদের হাতে এমন পয়সা নাই যা দিয়ে তারা মাল কিনতে পারে। বিদেশে রপ্তানী করার যে চীৎকার ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের, সেই চীৎকার না করে আমাদের কৃষকদের হাতে যদি কিছু অর্থ তুলে দেওয়া যায় তাহলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় যে আমাদের এখানে ৭১ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। তারা মাসে ২৫ টাকাও খরচ করতে পারেনা। এই অবস্থা যদি থাকে তাহলে কে কিনবে কাপড়, কে কিনবে জামা? এই অবস্থায় যে মিলগুলি আছে সেগুলিই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, নতুন ফ্যাকটরীজ আমাদের স্বপ্নেও থাকতে পারে না। তাই আমি অনুরোধ করব আজকে হাউসে যে মেম্বাররা আছেন সেই বিলটার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে আপনারা ওয়াকিবহাল, এই বিলের প্রত্যেকটি ধারা যদি পাশ করেন তাহলে সরকার একটা হাতিয়ার পাবে যাতে ত্রিপুরার কৃষকদের হাতে আমরা কৃষি ঋণ তুলে দিতে পারি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

অমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান): শ্রী জীতেন সরকার।

শ্রী জীতেন সরকার:— মাননীয় অস্থায়ী চেয়ারম্যান স্যার, এইখানে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড পাশ বুক বিল ১৯৮২ এই যে আলোচনা এটা গৃহীত হওয়ার জন্য রেখেছেন এবং রাখতে গিয়ে এই বিলটার গুরুত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আমি এই বিলটার উপর শুধু আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। তা করতে গিয়ে প্রথমে এই যে রাজস্বমন্ত্রী বিল এনেছেন উনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং যে পদক্ষেপ এই বিলের মধ্য দিয়ে আনা হয়েছে তার

জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাই। নিঃসন্দেহে এটা কৃষক জনগণের পক্ষে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। আমরা দেখছি ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমাজ ব্যবস্থা চলেছে, একটা বুর্জোয়া, জমিদারদের শাসন ব্যবস্থা। তার মধ্য দিয়ে কৃষক জনগণের উপকারের জন্য, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আজকেও চলছে জমিদার জোতদারদের, মহারাজা রাজাদের, সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার। আমরা জানি অতীতে এই কৃষকদের উপর সবচেয়ে বেশী পদক্ষেপ নেওয়া হত কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা, কর নিয়ে, বিভিন্নভাবে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তারা পোষাক কিনত, তাদের কোন সুযোগ সুবিধা তাদের দিতেন না। বিশেষ করে ক্ষুদ্র চাষী, মাঝারী চাষী, প্রান্তিক চাষী, তাদের কোন কিছুই দেবার সুযোগ ঐ সরকারের মধ্যে ছিল না, এখনও সেটা দেখতে পাচ্ছি না। বামফ্রন্ট সরকার এর মধ্যে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেটা কৃষক জনগণকে সাহায্য করবে। যেমন আগে তাদের জমির খাজনা দিতে হত এখন সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা উঠিয়ে দিয়েছে, টিলা জমি হলে ত আরও বেশী জমি। আমরা দেখেছি অভিজ্ঞতার মধ্যে যে কৃষকরা বিশেষ করে গরীব কৃষকরা, প্রান্তিক চাষী তারা যাতে কৃষি ব্যবস্থার কাজটা উন্নত করতে পারে, তাদের ফসল ভাল ফলাতে পারে তার জন্য উন্নত ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের যে সংগতি আছে এই সংগতি তাদের কাজে বাধা আসে। তাদের সরকার থেকে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়। যে ঋণ গ্রহণ করতে গেলে কি কি তাদের অবস্থা হয় আমাদের অভিজ্ঞতায় তা আছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কৃষি ঋণ যখন দেওয়া হয় তখন আমরা দেখেছি যে কি ভাবে হয়রানি করা হয় তাদেরকে, তাদের কাগজপত্রগুলি জোগার করার জন্য। তারা কখনও যান তহশীলদার অফিসে, কখনও যান এস, ডি, ও, অফিসে, তাদের দলীল এনে ব্যাংকের কাছে জমা দেওয়ার জন্য, প্রমাণ হিসাবে। কিন্তু এই কাগজ পত্র বের করতে গিয়ে তাদেরকে নানা ভাবে অনেক পয়সা খরচ করতে হয়। সেখানে গরীব গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে একটা দলীল বের করতে যত টাকা লাগে, তার টুকপি বের করতে তার চেয়েও বেশী টাকা নেওয়া হয়। তা ছাড়াও এই কাগজপত্রগুলি বের করতে তাদের ৩।৪ মাস সময় লাগে, তাতে তাদের আসা যাওয়া, পান, চা ইত্যাদি খাওয়ানো, তদুপরি সেখানকার লোকদেরকে মিষ্টি খাওয়ানো, এই সব খরচগুলি হিসাব করলে দেখা যায়, যে. সে ব্যাংক থেকে যত টাকা ঋণ পাবে তার চেয়ে বেশী টাকা তার খরচ হয়ে যাচ্ছে। এইটা বাস্তব ঘটনা। কাজেই আজকের এই বিলটার মধ্যে তার মূল লক্ষ্য হিসাবে আমরা কি দেখতে পাই যে প্রকৃত কৃষক, সে বর্গাদারই হউক, আর রায়তই হউক বা যাদের জুতশর্ত আছে যাই হউক বিশেষ করে বর্গাদারদের প্রশ্নে ভারতবর্ষে বর্গাদারদের প্রকৃত অধিকার দেওয়া হবে এইটা আমরা দেখছি না। ভারতবর্ষের কোথাও বর্গাদারদের জমিতে ফসল ফলানোর জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ আছে বলে আমার জানা নাই। কাজেই এই ধরনের যারা আছেন তাদের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে, তাদের জন্য এই পাস বুকটা থাকবে এবং তাতে কি কি থাকবে, কি আচারের হবে, জমি যেখানে ক্লাসিফাইড হয়ে থাকবে। সেই জমিতে কি ফসল হবে, কি ধরণের ফসল হবে ইত্যাদি ইত্যাদি থাকবে। আর তা দেখিয়ে তারা গ্যারান্টি দিয়ে বলবে যে তার হাতে এই জমি আছে। কেন, এইটাতো বর্গাদারদের প্রশ্নই উঠে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যেখানে বর্গাদারদের যে

সিউরিটি দিয়েছে তাতে কৃষি জীবিকার মত তাকে আরও বেশী সাহায্য দেওয়ার জন্য সেখানে গ্যারেন্টি সই করেছেন। যে, তার হাতে এই যে বিলটা এই বিলে বলা আছে যে, তুমি যদি ব্যাঙ্কে যাও তাহলে তুমি সেখান থেকে ডিপ্রাইব হবে না, তুমি সেখানে বর্গাদার হিসাবে গেলেও ঋণ পাবে তোমার জীবিকার প্রশ্নে, এইটা তারা করেছেন। এই বিলের মধ্যে বলেছেন যে, The Agricultural Land Pass Book Bill, 1982 seeks to provide for facilities of Agricultural Credit Pass Books for persons engaged in Agriculture, কৃষকরা এখানে সমস্ত সুযোগটা পাচ্ছে। এখানে আবার বলেছেন যে, আপনি ব্যাংকে যেতে পারবেন, ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। মূল কথা হচ্ছে কৃষকদের কৃষি কাজের জন্য যে সুযোগ, সে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাকে যাতে আর হয়রানি হতে না হয় তার জন্য এই বিলটা তাকে সাহায্য করবে। ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে কংগ্রেস রাজত্ব আছে, সেখানে তারা যে এই পদক্ষেপ নেবেন, সেটা আমরা আশা করতে পারি না। কারণ আমরা জানি সেখানে জায়গায় জায়গায় তারা কৃষকদের উপর শোষণ, অত্যাচার ও জুলুম করে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন তাতে করে কৃষকরা আজ কে গঠাসা হয়ে গেছে। সেখানে তাদের একমাত্র চিন্তাই হচ্ছে যে, কিভাবে কৃষকদের উপর শোষণ ও অত্যাচার করা যায়, কিভাবে তাদের পণ্য সস্তায় ক্রয় করা যায়। আমরা দেখেছি, এইভাবে কৃষকদের উপর যে জুলুম চলেছে, তার প্রতিবাদে আজ ভারতবর্ষের ধনীক কৃষকরাও আন্দোলনে নেমেছেন। গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি জায়গায় আজকে এই সমাজ ব্যবস্থার জন্য সেখানকার অর্থনৈতিক যে চাপ তাদের উপর সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রতিবাদে সেখানকার কৃষকরা আজ নেমেছে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। কাজেই আজকে আমাদের এই বিলটা ঐ কংগ্রেস শাষিত রাজ্যের শোষিত বঞ্চিত কৃষকদের মনে উৎসাহের সৃষ্টি করবে। ওরা সেখানকার সমস্ত জনগনকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করবে। আমি মনে করি এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষকদের উপর কোন জুলুম করা হচ্ছে না, তাদের উপর খাজনার চাপ চাপানো হচ্ছে না। বরং তাদের নামে ঋণ পাওয়ার সুবন্দোবস্তের জন্য আরও বেশী করে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। এখানে যারা নাকি বর্গাদার, আইনগতভাবে যাদের জমিতে কোন অধিকার নাই, তারা হতে শুরু করে যারা নাকি জোতদার, মানে যারা কিছু জমির মালিক তারা পর্যন্ত প্রত্যেকটা কৃষকের জন্য আজকে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে যে, না, তারা অন্ততঃ পক্ষে তাদের জীবিকার প্রশ্নে সাহায্য পেতে পারবেন। কাজেই আমি এই বিলটা সম্পর্কে আর একটা কথা বলেই শেষ করতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক জনগণ সামগ্রিক ভাবে এই বিলটার মূল্যায়ণ করবেন এবং এইটা বাস্তবায়নে সরকারকে সাহয্যে করবেন। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ( চেয়ারম্যান ) :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

· শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি এই ত্রিপুরা ল্যাণ্ড পাশ বুক ১৯৮২, সম্পর্কে আলোচনা করছি। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এটা ঠিক যে এই যে ল্যাণ্ড পাশ বুক এইটা একটা নূতন জিনিষ এবং আগে এই ধরনের কোন আইন করা হয়নি। আগে এখানে কৃষকদের ল্যাণ্ড পাশ বুক দেওয়ার আইন ছিল না। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এইটা খুবই আনন্দের ব্যাপার যে, যারা সব চেয়ে গরীব, যারা শতকরা ৯০ জনের বেশী যারা জমিতে চাষ করছেন, তারা নানাভাবে শোষিত হয়ে আসছেন এবং তাদের জন্য বিগত দিনে কোন প্রটেকশান ছিল না। কাজেই আজকে এই বিলটা হয়তো তাদের জন্য সেই সুযোগ এনে দেবে, সুযোগ এনে দেবে, মানে কিছুটা প্রটেক্‌শান দিতে সক্ষম হবে। তবে একটা জিনিষ হচ্ছে যে, এই ল্যাণ্ড পাশ বুকটা কমপালসারী নয়, যে কেউ ইচ্ছা করলে তিনি অ্যাপ্লিকেশান করবেন, তখন তাকে এই ল্যাণ্ড পাশ বুকটা দেওয়া হবে। দ্বিতীয়তঃ এতে আর একটা সমস্যা দাঁড়াবে যে আগে যে সমস্ত জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে সেগুলি এই আইনের আওতাভুক্ত হবে কিনা। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এইটা বরাবর আমরা সরকারের কাছে দাবী করে আসছি যে, নানাভাবে যারা গরীব চাষী, তারা মহাজনের শোষণের শিকার হয়েছে। ফলে তাদের জমি নানান ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন ধরুন আজকে অনেকে ভূমিহীন হয়ে দারীদ্র সীমার নীচে গিয়ে পেঁৗছেছে। আমরা যদি তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এই আইনটা এনে থাকি, তাহলে পরে তাতে এই প্রভিশানটা রাখতে হবে যে এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে সেগুলি নথিভুক্ত করা হউক। মানে এই আইনের মাধ্যমে এই জমিগুলি পুনরুদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখা দরকার। এখানে শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে এই বিলে। এবং ফলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবার যে সমস্যাটা ছিল তা শিথিল করা হয়েছে এই বিলে। কিন্তু মহাজনী শোষণ থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়া মহাজনদের নিকট যে জমি ট্রেন্সফার হয়ে যাচ্ছে তকে সেফগার্ড দেবার কোন ব্যবস্থা নেই এই ল্যাণ্ড পাশ বুক্ বিলে।

ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে যে সমস্ত জমি ল্যাণ্ড পাস বুকে নথিভুক্ত হবে সেগুলি হয়তো ট্রেন্সফার করা যাবে তবু তাতে অনেক অসুবিধা রয়েছে কারন লোন নেবার পর এই ল্যাণ্ডের উপর ব্যাঙ্কেরও কর্ত্তৃত্ব বা অধিকার থেকে যাবে ফলে হয়তো সেই জমি ট্রেন্সফার করা যাবে না।

কিন্তু যারা ল্যাণ্ড পাস বুক্ করেনি অথচ ট্রেন্সফার করা হয়েছে সে সকল জমিকে পুনরুদ্ধারের কোন ব্যবস্থা থাকবে না।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিলটি এনেছেন তা আসলে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্তি করবার জন্যে। কারণ আমরা দেখেছি এই বামফ্রণ্ট সরকারের

আমলে উপজাতিদের উপর ঋণের দায়ে মিথ্যা মামলা এনে তাদের জমিকে হস্তান্তরিত করতে বাধ্য করা হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমরা দেখেছি এক মাসের মধ্যে প্রায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে তাদের এরেষ্ট করা হয়েছে। যাদের এরেষ্ট করা হয়েছে তাদের বলা হচ্ছে যে তারা যেন তাদের জমি হস্তান্তরিত করে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমরা দেখেছি সাধু খোবাই জমাতিয়াকে ১২ জুলাই এরেষ্ট করে তার নিকট থেকে প্রচুর টাকা নেওয়া হয়েছিল। এইভাবে সাধারণ মানুষের উপর মিথ্যা মামলা চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের জমি হস্তান্তরিত করতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধারণ মানুষ একের পর এক গ্রেপ্তার হচ্ছেন। আর এর পেছনে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে সি, পি, এমের প্রধান রাও রয়েছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ( চেয়ারম্যান ) :—মাননীয় সদস্য, আপনাকে অনুরোধ করছি আমি ল্যাণ্ড পাস বুক্ বিলের উপর আলোচনা করুন। আপনার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এই সি, পি, এম, এর লোকেরা এন, আর, ই-আর, এবং এস, আর, ই, পি, এর টাকা দিয়ে গরীব মানুষকে তারা শোষণ করছে। আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গরীব কৃষকদের জমি বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ল্যাণ্ড পাস্ বুক্ বিল এনে এটাকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। এটা রাজ্যের সাধারণ মানুষকে জানা দরকার। রাজ্য সরকারের যারা প্রতি-নিধি তারা আজকে বেশী করে গরীব সাধারণ মানুষের জমি গ্রাস করছে, কৃষকের উপর, সমাজের উপর তারা জুলুমবাজী করছেন। আজকে এই বিলে যদি এই শোষণ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা থাকত, জুলুমবাজী বন্ধ করা যেত, কর্মচারীদের দ্বারা জনসাধারনের উপর যে শোষণ চলছে তা বন্ধ করা যেত তবে এই ল্যাণ্ড পাস বুক্ বিলটির সার্থকতা লাভ করত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান)—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী যে বিলটা হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন আমি এটাকে সমর্থন করি। এবং সঙ্গে সঙ্গে উনি এই বিলটি উত্থাপন করতে গিয়ে যে কথাটা বলেছেন যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটাই প্রথম প্রচেষ্টা যার দ্বারা অন্ততঃপক্ষে কৃষককে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা দেবার পরিকল্পনা অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারবে। আমি উনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। আজকে আমার মনে হয় এটা শুধু মাত্র

ভারতবর্ষের পক্ষে প্রশ্ন নয়, যদি আমরা ভারতবর্ষের বাহিরের দেশগুলির কথা চিন্তা করি তবে আমরা দেখব বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে—সেখানে তাদের মূলত একটা উদ্দেশ্যই রয়েছে যে—জমি থেকে কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় করা। কিন্তু যে কৃষক ঐ জমি চাষ করছে তাকে কি ধরনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় তারজন্য তারা কোন চিন্তা করে না। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে যেমন তারা শুধু মুনাফা লুটছে তেমনি জমি থেকেও মুনাফা লুঠ করা তাদের ধর্ম। এই ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে ভূমি সংস্কার হয়েছে কিন্তু কৃষকদের এত সুযোগ সুবিধা কোথায়ও দেওয়া হয় নাই। আমরা দেখেছি ফ্রান্স দেশে কৃষকরা জমির উৎপাদিত ফসলের সামান্যতম অংশও তারা পেত না। সারা দিনের শেষে তারা সামান্য গম তাও তারা আগুনে সিদ্ধ করে খেত বা পুড়িয়ে খেত। আমরা দেখেছি আগে চীনদেশের কৃষকদের অবস্থা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, দক্ষিণ আমেরিকায় কৃষকদের অবস্থা। অথচ সেই গুলি কৃষির দিক দিয়ে বিখ্যাত। ভারতবর্ষে মুঘল এবং বিভিন্ন বিদেশীদের শাসনে আমরা দেখেছি কৃষকদের দুরবস্থা। বিশেষ করে আমরা কৃষকদের দুর্দশা দেখেছি ইংরেজ শাসনকালে বাংলাদেশে। এই বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনকালে ১৭৭৩ সালে ১৩০০ কোটি টাকার মতন রাজস্ব আদায় হয়েছিল। বর্তমানের তুলনায় সে টাকার মুল্যমান কত ছিল। অথচ ইংরেজ সরকার কৃষকদের উন্নতির জন্য কোন চিন্তাই করত না। ব্রিটিশদের নিকট যে চেয়ে বেশী প্রগতিশীল ছিলেন সে মণ্টুর সাজেসান অনুযায়ী যে ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে কৃষকদের উন্নতির কোন কথাই বলা হয়নি। বরঞ্চ কিভাবে এদেশ থেকে রাজস্ব বেশী করে আদায় করবে তার ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার করেছিলেন। একটা জমির প্রায় ৫৫ ভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। যদি কোন গ্রামে রাজস্ব আদায় কম হতো অথবা একজন কৃষক যদি কোন কারণে রাজস্বঃ কম দিতেন তবে গ্রামের সমস্ত কৃষকদের নিকট থেকে সেই রাজস্বঃ আদায় করা হতো। এইরূপ ব্যবস্থা ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে চালিয়েছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন সময় ভূমি সংস্কার করেছে বটে কিন্তু কৃষকদের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই করেনি। আমরা দেখলাম ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। সেখানে কৃষক জমি পাবে এটা নিশ্চয়ই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হল, গণতন্ত্র হল; কিন্তু স্বাধীনতা লাভের ৩৪ বছর পরেও কৃষক জমি পেল না। হাজার হাজার একর জমির যেখানে তাদের হাতে আছে, কংগ্রেস সেই জমি নেওয়ার চেষ্টা করলেন না। ভূদান যজ্ঞ করালেন বিনোবাভাবেকে দিয়ে। সেখানে আমরা দেখলাম জমিদাররা জমি দান করলেন। তারা ভূদান করলেন। জমিদারবাবুর নাতি বা পুত্রের জন্মদিনে দান করে দিলেন। তিনি বড় উদার। তারা বললেন এই জমিদারবাবুর মত লোক আর হয় না। কাজেই তোমরা তাকে ভোট দাও। এইভাবে কৃষককে প্রতারণা করা হলো। এইভাবে কৃষকেরা জমি থেকে বঞ্চিত রইল। আজকেও আমরা দেখছি কৃষকদের শ্রমটা পণ্য হিসাবে পরিণত হয়েছে। আমরা দেখেছি কারখানাতে মালিক যেমন শ্রমিকদের শ্রম কম মূল্যে কিনে মুনাফা উপার্জন করেন, ঠিক এখানেও দেখছি কৃষকদের সামান্যতম যে জমির ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে না এবং তাদের শ্রমটাকে পণ্য হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। আর তারা লাখপতি কোটিপতি হচ্ছেন।

আজকে আমরা দেখলাম এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিশেষ করে ব্যাঙ্ক থেকে ফিনানসিয়াল অ্যাসিষ্টেন্স নেওয়ার জন্য আমরা এই বিলের দ্বারা কৃষকদের সাহায্য করতে পারি। এই জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। এই দিক থেকে আমরা একমত। কিন্তু আমরা দেখলাম যেমন ৪(২) নং ধারাতে বলা হয়েছে যদি কোন কৃষক পাশ বুক নিতে চান তবে তাকে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে। তাহলে সমস্ত কৃষককে আমরা পাশ বুক দিতে পারছি না। সুতরাং সামগ্রিকভাবে যদি এটা করতে পারতাম তাহলে আমরা ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করতে পারতাম। সেটা তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন। যে জিনিসটা যুগ্ম তালিকায় রয়েছে সেটা নিয়ে কোন কিছু করা যায় কিনা তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন। আজকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নামজারী না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটা জমিই আমরা ১০ জনের কাছে বিক্রি করে দিতে পারি। এই নিয়ে অনেক মামলা মোকদ্দমা আছে। কাজেই যদি আমার পাশ বুক থাকে তাহলে সেখানে পাশবুক দেখালে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। মামলা মোকদ্দমার হাত থেকে আমরা রেহাই পেয়ে যাই। কাজেই এই ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে খুবই ভাল হত সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও আজকে যেটা করা হলো, বামফ্রন্ট সরকার যে কাজ করেছেন, লেভি বন্ধ করেছেন, খাজনা মকুব করেছেন' কৃষকদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে এই ভারতবর্ষে ইমারজেন্সীর সময় কিভাবে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় হয়েছে। কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন যে আমরা সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেণ্ট যে আমি খাজনা আদায় করতে পেরেছি কৃষকদের কাছ থেকে। কিন্তু আমরা দেখছি বামফ্রণ্ট সরকার জমির লেভি তুলে দিয়ে খাজনা তুলে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের পার্থক্য। কাজেই উপজাতি বন্ধুরা যারা এখানে বসেও ইন্দিরা নাম হি কেবলম্ বলে বিরোধীতা করছেন তারা এইসব ভাবেন না। এই অবস্থার মধ্যে কৃষকদের উপর শোষণ, নিপীড়ন বন্ধ হবে না যতদিন পর্য্যন্ত না কৃষকদের কাছে ভূমি তুলে দেওয়া যাবে, সমাজের সমগ্র অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যাবে। সুতরাং যে লড়াই আমরা করছি সেই লড়াই এর আগে জয়যুক্ত হবে না। কাজেই সেই গণতন্ত্রের যে পথ সেই পথ ধরে ধরে এগিয়ে যাব আমরা, এই কামনা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ( চেয়ারম্যান ) :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার আজকে আমাদের সামনে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যে ল্যাণ্ড পাশবুক বিলটা এনেছেন এবং বলেছেন যে এটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও চালু হয়নি, আমরা এখানে এটা চালু করতে যাচ্ছি এবং সেই হিসাবে এটা হবে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যদি আমরা নিতে পারি তাহলে এরজন্য বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়ই সংগ্রামী অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। এই বিলটাকে আমি সমর্থন করি এইজন্য যে আজকে বহু কৃষক, নিজেদের জমির খতিয়ান, পরচা ইত্যাদি বের করতে বহু টাকা পয়সা খরচ করেও অনেকে পারেন না সময়মত সংগ্রহ করতে। তাই এই সিদ্ধান্ত যদি আমরা নিই তাহলে দরখাস্ত করলেই পাশবুক পাবে এবং তাতে জমির কার্ড নম্বর এবং খতিয়ান নম্বর থাকবে। এটা বড় এবং ছোট সব কৃষকদের বেলাতেই থাকবে।

আবার যারা আরও ছোট কৃষক বা যাদের একেবারে ভূমি নাই অথবা ভূমিহীন তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার সে ভূমি আমরা তাদেরকে এলট করেছি, সেগুলির উল্লেখও এর মধ্যে থাকবে। তাছাড়া, আমরা দেখছি আমাদের এখানে যেসব ভূমিহীন জুমিয়া পরিবার আছে, তাদের অনেককে আমরা এখন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন দিতে পারি নি, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাদের নামে এলটমেন্ট দেওয়া হয় নি, তাদেরকেও পাস বুক দেওয়া হবে যাতে তারা উপকৃত হতে পারে। আমরা এও জানি যে রাজ্যে যে পরিমাণ ভূমি আছে, তার তিন ভাগ টিলা ভূমি আর একভাগ মাত্র সমতল ভূমি, তারও আবার চার দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাজেই সেই দিক লক্ষ্য রেখে এতদিন ধরে যারা ত্রিপুরাতে অবহেলিত হয়ে এসেছে, সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে প্রচেষ্টা চালানোর দরকার, তা সরকার একে একে করে চলেছেন। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই যে এখনও অনেক অব্যবস্থা রাজ্যের মধ্যে আছে, যেগুলি দূর করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে এবং তা দূর করতে হলে যে কিছু সময়ের দরকার, আশাকরি আপনারা সবাই এটা বুঝবেন। আমাদের যে উদ্দেশ্য, সেটা হল ত্রিপুরাকে খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা এবং ত্রিপুরাতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করা, আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিলটাকে এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এটাকে যাতে কার্য্যকরী না করা যায়, সেজন্য একদল লোক আছে যারা বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে, তারা চাইছে যে ত্রিপুরাতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু থাকুক, আর তাহলে তারা গরীবদের আরও বেশী করে শোষণ করতে পারবে। কৃষি বিপ্লবকে ধ্বংস করাই হল তাদের মূল উদ্দেশ্য। অথচ কৃষকদের যদি এই পাস বুক দেওয়া যায়, তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার অনেকটা সুবিধা হবে। কারণ এই বই থাকলে, এই বই দেখিয়ে ব্যাংকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে আর কোন অসুবিধাই থাকবে না। আর কৃষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ পেলেই যে সবুজ বিপ্লবের কথা, আমরা বলছি, সেটা আরও ত্বরান্বিত হবে। এই কিছু দিন আগে দেখা গিয়েছে যে ত্রিপুরার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাকে গো মড়ক দেখা দিয়েছিল, ফলে কৃষকদের হালের বলদের ক্ষতি হলে, তার পূরন করা অনেক কৃষকের পক্ষেই সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে তাদের ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য যেতে হয়। কাজেই এই বই থাকলে, তারা অনায়াসে ব্যাংক থেকে হালের বলদ কেনার ঋণ পেতে পারে। আমরা আরও দেখেছি যে কিছু দিন আগে একদল বাংলাদেশী লোক হঠাৎ করে ত্রিপুরাতে এসে জায়গা জমি কিনতে শুরু করে দিয়েছে, অনেকে আবাস বাড়ী ঘরও তৈরী করে বেশ দিব্যি বসবাস শুরু করে দিয়েছে। সেখানে প্রায় ১৪টা পরিবার ছিল, সংগে সংগে তাদেরকে সেখান থেকে তুলে আবার বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের কোন লোক সুবিধা করতে না পারে, সেজন্যও এই পাস বুক এর প্রচলন দরকার আছে। তারপর যে সব জুমিয়াদের জমি অজুমিয়াদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করে জুমিয়াদের ফেরত দিতে হবে এবং ফেরত দেওয়া জমিও তাদের ভূমি সংক্রান্ত পাস বুকের মধ্যে উঠাতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে আর বে-আইনীভাবে জমি হস্তান্তর না হতে পারে-এই আবেদন আমি হাউসের কাছে রাখব। কিন্তু সরকার

থেকে এই যে কাজগুলি করা হচ্ছে, এগুলি অনেক লোকের পছন্দ হচ্ছে না, তার প্রধান কারণ হল সবকিছু যদি ঠিক ঠিক ভাবে চলে বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি সব কাজকর্ম হয়, তাহলে তাদের পক্ষে অ-গণতান্ত্রিক কাজকর্ম করা অসুবিধা হয়ে পড়বে। তাই তারা এই সব দেখেশুনে ভয় পাচ্ছে, এবং সরকারের জনগণের জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ সেগুলি যাতে বাস্তবায়িত না হয়, সেজন্য নানা রকমের বাধার সৃষ্টি করছে। তারা মানুষকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ কৃষক যারা, ভূমিহীন যারা, জুমিয়া যারা, তারা যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হয়, তারা যাতে সরকারের দেওয়া সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকেও এই সরকারের নজর রাখতে হবে এবং সেই সঙ্গে তারা যাতে প্রয়োজনে ব্যাংকের থেকে ঋণ পেতে পারে এবং সেই সংগে তাদের কর্মের উদ্যোগের মাধ্যমে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে সবুজ বিপ্লব ত্বরান্বিত হতে পারে, তার যাবতীয় ব্যবস্থা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে করতে হবে আর তাহলেই আমি আশা করব যে ত্রিপুরাতে সবুজ বিপ্লবের যে স্বপ্ন তা প্রকৃতই বাস্তবায়িত হবে। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী ব্রজ গোপাল রায় :—মাননীয় চেয়ারম্যান, মহোদয়, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড পাস বুক বিল ১৯৮২ এই হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কারণ হচ্ছে এই যে আজকের বিল আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে একটা নূতন দিগন্তের সূচনা করবে যেটা ত্রিপুরা রাজ্যে তো বটে সারা ভারতের মধ্যেও অতুলনীয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক যারা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আসছে, তাদের মাথার উপর মহাজনী যে ঋণের বোঝা এতদিন ধরে চলে আসছে, তার থেকে তারা মুক্তি পাবে। এতদিন ধরে কৃষকেরা সময়ে অসময়ে তাদের জমিতে ফসল ফলাবার জন্য যে ঋণ মহাজনদের কাছ থেকে নিত, তার পরিবর্তে তাদের জমির ফসল মহাজনদের হাতে তুলে দিত, তার থেকেও কৃষকেরা এই বিলের মাধ্যমে রেহাই পাবে। এবং এই বিল কৃষকদের নানা ভাবে সাহায্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এতদিন ধরে কৃষকেরা ব্যাংকের কাছ থেকে যে ঋণ নেওয়ার সুবিধা পেত না, এই বিলের ফলে তাদের ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার অনেক সুবিধা হবে। গরীব কৃষকরাও এই সুযোগ পাবে। তার কারণ এতদিন কৃষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় ঋণের জন্য সিকিউরিটির প্রশ্নে নানা রকম অব্যবস্থা থাকায় ব্যাংকের কাছাকাছি যেতে পারত না, ফলে তারা ব্যাংক থেকে যে সব সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল, সেগুলি থেকে বঞ্চিত ছিল। কাজেই যে সব কৃষকের হাতে এই ধরনের পাস বুক থাকবে, তারা ঋণের পরিবর্তে এই পাস বুক দিয়ে প্রয়োজনীয় ঋণ ব্যাংকের কাছ থেকে অনায়াসে নিতে পারবে, এর মধ্যে আর কোন রকম বাধা থাকবে না। কারণ রেভেনিউ অফিসার এই পাস বুকের ভিত্তিতে কৃষককে তার প্রয়োজনীয় ঋণ মঞ্জুর করতে পারবেন, জমি লীজ দিয়েও তার সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। বর্গাদার যে জমি চাষ করছেন, তার হাতে যদি এই রকম পাস বুক থাকে, তিনিও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

এই সুযোগগুলি আমরা এর ভিতর দেখেছি। কিন্তু এখানে কিছু কিছু প্রশ্ন উঠেছে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে হস্তান্তরিত জমি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না

হস্তান্তরিত জমি বলতে তিনি কি বুঝাতে চাইছেন সেটা আমার কাছে পরিষ্কার হয় নাই। যার কাছে যে জমি আছে তিনিই সেই জমির মালিক। আর বে-আইনী ভাবে যদি কারও কাছে কোন জমি থাকে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আলাদা আইন আছে সেই আইন অনুসারেই তাদের প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেজন্য কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কাজেই এটা ত্রিপুরার কৃষকদের কাছে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। এই জন্য মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে তাঁরা যেন এই বিলটিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) :—মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমরা আজ একদিক থেকে আনন্দিত এই জন্য যে আমাদের এই বিলটিকে মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও সমর্থন জানিয়েছেন। তবে এখানে ক'টি প্রশ্ন করা হয়েছে, প্রশ্নগুলি হল এই বিলের মধ্যে মহাজনদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করার কোন ব্যবাস্থা আছে কিনা। এটা ঠিক নয় যে মহাজনদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করা যাবে না। এইখানে যে আইন আছে সেই আইনের ধারা মতে যাদের বার্ষিক আয় ৩৫০০ টাকা তাদের সমস্ত ঋণ মকুব হয়ে গিয়েছে। এখন যাদের ঋণের দরকার তারা দরখাস্ত করতে পারেন এবং তারাই ঋণ পাবেন। কিন্তু উনারা যারা আজকে নেতা তাঁরাই সব চেয়ে মহাজনী করেছেন। তাদের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ( ইন্টারাপশান ) কাজেই আপনারা মহাজনী করলে দোষ নাই আর অন্যেরা মহাজনী করলে অন্যায়। আপনারা মহাজনী করলে সেটা হবে পুণ্য। উদের মহাজনীর বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

ল্যাণ্ড পাস বুক বিলে এটা পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে Revenue Officer shall have the same meaning as in the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960. and includes any officer empowered by the State Government to exercise and perform the powers and functions of a revenue officer under this Act. এই আইনে উল্লেখ আছে যে যারা জমি বন্ধক দিতে চান তারা প্রথমে রেভিনিও আফিসারকে জানাবেন রেভিনিও অফিসার গিয়ে দেখবেন এবং দেখে তিনি ক্লীয়ারেন্স দিলে তবেই সেটা হতে পারবে। রেভিনিউ অফিসারের অনুমোদন ছাড়া ব্যাংকও সেই জমি নিতে পারবে না ট্রান্সফারেবল ল্যাণ্ড হিসাবে। কাজেই এই আইনে ত্রিপুরার গরীব কৃষকেরা বিশেষ করে উপজাতির গরীব কৃষকেরা এর দ্বারা উপকৃত হবেন। সেজন্য আমি আশা করব যে আপনারা সকলে এই বিলটিকে গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) : —এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Land Pass Book Bill, 1982 (Tripura Bill No. 11 of 1982)." "বিবেচনা করা হউক"।

( প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ১০ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

( বিলের ধারাগুলি ধ্বনিভোটে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল :—"বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

( বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "The Tripura Land Pass Book Bill, 1982 (Tripura Bill No. 11 of 1982)" পাশ করার জন্য উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রী বীরেন দত্ত : —মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura Land Pass Book Bill, 1982 (Tripura Bill No. 11 of 1982) পাশ করা হউক।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা ( চেয়ারম্যান ) :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Land Pass Book Bill, 1982 ( Tripura Bill No. 11 of 1982 ) পাশ করা হউক"।

( আলোচ্য বিলটি সভায় সর্ব্বসনম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় )।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) : --সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল—The Tripura Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 13 of 1982). এই সভায় বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta —Mr Chairman, Sir, I beg to move that the Tripura Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1982. Tripura Bill No. 13 of 1982. be taken into consideration.

আমি এই বিলটা উত্থাপন করতে গিয়ে বলছি যে এই যে আইন এটা অনেক আগের অনেক পুরানো। কাজেই এই আইনটাকে পুরাপুরি সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। এখন এই বিলের দ্বারা এই আইনটার কিছু কিছু অংশ সংশোধন করতে এসেছি। আমরা এটা ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে করতে যাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি মজুর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ধরণের শ্রমলব্ধ মানুষের কিছু কিছু মজুরী মজুরী বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এই শোপস্ অ্যাণ্ড এষ্টব্লিশমেনটের আওতায় প্রায় ৩০-৪০ হাজার দোকান কর্মচারী ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন। তার চেয়েও বেশী হতে পারে। তাই কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যখন আমরা আমাদের নির্ধারিত হার চালু করতে উদ্যোগ নিলাম তখন যারা বড় বড় ব্যবসায়ী মালিক তারা আইনের ফাঁক বের করে কর্মচারীদেরকে ন্যূনতম মজুরী থেকে বঞ্চিত করছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে এই শোপস্ অ্যানড এসট্যাব্লিশমেন্ট যে অ্যাকট এটার একটা সংশোধনী এখানে আনা হয়েছে। "সেটা কি ? সেটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বন্ধ দোকান বলতে কি বুঝায় তার একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় মালিকরা বন্ধের দিন একটা দরজা খোলে কাজ চালিয়ে যায় এবং বন্ধের দিনে কর্মচারীরা যে মজুরী পাওয়ার কথা সেটা তারা পায় না।" অভারটাইম পাওয়ার যে কথা সেটা তারা পায়না।

মালিকরা বলে যে ওতো আমার আত্মীয়। তাই দয়া করে রেখেছি খোরাকিটা দেই। তার বাঁচার একটা ব্যবস্থা করেছি। আত্মীয় স্বজন কারা? তারা সংজ্ঞা দেয় এটা ঠিক নয়। মামাতো, পিসতুতো ঐ শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয় ইত্যাদি। এরকম আত্মীয়ের নাম করে তারা ঠিক ঠিকই শ্রমিক খাটায়। সেই আইনের যে ফাঁক সেটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই সংশোধনীর ভিতর দিয়ে। তারপরে পরিবারের সংজ্ঞাটা কি হবে। সে যাহাই হোক যে কাজ করবে তাকে এম্পলয়ি হিসাবে গণ্য করতে হবে। অ্যাপ্রেনটিজ হিসাবে কোন কর্মচারী কাজ করতে পারে কিন্তু বলে দিতে হবে যে তাকে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করা হবে। শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো আইনের সুযোগ ভোগ করতে পারবে। একটা হল ওয়েজ অ্যাকট আরেকটা হল ইণ্ডাসট্রিয়েল ডিসপিউট অ্যাক্ট। তা না হলে তাকে ঘাড়ে ধরে বাহির করে দেবে। বর্ত্তমান আইনের ফাঁকে তারা কর্মচারীদের উপর এভাবে অত্যাচার করে। একটা কর্মচারী যাতে ছাঁটাই না হতে পারে, নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে যাতে চাকুরীর স্থায়ীত্ব বজায় থাকে সে দিকে লক্ষ রেখেই এই সংশোধনী করা হয়েছে। আরেকটা লক্ষ হল তাদের জন্য যাতে একটা মিনিমাম ওয়েজের প্রবর্তন করা যায়। মালিকরা আইন ভংগ করলে তাদেরকে আগে পাঁচ টাকা জরিমানা করা হত। এখন সেটাকে একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০০ টাকা দিলে তার একটু লাগবে।

আপনি সেকশান ২১ পড়ুন। সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে এই যে ৫ টাকা এটাকে অন্ততঃ ১০০ টাকা করা হয়েছে। আর আমাদের দিক থেকে ফ্যামিলির সংজ্ঞা ঠিক করা হয়েছে, এই লোক থাকলে আত্মীয় হিসাবে ধরা হবে। এ্যাপ্রেন্টিস্ হবে মিনিমাম্ এক্টের আওতায় তারা যে চাকুরী পেয়েছেন তার স্বীকৃতি যাতে পেতে পারে তার জন্য আমরা মিনিমাম সংশোধনী এনেছি। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, আজকের দিনে অ্যাগ্রিকাল্যারিষ্টরা যা ডেইলি মজুরী পায় তার থেকে অনেক কম দোকান কর্মচারীরা পায়। আমরা আশা করি যে সংশোধনী আমরা এখানে এনেছি সে দিক থেকে আমাদের উদ্দেশ্য ইমপ্রুভ করার জন্য যদি কেউ কোন সাজেশান রাখেন, তাহলে সেটা গ্রহণ করতে আমার কোন আপত্তি করব না। এখানে মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন, আপনারা এই অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর আলোচনা করে এই অ্যামেণ্ডমেন্টটি গ্রহণ করুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, দি ত্রিপুরা সপস্ অ্যাণ্ড এ্যাষ্টাব্লিস্মেণ্ট অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল, ১৯৮২ যা মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এখানে উত্থাপন করেছেন তা কতকগুলি ক্ষেত্রে অভিনন্দন যোগ্য। নাম্বার টু সেকশানে আনা হয়েছে "closed" means not open for the service of any customer of for any business of the establishment or for work, by or with the help of any employee, of or connected with the shop or establishment. এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন। বন্ধের দিনে নানা-ভাবে তাদের দিয়ে কাজ করানো হতো। তাদের কোন অবসর থাকতো না। পূর্ববর্তী অরিজিন্যাল এ্যাকট্ যা ছিল তাতে পুরোপুরি কাভার হতো না। সেই ক্ষেত্রে একটাভারা করবে বলে মনে করছি। সেই দিক থেকে এটা শ্রমিকদের স্বার্থে আনা হয়েছে বলেই

আমি মনে করি। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, অ্যাপ্রেনটিসের ব্যাপারে যে সংশোধনী এনেছেন সেটাও শ্রমিকদের স্বার্থে হয়েছে এবং শ্রমিকদের খুব হেল্প করবে বলেই মনে করি : In section 21 of the principal Act—

(i) in sub-section (1) after the words with fine "the words "minimum" of which shall be rupees one hundred but shall be inserted

(ii) in sub-section (2)after the words "with fine" the words minimum of which shall be rupees one hundred but shall be inserted.

আমার মনে হয়, ৫০০ টাকা লেখা ছিল। ১০০০ টাকা হাইয়েষ্ট। আমি বিল দেখেছিলাম। মিনিমাম ফার্ষ্ট অফেন্স ৫০০ টাকা। আপনার কাছে যদি অরিজিন্যাল অ্যাকট থাকে, তাহলে দেখলে সুবিধা হতো। এখানে স্মুরো বলা হয়েছে যে, যদি ফার্ষ্ট অফেন্স হয়, তাহলে ৫০০ টাকা জরিমানা অথবা তিন মাস জেল। আর সেকেণ্ড টাইমে অফেন্স করলে ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা তিন মাস জেল কিংবা উভয়টাই হবে। এখানে ১০০ টাকায় আনা হয়েছে। আমি মনে করব যে, আগেরটা থাকলেই ভাল হত।

শ্রীবীরেন দত্ত :—আপনি যা বলেছেন সেটা আমি দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ চেয়ারম্যান, সারা রাজ্যে ৪০ হাজার-এর মত দোকান কর্মচারী আছে যাদের ভবিষ্যৎ এবং সমস্ত জীবনটাই দোকান মালিকের হাতের পুতুলের মত ছিল। তাদের জীবনের কোন দাম ছিল না, নিজস্ব সত্তা ছিল না, ব্যক্তি স্বাধীনতাও ছিল না। বাজারে যখন আমরা যাই মাঝে মাঝে তখন দেখা যায়, সামান্য একটা গ্লাস ভেঙ্গে গেছে। সেটা দিয়ে তার পা কেটে গেছে, রক্ত বেরুচ্ছে কিন্তু তা দেখবে না। কেন ভাঙ্গলো তার জন্য তাকে মারা হয়। সেদিনও একজন সেক্রেটারী আমাকে ঠাট্টা করে দোকানদারের দৃষ্টি ভঙ্গী যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে আমার মনে হয়, প্রায়ই সেখানে এরকম হয়ে থাকে। কাজেই এটাকে অত্যন্ত মানবিক কারনেই আনা হয়েছে। দোকান মালিকদের অত্যাচার এভাবে মানা হবে এটা হতে পারে না। সেই কারনে এই যে আইন তা এই বিধান সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী করার জন্য সরকারকে শীঘ্রই ব্যবস্থা নিতে হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, সে দিক থেকে আমি বলব, এখনও অনেক দোকানের কর্মচারী এই অবস্থা থেকে মুক্তি পায় নি। এমনকি আগরতলা শহরেও এরকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখি যে, কোন একটা সাধারন ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। তার কোন আপীল থাকে না। কাউকে দৈহিক অত্যাচারও করা হয়। এইগুলি যেন মালিক হিসাবে তার করার অধিকারে দাড়িয়ে গেছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এ সব কিছুর উপর চরম আঘাত হানা দরকার। এই দিক থেকে বিবেচনা করে এই ৪০ হাজার কর্মচারীদের জীবনকে আরো সুন্দর এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জীবনটা যাতে সুন্দর হয় ও ব্যক্তিগত অধিকার এবং মানবিক অধিকার পেতে পারে তার জন্য এই আইনকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে কার্য্যকরী করা হউক।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা (চেয়ারম্যান) :— মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার।

**শ্রী মানিক সরকার** — মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এই সভার সামনে ত্রিপুরা সপস্ এ্যাণ্ড এস্টাব্লিশমেন্ট (এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮২) উপস্থিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। এবং এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় এই সভার সামনে আমি আলোচনা করতে চাই। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এই এ্যামেণ্ডমেন্টটা মুভ করতে গিয়ে বলেছেন যে এই আইনটা দীর্ঘ দিন আগে তৈরী হয়েছিল এবং এই এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলের মধ্যে এক জায়গায় ক্রওয়ার্ডি এর মধ্যে বলা হচ্ছে যে আইনটি ১৯৭০ সালে হয়েছে। স্বভাবতই সেই সময় যাদের দ্বারা এই আইনটা রচিত হয়েছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে যেটা বাস্তব সত্য। সেই আইনের মধ্যে ত্রুটি থাকবে এবং সেই আইন সর্বোতভাবে সাধারণ শ্রমিক এবং কর্মচারীর স্বার্থে রক্ষা করতে পারবে না এটাই আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সেই দিক থেকে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী খুব সঠিক ভাবেই বলেছেন সমস্ত আইনটা নিয়ে চিন্তা করা দরকার। আমি উনার সাথে সম্পূর্ণ এক মত এবং এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। এই আইনের মধ্যে আছে এমন বেশ কয়েকটা বিষয়ে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে সে জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই আইনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যারা দোকানে কাজকর্ম করছেন তাদেরকে এপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে হবে কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮১ সালে শ্রম দপ্তরের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে সারা ত্রিপুরায় প্রায় ২৫ হাজারের মতো রেজিষ্টার দোকান আছে। এই দোকানে যারা কাজ করেন সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী তাদের দৈনিক জীবন যাপনের সমস্যা সম্বন্ধে দোকান মালিকরা কোন চিন্তা করেন না। দ্বিতীয়তঃ এখানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক দোকানে রেজিষ্টার থাকবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় মালিকরা রেজিষ্টার মেইনটেইন করেন না। তৃতীয়তঃ হচ্ছে এই আইন যখন তৈরী হয় তখন বলা হয়েছিল দোকানের কর্মচারীরা ৮-৩০ মিঃ কাজ করবে। এক ঘন্টা ব্রেক থাকবে। যে শ্রম আইন আছে এটা শুধু ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয়, সারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের ভিত্তিতেই এটা হয়েছে। ৮ ঘন্টার বেশী কাউকে কাজ করানো যাবে না এই দাবী সম্পর্কে আজকে কোন বিরোধীর অবকাশ নেই। কিন্তু ত্রিপুরার দোকান কর্মীদের ক্ষেত্রে আজকে দেখা যাচ্ছে এক ঘন্টা ব্রেকের পরও ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করতে হচ্ছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এটাকে বিবেচনা করতে হবে। তৃতীয়তঃ হচ্ছে লিভ কার্ড এই আইনের মধ্যে বলা হয়েছে কি কি বিষয়ের উপর একজন শ্রমিক বা কর্মচারী ছুটি পেতে পারেন, সেগুলি কেটাগরিক্যালি বলা আছে। আর্নড লিভ একজন শ্রমিক বা কর্মচারী ১৮ দিন পাবেন, মেডিক্যাল লিভ ১৫ দিন পাবেন, ক্যাজুয়েল লিভ ১২ দিন পাবেন, সিক লিভ ৬ দিন পাবেন এবং উইকলি লিভ দেড় দিন পাবেন। শ্রমিক কর্মচারীদের যে অভিযোগ তারা বলেছেন ছুটির দিন থানা সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাকে আদায় করতে মালিকের যে সংস্থা গুলি আছে তার সাথে শ্রমিক কর্মচারী লড়াই করতে হয়। ছুটি আদায় করা দুরূহ ব্যাপার। যারা শিশু শ্রমিক বা কর্মচারী কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তারা দিনে ৪ ঘন্টার বেশী কাজ করবে না। আমার বন্ধুবর মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া খুব সঠিক ভাবেই বলেছেন যে আমাদের ধারনা শিশুরা সেখানে সবচেয়ে বেশী শোষিত হচ্ছে।

এদের যে আর্থিক অবস্থা এত ছোট বয়সের একটা ছেলে বা মেয়েকে কাজ করার জন্য দোকানে পাঠানো এটা মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে গ্রহণ যোগ্য নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে শিশুদের দোকানে কাজ করতে পাঠানোর কথা মা বা বাবা কল্পনাই করতে পারেন না। সে যখন মাতৃ জঠরে থাকে তখনই রাষ্ট্র সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাকে কি করে বড করতে হবে। আর আমাদের দেশে সে যখন জন্মায় তখন তার মা বাবাকে ভাবতে হয় আমি কি করে তাকে বড করে তুলবো। কোন মা-বাবার যদি ছেলে বা মেয়ে জন্মায় তখন তারা ভাবে না যে তার ছেলে নিরক্ষর হবে, দোকানে কাজ করতে যাবে এ কথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনা। ভাঙ্গা ঘরে থেকে ছেডা কাপড পড়েও তারা চিন্তা করে আমার ছেলে মেয়ে স্কুলে যাবে, আমি হয়ত ছেডা কাপড পরতে পারি, আমি হয়তো টিপ সই দিয়ে শ্রমের মূল্য নেই কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে স্কুলে পাঠাবো শিক্ষিত করে তুলবো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত তাদেরও কাজের জন্য দোকানে পাঠাতে হচ্ছে। কিন্তু মালিকরা আজকে তাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৪ ঘন্টাও তাদের ঘুমাতে দেওয়া হয় না, এটা হচ্ছে বাস্তব। ১৯৭০ সালে আইনটা তৈরী হয়েছিল ক্যাটাগরিক্যালি বলা হয়েছে আনস্কিলড ওয়ার্কার ১৫০ টাকা করে পাবেন, স্কিল ওয়ার্কার ৩০০ টাকা করে পাবেন এবং সেমি স্কিল ওয়ার্কার ২৫০ টাকা করে পাবেন। মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন সব জায়গায় এটা মেইনটেইন করা হচ্ছে না, কাজেই দেখা যাচ্ছে তাদের নিয়ে দারুনভাবে ছিনিমিনি খেলা চলছে। ওভার টাইমের প্রশ্ন। সাধারণ শ্রমিক যারা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তারা ওভারটাইমে করলে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে দ্বিগুন দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে এবং অ্যাক্টের মধ্যে বলা আছে দোকান কর্মচারীরা তাদের দেডগুন পাবে। কিন্তু দেডগুনও তাকে দেওয়া হয়না কারন তার ওভারটাইমের ব্যাপারটা সেখানে ক্যালকুলেশানে আসছে না। অনেক শ্রমিক আছেন যারা অশিক্ষিত তারা হয়ত সময়ে হিসাবই ঠিকমত বুঝেনা। প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের বলা আছে সেখানে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করলেও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের মধ্যে টাকা জমা পডার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় তা কার্যাকরী হচ্ছে না। কাজেই আজকে যে অবস্থা চলছে, যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার জন্য দায়িত্বটা থাকা দরকার শ্রম দপ্তরের। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সংগে বলছি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শ্রম দপ্তর, তার যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে পালন করছেন কি? সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। আমার মনে হয়, যত আইনই করুন, আইনের মধ্যে ভাল ভাল কথা থাকুক না কেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি, এই ব্যবস্থার মধ্যে, শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে, গরীব মানুষের স্বার্থে এই আইনগুলি রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তারজন্য সংশ্লিষ্ট যে দপ্তর আছে সেই দপ্তরের যে দায়িত্ব পালন করা, সেই ইতিবাচক বিলগুলি তা পালন না করার জন্য সেখানে শ্রমিক কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছে। মালিকরা তাদের ঠকাচ্ছে, ঠকিয়ে মুনাফার পাহাড গড়ে তুলেছে। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের আমলে দেখেছি, ১৯৭০ সালে যে অ্যাক্ট তৈরী হয়েছে সেই অ্যাক্টাও তৎকালীন সরকারের উপর এই ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের যুক্ত আন্দোলনের যে চাপ সেই চাপের ফলে এইটা তৈরী করতে তারা বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সময়ে আমরা দেখেছি এই আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে, শ্রম দপ্তর সঠিক কোন উদ্যোগ

গ্রহন করেনি। আজকেও বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে কখন প্রতিটি সিদ্ধান্ত ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে, শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থের সপক্ষে রক্ষা করার জন্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করেছি শ্রম দপ্তরের যতটা কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহন করা দরকার সেটা তারা গ্রহন করতে পারছে না। আমি শ্রম দপ্তরের সমস্ত অংশের শ্রমিক কর্মচারী যারা এই দপ্তরের সংগে যুক্ত তাদের সবাইকে দায়ী করছিনা, আমি বিশেষ করে বলব উর্দ্ধতন যে কতৃপক্ষ তাদের একটা অংশ আমার মনে হয়, বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থের সপক্ষে এই যে ইতিবাচক সিদ্ধান্তগুলি এই সিদ্ধান্তগুলি কার্য-করী করার ক্ষেত্রে একটা অনীহা আছে। আমার ধারনা এর পেছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। সেই দিক থেকে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সংগে বলতে চাই, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যাতে যে প্রতিশ্রুতিগুলি আছে সেগুলি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য শ্রম দপ্তর আরো একটু কার্যকরী ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এই সম্বন্ধে আমি এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যদি মালিকেরা এই আইনগুলি ভঙ্গ করে তার বিরুদ্ধে কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহন করা এই অ্যাক্টের মধ্যে আছে। এগুলি শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে করতে হবে। যেমন কতগুলি আয়ের উৎস আছে। যেমন একটা দোকান রেজিষ্ট্রি হলে পরই তাকে রেজিষ্ট্রেশানের একটা ফি দিতে হয়। এটা সরকারের একটা আয়ের উৎস। একটা দোকান যদি তার ৩ বৎসরের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশান ফিটা না দেয় অর্থাৎ রিনিউ যদি না করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার। ১৯৮১ সনের হিসাবে দেখা গেছে ২২ হাজার দোকান এখানে আছে। এই ২২ হাজার দোকানের মধ্যে সম্ভবত: সিংহভাগই নিয়মিতভাবে তাদের যে সমস্ত ফি দেওয়ার কথা তারা ঠিকমত তা দেয়না কাজেই সেখানে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে সরকারের তহবিলে যে টাকাটা সেটা কোন ব্যক্তির স্বার্থে খরচ হয়না এটা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, গঠনমূলক কাজের জন্য খরচ করা হয়। অন্যদিকে মালিকদের একটা অংশ অধিকাংশ দেখবেন, পান, বিড়ি, সিগারেটের যে ছোট ছোট দোকানগুলি সেই সমস্ত ক্ষুদ্র মালিকদের কথা বলছি না, বড় মালিকদের কথা বলছি তারা যেমন শ্রমিক কর্মচারী-দের ঠকান, অন্যদিকে তারা সরকারকেও জনসাধারনকেও তাদের যে ন্যায্য পাওনা, সেই পাওনা থেকে তাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করেন। সেই দিকে শ্রম দপ্তরের আরও একটু তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তারপর এখানে যে ছুটিছাটার প্রশ্ন আছে দোকানের কর্মচারী যারা আছেন তাদের সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি পাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যায় এই দেড় দিন তারা ছুটি ভোগ করতে পারে না কারন ঐদিন তাদেরকে দিয়ে দোকান পরিষ্কার করানো হয়। কাজেই সে তার দেড় দিনের ছুটি ভোগ করতে পারছে না। সপ্তাহে সাত দিনই তার কাজ করতে হচ্ছে। কাজেই এটা তো বন্ধ করা দরকার। দোকান খোলা রাখার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে সেই সময়ের বাইরে দোকান খোলা রাখা যায় না। এই আট ঘন্টা, সাড়ে আট ঘন্টার পরেও দোকান খোলা থাকে। এগুলি দেখার জন্য শ্রমদপ্তর থেকে মধ্যে মোবাইল স্কোয়াড থাকতে পারে। পশ্চিম বাংলা, আসাম, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে এই ব্যবস্থাগুলি আছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা হয়তো আছে, কিন্তু

এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা দরকার। ফলে এই যে দোকানের যারা কর্মচারী আছেন তাদের দিনে আট ঘণ্টার জায়গায় বারের ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এই জিনিসটা অব্সলিউটলি ইনহিউম্যান। সেইদিক থেকে আমি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যে বিল এনেছেন তার সপক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমি শ্রম দপ্তরেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এই বিলের মধ্যে যতটুকু সুযোগ সুবিধা আছে দোকান কর্মচারী-দের স্বার্থে, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে তারা যাতে ঠিকঠিক ভাবে ভোগ করতে পারে তার জন্য যাতে কার্য্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই কথা বলেই আমি যে বিল এখানে উত্থাপন করা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সংগে সংগে শ্রম মন্ত্রীর সাথে একমত হয়ে, কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে আমি বলব এর একটা পূর্ণাংগ মূল্যায়ণের ভিত্তিতে, সামগ্রিকভাবে শ্রমিক কর্মচারীদের যে সুযোগ সুবিধা আছে তাকে রক্ষা করার জন্য বিলটিকে সামগ্রিক ভাবে পুনমূল্যায়ণের ব্যবস্থা করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) :—মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানু লাল সাহা :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী এই সভায় যে বিলটি পেশ করেছেন ত্রিপুরা শপ্স অ্যাসটাব্লিসমেণ্ট অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৮২ এই সংশোধন বিলটি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে সপ্স অ্যাণ্ড অ্যাষ্টব্লিসমেণ্ট যেটা এবারেও ছিল এই বিল এর মধ্যে দুটো দিক দেখা যায় শপস্ অ্যাণ্ড অ্যাষ্টব্লিসমেণ্টে মালিক পক্ষ, এবং যারা দোকানের কর্মচারী তাদের উভয়েরই সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিলগুলি রচিত হয় এবং রচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি বিগত দিন এক পক্ষের সুযোগ সুবিধাগুলি রক্ষা করার মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্য পক্ষ যাদের শ্রমের উপর এই দোকান অ্যাসটাব্লিসমেণ্টের সমস্ত কিছু নির্ভর করে তাদের প্রতি জুটেছে অবহেলা এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে সেখানে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে। আমরা দেখি, এই ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামের মানুষ যারা সংখ্যায় এই রাজ্যে বেশী, সীমাবদ্ধ জমি থাকার ফলে কৃষিক্ষেত্রে যেমন কাজের সুযোগ পায়নি, তেমনি এই রাজ্যে গড়ে উঠেনি কোন শিল্প। তখন স্বাভাবিক কারণেই বেচে থাকার স্বার্থে তারা যেকোন ধরনের কাজ করাবার জন্য খুঁজতে বেড়িয়েছে। তখন এই সমস্ত লোকগুলোকে অ্যাংগেষ্ট করার দায়িত্ব নিয়েছিল এই দোকানগুলি। এই সমস্ত রেজিষ্টার্ড দোকান ২৫ হাজার হতে পারে। কিন্তু আমার ধারনা এই সংখ্যা ৪০ হাজার ৫০ হাজার হয়ত হবে। বিভিন্ন বাজারের মধ্যে আমরা দেখেছি যেগুলি বিগত দিনের নোটিশে আসেনি, বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেগুলিকে নোটিশে এনে এই আইন সেখানে সম্প্রসারিত করতে পেরেছেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে সেখানে যে বিরাট অংশ, শিশু শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে দোকান কর্মচারী যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের অবস্থাটা সেখানে কি ছিল? পূজোর সময়েতেই তো বিক্রী। কিন্তু পূজোর সময় কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ছুটি নেই। দোকান মালিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য তখন ৮ ঘণ্টা নয়, ১২-১৩ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। ফ্যাষ্টিভেলের ছুটি যদি কোন মালিক দিয়ে থাকেন তাহলে তা পূজোর সময় নয়, পূজোর পরে। শ্রম দপ্তরের আইনের মধ্যে যে সমস্ত সুযোগ

সুবিধা ছিল সেই সুযোগ তখন দোকান কর্মচারীরা নিতে পারেনি। ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডিসপুট অ্যাক্ট অনুযায়ী দোকান কর্মচারীদের অত্যাচার হলে তারা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। আমরা দেখেছি আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে এই আইন প্রয়োগ বড বেশী একটা ছিল না।

আজকে হয়তো নোটিফাইড এরিয়া গুলিতে সেই আইনের প্রয়োগ করে লেবার মিনিষ্টারের মাধ্যমে সেখানে ছুটি ছাটা গুলি বা সাপ্তাহিক বন্ধ গুলিকে ইনক্রিমেণ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও স্বাভাবিক ভাবে সেটা এখন পর্যন্ত গডে তোলা যায় নি। এই অ্যামেণ্ড-মেণ্ট যদি আসে এবং এর মধ্য দিয়ে এই সুযোগ সুবিধা গুলি যাতে বিভিন্ন জায়গায় দোকান কর্মচারীরা নিতে পারে এবং সব জায়গায় অ্যাস্টাব্লিস্‌মেণ্ট অ্যাক্টের যে বিভিন্ন নিয়ম কানুন সমস্ত দোকান পাটের উপড় সেটা যদি ব্যবহার করানো যায় তাহলে সেখানে তারা উপকৃত হবেন। কারণ আমরা দেখেছি সেখানে কোন ব্যাবস্থা নাই, সেখানে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে ছুটি ভোগ করতে পারে না। এদিকে আবার যেহেতু তাদেরকে অল্প বেতনে চাকুরী করতে হয়, তাই তারা যখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গঠন করার জন্য একত্রিত হয়, তখনই তাদেরকে ছাটাই করে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছাঁটাইকৃত হয়ে যাতে সে আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পরে। আন্দোলন করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের ঘটনা এই রাজ্যে অহরহ ঘটছে। তার পর মিষ্টি দোকান ও চায়ের দোকান গুলিতে দেখবেন শুধু মাত্র খাওয়ার বিনিময়ে তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করা হয়, কোন পয়সা তাদেরকে দেওয়া হয় না। তারপর ছয় মাস এক বছর কাজ করার পর তারা যখন মিষ্টি বানাতে এবং চা বানাতে শিখে ফেলে তখন সেই দোকান কর্মচারীদেরকে ৪০ কি ৫০ টাকা বেতন দেওয়া হয়। আবার অতিরিক্ত কাষ্টমার আসার ফলে কোন কর্মচারী যদি দুই একটা গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার বেতন থেকে সেই গ্লাস-এর দাম কেটে নেওয়া হয়। এই জিনিষগুলি দোকান গুলিতে চালু আছে এবং আজ পর্যন্ত সেগুলি বন্ধ করা যায়নি। শিশু শ্রমিকদের তারা অ্যাপ্রেনটিস্‌ হিসাবে ব্যাবহার করত, যখন সে কাজটার স্কিল হওয়ার চেষ্টা করত, তখন তাকে ছাটাই করা হত। নাহলে যে তাকে বেতন দিতে হবে। এই ব্যাবস্থাটা ছিল। এই জিনিষ গুলি রোধ করার জন্য আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার চায় এই সমস্ত দোকান কর্মচারীদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেওয়া হউক আইন অনুযায়ী। বিগত সরকারের আমলে যে আইন ছিল সেটাকে কার্য্যকরী করতে গিয়ে যে অসুবিধা গুলি হয়েছে, সেগুলিকে দূর করার জনাই এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে। কাজেই এই অ্যামেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এই হাউসের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই বিলটাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে এবং অভিনন্দন জানিয়ে এই বিলটার উপর আলোচনা করেছেন। আলোচনা করতে গিয়ে যে বিষয়গুলির উপর পয়েণ্ট আউট করেছেন সেই দিকে সরকারের লক্ষ্য থাকবে। একটা জিনিষ আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের এই বামফ্রণ্ট সরকার গঠিত হওয়ার সময় শ্রম দপ্তরের দুইটা লেবার অফিস আছে,

একটা স্টেইট লেবার অফিস আছে। তাতে একটা গাড়ী আছে, দুইটা গাড়ীর জন্য লেখালেখি করেও আজ পর্যন্ত কিছু হয় নি। আর চেষ্টার কথা, চেষ্টার কথায় আমি বলি যে শ্রমিক যদি নিজে সংগবদ্ধ না থাকে, তবে এই ব্যাপারে আমাদের গাফিলতির কথা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু সন্ধ্যার পরে আমাদের শ্রম দপ্তরের এক জন ইন্সপেক্টর চেক করতে যদি রাত্রি ৯ টার পরে যায়, যেহেতু সে তখন বে-আইনী কাজ করছে, তাই ইন্সপেক্টরকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে মারধর করে, এইরকম মামলাও আছে, সে কোর্টেও গিয়েছে। শ্রমিকের স্বার্থে যাওয়ার জন্য সে মার খেল। তার জন্য ফৌজদারী মামলা আছে। কিন্তু যাওয়ার সময় যদি তার সঙ্গে গাড়ী থাকত এবং সমস্ত ব্যবস্থা থাকত তাহলে সেটা সম্ভব হত না। মৌলিক ভাবে আইন কানুনের দিক থেকে প্রটেক্শান দেওয়ার জন্য আপনারা যে সাজেশান রেখেছেন সেটাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। তবে যে জিনিষটা দরকার, সরকারের পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা দিতে পারি যে সমস্ত দোকান কর্মচারী আপনারা আগে সংগবদ্ধ হউন। আপনারা রিপোর্ট পেশ করুন যে, সমস্ত কাগজ পত্র আপনাদের কি আছে কি নেই, অ্যাপয়েন্ট কার্ড কি আছে কি নাই, সেটা তখন দেখা হবে। শ্রম দপ্তর যাবে, না, যেতে সে বাধ্য হবে। আজকের দিনে যেটা খুব প্রথম ও প্রধান জরুরী কাজ সেটা হল এই অংশের মানুষের মধ্যে যে সংগঠন সেই সংগঠনকে শক্তিশালী করা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে যেখানে শ্রমিকরা সংগঠিত সেখানে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে ইটের ভাট্টার শ্রমিকরা আছে সেখানে ইনস্পেক্টর গিয়েছে, সে যেতে বাধ্য হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের চা বাগানেও যেতে বাধ্য হয়েছে। কারণ সেখানেও একটা মোভমেণ্ট আছে। তাই কর্মচারীদেরও একটা মোভমেণ্ট প্রয়োজন। আজকে দোকান কর্মচারীদের যে আন্দোলন সেটাকে সংগঠিত করে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার বলেছি যে, প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাক্ট চালু করার জন্য, কিন্তু আজকে পর্যন্ত একটা ইনস্পেক্টর এখানে এসে দেখেন না কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী যারা এখানে আছে তাদের হালটা কি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে এই প্রোবলেমগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমাদেরও ফাণ্ডটা দেখেন না, তাদের কর্মচারীরাও আসবেন না। এখানে আইনে বে-আইনে যে কাজ চলছে সেগুলি উদ্ধারের করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য সহায়তা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গুলির জন্য করা হত তবে খুবই ভাল হত। কয়েকদিন হল আমি একটা খবর পেয়েছি, যে প্রফিডেণ্ড করা হবে কমিশনার সূত্রে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত শিলং থেকে প্রফিডেণ্ড ফাণ্ডের সমস্ত কাগজ পত্র আসে নি। আসলে পরে এই আগরতলায় বসেই প্রফিডেণ্ড ফাণ্ড করা যাবে। এখানে কোন অফিস ছিল না যে এখানে একজন ইনস্পেক্টর বসবে। এখানে আমাদের ইউনিয়ন থাকলে পরে সেখানে কমপ্লেইন করলে তারা প্রফিডেণ্ড ফাণ্ড রিয়েলাইজেশানের জন্য যে পদ্ধতি আছে সেটা প্রয়োগ করতে পারত। সেইদিক থেকে সামগ্রিক যে আলোচনা এখানে হয়েছে সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছুটি ছাটার ব্যাপারে আমরা কতটুকু করতে পেরেছি? দোকান কর্মচারীদের দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, সম্পূর্ণভাবে তারা যে উদাসীনতা পেয়েছেন তা নয়। তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যই এলাকায় যেতে পারি নি। রেজিষ্ট্রেশান-এর কথা হচ্ছে, এইটা ডিক্লারেশান করতে হয় যে এইটা সরকারী অ্যাষ্টাব্লিশমেণ্ট

অ্যাক্টের আওতায় পরে এই এই বাজারগুলি। কিন্তু বাজার গুলিকে আনার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এসেছে যে, কে এই বাজারগুলিকে দেখবে। তখন আগরতলায় একটা টিম করতে গিয়েছিলাম তিনজন ইনস্পেক্টর থাকবে। কিন্তু আগরতলায় যে ইনস্পেক্টর ষ্টাফ আছে তারা নানান জায়গায় নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আগরতলায় যদি আমরা তিন জনের একটা টিম করে দিতে পারতাম আগরতলার সমস্ত দোকানগুলির জন্য, এই দিক থেকে আমি বলছি—

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ( চেয়ারম্যান ) :—মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় আপনি একটু বসুন। I like to take the sense of the House that the time for completion of the listed Business should be extended upto 7 P. M. today and an arrangement has been made for light refreshment in the Lobby Hon'ble Members may when they like take light refreshment though House continue

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনার এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ( চেয়ারম্যান ) :—মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় চেয়ারম্যান, মহোদয়, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে, আপনারা এই অ্যামেণ্ডমেন্টটা স্বীকার করেছেন এবং তাতে আপনারা যে সমস্ত পয়েন্টগুলি তুলে ধরেছেন সেগুলি বর্তমানে আমাদের যে শক্তি আছে তার দ্বারা যতটুকু সম্ভব এ্যকশন নেওয়ার চেষ্টা হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আমি এখান থেকে আবার দাবী রাখছি যে, আমাদের এই শ্রম দপ্তরের জন্য আরও বেশী টাকা দেওয়া হউক। যার দ্বারা এই বিলটাকে আমরা কার্যাকরী করতে পারি। তারপর আমি এই বিলটাকে পাশ করার জন্য অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Shops and Establishments (Amendment) Bill 1982 ( Tripura Bill No. 13 of 1982) বিবেচনা করা হউক।"

( প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় )।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ( চেয়ারম্যান ) : আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৬নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Tripura Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 13 of 1982)."—পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত :-- মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 13 of 1982) পাশ করা হউক।"

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :-- "The Tripura Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 13 of 1982.) পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়)

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Industrial Disputes (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 14 of 1982).

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Industrial Disputes (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 14 of 1982.)" বিবেচনা করা হউক।"

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমি এই বিলটির আলোচনায় সংক্ষেপে একটি কথা বলতে চাই। প্রথমতঃ আমি বলতে চাই আমরা যখন এই বিলটিকে এই বিধানসভায় নিয়ে এসেছি ঠিক এই রকম পার্লামেন্টে যখন দিল্লীতে বসে তখন সেখানে একটি শ্রমিক মোর্চা অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীতে সেখানে শ্রম সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপিত হয়েছে। পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে প্রচণ্ড ধিক্কার ধ্বনি উঠেছে কারণ তারা যে বিল উত্থাপন করেছেন তা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিপরীত। অথচ আমাদের এই বিলের মধ্যে সকল প্রকার শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রস্তাব আনা হয়েছে। দিল্লীতে পার্লামেন্টে যে বিল আনা হয়েছে তাতে শ্রমিকদের স্বার্থ তো রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি বরঞ্চ তাদের ন্যায্য অধিকারকে আরো কারটেল করা হয়েছে। এইখানেই আমাদের বিলের সহিত তাহাদের বিলের পার্থক্য। আমি এই সম্পর্কে আরো কিছু বলতে চাই প্রথমতঃ, সাধারণতঃ যারা ফেবারলুবা সাবান এখানে বিক্রি করেন বা যারা এজেন্ট আছেন তাদের ওখানে যে সকল শ্রমিক কাজ করছেন বা বিভিন্ন ধরনের ঔষধের কারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করছেন এবং যারা এর আগে এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুট এক্টের আওতার বাইরে ছিল যেমন পূর্ত্যশালের এজেন্সীতে যারা কাজ করছেন তারা আগে এই আইনের আওতায় আসতেন না কিন্তু আমরা এই বিলটিকে সংশোধিত আকারে এই হাউসে উত্থাপন করেছি যাতে এই সকল শ্রমিকদেরও এই আইনের আওতায় আনা যায়। যাদের সারাদিনই খাটানো হয় অথচ যথাযথ ভাবে শ্রমিকরা মজুরী পান না এই সকল শ্রমিক কর্মচারীরা যাতে তাদের ন্যায্য মজুরী পাইতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই সংশোধনী বিলের মধ্যে।

আরেকটি সংশোধনী এই বিলের মাধ্যমে আমরা এনেছি। আগে কোন শ্রমিককে ৩৬৫ দিন খাটানোর পরও তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন ৩৬৫ দিন কাজ করানোর

পর যদি ছাঁটাই করা হয় তবে সেক্ষেত্রে শ্রম আইনের বিধি বিধানগুলি প্রয়োগ করা হবে। তবে এই বিলের দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে কোন শ্রমিককে যদি ১৮০ দিন কাজ করানোর পর তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয় তবে সেক্ষেত্রে ঐ ছাঁটাই শ্রমিক যাতে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হন তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আর মূল যে বিষয়টি আমরা এই বিলের ভেতরে আনার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে এক হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য যদি লেবার কোর্টে মামলা যায় তাবে আগে দীর্ঘদিন পর পর তারিখ পড়ত এবং এ বাবদ প্রচুর খরচ হত বলে শ্রমিকরাহতাশ হয়ে পড়তেন। এমন কি কোর্টের মামলার খরচ চালিয়ে তারা বিশেষ একটা লাভবান হতে পারতেন না। কিন্তু আমরা এই বিলের মাধ্যমে যে সংশোধনীটি এনেছি সেটা হচ্ছে মামলার তারিখ পর পর পড়তে হবে এবং মামলা অতি দ্রুত নিঃস্পত্তি হতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারপরে মামলার রায় বেরুবার পর শ্রমিক যদি মামলাটি পান তবে তাকে তার ন্যায্য পাওনা আদায় করতে অনেক অসুবিধায় পড়তে হত। কিন্তু বর্তমান সংশোধনীতে আমরা লেবার কোর্ট যাতে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায় করে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আরেকটা হলে মামলার রায়ের নকল কপি কোর্ট থেকে বের করে আনা শ্রমিকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যপার ছিল। কিন্তু এই সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা এই ব্যবস্থা রেখেছি যে শ্রমিককে মামলার রায়ের নকল কপি যাতে শীঘ্র দেওয়া হয়। মামলার রায় যার বিরুদ্ধে গেল, বা যার পক্ষে গেল, উভয় পক্ষকেই নকলটা দিয়ে দেওয়া হল। আমাদের এখানে আইন এনেছি নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এবং তাদের বিরোধ দ্রুত যাতে মীমাংসা হয়। এই যদি না হয় তা হলে শ্রমিকদের স্বার্থে কোন আইন কার্যকরী করার অর্থ নাই। এবং এই শ্রমিকদের স্বার্থে আপনারা ত্রিপুরা বিধান সভায় যদি আইন গ্রহণ করেন তা হলে ভাল হয়। আমাদের একটা বামফ্রন্ট সরকার আছে, তার একটা চরিত্র আছে। সে কোন্ দিক থেকে দেখে শ্রম আইনটাকে কিভাবে সে তাকে কার্যকরী করতে চায় তারও একটা ধারণা আমাদের আছে। দৃষ্টিভঙ্গীরও একটা প্রশ্ন আছে। কতগুলি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, যেমন একটা ক্লোজার ডিক্লেয়ার হল, সেজন্য অন্তর্বর্তী কালীন লে অফ বা কেলাজারের জন্য সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। তাদের ফিফটি পারসেন্ট অব দি ওয়েজ যাতে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা এর জন্য একটা সংশোধনী ধারা এনেছি। একটা ষ্ট্রাইক বা কোনকিছু উপলক্ষে লক আউট হয়েছে। তখন ষ্ট্রাইক যারা করেন তারা লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী সেটা করেন। যখন লক্ষ আউট উঠে যায় মানবের ইচ্ছা অনুসারে ফ্রেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়। আমরা বলছি তা হবে না। সে ট্রেড ইউনিয়ন করেছে, সেজন্য তাদের বাইরে ফেলে দেবে এটা হতে পাবে না। সেজন্য এই অধিকারটা আমরা এখানে দিতে চাই। মূলতঃ লেবার কোর্ট থেকে রায়টাও অপেন কোর্টে ডিক্লেয়ার করবে। দেখা যায় বিলম্বিত সিদ্ধান্ত, এবং সঙ্গে সঙ্গে কোর্টের রায়টা না জানার ফলে অসুবিধা হয়। লেবার কোর্টের উদ্দেশ্য হলো অপেন কোর্টে রায়টা লেখবেন এবং তার কপি দিয়ে দেবেন। সেই সংশোধনীগুলি মৌলিক সংশোধনী হিসাবে আমরা এনেছি। আজকে হয়ত বন্ধ হয়ে গেল, আবার খুলল। সেইসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের একটা রেস্পনসিবিলিটি আছে। সেইসব ক্ষেত্রে

ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও আমরা এই ইনডাষ্ট্রিয়াল ডিস্পুট, ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলটা যেটা এনেছি সেটা আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এই বিলটার তাত্পর্য বুঝে, শ্রমিক শ্রেনীর স্বার্থ অনুধাবন করে এটাকে গ্রহণ যদি গ্রহণ করেন তাহলে ভাল হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান) :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মানগীনাও Chairman Sir, আং অরনিঅ the Tripura Industrial Dispute Bill, 1982 ন ভৈই কক সানা নাই অ। অর কয়েকটা কাহাম কক তংগ, যেমন অর হীননা, কোন Industry কোন একটা কারনে বন্ধ আং থাংলাহা হীনখে এবং পরে আর যদি হাইন হাই খুলক ফিনা হীনখে আরনি যে বরকরক কারিই রহর জাকনাই, বরক ন সামুং মা রীফিনাই ত্তোমি পুইলা ন। এবং Trial বলে কুরু সুত্ ন বরক ন অর্দ্ধেক বেতন মা রীনাই। অবি অানি কক কাহাম। কারন, বাটাও রাকেল সাগ্বা, নক ফাং রগ ন বনি তলা তংনাইরগ মীতাই হীনাই থা কাঅ এবং নক ফাং শা কাঅ বরক বন' হামজাক্ গ। কিন্তু ব্যাটাও র্যাকেল সাখা, আমক্লে বরক বন' বিসং বিসং সে সেলেও জাগ'। কিন্তু যেলেও জাক ফান বনি বিরুদ্ধে কোন কক বরক সাই মানয়া। কারন সানা থাংখে রীথীলাই সে রহজাক নাই, বিনি থাংনানি লামা কীমানাই। বরক নি থায়নানি কোন লামা কীরীই কাজেই যেসীক ফান কাঠ রীজাকদি বাচাই মানয়া, বাচানা লামাসে কীরীই। তাবুক যদি একটা লামা খীলাই, রীই মানলা হা হীনখে লাই,বরক বাচানানি এবং যদি বনি বিরুদ্ধে সামুং চায়া তংমানি আবনি বিরুদ্ধে ব বাচাই মাননাই। বন তাই বীথার মানয়া। বনি সামুং ন সেক নাই মানয়া। আবীতাই একটা বাবহা আংনা হীনখে বরক বাচাই মাননাই। কারন, আবতাই হাই বরক কময়া, বরক যে নক্ফাংরগ নি সালাই বাং-কুগু। কিন্তু বাচাই মানয়া এই কারনে যে বরকনি ইয়াগ' কোন হাতিয়ার কীরীই। যদি আইন খ'লাই বরক তি ইয়াকাঅ একটা কীরাক হাতিয়ার রীই মানখা হীনখে লাই বরক বাচাই মানু'। যার ফলে তাবুক চাং নগু যে শ্রমিক রগ তাবুক বাচাই তংগ কিন্তু চাং হীনাই মান' তাবুক পর্যন্ত বরকন Safe gard চাং রীই মানয়া খু। বরক তাবুক ফান পাইরীই অন্যায় নি বিরুদ্ধে বাচাই মানয়া খু। হীননেইন'। মাননীয় Chairman Sir., আং অবনিঅ আং একটা কক সানা নাই অ, যেমন সরকারী কর্মচারী, অনেক সরকারীকর্মচারী ন নানা সময়ে নানা রকম কারনে বরকনি চাকরী কীথারীজাকবাইখা, বনিতাই খীলাইনানি কিছু কীরীই। এ রকম চলেই তংগ। যেমন, Emegeng Period T. R. T. C. নি 1971। যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ নাং ফুরু প্রায় ৬০ (ষাট) জনানি মত Driver তাবুক ফান বরক নি চাকরী মানয়াখু। কাজেই বরক নি ব্যাপারের, অ সরকারী নি তাইসা খীলাইনা তংগ। এদিকে যারা সরকারী কর্মচারীরগ বরক নি অধিকার রক্ষা নি বাং আন্দোলন খীলাই তংগ অথচ সামুং তাংয়া ন বেতন মানাই তংগ হাইখে আং নাস না মানয়া। মাননীয় Chairman Sir, আং সানা

বিশেষ খীলাই বামফ্রন্ট সরকার ধাইমানি পরে কর্মচারী রগ নি বিসিংগ ভুল বুচিমানি সুগ বরক অফিস থাংগীই অফিসার রগ কক্ নায়া, সামুরুং তাংয়া অফিসার রগ বরক ন হীনখে সাঅ আগিনি দিন কীরীইখা। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা নারা হীনখেলাই অন্যায় আং

থানাই। চাঁং হুাগই তংগ বামক্রট সরকার ফাই মানি পরে Education Department, P.W.D আবতাই অন্যান্য নানা অফিসারগ ব সামুং তাংজাকয়া আং তংগ। Education ন সবচেয়ে বেশী মারাত্মক মাষ্টার কোনদিন স্কুল থাংয়া, আচুগুই বেতন মানাই তংগ। দেশনি বররক আবন গসেই নামান গালাক কাজেই Education নি যে মাধার স্কুল থাংয়া P.W D. নি যে কর্মচারী সামুং তাংয়া অন্যান্য Office কর্মচারী যারা সামু তাংয়া বতাই রগনি বিরুদ্ধে Action নানা দরকার। সরকার শ্রমিকনি স্বার্থ হানাই, দেশনি সামুংন, উন্নতি নি সামুংন, যতনি হামারি ন কাচারাই তনা উচিৎ য়া। কাজেই, তিনি অর যে Industrial Dispute তুবুমানি অর যদি অরনি শুধু শ্রমিক স্বার্থ নি কক্ সাখই হাময়া সামুং ন প্রসয় রাখে আব' গসে নাজাক নাই ককয়া মাননীয় Chairman Sir, আং দানা মুচুংগ, যেথানে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী তিনি অর Industrial Dispute তুবুই শ্রমিক বগনি কক্ সাই তংগ. অথচ মাত্র একমাস সাকার অ সরকার শ্রমিক রগনি বেতন মাসা কমিবাই ৭ টাকা খালাই রাঅ একটা চাবাগান নি নক ফান বরক ন ডলাখ টাকা রাসাহা হানাই "দৈনিক গণ সংবাদ" পত্রিকা অ কাম। শ্রমিক নি বেতন বারিরামান নকফাং বারিরামান' যদি কাস্অই এরকম অবস্থা আংখে আব চায়া। একদিকে Industrial Dispute Bill তুবুনাই অপর দিকে শ্রমিক নি স্বার্থ-ন নাই মানয়া আব গথকয়া। আবতাই সামুং যদি বরক তাং তংথে শ্রমিক স্বার্থে য়া পার্টিনি স্বার্থে দলীয় প্রভাব বিস্তার নি লোভে আহাই খালাইখে আর গসে মানয়া। কাজেই, শ্রমিক নি স্বার্থ-ন কাহাম নাই থাং হানাই আং করাই পাইরাখা।

## বঙ্গানুবাদ

মাননীয় Chairman Sir, আমি এখানে The Tripura Industrial Dispute Bill, 1982 নিয়ে বক্তব্য রাখছি। এখানে কয়েকটি ভালো কথা বলা হয়েছে। যেমন এখানে বলা হয়েছে কোন Industry যদি কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটাকে যদি আবার খুলতে হয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বাদ পড়া শ্রমিক কিংবা কর্মীদেরকে সবার আগে কাজে পুর্ন-বহাল করতে হবে। এবং Trial চলার সময়েও তাদের অধিক সময়ের বেতন দিয়ে দিতে হবে। এটা খুব ভাল কথা। কারণ, বার্টাণ্ড র‍্যাফেল বলেছেন, মালিককে তাঁর অধস্তন কর্মীরা ভগবান মনে করেন এবং মালিক মনে করেন, শ্রমিকরা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু বার্টাণ্ড র‍্যাফেল বলেছেন আসলে শ্রমিকরা মালিককে মনে মনে ঘৃণা করেন কিন্তু ঘৃণা করলেও মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা কোন কথা বলতে পারেন না। কারণ বলতে গেলে বহিস্কার করা হবে, তাদের বাঁচার কোন পথ থাকবে না। এখন, যদি তাদের বাঁচার পথ করে দেওয়া-যায় এবং শ্রমিকের বিরুদ্ধে মালিক যদি খারাপ ব্যবহার করেন তাহলে সেই খারাপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে দাঁড়াতে পারবেন। তাহলে তাদের আর মরতে হবে না। তার রোজ-গারের পথ বন্ধ করতে পারবে না। এরকম একটা ব্যবস্থা হলে শ্রমিকরা বাঁচতে পারবেন। কারণ, এমন শ্রমিকদের সংখ্যা কম নয়, তারাই মালিকদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। কিন্তু রুখে দাঁড়াতে পারে না। এই কারনে এদের কাছে কোন হাতিয়ার নেই, যদি আইন করে একটা শক্ত হাতিয়ার দেয়া যায় তাহলে এরা বাঁচতে পারবেন। যার ফলে আমরা দেখি

এখন দিকে দিকে শ্রমিক আন্দোলন। কিন্তু শ্রমিকদের এখন পর্যন্ত আমরা পূর্ণ safe guard দিতে পারি নি। কাজেই মাননীয় Chairman Sir, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, যেমন, অনেক সরকারী কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে, কারণে অকারনে চাকুরী চ্যুত হয়েছেন, বরখাস্ত হয়েছেন। তাদের আর করার কিছুই নাই। যেমন T. R. T. C. তে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে Driver এর চাকুরী পাওয়া প্রায় ৬০ জনের মতো ব্যাক্তি Emergency Period চাকুরী এদের গেছে এখনো এরা চাকুরী ফিরে পান নি। কাজেই, তাদের ব্যাপারেও সরকারের আরো কিছু রয়েছে। এদিকে সরকারী কর্মচারীগণ শ্রমিকদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করেছেন অথচ অফিসে কাজ করছেন না বেতন পাচ্ছেন এমন হলে কোন প্রকারেই আমি স্বীকার করতে পারি না। মাননীয় Chairman Sir, বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর কর্মচারীদের ভুল বুঝা বুঝি আমি লক্ষ্য করেছি। তাঁরা অফিসে গেলে অফিসারের কথা শুনেন না, কিছু বললে অফিসারকে তারা বলেন আগের দিন নেই। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা না করলে এটা অন্যায় হবে। আমরা দেখেছি Education Department এ থাকার কথাই কোনদিন স্থানে যান না অথচ বেতন পাচ্ছেন মাসের পর মাস ধরে। সরকার তাকে বেতন দিতে বাধ্য হচ্ছেন। দেশের সাধারণ মানুষ এটাকে স্বীকার করতে পাচ্ছেন না। কাজই Education এর যে মাষ্টার মশাই স্কুলে যান না, P. W. D. র যে কর্মী কাজ করেন না, অন্যান্য কর্মচারীরা অফিসে সময় মতো কাজ করেন না তাদের বিরুদ্ধে Action নিতে হবে। সরকার শ্রমিকের স্থান বলে দেশের কাজকে, উন্নয়নের কাজকে দেশের জন্য ভালো কাজকে স্তব্দ্ধ করে রাখতে পারেন না। কাজেই, আজকে এখানে Industrial Dispute এনে শ্রমিকদের বরাদ্দের ফল বলে, খারাপ কাজকে প্রশ্রয় দিলে সেটা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। মাননীয় Chairman Sir, আমি বলতে চাই। আজকে যেখানে শ্রম মন্ত্রী Industrial Dispute এনে শ্রমিকদের কথা বলেছেন, অথচ মাত্র একমাস আগে সরকার শ্রমিক চা বাগানের শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে ৭ টাকা করেছেন। এখন সেই চা বাগানের মালিক দু লাখ টাকা দিয়ে ফেলেন শ্রমিকদের। এই খবর বের হয়েছে "দৈনিক গণ সংবাদ" এই শ্রমিকদের বেতন যেখানে মালিক বাড়িয়ে দিচ্ছেন, সেখানে আইন করে কমাবার কোন কারণ থাকতে পারে না। একদিকে Industrial Dispute Bill আবেদন অন্য দিকে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখতে পারেন এটা সঙ্গতি হীন। এসব কাজ তারা করেছেন শ্রমিকদের স্বার্থে, পার্টির স্বার্থে, দলীয় প্রভাব বিস্তারের লোভে এমন করছেন। কাজেই শ্রমিক স্বার্থকেই বড়ো করে দেখার অনুরোধ জানিয়ে আমি শেষ করছি।

শ্রী বিমল সিন্হা—অনারেব্‌ল চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়, ইন্ডাষ্ট্রিয়েল ডিস্প্যুট বিল, ১৯৮২ (বিল নং ১৪) যেটা উপস্থিত করেছেন, আমি সেটাকে অভিনন্দন জানাই। এই বিল ১৯৪৭ সালে প্রথম ভারতবর্ষে চালু করা হয় এবং এর পিছনে বেশ একটা বড়ো ভূমিকাও ছিল। ১৯৪৫ সালে যখন সারা পৃথিবী ব্যাপী মহাযুদ্ধ শুরু হয়, তখন সারা বিশ্ব জুড়ে একটা অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এটাকে বলা যেতে পারে যে বিশ্বের মধ্যে পুঁজি পতিদের একটা সংকট। সারা বিশ্ব ব্যাপি পুঁজি পতিদের উৎপাদন এবং মুনাফার মধ্যে দেখা দেয় বিরাট মন্দার ভাব। জিনিস-পত্রের দাম

আকাশ ছোঁয়া হতে থাকে এবং সেই আকাশ ছোঁয়া জিনিস-পত্রের দামের সাথে শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর যে সীমিত আয়, তা দিয়ে তাদের বাঁচার মতো কোন ব্যাবস্থাই তারা দেখতে পারল না। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে এক ব্যাগ টাকা ভর্তি করে পশ্চিম জার্মাণীতে এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে হয়েছিল। তখনকার সময়ে সীমিত আয়ের মধ্যে কাজ করার যে কোন শ্রমিকের পক্ষেই তাদের দৈনন্দিন রুটি জোগাড় করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। তার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে শুরু হল হরতাল আর ধর্মঘট। ঠিক তেমনি ভাবে সেই হরতাল আর ধর্মঘটের জোয়ার ভারতের মাটিতে এসে আছড়ে পড়লো। আর সেই ধর্মঘট আর হরতালের চাপে পড়ে ভারতবর্ষের এক চেটিয়া পুঁজিপতি বিশেষ করে যে সব বিদেশী পুঁজিপতি ভারতের ইনডাষ্ট্রি আর খনিগুলিতে বিনিয়োগ করেছিল, তারা শ্রমিকদের আন্দোলনের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হল। যার ফলে তদানীন্তন সরকার ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে এই ইনডাষ্ট্রিয়েল ডিসপুয়েট এ্যাক্ট চালু করতে বাধ্য হন, যেহেতু শ্রমিক শ্রেণী তাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই হেতু মালিক পক্ষ তাদেরকে এক চেটিয়া ভাবে ছাঁটাই করতে শুরু করে দিয়েছিল। এমনকি কলকারখানার মধ্যে যদি কোন রকমের এ্যাকসিডেন্ট হত, তার জন্য ওয়ার্কম্যানস কম্পেন্সেশান শ্রমিকেরা পেত না। তারা নানা ভাবে শ্রমিকদের নিয়োগ করতে শুরু করে দিল, যার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বা বিরাট একটা শ্রমিক বাহিনীকে ভিক্ষুকে পরিনত করার ষড়যন্ত্র করে দিল, ঠিক তখনই ১লা এপ্রিল ১৯৪৭ সাল এই ইনডাষ্ট্রিয়েল ডিসপুয়েট এ্যাক্ট চালু করতে সরকার বাধ্য হল। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, তারপরেও প্রায় ৩১ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজকে আমরা দেখলাম যে সেই দিনকার এই যে ইনডাষ্ট্রিয়েল ডিসপুয়েট এ্যাক্ট ১৯৪৭ তার মধ্যে বিরাট রকমের ডিফেক্ট রয়ে গেছে। যেহেতু আমরা জানি যে মুষ্টিমেয় পুঁজপতিদের স্বার্থে কাজ করার জন্যই তখনকার ভারতীয় রাষ্ট্র যন্ত্র পরিচালিত হত, এক চেটিয়া পুঁজিপতিদের অথবা বিদেশী লগ্নি কারকদের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল, এই এ্যাক্টের উদ্দেশ্য, এবং তার মাধ্যমে কি ভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করা যায়, তা ছিল এই এ্যাক্টের প্রধান লক্ষ্য। তা সত্ত্বে সেই সময়ে শ্রমিক শ্রেণী তার সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের বাঁচার জন্য সামান্য কনসেশান অর্জন করতে পেরেছিল। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এই যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট টা এখানে এনেছেন, তা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের অফিস আদালতের কর্মচারী, খুব বেশী উপকৃত না হতে পারেন, কিন্তু চা বাগান এবং কলকারখানার শ্রমিক, ইট বাটরার শ্রমিক, বর্ডার রোডের শ্রমিক এবং কনট্রাক্ট লেবেলের যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তারা এর দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। স্যার, আমি এই এ্যাক্টের সব কিছু আলোচনা করছি না, তবে প্রথমে যেটা আমার চোখে পড়েছে যেমন সেকশন থ্রিতে বলা হয়েছে যে যেখানে ২১ দিন এর কথা আছে, সেখানে ৪২ দিন হবে।

২১ দিনের জায়গায় ৪২ দিন করা হয়েছে। আগে ছিল ২১ দিন এখন এই এ্যাকটে করা হয়েছে ৪২ দিন। আগে ইচ্ছা করলে মালিক ওয়ার্কিং কনডিশান অন দি ইনডাষ্ট্রিয়েল ডিসপ্যুট এ্যাক্ট অনুযায়ী ২১ দিনের নোটিশ দিয়ে শ্রমিককে যে কোন জায়গায় পাঠাতে পারত। কিন্তু

এখন সেই জায়গায় করা হয়েছে ৪২ দিন। আগে এই ভাবে ২১ দিনের নোটিশ দিয়ে শ্রমিককে যে কোন জায়গায় পাহাড়ে জঙ্গলে যে কোন জায়গায় পাঠাতে পারত কিন্তু এখন সেখানে ৪২ দিন করায় শ্রমিকেরা একটু সময় পাবে। এই সময়ের মধ্যে তারা সংগঠিত হতে পারবে সেজন্য বামফ্রন্ট শ্রমিকদের সেই এনে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আমাকে ক'টি কথা বলতে হচ্ছে। এখানে বর্ডার রোডের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে কুমারঘাটে রাস্তার কাজ করান হচ্ছে। সেখানে তারা মধ্যযুগীয় বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সাত দিন আগেও তারা তিন জন শ্রমিককে কানে ধরে উঠ-বস করিয়েছে। সেখানে তারা মধ্যযুগীয় প্রথায় বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে ইন্টডাস্ট্রিয়েল ডিসপুট এ্যাক্ট থাকা সত্বেও সেখানে তারা প্রতিবাদ করতে পারছে না। আর ৫ নং আইটেমে সেকশান ১১ এর পরে ১১—বি সংযোজন করে সেখানে বলা হয়েছে যে লেবার ট্রাইবুনাল থেকে কোন ডিক্রী হলে সেটাকে এক্সিকিউশান করার জন্য সিভিল কোর্টে যাওয়ার যে রীতি ছিল ১৯৪৭ সালের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডিসপ্যুট এ্যাক্ট অনুযায়ী যার ফলে লেবার ট্রাইবুনেল কোন ডিক্রি দিলে সেটাকে সিভিল কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার থাকত এবং শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। আমরা দেখেছি এর ফলে কমলপুরের দরং টিলা টি. এষ্টেটে অন্যায় ভাবে ক্লোজার করা হয়েছিল তার লেবার ট্রাইবনাল থেকে ৮ হাজার ডিক্রী শ্রমিকেরা পাওয়ার পর মালিক পক্ষ কৈলাসহর সেটাকে চেলেঞ্জ করে সিভিল কোর্টে গিয়েছে তারপর দীর্ঘদিন চলছে কোন সুরাহা হয় নাই। এই সংশোধনের পর আজ তাদের সিভিল কোর্টে যাওয়ার অধিকার রইল না। আজকে যদি এই আইন কার্য্যকরী হয় তাহলে শ্রমিকদের স্বার্থে যে সব রায় দেওয়া হবে সেগুলি আর সিভিল কোর্টে গিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরে থাকবে না। এই রকম আমরা দেখেছি গোলকপুর চা বাগানের ক্ষেত্রে সেখানে যে লে অফ হয়েছে সেখানেও দেখা-গিয়েছে যে ঐ ট্রাইবুনেলের ডিক্রী সিভিল কোর্টে চলে যায় এবং দীর্ঘদিন যাবত সেই মামলা পরে আছে। সেই মামলার নথীগুলি আজ হাতে ধরা যায় না সেগুলি ভেংগে যায়। সেজন্য এই ১১—বি সংশোধনীটি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মাননীয় স্পীকার স্যার, ৬ নং ধারায়—মূল আইনের ১৪ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিনের নোটিশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর উপকৃত হবে। আর দেখা যাচ্ছে যে ৭—বি. র শেষের দিকে ৫০ পার্সেণ্ট ওয়েজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আগে আমরা দেখেছি যে ৫০ পার্সেণ্টতো দূরের কথা কোন পার্সেণ্টই দেওয়ার হত না। তাদের উপর ইচ্ছামত ব্যবহার করা হত। এটা বামফ্রন্ট সরকারের শাসনের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে একটা বিরাট বিজয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর এখানে আরও দেখা আগে কোন শ্রমিক এক বছর কাজ করার যদি ছাঁটাই হত তাহলে সেই শ্রমিককে ১৫ দিনের মজুরী দেওয়া হত কিন্তু আজকে এই সংশোধনের পর দেখা যাচ্ছে যে সেই এক বছরের জায়গায় ১৮০ দিন করা হয়েছে। ১৮০ দিন কাজ করলেই তারা সেই বেনিফিট পেয়ে যাবে। যার ফলে দেখা যাচ্ছে কণ্টাকটাদের কাছে বা ইট ভাটায় ছয় মাস কাজ করার পর ছাঁটাই হয়ে যায় এবং কালোজার হওয়ার ফলে চা বাগান ইত্যাদিতে হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যায় আজ সেই সব শ্রমিকেরা ১৮০ দিন কাজ করলেই সেই সুবিধাটুকু পেয়ে যাবে। অর্থাত তাদের

জীবনের ক্ষেত্রে একটা গ্যারান্টি এসেছে এবং এটা বামফ্রন্ট সরকারের একটা বিরাট পদক্ষেপ মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আমরা আরও দেখছি যে কনসিডারেশান অফিসার ১৪ দিনের নোটিশ দিতেন এবং অনেক সময় দেখা গেছে যে শ্রমিক পক্ষের অনুপস্থিতিতে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এই সংশোধনীর দ্বারা এটা কমপলসারী করা হয়েছে যে শ্রমিক পক্ষের উপস্থিতি ছাড়া ইচ্ছা কনসিডারেশান অফিসার কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। এর ফলে শ্রমিক এবং মালিক পরস্পর বসে এগ্রিমেন্ট করতে হবে এবং সেই এগ্রিমেন্ট কার্য্যকরী করতে হবে ৬ মাসের মধ্যে মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা হয়েছে কারণ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে শ্রমিকদের সরকার।

মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীমতি গান্ধীর সরকার আজকে পুঁজিপতী বিদেশীদের স্বার্থে আইন করছে। বলা হচ্ছে যে ছাঁটাই লে অফ্ চলবে না। এবং বিভিন্ন আইন তৈরী করে শ্রমিক শ্রেণীর উপর নির্যাতন করে যাচ্ছে। শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্ম বিভিন্ন আইন সংশোধন করা হচ্ছে এবং অপর দিকে যে সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেস (আই) সরকার আছে সেগুলিতে শ্রমিকরা ছাঁটাই হচ্ছে লে অফ্ চলছে। মেনটেনেন্স অফ সিকিউরিটি অ্যাকট্, এজমা. নামার মতন আইন রচনা করে শ্রীমতি গান্ধীর সরকার ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্ম চেষ্টা করছেন। কিন্তু তার উল্টা চিত্র দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আইন করছেন। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু এই বিলটাকে সমর্থন করেছেন কিন্তু মাঝখানে একটা কথা বলেছেন যে শ্রমিকদের একটাকার থেকে সাতটাকা মজুরী বাড়িয়ে কি হবে? তারা কি কাজ করবে? উনারা আজকে কার স্বার্থ রক্ষা করছেন? উনারা বিধানসভায় এসেও পুঁজিপতীদের স্বার্থ দেখছেন। শ্রীমতি গান্ধীর উকালতি করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই ইনডাষ্ট্রিয়েল ডিসপিউটস ১৯৮২ তে নূতন যে সংশোধনী ত্রিপুরার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এটাকে আমি সমর্থন করছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী কর্তৃক আনীত ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডিসপিউটস, ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৮২ এই আইনটিকে আমি সমর্থন করছি। এই বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলতে চাই এই বিলটা এমন একটা সময়ে আমাদের সামনে এসেছে যখন আমরা লক্ষ্য করছি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার সংকুচিত করছেন, শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের উপর আক্রমণ করছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার খর্ব করছেন। যখন ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণীর স্বার্থে রক্ষা করার জন্ম কালা আইন এর মধ্যে প্রনয়ণ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমরা দেখছি ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার একটা সংশোধনী বিল এখানে এনেছেন এবং এর প্রতিটা অ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা সম্প্রসারণ করার জন্য, তাদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্ম। তার জন্ম এই বিলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ত্রিপুরায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিভিন্নভাবে রক্ষিত হচ্ছে।

বামফ্রন্ট আসার আগে শ্রমিকরা বোনাস পাবে, কর্মচারীরা বোনাস পাবে, চা শ্রমিকরা বোনাস পাবে এটা আশা করতে পারি নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে এগুলি করছেন। এটা শ্রমিকদের পক্ষে একটা উদ্দীপনার বিষয়। এই বিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সেলস্ প্রোমোশনকে এই বিলের আওতায় আনা হয়েছে। কোন কোম্পানী তার এজেন্ট নিয়োগ করেছেন সেই এজেনটকেও শ্রমিক শ্রেণীর আওতায় আনা হয়েছে। তারপরে আমরা দেখছি বিড়ি শ্রমিক, একজন বিড়ি শ্রমিক দিনে দুই হাজার বিড়ি তৈরী করতে পারে কিন্তু মালিকরা সেখানে বলছে যে তোমরা এব হাজারের বেশী তৈরী করতে পারবে না। এটা করা হয় তাদের মজুরী কমিয়ে দেওয়ার জন্য। এই ধরণের একটা চেষ্টা মালিকদের পক্ষ থেকে চলছে। এই বিল বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে আশার সঞ্চার করবে। এখানে আমরা লক্ষ করছি যে এই বিলের এক জায়গায় আছে —

A Labour Court or a Tribunal shall have the power of a civil court to execute its own award as decree of a civil court and also to execute any settlement as deficed in clause (0) of section 2 as a decree. এই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি যে, ১১ (বি) সেকশানে রয়েছে, A Labour Court or a Tribunal shall have the power of the civil court to execute of a civil court and also to execute any settlement as defined in clause (0) of section 2 as a decree. এই ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আগে সিভিল কোর্টে শ্রমিকদের হয়রানি করা হতো। সেইখানে লেবার কোর্টকে তার জায়গায় নিয়ে এসে আসায় শ্রমিকদের পক্ষে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করার সুবিধা হবে। আগে এমন হতো যে, বাড়ীতে কাগজ পত্র নিয়ে গিয়ে রায় লিখা হতো। বর্তমানে একই জায়গায় মামলার হিয়ারিং এবং রায় হবে। আগে এই রকম ছিল না। তাই উভয় পক্ষের কথা শুনে তারপর বাড়ীতে কাগজ পত্র নিয়ে যাওয়া হতো। অফিসে বসে কাগজ পত্র দেখা হতো না। এতে মালিকদের সুযোগ দেওয়া হতো। সে বিভিন্ন ভাবে অর্থ বরাদ্দ করে খরচ করে শ্রমিকদের ঠেকাবার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারত। একই দিনে একই জায়গায় বসে রায়ের ঘোষণা দিতে হবে এবং রায়ের কপি বিনা পয়সায় শ্রমিকরা যাতে পেতে পারে উভয়েই যাতে পেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। কপি বের করা নিয়ে শ্রমিকদের ভীষণ হয়রানি পোহাতে হতো ডিগ্রীর যে টাকার ডিক্রী পাবে তার বিরাট অংশ চলে যাচ্ছে কপি বের করার জন্য। বিনা পয়সায় যদি রায়ের কপি দেওয়া হয়, তাহলে তা শ্রমিকদের পক্ষে খুব মঙ্গলজনক। এছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেকশান ১৫এ আনা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :- (b) upon hearing the parties to the dispute, determine, within a period of sixty days, from the date of reference under sub-section 18 (1) of section 18 or within such shorter period as may be specified in the order of reference under sub-section (1) of Section 18 the quantum of interim relief admissible, if any :

Provided that the quantum of interiam relief relating to discharge, dismissal, retrencement of termination of service of workmens shall be equivalent to atleast 50% of the wages last drawn by the workmen concerned :

দিনের পর দিন, মাসের পর মাসশ্রমিকদের ঝুলিয়ে রাখা হবে কেস্ চলবে না এবং তার

জন্য বিভিন্ন ভাবে মালিকদের প্রভাব পড়বে, বিভিন্ন ভাবে শ্রমিকদের হয়রানি করা হবে, ছাটাই করা হবে সেই জন্যই বলা হয়েছে কেস্ চলার ৬০ দিনের মধ্যে ইন্টারিম রিলিফ দিতে হবে। কাজেই এই ক্ষেত্রেও শ্রমিক যাতে মালিকের বিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে তার জন্য সময়োপযোগী বিল হয়েছে। যাতে শ্রমিক লড়াই করতে পারে, সংগঠন করতে পারে, সংগঠনকে সুদৃঢ় করতে পারে তার জন্যই এই বিল। আরো একটি সংশোধনী দেখেছি, যেখানে এক বছরকে কমিয়ে ১৮০ দিনে আনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, যেসব শ্রমিক শ্রমিক ইউনিয়নে নেতৃত্বদেন তারা মালিকদের কাছে চক্ষুশূল। যদি তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ছাটাই করে দেওয়া হয়, ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হয়, তাহলে বলা হয়েছে, ১৮০ দিন কাজ করলে পরে তারা ছাঁটাই হলেও সে ক্ষেত্রেও সমস্ত বেনেফিট পাবেন। এই ক্ষেত্রে মালিকরা ইউনিয়ন নেতাদের ধরে শাস্তি দেওয়া বা তাদের উপর জুলুম করা এবং সংগঠন গুলিকে দুর্বল করার জন্য যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা এই সংশোধনী দ্বারা ব্যহত হবে। কাজে কাজেই এই সংশোধনীকে সমর্থন করছি। এইখানে বলা হয়েছে যে, যদি কোথাও স্ট্রাইক চলে এবং স্ট্রাইকের পরে মীমাংসা হলে পরে কাজে যখন শ্রমিক যোগ দিতে যায় তখন যারা নেতৃত্ব দিয়েছে এই ষ্ট্রাইকে তাদের খুঁজে খুঁজে শাস্তি দেবার ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়। এই সংশোধনীতে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, তাকে যদি ছাঁটাই করা হয় তাহলে তার সার্ভিসের কন্টিনেশান ফলো খুঁজে নিতে বাধ্য হবে। আমরা দেখেছি, মেকজীবন চা বাগানে আন্দোলন করার বিরুদ্ধে অনেককে ছাঁটাই করা হয়েছিল। তাদের কেস্ মীমাংসা না করে ১ বছর পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ধরণের মালিকের অত্যাচারের হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা যাবে এবং তাদের আন্দোলনকে শক্ত করা যাবে এই অ্যামেণ্ডমেন্টের মাধ্যমে। ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং অ্যামেণ্ডমেন্ট ভারত-বর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আদর্শ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। দিল্লী যখন বিভিন্ন কালা কানুন করে শ্রমিকদের আন্দোলনকে বন্ধ করে দিচ্ছে তখন ত্রিপুরা সরকার সংশোধনী এনে শ্রমিকের অধি-কার বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই এই বিলকে আমি সমর্থন করছি এবং বলছি, বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কালা কানুনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য বিল আনছেন এই বিল বাহিরের শ্রমিক শ্রেণীকে উৎসাহিত করবে। কাজেই এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বীরেন দত্ত:—মিঃ স্পীকার স্যার, মূলতঃ বিলটিকে সবাই সমর্থন করেছেন এটা আনন্দের বিষয়। তবে বিরোধী দলের সদস্যরা মন্তব্য করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছেন। গুলিয়ে ফেলেছে এই কারণে যে, তাঁরা যা মনে করছেন এই বিলের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়। তাদের জন্য আলাদা সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলস্ আছে। তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন রকম অন্যায় অবিচার হয়, কিংবা তাদের গণতান্ত্রিক অধি-কার খর্ব্ব হয়, তাহলে আইন নিশ্চয়ই তাদের সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলস্ অনুযায়ী স্বার্থ রক্ষা করবে। কিন্তু একটা লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী কর্ম্মচারীরাও শ্রমিক কর্মচারীর মিলিত সংগঠনগত ভাবে যে আন্দোলন সেই আন্দোলন প্রসার লাভ ... ফলে শ্রমিক, কৃষক সকল অংশের

মানুষের কাছে গণতান্ত্রিক প্রভাবে আইনগত ভাবে চেতনাবোধ হয়েছে। কাজেই এর বিরুদ্ধে একটা অপপ্রচার এই বিলকে অবলম্বন করে যেভাবে তিনি উপস্থিত করেছেন এটা ঠিক বিধান-সভার আইনের মধ্যে তাঁদের উপযুক্ত কাজ নয়। শ্রমিক অধিকার কোন আইনের বলে রক্ষিত হবে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুট অ্যাক্টের মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীর কতটা উপকৃত হবে? এটা একটু চিন্তা করা দরকার। আমার মনে হয় বিধান সভার কথা বলতে গেলে আইন-কানুন সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু ওয়াকিবহাল হয়ে বললেই ভাল হয় এবং প্রচার করার যদি মতলব থাকে সেটা অন্যত্র বললেই ভাল হয়। কারণ বিরোধীতা করতে হবে তাই উনারা বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। আমি আশা করবো ভবিষ্যতে যাতে এই রকম লক্ষন না দেখা যায়। কারণ যেগুলি প্রয়োজনীয় আইন বিনা প্রতিবাদে বিরোধীরা সমর্থন জানাচ্ছেন। সমর্থন জানাতে গিয়ে কতগুলি কুসংস্কার বশতঃ মন্তব্য উপস্থিত করেন। আমি আশা করবো বিরোধীরাও এই বিলটাকে সমর্থন করেন।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কতৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Industrial Disputes (Tripura amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 14 of 1982) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ২নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"The Industrial Disputes (Tripura ammendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 14 of 1982)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব রাখছি যে, "The Industrial Disputes (Tripura Ammendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 14 of 1982) পাশ করা হোক।"

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো:— The Industrial Disputes (Tripura Amendment) Bill, 1982, (Tripura Bill No. 14 of 1982). পাশ করা হোক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

## সর্ট ডিসকাশন অন মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"সর্ট ডিসকাশন অন্ মেটারস্ অব

আর্জেণ্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স''। আজকের কার্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো: "ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে" আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সারা রাজ্যে খাদ্যের যে সংকট দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। আমরা দেখেছি সারা ত্রিপুরার খাদ্যের যে ভয়াবহ চিত্র সেটা অকল্পনাতীত। কারণ আমরা স্বীকার করবো স্বাভাবিক খরা পরিস্থিতির দরুন যেভাবে বিভিন্ন এলাকায় ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে সেটা বিগত আমন ফসলগুলিতে কোন কোন এলাকায় এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যা শতকরা ৯০ শতাংশ লোক খাদ্য সংকটের মধ্যে পড়েছে। কাজেই এই ভাবে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের যে সমস্যা সেই সমস্যার মোকাবেলা করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ আমরা দেখেছি গত মে, জুন মাসে আমি যখন কাচিগাং গাঁও সভা, উত্তর বড়মুড়া গাঁওসভা, কড়ইবাড়ী, দক্ষিণ বড়মুড়া গাঁওসভা, কানমুরডুম, আঠারমুড়া গাঁওসভা, জিরকাস্থবাড়ী এই সমস্ত গ্রামের গ্রামবাসীদের গর্ত ছাড়া কিছু দেখা যায় না কারণ বনের আলু সকলকে সিদ্ধ করে খেতে হচ্ছে। এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখেছি বিগত হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় সময় কোন ছেলে, ছাত্র বা ছাত্রী পরীক্ষা দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। পরবর্ত্তী সময় খোজ নিয়ে জানা গেল না খেয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছে। গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমরা দেখেছি একজন ছাত্র আঠারমুড়া গাঁওসভায় সে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল এবং পাশও করেছে। সে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়েছিল। পরবর্ত্তী সময়ে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সেও না খেয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিল কারণ তার পরিবারের অন্ন সংস্থানের ক্ষমতা ছিল না। স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্ত পাহাড়ী এলাকায় যে সমস্ত উপজাতি রয়েছে তারা অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। রেশন সপে যে চাউল দেওয়া হচ্ছে সে চাউল পশু খাওয়ারও যোগ্য নয়।

পশুর এই সমস্ত খাদ্য রেশন সপে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত জিনিসের মোকাবিলা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কোন চেষ্টা নাই। এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং খাদ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম কিছু এলাকায় ডবল রেশনিং দেওয়ার জন্য। উত্তর বড়মুড়া, দক্ষিণ খাদিগাং ইত্যাদি জায়গায় ডবল রেশনিং দেওয়ার জন্য খাদ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ডবল রেশনিং দেবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ডবল রেশনিং দেওয়া তো দূরের কথা যে চাউল রেশন সপে সাপ্লাই দেওয়া হয়, সেগুলি খাদ্যের যোগ্য নয়। পশ্চিম খুপিলং গাঁওসভার ১০—১১ বৎসরের একটি কিশোরের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই কিশোর ছেলেটি অপুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে এমন রোগ হয়েছে যার জন্য শেষ পর্য্যন্ত ঐ ছেলেটির বাবাকে ছেলেটিকে নিয়ে উদয়পুর হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ডাক্তার যদি বলেন যে অপুষ্টিকর, অনাহারক্লিষ্ট করণে এই রোগের সৃষ্টি হয়েছে। এই যদি তার ষ্টেটমেণ্ট হয়, বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়ই উনার প্রতি ক্ষুব্ধ হবেন। কাজেই হয়ত ডাক্তার বাধ্য হয়ে বলেছেন, এই রোগকে চিনতে পারছিনা। এই রোগ পাহাড়ী রোগ।

এই রোগ পাহাড়ে সারবে। যেহেতু এই রোগ পাহাড়ী, কাজেই এই রোগের চিকিৎসা হাসপাতালে হবে না। তারপর ছেলেটির বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তাকে ওঝার সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল অপুষ্টিকর খাদ্যের দরুন, পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যের দরুন পশ্চিম খুপিলং গাঁওসভার ঐ কিশোরটির পাহাড়ী রোগে পেয়েছে। ডাক্তার সার্টিফিকেট করে দিল এইরকম। কাজেই মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সরকারের দৃষ্টি অকর্ষণ করতে চাই, যেসমস্ত এলাকাতে এইভাবে খাদ্যের ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য অতি সত্বর উদ্যোগ নেওয়া হোক। আমরা এমন কতগুলি জায়গায় দেখেছি ডোমেষ্টিক অ্যানিম্যাল, অর্থাৎ গৃহপালিত পশু বিক্রী করে অন্নের সংস্থান করবে তার অবস্থাও শোচনীয় অবস্থায় পরিনত হয়েছে। কোন জায়গায় দেখেছি দেখা দিয়েছেন, কোন জায়গায় মুরগী মরেছে, কোন জায়গায় শুকর মরেছে, গরু মরেছে। বিশালগড় ব্লকের কয়েকটা এলাকার কথা উল্লেখ করছি যেমন আমতলী, লালসিংমুড়া, ধারিয়াবন, গড়িয়াথল, লেম্বুথল, রামনগর এইসব এলাকায় ভীষণ মরক দেখা দিয়েছে।

যার ফলে অনাহারক্লিষ্ট হয়ে, অর্ধাহারে যারা আছে তারা খাদ্য যোগাতে পারছেনা। এও আমরা দেখেছি এস. আর, ই, পি. এন আর, ই, পি কাজ হচ্ছেনা যার জন্য রেশন বন্ধ। রেশন সপ বন্ধ থাকার দরুন আমি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রধানদের জিজ্ঞাসা করি, প্রধানরা বলেন যে রেশন সপ থেকে চাল তারা পাচ্ছেনা। যার ফলে আমরা এস, আর, ইপি, এন. আর, ই, পির কাজ করাতে পারছিনা। এইভাবে বিভিন্ন জায়গার আমরা রিপোর্ট পেয়েছি। যে কারনে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলাম। আমার নিজস্ব গাঁওসভা পূর্ব খুপিলং-এ এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি বন্ধ হয়ে আছে তার মুল কারন হল রেশন সপ একেবারে বন্ধ। কাজেই এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছেনা, রেশন বন্ধ হয়ে আছে। আবার আমরা দেখতে পাই খোলা বাজারে রেশন সপের চাউল বিক্রী করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন। কাজেই এই সমস্ত খাদ্যের যে সংকট সেটা মোকাবিলা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কি উদ্যোগ নিচ্ছেন? এইটা তারা অবশ্য স্বীকার করবে না যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে অর্ধাহারে, অনাহারে অনেক লোক পড়ে আছে। কারন এরা, বামফ্রন্ট সরকাররা সগর্বে ঘোষনা করেছিলেন বিগত সরকার যেটা ৩০ বৎসরে করতে পারেনি আমরা ক্ষমতায় এসে ৩ বৎসরে, পরে, ৪ বৎসর পরে তার ১০ গুন করেছি ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সমস্ত ঘটনাগুলি চাপা দিয়ে রাখার জন্য, ছাই চাপা দিয়ে রাখার জন্য তারা হয়ত অস্বীকার করবেন অনাহারে, অর্ধাহারে বিভিন্ন জায়গায় ১ টার পর ১ টা রোগ সৃষ্টি হয়ে মানুষ ভুগছে। কাজেই শ্রদ্ধেয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে কয়েকটি এলাকার কথা উল্লেখ করতে চাই, বিশেষ করে ১৯৮০ সন থেকে এখন পর্যন্ত রেশন সপ খোলা হয় নাই যেখানে। বিশেষ করে আঠারোমুড়া গাঁওসভা, বাঙ্গারাম পাড়া, কলুই পাড়া, শিবচন্দ্র পাড়া, মতাইংপাড়া। এইসব গ্রামে যেখানে ৬০-৭০ টা পরিবার। এইসব পরিবারের জন্য রেশন সপের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এখন তারা যদি দাবী করে থাকে আমাদের খাদ্য দিতে হবে, রেশন শপ দিতে হবে তাহলে পরে সরকার তাদের জন্য হয়ত এমন চাল সরবরাহ করবেন যেটা নাকি মানুষের খাদ্যের যোগ্য নয়। কারণ বামফ্রন্ট সরকাররা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি রকমভাবে রেশন শপের মাধ্যমে চাল সরবারহ করছেন সেই দৃষ্টান্ত আমি এনেছি এবং

বিশেষ করে আমি যখন খাদ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেছিলাম তখন রেশনিং দেখার জন্য, তারই পরিপ্রেক্ষিতে খুপিলং গাঁও সভার একটি রেশন শপে যে চাল তারা সাপ্লাই করল তা মানুষের খাদ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তার জন্যই আমি ঐ ১০-১১ বৎসরের কিশোরের ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। এই চাউল কোন মানুষ খেতে পারবেনা। কাজেই মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী যেখানে অনুপস্থিত সেখানে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি এখানে এইসমস্ত খাদ্যের ব্যাপারে যে সুপারিশ করা হয়েছে এই সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য এবং এই সমস্ত বন্ধ করে দিয়ে যাতে গ্রামাঞ্চলের মানুষ স্থায়ীভাবে বাঁচতে পারে, ভালভাবে তাদের পরিবারকে নিয়ে যাতে বাস করতে পারে, এই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যেসমস্ত চাল রেশন শপে দেওয়া হয় সেগুলি যাতে যাচাই করে দেখেন এবং যাচাই করে দেখে যাতে রেশন শপে চাল সাপ্লাই করা হয় আমি এই অনুরোধ রাখছি। আমি বিভিন্ন গাঁওসভার প্রধানদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি যে সর্বত্রই বামফ্রন্ট সরকারের এই অব্যবস্থাটি চলছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি সে চাল এখানে নিয়ে এসেছি, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই চাল হাউসে প্লেইস করতে চাই। আপনারাও যাচাই করে দেখুন যে, এটা মনুষ্য খাদ্যের উপযোগী কি না। আমি এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে, বিভিন্ন গ্রামগুলিতে এই সব পচা চাল খেয়ে মানুষের আজ পাগল হবার উপক্রম হয়েছে। এই চাল খাওয়ার ফলে মনুষ বিভিন্ন রোগে ভুগছে এবং পাহাড় অঞ্চলের উপজাতিদের জন্য আজকে খাদ্য হিসাবে এই পচা চালটাই যাচ্ছে। কাজেই চালটাকে যাচাই করে দেখার জন্য আমি এ হাউসে প্লেইস করলাম।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান):—মাননীয় সদস্য, আপনার এই চাল আপনি খাদ্য দপ্তরের কাছে পাঠাতে পারেন, নতুবা এইটা আপনি খাদ্য মন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—হ্যাঁ, মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার এই চাল আমার কাছে পাঠাতে পারেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমাকে অনুমতি দিন আমি এই চাল হাউসের কাছেই প্লেইস করব। মাননীয় সদস্যগণ আমার এ চাল নিয়ে আপনারা উপহাস করছেন। আর এর মানে দাঁড়া যে, মানুষের জীবনকে নিয়ে আপনারা উপহাস ও বিদ্রুপ করছেন। আমি মনে করি, এইটাই হচ্ছে আপনাদের জনদরদী নীতি, আর এই যদি আপনাদের নীতি হয় তাহলে অবশ্য আপনাদের কাছ থেকে এছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। অথচ পাহাড় অঞ্চলে আমাদেরকে এই পচা চাল খেয়েই জীবনধারন করতে হচ্ছে তাই আজ আমার প্রশ্ন এইটা কি বামফ্রন্ট সরকারের জানা আছে? কাজেই মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে দরিদ্র জনগনের পক্ষ থেকে আমি আবেদন রাখছি এবং সরকার পক্ষের কাছে অনুরোধ রাখছি যে, এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে সহানুভূতির সহিত খতিয়ে দেখবার জন্য, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই আবেদন ও অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:- মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে যে চাল উপস্থিত করা হয়েছে, সেটা আমি রিপোর্ট করে শ্রীমতি গার্ড এর কাছে পাঠিয়ে দেব।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা (চেয়ারম্যান):- মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রী তপন চক্রবর্তী :- মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এখানে ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে যে আলোচনা উপস্থিত করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, আমি তাতে অংশ নিয়ে দুই চারটা কথা বলতে চাই। এখানে ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে উনি যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে আমাদের উদ্বেগের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে আজকে সাড়ে চার বছর যাবত ওনারা এই বিধান সভায় আছেন. আমরা ও আছি, কিন্তু এই সাড়ে চার বছরে কখনও ওরা খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে ভাববার সময় পায়নি। এই আজকেই প্রথম ওনারা খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে ভাবলেন। আজকে রতিবাবু এই সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে উনার এতসব কথার মধ্যে খাদ্য পরিস্থিতিকে তাড়াতে আনা সম্পর্কে কোন সাজেসান ছিল না। আমরা ওনাদের কাছ থেকে কোন সাজেসান পাইনি যে, কিভাবে রাজ্য সরকার এই খাদ্য পরিস্থিতিকে ডীল করতে পারেন। অথচ ওনারা এই বিধান সভায় আজ সাড়ে চার বছর যাবত আছেন এবং ওনারা এই সাড়ে চার বছরে দেখেছেন যে, এই হাউসের মধ্য হতে আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছি যে, তাদের পাঠানো চাল মনুষ্য খাদ্যের উপযোগী নয়। তারপর আমাদের খাদ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী যতবার দিল্লিতে গিয়েছেন ততবারই কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন আমাদের এখান থেকে যে প্রতিনিধিরা গিয়েছেন ওনারাও এই সম্পর্কে অনেক আলাপ আলোচনা করেছেন এবং সেখানে বলা হয়েছে, যে খাদ্য ত্রিপুরা মানুষের জন্য পাঠানো হচ্ছে সেটা পশু খাদ্যের সমতুল্য, এটা মনুষ্য খাদ্য নয়। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে এই জন্য যে, আজকে মাননীয় বিরোধী সদস্য কেন এই প্রস্তাবটা এনেছেন? অবশ্য আমি মনে করি তাদের শুভবুদ্ধি হয়েছে, আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আমাদের উদ্বেগের সঙ্গে সহযোগিতা করে ওরাও এই প্রস্তাবটা এনেছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে, বিচার করার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। তাদের এই উদ্বেগের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অনাহার মৃত্যু। তাদের এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, ত্রিপুরা রাজ্যে অভাব হয়েছে, খরার ফলে ত্রিপুরার জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বন্যার ফলে ত্রিপুরার জনগন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের জন্য এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। কিছু দিন আগে দৈনিক সংবাদে দেখেছি ঊনকোটির গাঁওসভাতে অনাহারে মা তার শিশু সন্তানকে দুধ খাওয়াতে পারেনি, এই খবর দেখার পর আমি ঊনকোটি গাঁও সভাতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি যে, ঐ ভদ্রমহিলার টি, ভি রোগ হয়েছিল এবং সেই গ্রামের প্রত্যেকটা ঘরে গিয়ে আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি যে, সেখানে এক অনাহার মৃত্যু হয়নি। তারপর মনিপুরে নগেন্দ্র বাবু জুন মাসে এক জনসভা করেছেন তাতে লোকসংখ্যা ছিল ১০/১৫/২০ জন তাদের কাছ থেকেই আমরা খবর পেয়েছি যে, সেই জনসভায় বামফ্রন্ট সরকারের খাদ্যের যে গুদাম সেটা লুট করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওনার এই রকম প্রতিক্রিয়ামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কয়েকদিন পরেই সেখানকার কংগ্রেস (ই) সমর্থক গাঁওসভার ক্যাম্পসে যে খাদ্য গুদাম ছিল সেটাকে নষ্ট করেছেন একটা পটাস বোমা ফাটিয়ে এবং ক্যাম্পসের সমস্ত টাকা পয়সা লুট করে বলেছেন যে উগ্রপন্থীরা এসেছে। তা ছাড়াও বিরোধী সদস্যরা এখানে আরও বলেছেন যে, ছাত্ররা অনাহারে মারা যাচ্ছে। কিন্তু আমি বলব ওনারা কি এমন একটি ছাত্রের কথাও বলতে পারেন

যে অনাহারে মারা গেছে। আমি জানি যে সমস্তদুঃস্থ মা বাবারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়া দিতে পারেনি, স্কুলের বেতন দিতে পারেনি। আজ বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য স্কুলে মিড ডে মিল চালু করেছেন, বিনা বেতনে স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং আমি এসব বামফ্রন্ট সরকারের এই পরিকল্পনা আজকে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। যার ফল স্বরূপ বিরোধী সদস্যরা আজ ঘরে বসেই অনাহার মৃত্যুর লিষ্ট তৈরী করছেন এবং দৈনিক সংবাদে তা ছাপাচ্ছেন। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন যে, আপনাদের দৈনিক সংবাদ আজ আর কেও পড়ে না। তাছাড়াও যারা আজকে ছাত্ররা অনাহারে মারা যাচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের যোগান ঠিকমত দেওয়ার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলছেন, তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে কি ওরা সফল হতে পেরেছিল? খাদের সময় সত্যই মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিল, তখন সেটা কি ঠিক হয়েছিল? আর আজকে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলছেন? না আপনারাইবা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের কথা নিয়ে কতবার দিল্লিতে গিয়েছেন, একবারও কি আপনারা শ্রীমতি গান্ধীর পায়ের কাছে গিয়ে বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্যও আরও কিছু খাদ্য দিতে হবে, সে কথা আপনারা একবারও বলেছেন? তার জন্য কোনদিন কোন দরবার করেছেন? সেখানে গিয়ে শুধু বলেছেন যে আমরা রাষ্ট্রপতির শাসন চাই এবং এই দরবার করতেই শুধু বার বার আপনারা দিল্লীতে গিয়েছেন। আর আজকে নির্ব্বাচনকে সামনে রেখে আপনারা খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে। আবার বলছেন খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কিছু করে না। মানে যদি কেও করে থাকে তাহলে সেটা আপনারাই করেছেন। তা আজকে যে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য আপনারা কতটুকু করেছেন

আপনাদের সমর্থকরা ত্রিপুরার বিভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় খুন লুঠতরাজ শুরু করেছে। তারা টি. আর, টি, সি বাস থামিয়ে লুঠ করেছে; খাদ্যের বোঝাই গাড়ী লুঠপাট করছে। আপনারা চাইছেন যাতে করে রাস্তাঘাটে যাতে গাড়ী যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়—যাতে করে যানবাহন চলাচল বন্ধ হলে ত্রিপুরায় আর নিয়মিতভাবে খাদ্য আসতে পারবেনা। ফলে ত্রিপুরার মানুষকে এক নিশ্চিত দুর্ভিক্ষের মধ্যে কাটাতে হবে আপনারা তো তাই চান। কারণ আমরা আরো দেখেছি আপনাদের প্রভু সুখময় সেনগুপ্ত গত দুসরা আগষ্ট যে ত্রিপুরা বন্ধ ডেকেছিলেন তার কি উদ্দেশ্য ছিল। ত্রিপুরার মানুষের জন্য কোন দাবী নিয়ে সেই বন্ধ ডাকা হয়নি। ত্রিপুরায় ফুড ফর ওয়াকের্র জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সরবরাহ করেন, অথবা ত্রিপুরার কর্মচারীদের জন্য কোন দাবী করে ত্রিপুরা বন্ধ ডেকেছিলেন? তার কোন দাবীই ছিলনা যাতে করে ত্রিপুরার মানুষের উন্নতি হয়। অথচ বামফ্রন্ট ত্রিপুরার মেহনতী মানুষের উন্নতির জন্য নানা রকম কর্মসূচী গ্রহণ করে তার রূপায়ণ করে যাচ্ছেন—ত্রিপুরার একটার পর একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে আর বামফ্রন্ট সরকার সে সকল সমস্যাকে মোকাবিলা করছেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আর সেখানে সেই জনপ্রিয় সরকারকে ভেঙ্গে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করবার জন্য সুখময় বাবুরা উঠেপড়ে লেগেছেন।

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, ত্রিপুরায় পর পর একটার পর একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না করতে আরেকটা সৃষ্টি হয়েছে। বন্যায় ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর জেলার বিস্তির্ণ অঞ্চল এবং উদয়পুরের

বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজো প্রায় জলময় রয়েছে। মাঠের ফসল আমন চাষ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। এইরূপ ভয়ানক অবস্থায় ত্রিপুরায় যে খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার এসে পৌচেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বার বার দাবী করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় খাদ্য পাঠাচ্ছেন না। ওয়াগণ দিচ্ছেন না এইরূপ পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে তার সাধ্যমত করছেন। এই অবস্থায় ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় ১২ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য দিতে হবে এইরূপ দাবী করে আসছেন। কাজেই ত্রিপুরার যে ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে সেটা নগেনবাবুরা উপলব্ধি করতে পারছেন না।

আমরা দেখেছি সুখময় বাবুর আমলে একবার উত্তর ত্রিপুরা জিলায় কৈলাসহর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যায় হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ী ছাড়া হয়েছিলেন। সেই সময় সুখময় বাবু হেলিকপটার করে চিড়া আর কাঁঠাল পাঠিয়ে সেই বন্যা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছিলেন। অথচ এবার যে বন্যা হয়ে গেল ত্রিপুরার উত্তর এবং দক্ষিণ জিলার. সেখানে হাজার হাজার মানুষ ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের সাধ্যমত তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের ত্রান ব্যবস্থায় আশ্রয়হীন শিবিরবাসীর সবাই খুশী। তাদের নিকট থেকে কোন দাবী আর উঠেনি।

বিগত চার বছরে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার যে রাস্তাঘাট তৈরী করেছিলেন এবারের বন্যায় তার প্রায় সবগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে। সে রাস্তাঘাট তৈরী করতে হলে আবার প্রচুর অর্থ খরচ করতে হবে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হলো খাদ্য সমস্যা। বন্যায় আমন চাষের সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বলব তারা যেন বামফ্রন্ট সরকারেরকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়াত্রিপুরার এই ভয়ানক খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় প্রয়োজনীয় ১২ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করুন—এই দাবী যেন তারা করেন। আর ২১ লক্ষ মানুষের উন্নতির জন্যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার পাহাড়ে জঙ্গলে যে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছেন তা যাতে রূপায়িত করা যায় তার জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যেন বামফ্রন্ট সরকারকে সহযোগিতা করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা চেয়ারম্যানঃ—মাননীয় সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য, আপনি পাচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া: -স্যার, টাইম অ্যালটমেণ্ট করার দায়িত্ব আপনার। আপনি কিভাবে সময় অ্যালটমেণ্ট করবেন জানি না। কিন্তু—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আমাদের সময় খুব কম। মাত্র ২০ মিনিট সময় আছে। এর মধ্যে একটা রিপ্লাই দিতে হবে। আমি আশা করব হাউস আরও আধা ঘণ্টার মধ্যে আমাদের শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং আমি আশা করি হাউসের সম্মতি নিয়ে আপনি আরও আধা ঘণ্টা সময় বাড়াবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা:—হাউসের সেনস্ নিয়ে আমি সময় আরও আধা ঘণ্টা বাড়িয়ে দিলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ত্রিপুরা খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে চেয়েছেন। সেজন্য এই হাউসের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাঁরা ক্ষমতাশীল দলে রয়েছেন তারাও এটা বিস্মিত হবেন না যে তাঁরা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়ার মত এইরকম আলোচনা তাঁরা করতেন এবং সেদিনও আমরা দেখেছি কি করে ক্ষমতার জোরে তাদের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হত।

মাননীয় স্পীকার :—স্যার, গতদিন আমি ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের পেশী শক্তির সংগে আমরা এগোতে পারি নি। কাজেই মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া যে সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেছেন এটা সম্পর্কে মনে পড়ছে যে সেই সুখময় সেনগুপ্তের আমলেও অনাহারে মৃত্যুর অভিযোগ উত্থাপন করলে বলা হত যে রোগে মরেছে। আমি মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি স্বীকার করেছেন যে অনাহারক্লিষ্ট মানুষ গ্রামাঞ্চলে রয়েছে এবং আমি আশা করি তিনি দারিদ্র নিয়ে এই চালেনছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন যে খাদ্য সংকট সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ, বর্তমান খরার ফলে ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমি আশা করব রাজ্য সরকার সতর্কতার সংগে এর উপর গুরুত্ব দেবেন।

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন যে আমি ঘরে বসে অনাহারে মৃত্যুর খবর তৈরী করছি। আমি মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য বলব নয়নসিং পাড়ায় বল্লভী ত্রিপুরার অনাহার মৃত্যুর ঘটনা পত্রিকায় দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ১৬ই জুন। আমি সেই তারিখে নয়নসিং পাড়ায় ছিলাম। আজকে হাউসে দাঁড়িয়ে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী বলছেন বল্লভা ত্রিপুরা টি. বি. রোগে মারা গেছেন। আমি জানি না কোনখান থেকে খবর নিয়ে তিনি এই কথা বলেছেন। নাকি তিনি নিজেই চিকিৎসা করেছেন এইভাবে মাননীয় সদস্য আসল ঘটনাকে বিকৃত করেছেন। এইভাবে সত্যকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। মার্চ থেকে মে পর্য্যন্ত এক ভয়াবহ খাদ্য সংকট ত্রিপুরার বুকে দেখা দিয়েছে, সেটা যারা ছামনুতে গণ্ডাছড়াতে ঘুরেছেন তারাই বলতে পারবেন। অনেকেই হয়ত সন্দেহ করবেন, একজনের মেয়ে মারা গেছে— সেই মেয়েকে সৎকার করবে, সেই ক্ষমতা তার বাবার ছিল না। তার পরিবারের সমস্ত লোকেরা অনাহারে রয়েছে। কিভাবে তার শ্রাদ্ধ করবে? পূর্ণকুমার পাড়া, হরেন্দ্র রোয়াজা পাড়া—এইগুলিতে আমি গিয়েছি। এমন একটা বাড়ী আছে কি যে তাদের পরিবারের লোকদের খাওয়াতে পারে? এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি তাদের। তারা বলছে, নাই। তাহলে কি খাচ্ছেন? তারা বলছে, জাউ করেছি, শাকপাতা খাই। এটাও দেখলাম ঘরের দরজা খুলে মাথায় নিয়ে আসছে লালছড়াতে একজন। দোকানদারের কাছে সেই দরজা ৫০ টাকায় বিক্রি করেছে। আমি বললাম, কেন দরজা বিক্রি করছেন? সে বললে, আপনি কি জানেন না কেন, বিক্রি করছি? এখানে এখন দশ টাকায় একটা পরিবার কিনতে পাওয়া যায়। সেই বল্লভী ত্রিপুরা তিন মাস লতা পাতা খেয়েছে। তার স্বামী বারবার ছামনু ল্যাম্পসে দৌড়াদৌড়ি করেছে। সেদিন সে বলেগিয়েছিল, আমি চাউল নিয়ে আসব।

চাউল নিয়ে সে এসেছিল। কিন্তু তার স্ত্রী ততক্ষনে শেষ হয়ে গেছে। ভাবা যায় একটা সরকারের আমলে এইভাবে কেউ না খেয়ে মরতে পারে? ম্যালেরিয়ায় মরতে পারে? এতে কি একটা সরকারের অস্তিত্ব আছে মনে হয়? মানিকপুরে আমি ঘুরেছি। সেখানে ১০।১১ মাইল গিয়ে তবে রেশন সংগ্রহ করতে হয়। সেখানে সপ্তাহে মাত্র ১ কে, জি, চাউল দেওয়া হয়। যে বাড়ীতে একটা মোট চাউল নেই, সেখানে যদি ১ কেজি চাউল দেওয়া হয় তার তেল নুন বাচ্চাদের ঔষধ কিনে দেওয়া সেটা তো তার স্বপ্নের বাইরে। তার সমস্ত ছেলে মেয়ে অনাহারে রয়েছে। এই দৃশ্য গত তিন মাস ধরে ছামনু অঞ্চলে দেখেছি।

মাননীর চেয়ারম্যান, স্যার গণ্ডাছড়াতে আমরা গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে গণঃডেপুটেশন দিয়েছি এবং ৩০ তারিখে বাইখোরা এবং শান্তির বাজারে গণডেপুটেশান দিয়েছি এবং সেই সব ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বলেছি যে রেশনের পরিমাণ দুই গুণ করা হউক, কারণ এক কেজি চাউলে একজন লোকের এক সপ্তাহ চলে না। সেই দিন আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের খাদ্যের দাবী পুরণ করতে পারেনি। এমন কি, আমরা যখন শান্তির বাজারে গণডেপুটেশান দিতে যাই, তখন দেখা গেল যে সেখানকার বি, ডি, ও কাউকে না জানিয়ে আগরতলায় চলে গিয়েছিলেন। এই সব থেকে বুঝা যাচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে জনসাধারণের কোন অংশ খাদ্যের দাবী জানাতে পারবে না, তাদের সমস্যার সমাধানের দাবী জানাতে পারবে না। আর এভাবে বামফ্রন্ট সরকায় জনসাধারণের যে সমস্যা এবং জনসাধারণের যে দাবী ক্রমেই অবহেলা করে আসছে এবং তাদের দাবীকে কি ভাবে ধামাচাপা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাই করছে। আমরা যারা এই বিধান সভার সদস্য এবং স্ব-সাশিত জেলা পরিষদের সদস্য সবাই খাদ্যের দাবীতে ঐ সমস্ত গণডেপুটেশনগুলি দেই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই সরকার কি ভাবে সাধারণ মানুষের দাবী দাওয়াকে চাপিয়ে রেখে তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিতে চাইছে। এই সব কথাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে লিখিত ভাবে জানিয়েছি। কিন্তু তার দিক থেকে কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এই রকম আমার কিছু জানা নেই। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সম্ভবতঃ গতকাল আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে রাজ্যের জন্য ১২ হাজার মেট্রিক টন চাউলের প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে মাত্র ৮ হাজার মেট্রিক টন চাউল পাঠানো হচ্ছে। তাই বাকী যে ৪ হাজার মেট্রিক টনের ঘাটতি সেটা কি ভাবে পুরণ করা হচ্ছে, তা আমার জানা নেই। তবে হয়তো জুন, জুলাই বা আগষ্ট মাসে যে বাড়তি চাউল এসেছে, তা দিয়েও পুরণ করা যেতে পারে। তাই আমরা লক্ষ্য করছি

যে যদি চাউল এসেও থাকে তাহলে আমি বলব যে সেই চাউল ঐ অনাহারক্লিষ্ট মানুষের ঘরে পৌঁছেনি, সেই চাউল বাংলাদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে অথবা মজুতদারদের হাতে চলে গিয়েছে। তাই আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকার কি ভাবে খাদ্য নিয়ে রাজনীতি করছে, মানুষের অনাহারের সুযোগ নিয়ে কি অমানুষিক ভাবে দলবাজী করছে, তা কল্পনাও করা যায় না। বিশেষ করে রোয়াজা পাড়ায় কি ঘটেছে, তা আমি শুনেছি, সেখানে সি, পি, এম এর মেম্বারসীপ না নিলে কাউকে কাজ দেওয়া হচ্ছে না যদিও সেখানকার মানুষ অনাহারে মরছে। আর আমি যখন নরন সিং পাড়াতে গিয়েছি, সেখানে একজন সি, পি, এম কর্মী আমাকে ডেকে বললেন যে

আমরা সরকারের কাছে অনেক লেখা লেখি করেছি, কিছুই হল না, আপনারা একটা কিছু করেন। তারপর অম্পিতে গিয়েছিলাম, সেই অম্পি বাজারের ব্যবসায়ীদের সংগে একটা মিটিং করতে ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে ৭ দিনের ১ জন অনাহারক্লিষ্ট মানুষ এসে আমাদের সবার সামনে লুটিয়ে পড়লো। আমরা তো সবাই অবাক হয়ে গেলাম। সে বললো, বাবু আমি আজ ৭ দিন ধরে কিছুই খেতেই পাই নি, আমাকে কিছু খাওয়ার দিন। তারপর কি করা যাবে, বাজার কমিটির সবাই মিলে চাঁদা তুলে তাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিলাম। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে যারা সরকারে আছেন, তারাই একদিন খাদ্যের জন্য আন্দোলন করেছিলেন এবং তাদের সেই আন্দোলনের সংগে সংগে সাধারণ লোকও সামিল হয়েছিল। কিন্তু আজকে দেখছি তারা যখন ক্ষমতার গদীতে আসীন, তখন তারা সেই সব সাধারণ মানুষ থেকে যোগা-যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তারাই বলছেন যে যারা অনাহারে মরছে বলা হচ্ছে, আসলে তারা অনাহারে মরে নি, তাদের টি. বি. রোগ ছিল, তাদের ম্যালেরিয়া রোগ ছিল, কাজেই তারা রোগাক্লিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন যে তাদের গায়ে যে জামা ছিল, সেটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বড় অদ্ভুত কথা, কে বা কারা পরীক্ষা করেছেন, তা আমার জানা নাই। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এটা যদি ধরেও নেওয়া হল, তাহলেও আমি বলব যে গত দিন পর্য্যন্ত আমার কাছে যে লিষ্ট আছে, তাতে ৯৮ জন লোকের নাম আছে, আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে সংখ্যা ১৭ বলেছিলেন, সেটা যদি যোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয় এর সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে, এটা আমরা নিজেরাই হিসাব করে দেখতে পারি। কাজেই ঘরে বসে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী যদি একবার বলে দেন যে ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়েছে তার জন্য ইন্‌কোয়ারী পর্য্যন্ত করবেন না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার সরকার প্রেস রিলিজ দিয়ে বলবেন যে কেউ না খেয়ে মারা যায় নি, তাও বিশ্বাস করতে হবে, এমন কোন কারণ নাই। আমরা অতীতের দিকে তাকাইলে দেখব যে একদিন কংগ্রেস সরকারও এই ধরণের ভূমিকা নিয়েছিল, তারাও প্রেস রিলিজ দিয়ে বলেছিল যে কেউ অনাহারে মরে নি, তবু মানুষ সেটাকে বিশ্বাস করে নি। কিন্তু অন্য দিকে যারা তখন বিরোধী দলে ছিল, তাদের কথাই মানুষ বিশ্বাস করেছিল। তাই আমি বলব যে আজকে সাধারণ মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে এবং সংগঠিত হওয়ার মধ্যে সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকই রয়েছে। তাই আমরা এই সংকটের দিনে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বলছি এবং তারা সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছে এবং আমাদের আন্দোলনে সামিল হয়ে তাকে সফল করে তুলছে। তাই আমি বিশ্বাস করি যে আজকে বামফ্রন্ট সরকার হয়তো বিধান সভায় এটা অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু যারা অনাহারের বলি হচ্ছে, তারা নিশ্চয় বামফ্রন্টের প্রেস রিলিজ এবং বিবৃতি সহজে মেনে নেবে না। সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে বিবৃতি দিলেই আর সেটা সত্য হয়ে যায় না। সত্য সত্যই থাকে, তার সংগে অসত্যের মিল নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমরা যে স্বল্পকালীন আলোচনা শুরু করেছি তার উপর কয়েকটি তথ্য আমি এখানে পরিবেশন করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের হাতে ৮.৮. '৮২ তারিখ পর্য্যন্ত কতটুকু খাদ্য আছে তার একটা হিসাব আছে। যাকে একসেপটেড কোয়ালিটি বলা যায়—খাবার উপযুক্ত এই রকম চাল এফ. সি. আই.

কাছে আছে ১০,৫০০ টন। এছাড়া আমাদের নিজস্ব গোদামে বিভিন্ন মহকুমায় যে চাল আছে তার পরিমাণ খুব সামান্য। আমরা যে হারে চাল পেয়েছি তার হিসাব তুলনামূলক ভাবে আমি দিতে পারি। তার জন্য বেশী পেছনে যাওয়ার দরকার নাই। আমাদের ১৯৮১ সালে এলটমেণ্ট ছিল মোট ৮১ হাজার মেট্রিক টন। আমাদের এফ, সি, আই, ডেলিভারী নিয়েছে ৪৬,৫৫১ টন। '৮২ সালে আমাদের এলটমেন্ট এই পর্যন্ত অর্থ এলটমেণ্ট বাড়ানোর আগ পর্যন্ত আমাদের ৮ হাজারেরও ভিত্তিতে ৫৬ হাজার মেট্রিক টন এলটমেণ্ট ছিল। আমরা সেখানে পেয়েছি ৫৬,৫৬১ মেট্রিক টন। যাকে খাদ্যের অনুপযুক্ত বলা হচ্ছে না সাব-ষ্ট্যণ্ডার্ড বলে কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যেগুলি একেবারে রিজেকটড বলে বলছেন—সব কিছুর হিসাব করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ, সি, আই'র গোডাউনে এই ধরণের চাল আছে ২৫০০ মেট্রিক টনের মত। এই চাল আমরা গত কয়েক মাস নেই নাই। যদিও আমাদের নেবার জন্য যথেষ্ট চাপ দেওয়া হয়েছে। এক এক সময় কেন্দ্রের যারা টেকনিকেল একসপার্ট তারা আমাদের বলেছিলেন স্ক্রীনিং করে কিছু সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিমিলিং করবেন। কিন্তু এজন্য যে রেট দেওয়া হয়েছিল মিলগুলি সেই হারে রাজী না হওয়াতে সেই চাল দীর্ঘদিন পরে ছিল। যার পরিমাণ হবে প্রায় ১৬০০ মেট্রিক টনের মত। সেটাও আজ রিমিলিংয়ের অনুপযুক্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করছি। এবং সেখান থেকেও আমরা কোন চাল কোন রেশন সপে পাটাচ্ছি না। '৮১ সালে শতকরা ৫০ ভাগ চাল আমরা পেলাম। মাননীয় সদস্যদের এটা জানা দরকার যে উরা যদি ডেলিভারী না দেন- যদিও ডেলিভারী দেওয়ার দায়িত্ব উদের, তবুও সেটা লেপস হয়ে যায়। কাজেই এই চাপ সম্পর্কে যখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তখন এফ. সি. আই.র রিজিওন্যাল কর্তৃপক্ষ একটা চিঠি দিয়ে বলেন যে আপনারাতো ভাগ্যবান কারণ এই এলাকার কোন রাজ্যকেই শতকরা ৫০ ভাগ চাল দেই না। আপনারা ভাগ্যবান যে আপনারা ৫০ ভাগ চাল পেয়েছেন আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই একজন আমলার পক্ষে একটি রাজ্য সরকারকে এই ধরনের কথা লিখতে পারে — এটা কল্পনাও করা যায় না। এটা কল্পনাও করা যায় না যে যে রাজ্যে ১২ হাজার মেট্রিক টন চাল চাইছে ৮১ সালে, অথচ শতকরা ৬০ ভাগ চাল সাপ্লাই করতে পারে নাই—সেখানে এফ, সি, আই,র এই জবাব অপ্রত্যাশিত জবাব বলে আমরা মনে করেছিলাম এবং খুব অপমান জনক বলে আমরা মনে করেছিলাম। এই জন্যই আমরা এফ, সি, আইকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলাম দিল্লীতে যেদিন সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা এফ, সি, আইকে অসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল চাল সরবরাহ না করার জন্য এবং পচা চাল সরবরাহ করার জন্য। সেখানে তারা কোন জবাব দিতে পারে নাই। এই কথা তাদের বলা হয়েছে যে যদি আপনারা চাল সরবরাহ করতে না পারেন তবু সেটা আপনারা কোটা লেপস করবেন না। সেটা আমরা পরের মাসে দিলে আমরা নেব। কিন্তু সাত সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ কেন্দ্রীয় সরকার মানেন নাই। যে খাদ্য সংকটের মূল কারণ, সেটা হচ্ছে এই যে, ৮১ সালে আমাদের এখানে একটা বিরাট খরা হয়েছে, যে কথা সবাই মানবেন—উরা মানবেন কিনা জানি না—কিন্তু খরা একটা হয়েছে। তার ফলে খাদ্যের উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে করেছে। আমাদের খাদ্যের কোটা সেটা ঠিক থাকবে

না অথচ খরা পরিস্থিতির আমরা মোকাবিলা করব এটা হতে পারে না। কাজেই আমাদের আগেকার হিসাব পাল্টাতে হয়েছে ৮ হাজারের জায়গায় ১২ হাজার লাগবে। এবং সেটা আমাদের গভর্ণর কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন আমি ওঁাকে বলেছিলাম যে চার মাসের জন্য অন্ততঃ আমাদের এই খাদ্য দিতে। কিন্তু সেই অনুরোধ তাঁরা গ্রহণ করেন নাই। তারপর বর্ষা হলে ত্রিপুরার রাস্তাঘাট খারাপ হয়ে যায় সেজন্য বর্ষার আগে অন্তত ২০ হাজার মেট্রিক টন চালের কথা জানিয়েছিলাম এবং সেই কথাও জানিয়েছিলাম যে ত্রিপুরা হচ্ছে সব চেয়ে দূরবর্ত্তী রাজ্য এখানে আমরা পরা চাল পাঠিও না এবং এখানে একটা মজুত খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তুল। আজকে যদি বিলোণীয়ার একটা ব্রীজ উবে তায় তাহলে খাদ্য পাঠান কত কঠিন হবে। য দও আমাদের সৌভাগ্য যে গণ্ডাছড়ার মত জায়গায়ও আমরা চালের একটা মজুত ভাণ্ডার তৈরী করেছিলাম সেজন্য এই খরার সময়েও সেখানে চালের কোন অভাব হয় নাই। আজকে আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাউলের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে আমাদের এটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এই খাসছড়াতে দীর্ঘ দিন ধরে টি, ইউ, জে. এস এর দুষ্কৃতকারীরা খুন খারাপী করছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে সেখানে সিকিউরিটি রেখে আমাদের চালের মজুত গড়ে তুলতে হবে এবং আমরা চাল সেখানে পাঠালাম। কিন্তু সিকিউরিটির লোক সেখানে পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল। এই সুযোগ টি, ইউ. জে. এস-র লোকেরা সেই চাল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। এখানে জনসাধারণকে খাদ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই আলোচনা আনা হয় নাই। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ জনসাধারণের জন খাদ্য পাঠানোর জন্য এখানে এই আলোচনা এনেছেন এটাই মনে করার কারণ নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, পরিস্থিতির এই যে উন্নতি এটা মধ্যে রেলের একটা ভূমিকা রয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে এই রাজ্যের জনসাধারণের। হাজার হাজার লোক তারা বিভিন্ন ব্লক অফিসে, এস ডি, ও, অফিসে গিয়ে এই দাবী পেশ করেছেন। আমার মনে হয় প্রত্যেকটি বি, ডি, সি,তে প্রস্তাব পাশ হয়েছে-একমাত্র টি. ইউ, জে, এস-র পঞ্চায়েতগুলি ছাড়া অন্যান্য পঞ্চায়েতগুলি এই সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং ডেপুটেশান দিয়াছেন। তার ব্যতিক্রম হচ্ছে টি, ইউ. জে, এস-এর পঞ্চায়েতগুলি এবং তাদের এলাকাগুলি। এই চাউলের ব্যাপারে এফ. সি. আই,র উপর চাপ এসেছিল এবং এফ, সি. আইর সামনে ডেপুটেশান গিয়েছিল। তারপর তারা হুমকী দিয়েছিল যে এই রকম যদি হয় তাহলে আমরা চাল পাঠান বন্ধ করে দেব। কত বড় ক্ষমতা তারা রুখে যে কথা কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীও বলতে পারেন না। এফ. সি. আই. বলে যে আমাদের খাদ্যের কোটা বন্ধ করে দেবে। এই ক্ষমতা উদের কোথা থেকে আসল কিছুদিন পর পার্লামেন্টে এ নিয়ে একটা আলোচনা হয়েছিল সেই ক্ষমতার উৎস হচ্ছে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে উদের কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই চাল সেখানে ব্ল্যাক হচ্ছে যেখানে চাল পচান হয়। যেখান থেকে লাখ লাখ টন চাল ব্ল্যাক হয়। উদের খুঁটি কি এখানে? উদের খুঁটি দিল্লীতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেদিন একজন একট্রিমিস্ট কংগ্রেস আইর একজন সভাপতিকে জানালেন যে আমাকে ৫ কোটি টাকা দিন। কত টাকা একজন কংগ্রেস (আই) সভাপতির আছে? চাল যায় কোথায়? ঔষধ যায় কোথায়? একখানা টাউয়েল যার দাম হবে চার আনা ৩৫ না ৪০ টাকা বিল করেছেন মনিপুরের মন্ত্রীর, অবশ্য তাঁরা এখন ছটাই হয়ে গিয়েছেন।

গভর্ণমেন্ট স্ট্যাটমেন্ট দিতে বাধ্য হয়েছেন। একমাত্র এই দপ্তরের ৫/৬ কোটি টাকার মতন দুর্নীতি হয়েছে। দিল্লীর তিহার জেলে একজন এক্সট্রিমিস্ট ধরা পড়েছেন, তাকে মনিপুরের পুলিশ ইন্টারগেট করেছেন, সে বলেছে যে আমরা তো লক্ষ লক্ষ টাকা পাচ্ছি পি. ডব্লিউ থেকে, দপ্তরের লোকেদের কাছ থেকে। কাজ হয় না কিন্তু অর্ডার হয়ে যায় এবং টাকাটা এক্সট্রিমিস্টদের হাতে চলে যায়। আজকে সি. বি. আই'র তদন্ত হচ্ছে। চিঠি পাওয়া গেছে সেই এক্সট্রিমিস্টদের হাতের লেখা চিঠি যে অমুকের হাতে টাকাটা দিয়ে দেন কাজ করতে হবে না, রাস্তা করতে হবে না। গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে টাকাটা নেন আর আমাদেরকে অস্ত্র কেনার জন্য টাকাটা দেন। বিরোধী গ্রোপের সদস্যদেরকে ওখানে পাঠানো দরকার, এই বিধানসভা তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। মনিপুরের বিধানসভা তাদের জন্য উপযুক্ত। সেখানে হলে তারা এতদিনে বড় বড় মন্ত্রী হতে পারতেন, কোটি কোটি টাকা কামাই করতে পারতেন আবার এও হতে পারতো ঘারে ধরে তাড়িয়েও দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই ওরা এই সব কথা এখানে জনসাধারণের স্বার্থে আনেন নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা —

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা খাদ্য সমস্যা নিয়ে একটা অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ণ আলোচনা উত্থাপন করেছি কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখছি এই সমস্যা-টাকে হাল্কা করে দেখছেন। এটা দেখে সত্যিই আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা ( চেয়ারম্যান ) :—মাননীয় সদস্য, ইট ইজ নট এট অল পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই খরা পরিস্থিতি আমরা কিভাবে মোকাবিলা করছি, জুমিয়াদেরকে কিভাবে আমরা সারা বছর খাইয়ে রেখেছি. সমস্ত দপ্তর কিভাবে কাজ দিয়েছে এবং চাউলের বরাদ্দ বাড়িয়ে
এফ. সি. আই থেকে চাউল সংগ্রহ করে আমরা দিয়েছি। এই সমসত্ তথ্য দিতে সময় লাগবে। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে ওরা শুধু মরা মানুষ খেঁাজে বেড়াচ্ছিলেন, খাদ্য দেওয়ার জন্য নয়, মারা গেলে নামটা যেন ওদের কাছে যায় যাতে দৈনিক সংবাদ সেটা ছাপাতে পারে। মরা মানুষের খবর দিন এটা ভাল কথা। কিন্তু লোকগুলি যে মারা গেল তাদের কি হাত পা ছিল না? "আমাদের কথা" "ডেইলি দেশের কথা" রিপোর্টাররা ও লিখছে। নৃপেন চক্রবর্তী ঐ ছাওমনু ব্লকে তিন হাজার লোক নিয়ে পি ই ওকে আমরা দুই দিন আটকে রেখে ছিলাম। আটকে রেখেছিলাম এই কারণে যে দুই টাকা টেস্টরিলিফের কাজ সুখময় বাবু দেন নি। আমার মনে আছে দুই দিন সেখানে অবস্থান করার পর পি, ই, ও ফিট হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপরে তাদেরকে দুই টাকা করে টেস্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক জুমিয়াকে দুই টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য সি, পি, আই (এম) এর কর্মীরাও সুখময় সেনের কাছ থেকে দুই টাকা করে পেয়েছিল। আজকে জুমিয়ারা না চাইতেই তিনশো টাকা করে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এবং সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তাদেরকে সারা বছর কাজ দেবেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তো একথা বলছেন না, ওদের শুনবার মত কান নেই, দেখবার মত চোখ নেই, দেখার মত

চোখ থাকা দরকার। তারা কোন জায়গায় বাঁধা আছেন, তাদের জন্য বলছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি এখানে যে সমস্ত স্ল্যাণ্ডার, কংগ্রেস (আই), বা কংগ্রেস (আই) এর অন্যান্য সংগীরা. "আমরা বাঙ্গালী", টি, ইউ, জে. এস. এবং তাদের পত্রিকা দৈনিক সংবাদ পত্রিকা করেন, যেগুলি এখানে তারা উপস্থাপিত করেন, সত্য কি তার মধ্যে থাকে না? আছে. দশ ভাগ সত্য থাকে। এই যে ৪০ টা নাম দিয়েছেন তার মধ্যেও দশভাগ সত্য আছে। তারা মারা গেছেন ১৯৮১তে মারা গেছেন, কেউ ৯০ বছরে মারা গেছেন, কেউ ক্যানচারে মারা গেছেন, কারও পেটে টিউমার হয়েছিল অপারেশনের সময় মারা গেছেন. কেউ সন্তান প্রসবের সময় মারা গেছেন, মারা গেছেন এটা সত্য। এই নাম গুলি দেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। শতকরা দশভাগ সত্য সংবাদ পরিবেশন করুন। একথাটা ওরা বলছেন যে তুমি একটা মৃত্যু সংবাদ দিলে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া যাবে। কারণ বামফ্রন্ট সরকার একজন মারা গেলে পাঁচ হাজার টাকা দেয় এবং মৃতের পরিবারের একজনকে চাকুরী দেয়। খেদাছড়ার গাঁও প্রধান বলছেন, তাদের চিঠি আমার কাছে আছে

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে মৃত্যু সংবাদ দিলে পাঁচ হাজার টাকা পাবে এই বলে আমরা মানুষকে লোভ দেখাচ্ছি। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এখানে একটা চিঠি দেখাচ্ছি যার মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আছে। আপনি পড়ে দেখুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা চেয়ারম্যান: — এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এখানে আমি যেটা বলছি সেটা এই যে অসত্য আমি তো শুধু চাউলের হিসাবটা দিয়েছি। উহটের হিসাব আরও খারাপ। শতকরা ৩০ ভাগ গম এখানে সাপ্লাই করছে না। গমের অভাবে গম কলগুলি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কতবার বলেছি, দিল্লীতে বলেছি। কতটুকু গম লাগে? আমেরিকা থেকে গম কিনা হচ্ছে। আমাদের গমের প্রয়োজন কতটুকু? কতজন লোক ত্রিপুরা রাজ্যে গম খায়। আমরা চেয়েছি ৩,৫০০ টন গম। ৩,৫০০ টন গম তো একটা গোদামে ঝাড়াই মাড়াই করার সময় চলে যায়। এটুকু গম কেন পাঠাচ্ছ না? কারণ ওরা রিপোর্ট দিচ্ছে যে এখানে খাদ্য পাঠাবেন না, সব বাংলাদেশে চলে যাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : —যত কিছু দিল্লীতে রিপোর্ট যাচ্ছে ওদের মারফৎ এবং দৈনিক সংবাদের মারফৎ যাচ্ছে। ওরা বলছে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ দেবেন না। আজকে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কেন না, ফুড ফর ওয়ার্কে ৭ টাকা মজুরী পাওয়া যেত। কাজেই ফুড ফর ওয়ার্ক চালু থাকলে জোৎদার ২ টাকায় লেবার পাবেনা। কাজে কাজেই ২ টাকায় লেবার পাবার জন্য ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ করে দাও। লজ্জা করেনা বলতে? একবার ওঁরা প্রতিবাদ করেছেন? না, একটা কথাও বলেন নি। একটা কিছুর জন্যও আন্দোলন করেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ। আমার মাননীয় সদস্য ফ্লাডের কথা বলছেন। আমাদের মাননীয় পি, ডব্লু, ডি, মিনিষ্টার তিনি দক্ষিণাঞ্চল—উত্তরাঞ্চল

ঘুরে এসেছেন। আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী উত্তরাঞ্চল ঘুরে এসেছেন। একটা সাংঘাতিক অবস্থা। একমাত্র উত্তরাঞ্চলে আমরা দেখেছি। ২৫ হাজার লোক তারা আশ্রয় শিবিরে গিয়েছিলেন এবং ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিক ভাবে যেটা পরিমাপ করা হচ্ছে তার মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ই শুধু মাত্র কৈলাসহর সাব-ডিভিশানে ২-৮-৮২ তারিখ পর্য্যন্ত ফ্লাডের যে অ্যাসেস্‌মেণ্ট করা হয়েছে তাতে ৫,৫২৪ হেক্‌টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এই যে ফ্লাডের ক্ষয় ক্ষতির হিসাব এখন আমরা করছি এটা শুধু প্রথম তাদের যেটা দরকার ছিল প্রাথমিক খাদ্য দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া। অধিকাংশ যারা শিবিরে এসেছিলেন তারা চলে গেছেন। তার মধ্যে কৈলাসহরে বেশী আছেন ৫।৭।১০ হাজার আছে। ঘর-বাড়ী তৈরীর জন্য টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গার জমিতে বালি পড়েছে তার জন্য সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বালি সরানোর কাজ শুরু করতে। তারপরে যে সব জায়গায় নুতন করে ফসল উৎপাদন করা যাবে তার জন্য বীজ আনতে বাইরে লোক পাঠিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি জানতে পারেন। কিংবা যদি বীজ থাকে, তাহলে সংগ্রহ করতে বলেছি এবং ইনপুটস সেকটরে যেসব ফসল জমিতে আছে যে সব জায়গায় সহজে পাওয়া যাবে তার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা এই সব কাজ গুলি করছি। কিন্তু চাল তো আমরা তৈরী করতে পারিনা। যে চাল তারা এখানে দিচ্ছেন সেই চাল আমরা শ্রীমতী গান্ধীকে পাঠাব। এই চালতো আর এখানে তৈরী হয় না? ওরা দিল্লী থেকে এনেছেন বা আনিয়েছেন। কাজেই এই জিনিসটা এই চালের জন্য যে অভিযোগ তা আমাদের পাঠাতে হবে। এর জন্য যে আন্দোলন অনুষ্টিত হচ্ছে তাতে তাঁরা অংশীদার হউন আর না হউন আমরা করব। এই চাল দিল্লী দেয়। এটা অন্য কেউ দিতে পারেনা। আমাদের আনবার ক্ষমতা নেই। আমাদের যদি ক্ষমতা থাকতো, তা হলে সেই চাল নিজেরা কিনে আনতাম। টাকা দিল্লী দিলে আমরা কিনে আনব। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আনার উপর কোন নিষেধ নেই। যদিও খরা এবং বন্যায় বিভিন্ন রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খুব কম রাজ্যই আছে যারা বাড়তি চাল বিক্রী করতে প্রস্তুত আছেন। আপনারা পশ্চিম-বাংলায় দেখেছেন, ভয়াবহ খরা হয়েছে, আমাদের এখানে বন্যা হয়েছে। এই ধরনের সমস্যা আজকে বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে এ্যাসেস্‌-মেণ্ট আমরা করেছি, চালের ক্ষেত্রে করেছি; বন্যার ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসেস্‌মেণ্ট শুরু হয়েছে।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া** :—সাড়ে সাতটা তো বাজে। হাউস আর বেড়েছে কি?

**শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী** :—মাননীয় চেয়ারম্যান; আমি আশা করব; যদি আমার আরো পাঁচ মিনিট সময় দরকার হয় সেটা হাউস থেকে সেন্স নেবেন।

**শ্রী সমর চৌধুরী** :—যতক্ষণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ না করেন ততক্ষন সময় দিতে হাউসের সেন্স আছে।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী** :- না, না, আমার ৫।১০ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা** :- ঠিক আছে, আপনি বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :- এ ছাড়া ফ্লাড রিলিফের জন্য আমাদের রিপোর্ট পাঠাতে হবে ফ্লাড ডেমেজ সম্পর্কে। সেই রিপোর্ট তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই ফ্লাড ডেমেজ রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠাব। এইখানে বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যরা যে সব কথা বলেছেন তার ২।১টি কথা আমি বলছি। ওঁারা বলেছেন যে, কোথাও গিয়ে দেখেন ১ কে, জি. চাল দিয়েছি। আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মাথাপিছু ২ কে, জি, চাল দেব। দিয়েছি। তারমধ্যে গণ্ডাছড়াওআছে। যেসব জায়গায় অধিকাংশ পঞ্চায়েৎ ট্রাইবেল অধ্যুষিত সেখানে পাবে। কিন্তু যেসব বি,ডি,সি,গুলি ট্রাইবেল অধ্যুষিত নয় সেখানে দুঃখের বিষয় যে আমরা ভাবল রেশন চালু করতে পারিনি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য দিচ্ছে না বলে।

( ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :- আগরতলায় তো দিচ্ছেন ? )

আমি বলছি তো। এত অস্থির হচ্ছেন কেন ? কেন দিচ্ছি সেটা হাউসে দেওয়া হয়েছে। হাউসের রেকর্ড পড়ুন। আপনি যদি রিপিট করতে বলেন, আমি করছি। অগরতলা শহরে দেওয়া হয়েছে এখানে খাদ্যের উৎপাদক নেই আছে শুধু খাওয়ার লোক। এইখানে যদি গভর্ণমেন্ট চাল না দেয়, তাহলে কালোবাজারীর জন্য একটা ভাল ক্ষেত্রে তৈরী হয়ে যাবে। এরফলে গ্রামের সব গরীব মানুষের চাল আগরতলায় নিয়ে আসবে। এদের বন্ধুদের পকেটে বেশী দেওয়ার জন্য। এটা তো আমরা করতে দিতে পারি না। তার জন্যই আগরতলায় চাল দিয়েছি। কোন বড় লোককে খাতির করার জন্য নয়। মাননীয় সদস্যরা অর্থনীতির বিষয়টা বুঝতে পারছেন না। ওঁাদের বলব, অশোক মেটার খাদ্য সমস্যার উপর রিপোর্টটি পড়ুন, তাহলে এই সব বক্তব্য ওঁারা রাখতে পারবেন। আমরা যদি আগরতলা শহরে পূর্ণ রেশনিং চালু করতে পারতাম, তাহলে আরো কম দর গ্রামে থাকত। কারণ, গ্রাম থেকেই কিনে নিয়ে এসে যেসব এলাকায় চালের উৎপাদক নেই অথচ খাবার লোক আছে সেখানে বিক্রী করে। এতে গ্রামের চাউলের দাম বেড়ে যায়। কাজেই সেই সব জায়গায় যদি গভর্ণমেন্ট চাল বেশী করে দিতে পারত, তাহলে গ্রামে কিনবার লোক থাকতো না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি, এই হচ্ছে ওঁদের বক্তব্য যেটা অজ্ঞতার জন্য পেশ করেছে। তারপরে ওরা বলেছে, সব জায়গায় ডিপ্রেস শুরু হয়ে গেল। ডিপ্রেস হতে পারে। আমরা দেখেছি মাংস বিক্রি হয় না। খাদ্য সংকটের সময় ডিপ্রেস হয়। সদস্যরা গ্রামে যান, আমরাও যাই গ্রামে শহরে। মাংসের দর শহরে কত, গ্রামের বাজারে মাংসের দর কত ?

( ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :- ১৬ টাকা )

১৬ টাকা ? তাহলে, ডিপ্রেস হয়নি। সবাই যদি শুকর কাটতো তাহলে মাংসের দর ২ টাকায় নেমে যেত। এই অর্থনীতির অংকটা ওঁাদের জানা দরকার। আমার জীবনে আমি অনেক দুর্ভিক্ষ দেখেছি। কাজেই দুর্ভিক্ষ কাকে বলে আমি জানি। মাননীয় সদস্যরা জানেন না বলে এই সব গল্প দৈনিক সংবাদের পক্ষে খুব ভাল, কিন্তু হাউসের পক্ষে অন্যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা বলেছেন যে, ১৮ মুড়ায় কোন রেশন সপ নেই। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ওরা বলছেন যে. ১৮ মুড়াতে রেশন সপ নেই, এটা ঠিক নয়। ১৮ মুড়াতে রেসন সপ আছে। ওদের পঞ্চায়েত যদি কেউ রেশন সপ থেকে রেশন না নেয় তবে কি করা যাবে আমি অনুরোধ করছি তাদের, আমি এই রকম শুনেছি এই সব এলাকায় কিছু

কিছু লোক আছে ওদের ডিলারদের মধ্যে যারা এই তেলিয়ামুড়ায় রেশন বিক্রি করে দিয়েছে শচীন বাবু, সুখময় বাবু তাদের তো এই কাজ ছিল যে এই সমস্ত লোকদের ডিলারসীপ দিত আর চাউল তেলিয়ামুড়ায় বিক্রি করে দিত। আজকে এই জিনিষটা হয় না। আজকে বামফ্রণ্ট সরকার প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়েছে যে কেউ কোন রেশন সপের ডিলার কোন পচা চাউল নেবেন না। প্রত্যেক জায়গায় এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেউ পচা চাউল নেবেন না, নিশ্চয়ই ওদের ডিলাররা নিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে এই নির্দেশটা ওদের জানিয়ে দেবেন যে কেউ যদি পচা চাউল ইস্যু করতে চায় তবে যেন তাঁরা না দেন এবং এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। এবং এটা ঠিকই যে কোন কোন জায়গায় পচা চাউল দেওয়া হচ্ছে না তা নয় তবে সব জায়গায় এখন ভাল চাউল দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে চাই যারা এখন টি, ইউ, জি, এস, এর নেতা আছেন সেই টি. ইউ. জি, এস- এর নেতাকে আমি বলতে চাই যে ওদের পঞ্চায়েত ওরা এখন ভালভাবে পরিচালনা করুন। আমি অমরপুরে গেলাম পঞ্চায়েতে সীডস্ বিলি করার জন্য, আজকে সেখানে গিয়া দেখলাম সীডস্ দিলে তারা সীডস্ নেবেন না, টাকা নেবেন। একজন প্রধান এসে বি. ডি, সিরা মিটিং এ বলছেন যে আমরা জুমিয়া সীডস্-এর দরকার নেই, এই জুমিয়া টাকাটা দিয়ে দেবেন। এটা করবেন না, জিনিষ নেবেন, টাকা নেবেন না কিন্তু নগদ টাকা চাইবেন না ৫ হাজার, ১০ হাজার ৫০ হাজার, টাকা কি একজন প্রধানকে তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় খরচ করতে দেওয়া? এই সমস্ত অপচয় করতে দেবেন না। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এছারা ওরা অনান্য যে সমস্ত বিবরণ দিয়েছেন দুঃখ কষ্ট ভয়ানক হয়েছে, অভবে হয়েছে, মানুষ আলু খেয়েছে, বাঁশের কড়ুল খেয়েছে, বাঁশের ফুল খেয়েছে এই সব সভ্য কথা, এর মধ্যে একটাও অসত্য নয়। আমরাও গিয়ে দেখেছি। আমরা এত বড় একটা পার্টি, এত লোক গিয়েছি। ওরা মনে করবেন না যে তিন জন, সবে ধন নীল মনী ওরাই গ্রামে থাকে। সব গ্রামে আজকে আমাদেরও সংগঠন আছে। আমরা দুঃখের মধ্যে, দরিদ্রের মধ্যে অনাহারের মধ্যে থেকেছি কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে অর্ধাহারে মানুষ থেকেছে, জঙ্গলের আলু খেয়েছে এত কষ্ট করেছে তবু তারা সব সময় বুঝতে পেরেছে যে একটা সরকার তবু তাদের জন্য চিন্তা করছে। এই দুর্গম এলাকায় কোন লোক কোন দিন আসেনি। আজকে চীফ সেক্রেটারীর মতো লোক হেটে হেটে এই সমস্ত এলাকায় যান। সেই হালছড়া থেকে আরম্ভ করে, গোবিন্দছড়া থেকে আরম্ভ করে, গণ্ডাছড়া থেকে আরম্ভ করে কোন জায়গা সম্ভবতঃ বাকী নেই। সেখানে চীফ সেক্রেটারী তাঁর প্রতিনিধি নিয়ে, প্রতিনিধি মানে হচ্ছে বড় বড় অফিসার নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে ডাক্তার থাকে, ইঞ্জিনীয়ার থাকে, খাদ্য দপ্তরের লোক থাকে, এস. ডি, ও থাকে, ডি,এম থাকে। তাহলে তিনি কি মুখ দেখাবার জন্য যাচ্ছেন? যে চীফ সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ওদের দৈনিক সংবাদ চীফ সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে রোজ মিছে কথা লিখছে। চীফ সেক্রেটারীর নাকি সর্বনাশ করে দিয়েছে, রিফিউজিদের জন্য যে টাকা এসেছিল সব মাটি করে দিয়েছে, খরচ করতে পারে নি। তারপর চীফ সেক্রেটারীকে তাড়াবার জন্য দিল্লীতে দরবার করছেন। আর উনি এসে বলছেন সেই চীফ সেক্রেটারী কি আমার কথায় গিয়েছেন, না ওদের কথায় গিয়েছেন। প্লীজ ডোণ্ট মেইক ইউর সেলফ সো উইকার।

মাননীয় সদস্যরা যখন কথা বলবেন তখন চিন্তা করে কথা বলবেন অন্ততঃ যাদের পক্ষ থেকে এখানে ওরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। দৈনিক সংবাদে লিখেছে যারা সবচেয়ে ভাল কাজ করছে তাদের এখান থেকে তাড়াবার জন্য মস্থির হয়ে গেছে। কার স্বার্থে? যে ট্রাইবেলের জন্য সবচেয়ে বেশী চিন্তা করছেন সেই চীফ সেক্রেটারীকে সরাচ্ছেন কার স্বার্থে এই কথাটা ভাববার মতো মগজ আপনাদের আছে সেটাকে কাজ করান। সেটা অকেজো হয়ে যাচ্ছে। আমি ভুত বিশ্বাস করি না, অলৌকিক শক্তিকে বিশ্বাস করি না কিন্তু কোন একটা শক্তির মধ্যে কাজ করছে সেই শক্তির ছায়া মাড়াতে হবে না, ওঝা দিয়ে হবে না সেই শক্তি বুদ্ধি দিয়ে আরও সক্রিয় করতে হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়াকে ধন্যবাদ দেব কারণ তিনি এই হাউসে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবো। এই রাজ্যের মানুষ কতখানি উদ্বিগ্ন এই খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং আমাদের এই খাদ্যের যে বরাদ্দ ১২ হাজার মেঃ টন সেটা আমাদের দিতে হবে। আমি দিল্লীতে আবার যাচ্ছি। আমি দিল্লীতে খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে আবার দেখা করবো। আমাদের রাজ্যে এই যে দুর্ভাগ্যজনক বন্যা হয়ে গেল তার জন্য একটা সেন্ট্রাল টীম আমি চাইব তাঁরা এসে দেখুন আমাদের বন্যায় কত ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে এবং খাদ্যের চাউলের বরাদ্দ অবিলম্বে যাতে বাড়ানো হয় তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে শুধু নয় যারা চাউলের বরাদ্দ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বলতে চাইছেন তাদের পক্ষেও আমি মনে করছি এই কথা বলতে পারবো তারা যদি অনুমতি দেন, সে খাদ্যের বরাদ্দ যেন বাড়ানো হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—(চেয়ারম্যান)—এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রইল।

**ANNEXURE—A**

**Admitted Starred Question No. 42**

**By—Shri Bidya Chandra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার যে সমস্ত প্রটেক্টেড ফরেষ্ট এরিয়া ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য রাখা হইয়াছিল সেখানে উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় রাবার কর্পোরেশনের মাধ্যমে বা কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে নানা ফলের বাগান সৃষ্টি করিয়া সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১। ফলের বাগান সৃষ্টি করে পুনর্ব্বাসন দেয়ার কোন প্রকল্প নেই। তবে রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন গঠন করে রাবার, কফি ইত্যাদির বাগান সৃষ্টি করে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পুনর্বাসন দেয়া হবে।

**Admitted Starred Question No. 134**

**By—Shri Matilal Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Edueation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেন্টারে কি কি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে ;

২। ত্রিপুরায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ? যদি থাকে তবে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। এই পি, জি, সেণ্টারের কাজে বহিঃ রাজ্যে যাতাযাতের জন্য বিগত আর্থিক বছরে ভ্রমন ভাতা বাবৎ কত টাকা খরচ করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। বাংলা, সংস্কৃত. ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, অঙ্ক, রসায়ন এবং জীব বিজ্ঞান।

২। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ( ১৯৮০-৮৫ ) রাজ্যের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নাই।

৩। ৭৮,১৩৭·৮৫ পয়সা খরচ করা হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. 135

By—Shri Drao Kr. Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্টের আমলে রাজ্যে মোট কত জন প্রতিবন্ধীকে পেনসন দেওয়া হইয়াছে ;

২। ইহা কি সত্য যে, শ্রীথাপিধন কলই গ্রাম ছেরতুম নগরাই, অমরপুর বাররবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রতিবন্ধী হিসাবে পেনসনের জন্য আবেদন করে ও কোন মঞ্জুরী পান নি ;

৩। সত্য হইলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। বামফ্রণ্টের আমলে রাজ্যে মোট ১,২২৫ জন প্রতিবন্ধীকে পেনসন দেওয়া হইয়াছে।

২। না, ইহা সত্য নয়। শ্রীথাপিধন কলই গ্রাম ছেরতুম নগরাই, অমরপুর ১লা এপ্রিল ১৯৮২ ইং সন হইতে যথারীতি প্রতিবন্ধী পেনসন পাচ্ছেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 137

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা, উদয়পুর, অমরপুর, সোনামুড়া, কৈলাসহর, কমলপুর শহরে উপজাতি বিশ্রামাগার আছে কি ;

২। ঐসব বিশ্রামাগারে কতজন উপজাতি এ যাবৎ রাত্রিযাপন করেছে ;

৩। ঐসব বিশ্রামাগার রক্ষনাবেক্ষনে গত তিন বৎসরে মোট সরকারী ব্যয় কত হয়েছে ?

উত্তর

১। আগরতলা, উদয়পুর, অমরপুর, কৈলাসহর, এবং কমলপুর শহরে উপজাতি বিশ্রামাগার আছে।

২। ১৬৫১ জন রাত্রিযাপন করেছেন।

৩। মোট ২৫,৬৩৪ টাকা ব্যয় হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 138
By—Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Trlbal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ট্রাইবেল রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট এ পর্য্যন্ত কয়টি সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক বিষয়ে গবেষনা করিয়াছেন ;

২। উক্ত বিষয়গুলি গবেষনার খাতে কত পরিমান অর্থ এ পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে ?

উত্তর

১। ট্রাইবেল রিসার্চ ডাইরেক্টোরেট থেকে এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

ক) নোয়াতিয়া খ) কুকি

গ) কলই ঘ) কাইপেং

ঙ) লুসাই চ) মুচি সম্প্রদায়।

২। উক্ত খাতে ব্যয়ের পরিমান প্রায ২৫,২৫০ টাকা ( পঁচিশ হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা )।

Admitted Starred Question No. 139.
By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চেলাগাং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা কত ;

২। উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে কতজন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন ;

৩। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ১৩৩ (প্রাথমিক স্তরে ১২৮ জন এবং মাধ্যমিক স্তরে ৩৫ জন)।

২। প্রধান শিক্ষক সহ ৩ জন।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 140.
By—Shri Keshab Majumdar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কত Traditional jhumia পরিবার আছে ;

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে ;

৩। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে ট্রেডিশানেল জুমিয়ার সংখ্যা আনুমানিক ৫৫,২৮৯ পরিবার।

২। ৪,৫০৭ পরিবার।

৩। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য ৬৫১০ টাকার প্রকল্প চালু আছে। এছাড়া রাবার প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৭৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বাসন আরও ত্বরান্বিত ও অর্থপূর্ন করে তোলার লক্ষ্যে রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ কর্পোরেশনের প্রাথমিক কাজ হিসাবে একটি বিশেষ সেল এলাকা ভিত্তিক প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরীর কাজ হাতে নিয়েছেন। ১৯৮২ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ৪৩১৪৮ টি পরিবারকে পুনর্বাসন সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 142.

By—Shri Drao Kr. Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মান্দাই নগর সহ উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় আর কোন কোন স্থানে উপনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ?

২। উপনগরী স্থাপনের ফলে উপজাতি ঘন বসতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমার শিকাড়ী বাড়ীতে একটি "গ্রোথ সেণ্টার" স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। তাছাড়া আরও তিনটি "গ্রোথ সেণ্টার" স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। ঐসব "গ্রোথ সেণ্টারের" জন্য স্থান নির্বাচন করা হচ্ছে।

২। না। "গ্রোথ সেণ্টার" স্থাপনের ফলে উপজাতিদের ঘন বসতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

Admitted Starred Question No. 143.

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার রেশন দোকানগুলিতে প্রায়ই নিম্ন মানের চাল সরবরাহ করার কারন কি ;

২। এ ব্যপারে এফ, সি, আই, এর দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ;

৩। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরায় প্রয়োজনের তুলনায় কম চাউল সরবরাহ করা হচ্ছে ;

৪। সত্য হলে এর কারন কি ;

৫। ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত কতবার ত্রিপুরায় খাদ্যবাহী রেল ওয়াগন চলে গিয়েছে এবং

৬। এর কোন প্রতিকার করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক মাসিক ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত চাউল ভারতীয় খাদ্য নিগম রাজ্য সরকারকে সরবরাহ করিয়া থাকেন। ফলত খাদ্যনিগম হইতে প্রাপ্ত চাউলই রাজ্য সরকার রেশন দোকানের মারফতে বণ্টন করিয়া থাকেন। এতএব রাজ্য সরকারের সংগে সে চাউলের গুনগত মান যাচাই করিবার কোন সুযোগ থাকে না।

২। এই ব্যপারে এফ, সি, আই এর সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া আঞ্চলিক তথা উপআঞ্চলিক এবং স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগনের দৃষ্টি বারংবার আকর্ষন করা হইয়াছে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করা হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ

৪। প্রথমত, রাজ্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার চাউলের বরাদ্দ করেন না। দ্বিতীয়ত, খাদ্য নিগমের স্থানীয় শাখা বরাদ্দকৃত চাউল সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ করিতে সক্ষম হন নাই। এই ব্যাপরে রেল পরিবাহনের অব্যবস্থাও আংশিক ভাবে দায়ী।

৫। একাধিক বার খাদ্যবাহী রেল ওয়াগন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে বলিয়া রাজ্য সরকার বিভিন্ন সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন।

৬। রাজ্য সরকার খবর পাওয়া মাত্রই খাদ্যনিগমের কলিকাতা, গৌহাটি এবং শিলংস্থিত আঞ্চলিক ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগনের এবং তাহাদের কেন্দ্রীয় উদ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছেন, এবং যাহাতে ত্রিপুরার জন্য খাদ্যবাহী রেলওয়াগন অন্যত্র চলিয়া না যায় সেই সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে ইদানীংকালে ত্রিপুরার জন্য খাদ্যবাহী রেল ওয়াগনের অন্যত্র যাওয়ার ঘটনা ঘটে নাই।

Admitted Starred Question No. 145

By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত চানকাপ গ্রামের আদিবাসীদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সিংগড় কলোনীর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জমি নিয়ে একটি দ্বন্দ্ব চলছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কোন রূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ;

৩। যদি হয়ে থাকে, তবে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ইহা সত্য সিংগড় কলোনীর উদ্বাস্তুদের সাথে স্থানীয় জোতদারদের জমি নিয়ে গোলমাল চলছে।

২। জোতদারগণ কর্তৃত কৈলাসহর সাব জর্জ কোর্টে উদ্বাস্তুদিগকে জড়িত করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৩। সিংগড় কলোনীর উদ্বাস্তুদিগকে কোর্টে মামলা পরিচালনার জন্য সময় সময় প্রয়োজনীয় সাহায্য সরকার হইতে করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 146

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে আরও জে, বি, স্কুল স্থাপনের কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। সকল তথ্য পরীক্ষা করিয়া দেখার পরই সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 149

By—Shri Keshab Mazumder and Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে কতজন প্রধান শিক্ষকের অভাব রয়েছে এবং কতগুলি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই (স্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার কারণ কি এবং

৩। কবে নাগাদ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব বলে সরকার মনে করেন ?

উত্তর

১। প্রাথমিক স্তরে—১৩৯৪টি, মাধ্যমিক স্তরে—৮২টি, উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে—৮০টি, এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে—২২টি।

২। ক) প্রয়োজনীয় মঞ্জুরীকৃত পদের অভাব।

খ) সিনিয়ারিটি লিষ্ট এখনও সম্পূর্ন না হওয়ায়।

গ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী।

ঘ) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিছুপদ তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আছে এবং ঐ পদগুলি পূরণ করার জন্য টি, পি, এস, সিকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৩। অতি সত্বর ঐ পদগুলি পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 150

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বর্ষে সারা রাজ্যের কোন বিভাগের কতজন বৃদ্ধ, পঙ্গু ও বিধবা বর্তমানে মাসিক কত টাকা ভাতা পাচ্ছেন ?

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আর কত জনকে ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে ও সেই হিসাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমান বর্ষে সারা রাজ্যের মোট ৫,৪২৬ জন বৃদ্ধ মাসিক ৩০ টাকা হারে বার্ধক্য পেনসন এবং ১,২২৫ জন প্রতিবন্ধী মাসিক ৩০ টাকা হারে পেনসন পাচ্ছেন।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| বিভাগ | বার্ধক্য পেনসন | প্রতিবন্ধী পেনসন |
|---|---|---|
| সদর | ১,২১৪ জন | ৩৪১ জন |
| খোয়াই | ১,০৩৬ ,, | ১৬৯ ,, |
| সোনামুড়া | ২৭০ ,, | ১৫ ,, |
| ধর্মনগর | ৫৭৮ ,, | ১৭৬ ,, |
| কৈলাসহর | ৫৬৪ ,, | ৩৯ ,, |
| কমলপুর | ৪৬৮ ,, | ১১২ ,, |
| উদয়পুর | ১৭৮ ,, | ৮৩ ,, |
| বিলোনীয়া | ৪০৪ ,, | ১৬২ ,, |
| অমরপুর | ৩১৯ ,, | ৬৫ ,, |
| সাব্রুম | ৩০৫ ,, | ৮৩ ,, |
| | ৫,৪২৬ জন | ১,২২৫ জন |

বিধবা ভাতা এখনও এ রাজ্যে চালু হয় নাই।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৬৪৭ জন বৃদ্ধকে বার্ধক্য পেনসন ও ৬৭০ জন প্রতিবন্ধীকে পেনসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। সেজন্য যথাক্রমে ২,৬২,০০০.০০ টাকা এবং ২,২৮,৮৩৮ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 152
By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত যুবরাজ নগরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোন High School না থাকায় যুবরাজ নগর J. B. Schoolকে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এখনই কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 153

By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে বুকগ্রেণ্ট, ফার্নিচার, খেলার সরঞ্জাম, গৃহ নির্মান করার মঞ্জুরী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। সংশ্লিষ্ট গ্র্যাণ্ট ইন-এইড আইনে অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে ফার্নিচার ও গৃহ নির্মান বাবতে মঞ্জুরী দেওয়ার বিধান আছে। বুকগ্র্যাণ্ট ও খেলার সরঞ্জাম বাবতে মঞ্জুরী দেওয়ার কোন বিধান নাই।

Admitted Starred Question No. 160

By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Eudcation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল গুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নেই ;

২। যদি সত্য হয়, তবে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিষয় শিক্ষকের অভাবই ইহার কারণ।

Admitted Starred Question No. 162

By—Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আকাশ বাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে রবিবারের "বাথরাই বদল" অনুষ্ঠানে রোমান হরফে কক্ বরক শিক্ষার আসর প্রচার করা হয়ে থাকে,

২। যদি সত্য হয় তাহলে "রোমান হরফে কক্ বরক" সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বা স্বীকৃত লাভ করিয়াছিল কি ?

উত্তর

১। আকাশ বাণী সূত্র হইতে জানা যায় যে আগরতলা কেন্দ্র হইতে বাথরাই বদল অনুষ্ঠানে রোমান হরফে কক্ বরক শিক্ষার আসর প্রচারিত হয় না।

২। রোমান হরফে কক্ বরক লিখিবার পদ্ধতি ত্রিপুরা সরকার গ্রহন করেন নাই।

Questions and Answers

Admitted Starred Question No. 163.

By—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মোট কত জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী শিলং-এর বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজ-এ পড়াশুনা করছে ;

২। ইহা কি সত্য যে ঐ সব ছাত্রছাত্রীরা ত্রিপুরা সরকার থেকে বৃত্তি বা ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না ;

৩। সত্য হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। জানা নেই, তবে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে শিলং-এ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠরত ত্রিপুরা সরকারের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ হইতে ষ্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৬ জন।

২। ইহা সত্য নয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 164.

By—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ সালের আর্থিক বছরে নোয়াবাড়ী (উদয়পুর) হাই স্কুলের গৃহ নির্মাণ বাবদ অর্থ মঞ্জুর করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

২। থাকিলে টাকার পরিমাণ কত ; এবং

৩। কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করা হবে ; এবং

৪। না থাকিলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ১০,০০০ টাকা।

৩। সত্বর কার্য্যকরী হইবে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 169.

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাবার বাগান প্রকল্পের মাধ্যমে জুমিয়া ভূমিহীন পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী গাঁও সভা এলাকার রাবার বাগান সম্প্রসারণের জন্য আরও প্রায় ১৫০ হেক্টর টিলাভূমি আছে কি ;

২। থাকিলে কোথায় (বিভাগ ভিত্তিক) এবং

৩। ঐ সব এলাকায় আরও কতগুলি জুমিয়া ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যাইতে পারে ?

উত্তর

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধিনী আছে।
৩।

Admitted Starred Question No. 172.

By—Shri Swaraijan Kamini Thakur Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই সরকারী মহাবিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য কি কি উদ্যোগ গৃহীত হইয়াছে ? চলতি আর্থিক বর্ষের মধ্যে মহাবিদ্যালয়ের permanent construction-টির কত শতাংশ কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। খোয়াই সরকারী মহাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের নক্সা সরকারী অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় কাজের জন্য পূর্ত বিভাগে পাঠানো হইয়াছে। গৃহ নির্মাণের জন্য চলতি আর্থিক বৎসরে শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনা খাতে মোট ২,৫০,০০০/- টাকার সংস্থান রাখা হইয়াছে চলতি আর্থিক বৎসরে নির্মাণ কার্য্যের কত শতাংশ সম্পন্ন হইবে তাহা এখনই সঠিক বলা যাইতেছে না।

Admitted Starred Question No. 173.

By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর সরকারী কলেজের নিজস্ব বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে কি ?

২। যদি না হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ এ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 188.

By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ত্রিপুরায় বর্তমানে গড় উৎপাদিত খাদ্য শস্যের (চাল, গম) দ্বারা রাজ্যের জনগণের চাহিদার কত অংশ পূরণ হতে পারে ?

উত্তর

বর্ত্তমান গড় উৎপাদিত খাদ্য শস্যের দ্বারা কিঞ্চিতাধিক তিন চতুর্থাংশ চাহিদা পুরণ হতে পারে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Uustarred Question No. 2.

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ত্রিপুরায় কোন কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে কম সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত আছেন ?

২। সত্য হইলে, কোন কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতজন বেশী এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে কতজন কম সংখ্যক শিক্ষক আছেন ? (বিদ্যালয়ের নাম সহ শিক্ষকের সংখ্যার হিসাব)

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। যে সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক এবং কম শিক্ষক আছেন সেগুলির তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হল।

"বিদ্যালয়ের তালিকা"

| ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | অতিরিক্ত শিক্ষক | | | | কম শিক্ষক | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | কলা ও বাণিজ্য | বিজ্ঞান | অন্যান্য | মোট | কলা ও বানিজ্য | বিজ্ঞান | অন্যান্য | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় | | | | | | | | |
| ১। | উমাকান্ত | ১ | ২ | — | ৩ | — | — | — | — |
| ২। | বোধজং বালক | ৬ | — | — | ৬ | — | ৩ | — | ৩ |
| ৩। | তুলসীবতী বালিকা | ৭ | ৩ | — | ১০ | — | — | — | — |
| ৪। | বাণী বিদ্যাপীঠ | ১৫ | — | — | ১৫ | ১ | — | — | ১ |
| ৫। | অরুন্ধতীনগর | ২ | — | — | ২ | — | — | — | — |
| ৬। | অভয়নগর | ৪ | — | — | ৪ | ১ | ১ | — | ২ |
| ৭। | বিজয়কুমার বালিকা | ৬ | ৬ | — | ১২ | — | — | — | — |
| ৮। | সুখময় | ৪ | — | — | ৪ | — | — | — | — |
| ৯। | বীরেন্দ্রনগর | ৫ | — | — | ৫ | — | ২ | — | ২ |
| ১০। | পল্লীমঙ্গল | ৯ | ১ | ২ | ১২ | ৫ | ১ | — | ৬ |
| ১১। | মোহনপুর | ৩ | — | — | ৩ | ২ | ২ | — | ৪ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২। বিশ্রামগঞ্জ | — | — | — | — | ৬ | ৩ | — | ৯ |
| ১৩। মধুপুর | — | — | — | — | ৯ | — | — | ৯ |
| ১৪। বোধজং বালিকা | ২৩ | — | — | ২৩ | — | ২ | — | ২ |
| ১৫। শিশুবিহার | ৪ | — | — | ৪ | — | ২ | — | ২ |
| ১৬। তালতলা | — | — | — | — | ৫ | ১ | — | ৬ |
| ১৭। চারিপাড়া | — | — | — | — | ৫ | — | — | ৫ |
| ১৮। চড়িলাম | — | — | — | — | ৯ | — | — | ৯ |
| ১৯। সেকেরকোট | ৫ | — | — | ৫ | ৩ | — | — | ৩ |
| ২০। খোয়াই বালক | — | — | — | — | ৫ | ৫ | — | ১০ |
| ২১। খোয়াই বালিকা | ৩ | — | — | ৩ | ৪ | ৩ | — | ৭ |
| ২২। তেলিয়ামুড়া | — | — | — | — | ৩ | — | — | ৩ |
| ২৩। চেবরী | — | — | — | — | ৫ | ১ | — | ৬ |
| ২৪। কল্যাণপুর | — | — | — | — | ২ | ২ | — | ৪ |
| ২৫। এন, সি, ইন্‌ষ্টিটিউশন | — | — | — | — | ৩ | ২ | — | ৫ |
| ২৬। মেলাঘর | — | — | — | — | ৯ | ৬ | — | ১৫ |
| ৩৭। আনন্দনগর | — | — | — | — | ৫ | — | — | ৫ |
| ২৮। কে. সি, ইনষ্টিটিউশন | ৫ | — | — | ৫ | — | — | — | — |
| ২৯। উদয়পুর বালিকা | ৬ | ৪ | — | ১০ | — | — | — | — |
| ৩০। ত্রিপুরা সুন্দরী | — | — | — | — | ৪ | ১ | — | ৫ |
| ৩১। কাকড়াবন | — | — | — | — | ১০ | ৫ | — | ১৫ |
| ৩২। মির্জাজর | — | — | — | — | ৮ | ২ | — | ১০ |
| ৩৩। বগাফা আশ্রম | — | — | — | — | ৮ | — | — | ৮ |
| ৩৪। হৃষ্যমুখ | — | — | — | — | ২ | — | — | ২ |
| ৩৫। বি, কে, ইন্‌ষ্টিটিউশন | — | — | — | — | ৭ | ৫ | — | ১২ |
| ৩৬। বিলোনীয়া বালিকা | ৬ | — | — | ৬ | — | ৩ | — | ৩ |
| ৩৭। বরপাথরী | — | — | — | — | ১০ | ২ | — | ১২ |
| ৩৮। বাইখোরা | — | — | — | — | ৯ | ১ | — | ১০ |
| ৩৯। মনু | — | — | — | — | ৬ | ৩ | — | ৯ |
| ৪০। সাব্রুম | — | — | — | — | ৬ | ৬ | — | ১২ |
| ৪১। সাব্রুম বালিকা | — | — | — | — | ৪ | ৩ | — | ৭ |
| ৪২। অমরপুর বালক | — | — | — | — | ৭ | ৪ | — | ১১ |
| ৪৩। অমরপুর বালিকা | — | — | — | — | ৭ | — | — | ৭ |
| ৪৪। আর. কে, ইনষ্টিটিউশন | ৪ | — | — | ৪ | — | — | — | — |
| ৪৫। কৈলাশহর বালিকা | — | — | — | — | ৫ | — | — | ৫ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৬। | কাঞ্চনবাড়ী | — | — | — | — | ৪ | ২ | — | ৬ |
| ৪৭। | পদ্মপুর | ৪ | — | — | ৪ | — | — | — | — |
| ৪৮। | ধর্মনগর বালিকা | — | — | — | — | ৪ | — | — | ৪ |
| ৪৯। | বি, বি, ইনষ্টিটিউশন | — | — | — | — | ৩ | ৩ | — | ৬ |
| ৫০। | বিলথই | — | — | — | — | ৫ | — | — | ৫ |
| ৫১। | কদমতলা | — | — | — | — | ৪ | — | — | ৪ |
| ৫২। | কাঞ্চনপুর | — | — | — | — | ৫ | ১ | — | ৬ |
| ৫৩। | কমলপুর | — | ৫ | — | ৫ | — | — | — | — |
| ৫৪। | কে, সি, বালিকা | — | — | — | — | — | ২ | — | ২ |
| ৫৫। | কুলাই | — | — | — | — | ৩ | ৫ | — | ৮ |
| ৫৬। | হালাহালী | — | — | — | — | ৫ | — | — | ৫ |
| | মোট— | ১২২ | ২১ | ২ | ১৪৫ | ২০৮ | ৮১ | — | ২৯২ |
| উচ্চ (High) বিদ্যালয় | | | | | | | | | |
| ১। | জয়নগর | ৮ | — | — | ৮ | — | ১ | — | ২ |
| ২। | রামনগর | ৯ | — | — | ৯ | — | ১ | — | ১ |
| ৩। | ধলেশ্বর | ৬ | — | — | ৬ | — | — | — | — |
| ৪। | উপেন্দ্র বিদ্যাভবন | — | — | — | — | — | ২ | — | ২ |
| ৫। | কুঞ্জবন নিউ টাউনশিপ | — | — | — | — | — | — | — | ১ |
| ৬। | গামছা কুবরা | — | — | — | — | — | ১ | — | ২ |
| ৭। | বড় কাঠাল | — | — | — | — | — | ১ | — | ১ |
| ৮। | কামালঘাট | ৪ | — | ২ | ৬ | — | — | — | — |
| ৯। | ঈশানপুর | — | — | — | — | ১ | ১ | ১ | ৩ |
| ১০। | নন্দননগর | ৮ | — | — | ৮ | — | — | — | — |
| ১১। | কলাগাছিয়া | ৩ | — | — | ৩ | — | — | ১ | ১ |
| ১২। | বড়জলা | ৫ | — | ১ | ৬ | — | ২ | — | ২ |
| ১৩। | মধ্য ভুবনবন | ৫ | — | — | ৫ | — | ২ | ১ | ৩ |
| ১৪। | নবগ্রাম | ৬ | ১ | ২ | ৯ | — | — | — | — |
| ১৫। | মান্দাই বাজার | — | — | — | — | ১ | — | ১ | ২ |
| ১৬। | কোবরা খামার | ৩ | — | ২ | ৫ | — | — | — | — |
| ১৭। | ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয় | — | ২ | ১ | ৩ | — | — | — | — |
| ১৮। | কামান মুড়া | — | — | — | — | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ১৯। | রাণীরগা | ৩ | — | ১ | ৪ | — | ২ | ১ | ৩ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০। রেশম বাগান | ৮ | ১ | ১ | ১০ | — | — | — | — |
| ২১। ওলড আগরতলা | — | — | ... | — | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ২২। সুতারমুড়া | — | — | — | — | — | ২ | ১ | ৩ |
| ২৩। মধুবন (কাঠালতলী) | ৩ | ১ | — | ৪ | — | — | ২ | ২ |
| ২৪। অফিস টিলা | ১১ | — | ২ | ১৩ | — | ২ | ১ | ৩ |
| ২৫। কোণাবন (ওয়েষ্ট) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ২৬। পাথালিয়াঘাট | — | — | — | — | ২ | ৩ | ৬ | ১ |
| ২৭। ব্রজপুর | — | — | — | — | — | ২ | ২ | ৪ |
| ২৮। ধরিয়াথল | — | — | — | — | ২ | ২ | ২ | ৬ |
| ২৯। টাকারজলা (সাউথ) | — | — | — | — | ২ | ২ | ২ | ৬ |
| ৩০। শ্রীনগর গাবর্দী | — | — | — | — | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ৩১। আমতলী | ৪ | — | ১ | ৫ | — | — | — | — |
| ৩২। সিপাইজলা | ৪ | — | — | ৪ | — | ২ | ১ | ৩ |
| ৩৩। যোগেন্দ্রনগর | ৭ | — | — | ৭ | — | ২ | ১ | ৩ |
| ৩৪। আড়ালিয়া | ১৪ | — | ২ | ১৬ | — | ২ | — | ২ |
| ৩৫। জম্পইজলা | — | — | — | — | — | ১ | ১ | ২ |
| ৩৬। কাঁঠালিয়া | — | — | — | — | — | ২ | ২ | ৪ |
| ৩৭। খাস চৌমুহনী | — | — | — | — | — | ১ | — | ১ |
| ৩৮। নলছড় | ৪ | — | — | ৪ | — | ১ | ১ | ২ |
| ৩৯। বক্সনগর | ৩ | ১ | — | ৪ | — | — | ২ | ২ |
| ৪০। বড়নারায়ণ | ৩ | ১ | — | ৪ | — | — | ১ | ১ |
| ৪১। নিদয়া | — | — | — | — | ২ | ১ | ১ | ৪ |
| ৪২। সোনামুড়া | ৩ | — | — | ৩ | — | ২ | ১ | ৩ |
| ৪৩। মোহরছড়া | — | — | — | — | — | — | ১ | ১ |
| ৪৪। নর্থ ঘিলাতলি (রজিয়া) | — | — | — | — | — | ২ | ১ | ৩ |
| ৪৫। বইজলবাড়ী | — | — | — | — | ৩ | ১ | ১ | ৫ |
| ৪৬। কুঞ্জবন | — | — | — | — | — | ২ | ১ | ৩ |
| ৪৭। ব্রহ্মছড়া | — | — | — | — | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ৪৮। বলরাম কোবরা | — | — | — | — | ১ | ১ | ১ | ৩ |
| ৪৯। তুইচিন্দ্রাই বাড়ী | — | — | — | — | — | ৩ | ২ | ৫ |
| ৫০। আমপুর | — | — | — | — | ২ | — | — | ২ |
| ৫১। ঘিলাতলী বাজার | — | — | — | — | — | ২ | ২ | ৪ |
| ৫২। ভারতচন্দ্রনগর | — | — | — | — | ১ | ২ | ২ | ৫ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫৩। | বাচাইবাড়ী | ৩ | — | — | ৩ | — | ২ | ২ | ৪ |
| ৫৪। | সিংগিছড়া | ৪ | — | — | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ৫৫। | লালছড়া বালিকা | ২ | — | — | ২ | — | ১ | ২ | ৩ |
| ৫৬। | রতনপুর | — | — | — | — | ২ | ২ | ১ | ৫ |
| ৫৭। | ভারত সর্দার | ৩ | — | — | ৩ | ১ | ২ | ২ | ৫ |
| ৫৮। | বেহালাবাড়ী | — | — | — | — | ১ | ১ | ১ | ৩ |
| ৫৯। | গৌরাঙ্গ টিলা | — | — | — | — | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ৬০। | পি এল বিল | — | — | — | — | ১ | ২ | ২ | ৬ |
| ৬১। | চম্পকনগর | ২ | — | — | ২ | — | ২ | ২ | ৪ |
| ৬২। | সালগড়া | ৩ | — | — | ৩ | — | ২ | ১ | ৩ |
| ৬৩। | গণ্ডাছড়া | — | — | — | — | ২ | ২ | ২ | ৬ |
| ৬৪। | ওয়েষ্ট বগাফা | — | — | — | — | ২ | — | ১ | ৩ |
| ৬৫। | অম্পিনগর | ২ | — | — | ২ | — | ২ | ১ | ৩ |
| ৬৬। | সাউথ বগাফা সমতল পাড়া | — | — | — | — | — | — | ১ | ১ |
| ৬৭। | নোয়া বাড়ী | — | — | — | — | ২ | ১ | ১ | ৪ |
| ৬৮। | পিত্রা | — | — | — | — | — | ১ | ২ | ৩ |
| ৬৯। | তইদুবাড়ী | — | — | — | — | ৪ | ২ | ২ | ৮ |
| ৭০। | অভয়নগর | — | — | — | — | — | ১ | ৩ | ৪ |
| ৭১। | নিহারনগর | ২ | — | — | ২ | — | — | ২ | ২ |
| ৭২। | মুহুরীপুর | — | — | ২ | ২ | — | ২ | ১ | ২ |
| ৭৩। | চন্দ্রপুর কলোনী | ২ | — | — | ২ | — | ২ | ১ | ৩ |
| ৭৪। | গঙ্গাছড়া | — | — | — | — | — | ১ | ১ | ৩ |
| ৭৫। | শিলাছড়ি | — | — | — | — | ১ | ১ | ১ | ২ |
| ৭৬। | সাতচান্দ | — | — | — | — | ২ | ২ | ১ | ৫ |
| ৭৭। | করবুক | — | — | — | — | ২ | ৩ | ৩ | ৮ |
| ৭৮। | পাইখলা | — | — | — | — | ২ | ২ | ২ | ৬ |
| ৭৯। | শ্রীনগর | — | — | — | — | — | ২ | — | ২ |
| ৮০। | হরিপ্লানন্দ | ২ | ১ | — | ৩ | — | — | — | — |
| ৮১। | রাজনগর কলোনী | — | — | — | — | — | ৩ | ১ | ৫ |
| ৮২। | দেবদারু | ৩ | — | — | ৩ | ১ | ১ | ২ | ৩ |
| ৮৩। | ছাত্তকছড়ী | — | — | — | — | ১ | ১ | ১ | ৩ |
| ৮৪। | কুকাছড়া | — | — | — | — | ১ | ১ | ১ | ৩ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮৫। | তুলামুড়া | — | -- | — | — | ১ | ১ | ২ | ৩ |
| ৮৬। | কলসী | — | — | — | — | ৩ | ২ | ২ | ৭ |
| ৮৭। | সারাসীমা | ১ | ১ | ১ | ৪ | — | — | — | — |
| ৮৮। | ইষ্ট কলাবাড়িয়া | ৩ | — | — | ৩ | — | ১ | ১ | ২ |
| ৮৯। | হরিণা | ৩ | — | - | ৩ | — | ২ | — | ২ |
| ৯০। | মনুবংকুল | — | — | -- | — | ২ | ২ | ৩ | ৭ |
| ৯১। | গারধাং | — | — | — | — | ৩ | ১ | ২ | ৬ |
| ৯২ | ব্রজেন্দ্রনগর (সাব্রুম) | — | — | -- | — | ২ | ৩ | — | ৫ |
| ৯৩। | মাতাই | ২ | — | — | ২ | — | ১ | ২ | ৩ |
| ৯৪। | নূতনবাজার | | — | — | — | ২ | ১ | — | ৩ |
| ৯৫। | খালয়ছড়া | - | — | - | -- | -- | — | ১ | ১ |
| ৯৬। | জামছুরি | - | --- | ৩ | ৩ | -- | — | — | — |
| ৯৭। | চন্দ্রপুর (উদয়পুর) | ৩ | — | --- | ৩ | — | ১ | ১ | ৩ |
| ৯৮। | গামারিয়া | -- | — | — | — | — | — | ২ | ২ |
| ৯৯। | গর্জি বাজার | — | — | — | — | — | — | ২ | ২ |
| ১০০। | শীলঘাটি | — | — | — | — | ১ | ২ | ৩ | ৬ |
| ১০১। | রাঙামাটি | -- | — | — | ---- | ১ | ১ | ২ | ৪ |
| ১০২। | মনু ভইশাল | - | — | --- | — | ৩ | ২ | ২ | ৭ |
| ১০৩। | টিলা বাজার | ৭ | ১ | — | ৮ | — | — | ২ | ২ |
| ১০৪। | বিদ্যানগর | --- | ১ | ২ | ৩ | — | — | --- | — |
| ১০৫। | পাবিয়াছড়া | — | — | ২ | ২ | ৪ | ১ | ১ | ৬ |
| ১০৬। | ডলুগাও | ৩ | — | ৩ | ৬ | — | ২ | -- | ২ |
| ১০৭। | ময়নামা | — | — | --- | --- | ১ | ১ | ১ | ২ |
| ১০৮। | ধুমাছড়া | -- | — | — | — | ১ | ১ | ১ | ৩ |
| ১০৯। | ছইলেংটা | — | — | — | --- | ১ | — | ১ | ২ |
| ১১০। | ছামনু | — | — | — | — | -- | — | ২ | ২ |
| ১১১। | মাছলি ছড়া | — | — | — | — | ২ | — | ১ | ৩ |
| ১১২। | জয়গন্তি | --- | — | — | — | ২ | — | ২ | ৪ |
| ১১৩। | চন্দ্রপুর | — | — | ২ | ২ | ২ | — | — | ২ |
| ১১৪। | কালাছড়া | — | — | ২ | ২ | ২ | — | — | ২ |
| ১১৫। | পেচারথল | — | — | — | — | — | — | ২ | ২ |
| ১১৬। | দুর্গারাম রিয়াং পাড়া | — | — | — | — | ৩ | — | ১ | ৪ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭। | এল, ডি | — | — | — | — | | ১ | ১ | ২ |
| ১১৮। | দামছড়া | — | — | — | — | — | — | ২ | ২ |
| ১১৯। | জম্পুই— | — | — | — | | — | ১ | ১ | ২ |
| ১২০। | কৃষ্ণপুর— | ২ | — | — | ২ | — | ১ | ১ | ২ |
| ১২১। | ব্রজেন্দ্রনগর— | — | — | — | — | ১ | ২ | — | ৩ |
| ১২২। | পদ্মবিল— | - | — | - | | ২ | | ২ | ৪ |
| ১২৩। | পানিসাগর— | — | - | — | | | ১ | — | [illegible] |
| ১২৪। | সালেমা— | - | | ২ | ২ | ৩ | ২ | — | ৫ |
| ১২৫। | চন্দ্রাইপাড়া | - | — | ২ | ২ | — | ২ | — | ২ |
| ১২৬। | মরাছড়া— | ১ | - | . | ২ | — | ২ | — | ২ |
| ১২৭। | করমোটমা— | — | — | — | — | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ১২৮। | দাঘন— | — | — | — | — | — | ১ | ১ | ১ |
| ১২৯। | উত্তর পালজুরী— (জয়শ্রী) | — | — | — | — | ৫ | ৩ | ১ | ১১ |
| ১৩০। | কাঁঠালছড়া টি. এম. সি.— | — | — | — | — | ৪ | ৯ | ৩ | ৮ |
| ১৩১। | কমলপুর মাদ্রাসা— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | মোট— | ১৭৯ | ১১ | ৩৬ | ২২৬ | ১০১ | ১৫৩ | ১৩৯ | ৩৯৬ |

Admitted starred Question No. 16
By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বছরে ছাত্রের অনুপাতে রাজ্যে কতজন প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকের প্রয়োজন,

২। কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন স্তরে কর্মরত আছেন (নম্বর ভিত্তিক হিসাব)

৩। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে,

৪। গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ দ্রুত কার্যকরী করতে বাধা কোথায়,

৫। উক্ত বাধাগুলো কি ভাবে দূর করা সম্ভব হবে বলে সরকার মনে করছেন,

৬। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষণ ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। প্রাইমারী স্তরে ১১,০৭১ জন, মাধ্যমিক স্তরে ৮,৫২৪ জন (দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) এবং কলেজ স্তরে ৩৪৪ জন শিক্ষকের প্রয়োজন।

২। প্রাইমারী স্তরে ৮,১৭৪ জন, মাধ্যমিক স্তরে ৬,০৮২ জন (দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত) এবং কলেজ স্তরে ৩০৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত আছেন।

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। প্রার্থীগনের দাখিলকৃত "অবফর্ম" মারফতে যাহাতে অতিসত্বর মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত নিয়োগের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহারও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং কলেজস্তরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ সাপেক্ষে এডহক ভিত্তিতে কলেজ শিক্ষক নিয়োগ করা হইতেছে।

৪। বাধা নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

৬। ৮,৭০৯ জন (শুধুমাত্র মাধ্যমিকস্তর)

Admitted Un-starred Question No. 22

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Supply Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের জন্য কত পরিমাণ চাল, গম, চিনি, লবন ও কেরোসিন বরাদ্দ করেছিলেন ? (মাস ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। এর মধ্যে কত পরিমাণ উপরোক্ত জিনিষ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার পেয়েছেন ? (মাস ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

| | | মে: টন | | | কি: লি |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাউল | গম | চিনি (লেভি) | লবন | কেরোসিন |
| বরাদ্দের পরিমাণ | | | | | |
| ১। এপ্রিল ১৯৮১ | ৫,০০০ | ৫০০ | ৭৭৬.২ | ১১১০ | ১১৫৫ |
| মে | ৫,০০০ | ৫০০ | ৭৭৮.২ | ১০১০ | ১১৫৫ |
| জুন | ৮,০০০ | ৫০০ | ৭৭৮.২ | ১১১০ | ১০৪০ |
| জুলাই ১৯৮১ | ৮,০০০ | ৫০০ | ৭৭৬.৪ | ১১১০ | ১৩৪৮ |
| আগষ্ট ,, | ৮০০০ | ৫০০ | ৭৭৫.২ | ১১১০ | ১৩৪৮ |
| সেপ্টেম্বর ,, | ৮০০০ | ৫০০ | ৭৭৭.৬ | ১১১০ | ১০৮৪ |
| অক্টোবর ,, | ৮,০০০ | ৫০০ | ৭৭৭.৬ | ১১১০ | ১২৮৪ |
| নভেম্বর ,, | ৮,০০০ | ৫০০ | ৭৭৯.৪ | ১১১০ | ১৪১১ |
| ডিসেম্বর ,, | ৮,০০০ | ৫০০ | ৭৭৯.৪ | ১১১০ | ১৪১১ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী ১৯৮২ | ৮,০০০ | ৫০০ | ৭৭৮.৪ | ১১১৬ | ১৪১০ |
| ফেব্রুয়ারী ,, | ৮,০০০ | ৫০০ | ৭৮০.৪ | ১১১৬ | ১৪১০ |
| মার্চ ,, | ৮,০০০ | ৫০০ | ৭৮০.৪ | ১১১৬ | ১১৫৫ |

২) প্রাপ্ত ভোগ্যপণ্যের পরিমানের তালিকা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| এপ্রিল ১৯৮১ | ১,৯৮৩ | ১৯৮ | ৭৭৬.২ | ৮৫২ | ৮০৫ |
| মে ,, | ৫,৯১৩ | ১২৫ | ৭৭৮.২ | ৮৫২ | ১২১২ |
| জুন ,, | ১০৬৮৩ | ৬৮৬ | ৭৭৮.২ | ৮৫২ | ১১৯৫ |
| জুলাই ,, | ৫২২৭ | ২৭২ | ৭৭৬.৪ | ৮৫২ | ৫৬০৪ |
| আগষ্ট ,, | ২৭৬৩ | ১২৪ | ৭৭৫.৮ | ৮৫২ | ১০৫৬ |
| সেপ্টেম্বর ,, | ১,৮৮০ | ২৭০ | ৭৭৭.৬ | ৮৫২ | ১১৯১ |

| | | | ( মেঃ টন ) | কিলোলিটার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাউল | গম | চিনি | লবন | কেরোসিন |
| | | | লেভি | | |
| অক্টোবর ১৯৮১ | ৪,২৩৮ | ৪ | ৭৭৭.৬ | ৮৫২ | ১১৫১ |
| নভেম্বর ,, | ৪,০০৬ | — | ৭৭৯.৪ | ৮৫২ | ১১৬৩ |
| ডিসেম্বর ,, | ৬,০২৫ | — | ৭৭৯.৪ | ৮৫২ | ৯০৭ |
| জানুয়ারী ১৯৮২ | ৬,২৫৭ | — | ৭৭৮.৪ | ১১০০ | ১১৬৫ |
| ফেব্রুয়ারী ,, | ৮,৮৯০ | ৫৭৭ | ৭৮০.৪ | ১১০০ | ১৩৩৭ |
| মার্চ ,, | ৭,০২০ | ৭৭৫ | ৭৮০.৪ | ১১০০ | ১০৪১ |

*বরাদ্দকৃত গম ভারতীয় খাদ্য নিগম সরবরাহ করেন নাই।

ANNEXURE—"C"

Post pond Starred Question No. 168.

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা কয়টি গাঁও সভায় বর্তমানে গো-চারণ ভূমি আছে ;

২) প্রতিটি গাঁও সভায় গো-চারণ ভূমির প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা ; এবং

৩) করিলে এ ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কিনা ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে ১৫০টি গাঁও সভায় গো-চারণ ভূমি আছে।

২) হ্যাঁ।

৩) মূলতঃ উপযুক্ত ভূমির অপ্রতুলতার অতিরিক্ত গোচরণ আলাদা করিয়া রাখার সুযোগ খুবই কম।

ANNEXURE—"D"

Postpond Starred Question No. 64.

By—Shri Fayzar Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি রাইস মিল আছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

২) রাজ্যের বিভিন্ন রাইস মিল গুলিতে যে সমস্ত মহিলারা দিন মজুরি করেন তারা দৈনিক কত মজুরী পায় তাহা সরকারের জানা আছে কিনা ;

৩) ঐ সমস্ত রাইস মিলগুলিতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের কাজের সময় সীমা ও মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করে দিবার বিষয়ে সরকার চিন্তা করেছেন কি না ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে ।

মুলতুবী প্রশ্নের উত্তর

১) জেলা ভিত্তিক রাইস মিলের সংখ্যা ।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

| | |
|---|---|
| ধর্মনগর— | ১১৪ |
| কৈলাসহর— | ৭৯ |
| কমলপুর— | ৪২ |
| | ২৩৫ |

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

| | |
|---|---|
| খোয়াই— | ৭৭ |
| সদর— | ৩৪৪ |
| সোনামুড়া— | ৪৫ |
| | ৪৬৬ |

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

| | |
|---|---|
| উদয়পুর— | ৪২ |
| বিলোনীয়া— | ১০০ |
| অমরপুর— | ১৭ |
| সাব্রুম— | ১৯ |
| | ২০৮ |

সর্বমোট—৯০৯টি

২) কোন রাইস মিলে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কোন মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত আছেন কিনা রাজ্য সরকারের জানা নাই ।

৩) এই প্রশ্ন উঠে না ।

Questions and Answers

Postpond Starred Question No.
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Civil Supplies Department be pleased to state : -

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন রেশন সপ ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের নিকট লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ;

২) সদরের নবীনগর, কৈয়াডেপা এবং দক্ষিণ চড়িলামে রেশন সপের মালিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে কোন দরখাস্ত সরকারের নিকট ঐ এলাকার জনসাধারণ করেছেন কি ;

৩) পেশ করা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন ;

৪) ইহা কি সত্য যে অনেকগুলি প্যাক্স রেশন সপ খোলার জন্য আবেদন করেও অনুমতি পাচ্ছে না ;

( মহকুমা ভিত্তিক এই রূপ আবেদনের সংখ্যা কত ;

৫) রেশন সপ গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য সরকার আরো ব্যবস্থা নিবেন কি ;

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে ।

মুলতবী প্রশ্নের উত্তর

১) ২১৩ টি

২) হ্যাঁ

৩) (ক) নবীনগরের রেশন সপ ডিলারের উপর অভিযোগের কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারি করা হয় । সেই নোটিশ জারীর পর রেশন সপ ডিলারের নিকট হইতে যে উত্তর পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর রেশন সপ ডিলারকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া অভিযোগ হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে ।

(খ) কৈয়াডেপার প্যাক্সের অধীনে রেশন সপের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস ছিল । কিন্তু প্যাক্স আদালতের রায়ে অভিযোগ হইতে মুক্ত হয় ।

(গ) সরজমিনে তদন্তের পর চড়িলাম রেশনশপ ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারী করা হয় । নোটিশ জারির পর রেশন সপ ডিলারের নিকট হইতে যে উত্তর পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া অভিযোগ হইতে মুক্তি দেওয়া হয় ।

৪) প্যাক্সের নিকট হইতে সদর মহকুমার অধীনে ন্যায্য মূল্যের দোকানের জন্য ২টি আবেদন পত্র পাওয়া যায় তাহা বিবেচনাধীন আছে । এ ছাড়া কোন আবেদন পত্র পাওয়া যায় নাই ।

৫) রেশন সপ গুলির উপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গ্রাম অঞ্চলে গাঁও সভায় ও আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় ফুড সাব কমিটি গঠন করা হইয়াছে ।

**Postponed starred Question No. 164**
**By—Shri Drao Kumar Reang**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Departmet be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮০-৮১ আর্থিক বর্ষে রাজ্যের বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্যের পরিমাণ কত ছিল, এবং

২) বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্যের সর্বমোট কত অংশ ভারতীয় খাদ্য নিগম ও অন্যান্য সংস্থা থেকে সরবরাহ করা হয়েছে; এবং

৩) সরবরাহকৃত সর্বমোট খাদ্য শস্যের মধ্যে মোট কত পরিমাণ ষ্টরেজ, ট্রান্সিট লস হয়েছে ?

উত্তর

১) চাউল ৯৪,৫০০ মেঃ টন এবং
গম ৯৮০০ ,, ,,

২) চাউল ৬০,১৪৩ ,, ,,
গম ৩৮৭২ ,, ,,

৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

প্রশ্নের মূলতবী ৩য় অংশের উত্তর

কোন রকম ট্রানসিট লস হয় নাই।

ষ্টোরেজ লস (মজুত ঘাটতি)

আনুমানিক ১৬৩·৪৭১ মেঃ টন চাউল

আনুমানিক ৫·১৪৯ ,, ,, ,,

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে ১৯৮০-৮১ সনের ঘাটতির চূড়ান্ত হিসাব (Profarma account) এখনও সম্পন্ন হয় নাই।

**Postponed Starred Question No. 197.**
**By—Shri Sumanta Das**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফতে যে চাউল দেওয়া হয় তার মাথা পিছু বরাদ্দ কত ;

২। মাথা পিছু বরাদ্দকৃত ঐ চাউল একজন লোকের পক্ষে প্রয়োজনের তুলনায় কম ইহা সরকার অনুভব করেন কি না ;

৩। অনুভব করে থাকলে সরকার ঐ চাউলের বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে বিবেচনা করবেন কি ?

উত্তর

১। সাপ্তাহিক মাথা পিছু বরাদ্দ (চাউল ও গম) মোট ২ কেজি ৫ শত গ্রাম। তন্মধ্যে চাউল ১ কেজি ও গম ১ কেজি ৫ শত।

২। হ্যাঁ ;

৩। চাউল ও গমের মাথা পিছু বরাদ্দ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হওয়ায় এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বিবেচনা করার প্রশ্ন উঠে না।

Printed by
The Manager, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—J. C No. 1941-170-2.2.85